- ATHARVA VEDA SAMHITA
  Translated and Edited by:
  Sri Bijan Behari Goswami M.A.

- অথর্ববেদ সংহিতা
  অনুবাদ ও সম্পাদনা
  শ্রীবিজন বিহারী গোস্বামী

- প্রকাশনা :
  আবদুল আজীজ আল-আমান এম. এ.
  হরফ প্রকাশনী
  এ-১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
  কলকাতা-৭০০০০৭ • ফোন : ২৪১৬৮৯৮

- মুদ্রণ :
  লোটাস লিথোগ্রাফিস্
  ৫৬, সুরেন সরকার রোড, • কলকাতা-৭০০০১০

- প্রথম প্রকাশ :
  মহালয়া, ১৪ই আশ্বিন, ১৩৮৫

- চতুর্থ প্রকাশ :
  শুক্রবার ১০ই নভেম্বর ২০০০
  ২৪ কার্তিক ১৪০৭
  ১৩ শাবান ১৪২১

মূল্য : ১০০ .০০

"স্তুতা ময়া বরদা বেদমাতা প্র চোদয়ন্তাং পাবমানী দ্বিজানাম্।
আয়ুঃ প্রাণং প্রজাং পশুং কীর্তিং দ্রবিণং ব্রহ্মবর্চসম্।
মহ্যং দত্ত্বা ব্রজত ব্রহ্মলোকম্ ॥"

—অথর্ববেদ (১৯।৭।১২)

"যস্মাৎ কোশাদ্‌দভরাম বেদং তস্মিন্নন্তরব দধ্ম এনম্।
কৃতমিষ্টং ব্রহ্মণো বীর্যেণ তেন মা দেবাস্তপসাবতেহ ॥"

—অথর্ববেদ (১৯।৭।১৩)

"য প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈকো রাজা জগতো বভূব।
যস্য চ্ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥"

—অথর্ববেদ (৪।১।২)

"অচিকিত্বাংশ্চিকিতুষশ্চিদত্র কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্মনো ন বিদ্বান্।
বি যস্তস্তম্ভ ষড়িমা রজাংস্যজস্য রূপে কিমপি স্বিদেকম্ ॥"

—অথর্ববেদ (৯।৫।১)

প্রকাশকের নিবেদন

১৩৮২ সালে যখন আমি বেদের অনুবাদ পরিকল্পনা গ্রহণ করি তখন সকলেই আমাকে নিরুৎসাহ করেছিলেন। একজন মাত্র বলেছিলেন কেবল ঋগ্বেদের অনুবাদ করা যেতে পারে—তার বেশী নয়। অধিক অগ্রসর হলে হয়তো সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা, এমনও হতে পারে আর্থিক দিক থেকে এমন আঘাত আসবে যা কাটিয়ে ওঠা কোনদিনও সম্ভব হবে না। এঁরা সবাই আমার বিশেষ হিতাকাঙ্ক্ষী—সুতরাং যাতে আমি অহেতুকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হই সেদিকে এঁদের সানুরাগ দৃষ্টি ছিল। কিন্তু আমি সম্পূর্ণ বেদের অনুবাদ প্রকাশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম—সকল প্রতিকূলতা, সকল দায়িত্ব এবং ঝুঁকি দৃঢ়চিত্তে মাথায় তুলে নিয়েছিলাম। আমি এই ভেবে নিঃশঙ্ক-চিত্ত হয়েছিলাম—যদি নিঃস্ব হই, অন্ততঃ একটা ভাল কাজের জন্য হব এবং সেখানে ভবিষ্যতে আমার নিজের কাছে নিজের কোন জবাবদিহি করতে হবে না, কোন রকম বেদনাবোধও থাকবে না। এইভাবে একান্ত শুভানুধ্যায়ীদের সকল মতামতকে পাশ কাটিয়ে আমি বেদের সম্পূর্ণ অনুবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম।

১৩৮২ সাল মহালয়ার পুণ্যলগ্নে সামবেদ প্রকাশের মাধ্যমে যে গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছিলাম আজ অথর্ববেদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা সম্পূর্ণ হল এবং বাংলা ভাষায়ও এই সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ চারটি বেদের অনুবাদ প্রকাশিত হল। দয়াময়ের অপার করুণার কথা জীবনের প্রতিমুহূর্তের মত, এই মুহূর্তেও বিশেষরূপে কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি। অসংখ্য গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছার কথাও আমি চিরদিন মনে রাখব।

বেদের মর্মোপলব্ধিতে আজ থেকে, সাধারণের আর কোন বাধা থাকল না। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে, ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী এই বিশাল গ্রন্থের আলোচনা ও পঠন-পাঠন শুরু হোক এই কামনা।

যজুর্বেদের মত সম্পূর্ণ অথর্ববেদ অনুবাদ করেছেন সংস্কৃত কলেজের সুপণ্ডিত শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তিনি যেভাবে ভগবৎ-সেবায় আত্মলীন হয়েছিলেন তা বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। বেদ-প্রকাশের অন্তরালে যাঁর গঠনমুখী চিন্তাধারা আমাকে বিশেষরূপে অনুপ্রাণিত করেছে সেই রুণুতপা-কেও বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই।

সংস্কৃত অংশের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত এবং প্রথম সংশোধনী দেখেছেন শ্রীরসিকবিহারী গোস্বামী, বিশেষ সংশোধনীতে অংশ নিয়েছেন বর্ণমালার কর্মাধ্যক্ষ শ্রীদীপক দাশগুপ্ত এবং সংশোধনীর সমুদয় দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন স্বয়ং অনুবাদক। সুতরাং মুদ্রণগত কোন ত্রুটি ঘটলে তা এই তিন জনকেই ভাগ করে নিতে হবে, প্রশংসাও তিনজনের প্রাপ্য।

শুভ মহালয়া, ১৩৮৫
সোলেমানপুর, ২৪ পরগণা।

ভূমিকা

"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"

শ্রীগুরুদেবের অপার অনুকম্পায় অথর্ববেদের বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশিত হল। অথর্ববেদেই একমাত্র বেদ, যা সকলের সব কিছু প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রবৃত্ত হয়েছে। অন্যান্য ঋক্, যজুঃ ও সামবেদে মুখ্যতঃ মোক্ষপ্রাপ্তির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ, কিন্তু এখানে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ কোন কিছুই উপেক্ষিত হয়নি। অস্বীকার করা হয়নি এ জগতের ঘাত-প্রতিঘাত, হিংসা-বিদ্বেষ, কাম-লোভ কোন কিছুকে। সাধনার পথে অগ্রসর হতে হলে শরীর ও মনের সুস্থতা দরকার, এর জন্য আয়ুর্বেদের আকরস্থল ও পথিকৃৎ-রূপে অথর্ববেদের অপরিসীম দান অনস্বীকার্য। তাই এতে দেখতে পাই জ্বর, যক্ষ্মা কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের আরোগ্যের এবং সর্পাদির বিষ-নিবারণের ওষধি ও মন্ত্র। শত্রুজয়, পাপক্ষয়, আভিচারিক ও শান্তি কর্মে অথর্ববেদের মন্ত্র অক্ষয় ও প্রত্যক্ষ ফলদায়ক। সৌভাগ্যকরণ, পুত্রাদিলাভ, সুপ্রসব, কন্যাদির বিবাহ অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি নিবারণ, বাণিজ্যাদি শ্রীলাভ প্রভৃতি কর্মেও অথর্ববেদের মন্ত্রাদি অব্যর্থ ফল প্রদান করে। বাস্তু-সংস্কার, গৃহপ্রবেশ, চূড়াকরণ, উপনয়ন; জাতকর্ম ববাহ প্রভৃতি সংস্কার কর্মগুলি অথর্ববেদকেই অনুসরণ করেছে—এসব নানা দিক বিবেচনা করলে অথর্ববেদ সকলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। মনে হয়—এ অথর্ববেদ থেকেই গাছ গাছড়া, তাবিজ কবচ ও মন্ত্রাদির প্রয়োগ চলে আসছে কিন্তু কি প্রক্রিয়ায় এর মন্ত্রাদি যথাযথ প্রযুক্ত হলে ফলপ্রসূ হতে পারে, তা আজ অনুসন্ধানের অভাবে কালগর্ভে বিলীন হতে বসেছে।

অথর্ববেদের নামকরণ নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে। অনেকের ধারণা, ঋক্, যজুঃ ও সাম—এ 'ত্রয়ী' বেদই ছিল, পরে অথর্ববেদের সংযোজনা হয়েছে। এ ধারণা সত্যই গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ যজ্ঞের যে চতুর্বিধ কর্ম—হোতৃ, উদ্গাতৃ, অধ্বর্যু ও ব্রহ্ম—এর প্রথম তিনটি ঋগাদি বেদের দ্বারা সম্পন্ন হলেও চতুর্থ ব্রহ্ম-কর্মের জন্য অথর্ববেদের অপেক্ষা রয়েছে। বেদের 'ত্রয়ী' নামের সাধারণ উদ্দেশ্য হল—পদ্যাংশ, গদ্যাংশ ও গান ঋক্, যজু ও সামবেদের মধ্যে পাওয়া যায় জন্য এর ত্রয়ী নাম ; কিন্তু তাও ঠিক নয়। কারণ কেবলমাত্র পদ্য ও কেবলমাত্র গদ্য বা কেবলমাত্র গান কোন বেদে নেই, ঋক্ মন্ত্রেরও গান হয়, যজুর্বেদে কেবল গদ্যাংশ নেই, বহু পদ্যাংশও আছে। সামবেদেও বহু ঋক্ আছে এবং অথর্ববেদে সবগুলিই আছে। এর বিস্তৃত আলোচনা আচার্য সায়ণ তাঁর ভাষ্যানুক্রমণিকায় করেছেন।

অথর্ববেদের নাম 'অথর্ব' কেন হয়েছিল, তা বলা কঠিন, তবে অথর্ববেদ কখনই 'অথর্ব' নয়, বরং এটাই একমাত্র বেদ যাকে আমরা সচল বলতে পারি। অথর্ববেদে 'যামাহুতিং প্রথমামথর্বা' (৭।১।৪) ইত্যাদি মন্ত্রে 'অথর্ব', শব্দের পরব্রহ্ম ভগবান—এ অর্থ করা হয়েছে। সত্যই ভগবন্মুখ-নিঃসৃত ঋক, যজুঃ, সাম ও অথর্ব—এ চার বেদই জীবের পরম কল্যাণ সাধন করছে। অথর্ববেদে ঐহিক সুখসাধনের উপায় প্রদর্শিত হলেও পারলৌকিক পথ উপেক্ষিত হয়নি। দেবতা কি? দেবতার স্বরূপ কি? বিশ্বব্যাপক ভগবান কিভাবে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত করেছেন, তাকে কিভাবে পাওয়া যেতে পারে, সুখস্বরূপ ভগবানের প্রাপ্তিই জীবের চরম লক্ষ্য—এগুলিও বিশেষরূপে অন্যান্য বেদের মত অথর্ববেদেও আলোচিত হয়েছে। বরং অন্যান্য

বেদে যা দুর্বোধ্য তত্ত্বরূপে রয়েছে, অথর্ববেদে তা সকলের সহজবোধ্যরূপে দেখতে পাই। যখন পৃথকভাবে লক্ষ্য করা যায়, তখন ভিন্ন ভিন্ন দেবতাতে ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন বিভূতি প্রকাশমান, আর সমষ্টিভাবে দেখলে এক অদ্বয় অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ আনন্দময় ভগবানই স্বকীয় মহিমায় বহু হয়েও এক, তিনি অনন্ত হয়েও সান্ত, মহৎ হয়েও অণু, তাতেই নিখিল বিশ্ব ওতঃপ্রোতভাবে বিরাজমান রয়েছে।

বেদের রচনাকাল সম্বন্ধে বহু গবেষণা হলেও তার সঠিক কাল নির্ণয় করা সত্যই অসম্ভব। কেউ অথর্ববেদের ঊনবিংশকাণ্ডের সপ্তম সূক্তের কয়েকটি নক্ষত্র-সমাবেশের চিহ্ন দেখে স্থির করেছেন—খৃষ্টজন্মের ১৫১৬ বছর পূর্বে অথর্ববেদ সংকলিত হয়েছে। বাল গঙ্গাধর তিলকের মতে খৃষ্টজন্মের ৮০০০ বছর পূর্বে অথর্ববেদের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন হয়। রামায়ণ আছে—পুত্রার্থ যজ্ঞের নিমিত্ত অথর্ব-বেদের বিধান অনুসারে যজ্ঞ করা হয়েছিল। বিষ্ণুপুরাণে অথর্ববেদের উৎপত্তি-বিবরণে চার বেদের একসঙ্গে বিভাগের কথা বলা হয়েছে। এ বিষয়ে পণ্ডিতপ্রবর দুর্গাদাস লাহিড়ী তাঁর অথর্ববেদের ভূমিকায় বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

সায়ণভাষ্য—বেদের বহু ব্যাখ্যা ও ভাষ্য থাকলেও সায়ণভাষ্যই মূল স্তম্ভরূপ, কিন্তু সায়ণভাষ্য সম্বন্ধেও নানা মত আছে। আচার্য সায়ণ তাঁর ঋগ্বেদের ও সামবেদের ভাষ্যানুক্রমণিকায় যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, অথর্ববেদের ভাষ্যানু-ক্রমণিকায় তা অনুরূপ। ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকায় লিখিত হয়েছে, 'বুক্ক নরপতির আদেশে মাধবাচার্য বেদার্থ প্রকাশে উদ্যত হন'। আর অথর্ববেদের অনুক্রমণিকায় দেখছি, 'বুক্ক নরপতির বংশধর রাজা শ্রীহরিহর, সায়ণাচার্যকে অথর্ববেদের অর্থ প্রকাশের জন্য আদেশ করেছিলেন'। এ থেকে মাধবাচার্য ও সায়ণাচার্য দুজন ভাষ্য-কারের নাম পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলেন—মাধবাচার্য ও সায়ণাচার্য দুজন সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে বিজয় নগরের রাজা বুক্ক নরপতির দরবারে মাধবাচার্য প্রধান অমাত্যপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা তাঁকে বেদার্থ প্রকাশের ভার দেন, তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতা সায়ণাচার্যের সাহায্যে সে কার্য সম্পন্ন করেন। এজন্য এ বেদভাষ্য 'সায়ণ-মাধবীয়' ভাষ্য বলে প্রচারিত হয়েছে, তবে তিন বেদেরই ভাষ্য সায়ণ-ভাষ্য নামে সর্বত্র চলে আসছে। যাজ্ঞিক প্রয়োজনে ব্যাখ্যা করায়, সায়ণাচার্য তাঁর ভাষ্যে স্বর ও উচ্চারণের প্রতি যেরূপ লক্ষ্য দিয়েছেন, সেরূপ মর্মার্থের দিকে দেননি। বেদমন্ত্রসকল কামদুঘ, তা বিভিন্ন কার্যে প্রযুক্ত হলেও এক নিত্য শাশ্বত পরমাত্মার অপৌরুষেয় সার্বজনীন মঙ্গলকর চিরন্তন বাণী বহন করে আসছে, তাই বেদের লৌকিক অর্থ ছাড়াও আধ্যাত্মিক অর্থ আছে, যা সকলের আস্বাদ্য ও অনুধাবনীয়।

এ গ্রন্থের প্রথম কাণ্ড পণ্ডিত-প্রবর দুর্গাদাস লাহিড়ীর মর্মানুযায়ী ব্যাখ্যা অনুসরণ করে আধ্যাত্মিকভাবে আলোচনা করেছি এবং অবশিষ্ট সবটাই সায়ণাচার্যের ভাষ্য অবলম্বন করে লেখা হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু ও বিদ্যার্থিগণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বহুস্থানে সায়ণভাষ্যের হুবহু বঙ্গানুবাদ ও টীকা সংযোজিত হয়েছে। অনুবাদ ও সূক্তাদির বিভাগ সায়ণভাষ্য অনুসারে করা হয়েছে। স্বাধ্যায়-মণ্ডল প্রকাশন দুর্গাদাস লাহিড়ীর প্রকাশন ও সায়ণভাষ্য দেখে এ গ্রন্থের মূল পাঠ শুদ্ধ করা হয়েছে।

সমগ্র গ্রন্থের বাংলায় অনুবাদ বোধ হয় এই প্রথম প্রকাশিত হ'ল। অনুবাদ রচনায় আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনা করে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকেরা যদি গ্রন্থখানি সহৃদয়তার সাথে গ্রহণ করেন, তবে আমাদের শ্রম সার্থক মনে করব।

এই পুস্তক প্রণয়ন কার্যে প্রথমেই যাঁর কথা স্মরণ হয়, তিনি হলেন, শ্রীযুক্ত রণব্রত সেন। তাঁরই অনুপ্রেরণায় আমি এই কাজে ব্রতী হই—নয়তো আমার পক্ষে কখনই এত বিশাল ও দুরূহ কাজে হাত দেওয়া সম্ভব হত না। তাঁর কথা চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখব।

অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই হরফ প্রকাশনীর অধিনায়ক শ্রীযুক্ত আবদুল আজীজ আল-আমান মহাশয়কে। তিনি যে সাহস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে সমগ্র বেদ বঙ্গানুবাদ সহ প্রকাশ করলেন, তাতে সমগ্র বাঙ্গালীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে এই মহান ঐতিহ্যবাহী বেদ পেঁছে দিয়ে, তিনি আমাদের প্রধান ধর্ম-গ্রন্থের অভাব দূর করলেন।

এই পুস্তক রচনায় আমাকে নানাভাবে প্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েছে পরম স্নেহা-ভাজন শ্রীরাধু গোস্বামী। মেশিন প্রুফগুলি মিলিয়ে দিয়ে বইটিকে সর্বতোভাবে নির্ভুল করার চেষ্টা করেছেন বর্ণমালা প্রেসের কর্মাধ্যক্ষ শ্রীদীপক দাশগুপ্ত।

সমস্ত প্রথম প্রুফ সংশোধন এবং সংস্কৃত অংশের পাণ্ডুলিপি রচনা করেছে আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীরসিকবিহারী গোস্বামী। অন্যান্য প্রুফ দেখা ও পাণ্ডু-লিপি রচনায় আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে আমার পরম কল্যাণীয় শ্রীকুমার-বিহারী গোস্বামী এবং শ্রীমান মুকুন্দবিহারী গোস্বামী। পুস্তক রচনায় নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন শ্রীমতী প্রতিমা দেবী। এঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া এত দ্রুত এ গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হত না।

মুদ্রণ কার্যে শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বেরা এবং বর্ণমালা প্রেসের অন্যান্য কর্মীবৃন্দের অক্লান্ত পরিশ্রমে পুস্তক প্রকাশ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয়েছে।

বেদের বাণী চিরন্তন ও শাশ্বত। ভারতবর্ষ এই চিরন্তন ও শাশ্বত বাণীকেই যুগ যুগ ধরে বহন করে চলেছে। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হচ্ছে, কিন্তু সেই সনাতন ও অনাদি রূপ আজও চির অম্লানরূপে বিরাজমান। সেই অপৌরুষেয় ভগবৎ-সত্তাকে প্রণাম—তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তির সমগ্র জগতে বেদনিঃসৃত বাণী প্রকাশমান। আজ দিকে দিকে, কালে কালে, বেদের সেই অমৃতময় বাণী ছড়িয়ে পড়ুক। সমগ্র মানুষের অজ্ঞানতা, অন্ধকার ও হিংসা-দ্বেষাদি দূরীভূত হোক। বেদমন্ত্রের সেই অমৃতধারায় মানুষের প্রাণ ভরে উঠুক এক স্বর্গীয় অনির্বচনীয় আনন্দে।

সবাইকে আহ্বান করে বলি—আসুন, সকল বিভেদ ভুলে আজ এই শুভলগ্নে স্মরণ করি সেই বেদমন্ত্র—

"সমানো মন্ত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং ব্রতং সহ চিত্তমেষাম্।
সমানেন বো হবিষা জুহোমি সমানং চেতো অভিসংবিশধ্বম্ ॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥"

—অথর্ববেদ (৬।৭।২)।

—তোমাদের কার্যাকার্য পর্যালোচনাত্মক মন্ত্রণা একরূপ হোক, কার্যে প্রবৃত্তি

একরূপ হোক এবং তোমাদের অন্তঃকরণ একরূপ হোক। সেজন্য তোমাদের সাধারণ হবির দ্বারা যাগ করছি, তোমাদের চিত্ত একরূপ হোক। তোমাদের সংকল্প একরূপ হোক, তোমাদের হৃদয় এক হোক, তোমাদের মন সমান হোক। যাতে তোমাদের সকল কাজ একসাথে হয়, সেজন্য তোমাদের সংযুক্ত করছি।

ইতি—

শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী।

মহালয়া, ১৩৮৫ সাল।
উত্তরপল্লী, পোঃ সোদপুর,
২৪-পরগণা।

সূচীপত্র

[প্রয়োগবিধি অনুসারে মন্ত্রের বিষয়সূচী করা হয়েছে।]

তৃতীয় কাণ্ড

চতুর্থ কাণ্ড

পঞ্চম কাণ্ড

ষষ্ঠ কাণ্ড

সপ্তম কাণ্ড

অষ্টম কাণ্ড

নবম কাণ্ড

দশম কাণ্ড

একাদশ কাণ্ড

দ্বাদশ কাণ্ড

ত্রয়োদশ কাণ্ড

চতুর্দশ কাণ্ড

পঞ্চদশ কাণ্ড

ষোড়শ কাণ্ড

সপ্তদশ কাণ্ড

অষ্টাদশ কাণ্ড

ঊনবিংশ কাণ্ড

বিংশ কাণ্ড

প্রথম কান্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ওঁ। যে ত্রিষপ্তাঃ পরিযন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ। বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতু মে ॥ ১ ॥ পুনরেহি বাচস্পতে দেবেন মনসা সহ। বসোষ্পতে নি রময় ময্যেবাস্তু ময়ি শ্রুতম্ ॥ ২ ॥ ইহৈবাভি বি তনূভে আর্ত্নী ইব জ্যয়া। বাচস্পতির্নি যচ্ছতু ময্যেবাস্তু ময়ি শ্রুতম্ ॥ ৩ ॥ উপহূতো বাচস্পতিরুপাস্মান্ বাচস্পতির্হ্বয়তাম্। সং শ্রুতেন গমেমহি মা শ্রুতেন বি রাধিষি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ঃ যে ভগবান অসংখ্য রূপ পরিগ্রহ করে নিখিল জগতের কল্যাণের জন্য চেতন অচেতনাত্মক সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন, হে বাচস্পতিদেব, আমি যেন সে ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভে সমর্থ হই। ১ ॥ হে জ্ঞানাধিপতি, তুমি প্রকাশমান সত্ত্বগুণের দ্বারা আমাকে উদ্ভাসিত করে আমার মনের সাথে মিলিত হও। হে জ্ঞানরূপ ঐশ্বর্যের অধিপতি, আমার অন্তরে অবস্থান করে আমাকে মেধাসমৃদ্ধি প্রদানে আনন্দিত কর। ২ ॥ হে বেদরূপ বাক্যের পালক, ধনুতে গুণ যোজনা করলে যেমন তার অগ্রভাগ দুটি শরক্ষেপণকারীর দিকে আকৃষ্ট হয়, সেরূপ তোমার উপাসক আমাকে ঐহিক ও পারত্রিক ফলসাধক মেধা ও জ্ঞানের দিকে আকর্ষণ কর। হে আমার প্রভু, আমার বেদরূপ বাণীকে সংযত কর, তোমার অনুগ্রহে শাস্ত্রজ্ঞান যেন আমাতে স্থির হয়। ৩ ॥ হে দেব তুমি জ্ঞানাধিপালক ও ভক্তের প্রার্থনাপূরক, অর্চনার দ্বারা আহুত হয়ে তুমি বেদজ্ঞানের জন্য আমাদের মেধাদি শক্তি দাও, যাতে আমরা বেদাদি শাস্ত্রের সাথে যুক্ত হতে পারি এবং সে জ্ঞান থেকে যেন বিচ্যুত না হই। ৪ ॥

টীকা ঃ ১। অথর্ববেদের প্রথম কান্ডে ছ-টি অনুবাক, প্রথম অনুবাকে ছ-টি সূক্ত, তার প্রথম মন্ত্র মেধাজনন প্রার্থনামূলক। 'ত্রিষপ্তাঃ'-পদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বহু আলোচনা করেছেন। তিন ও সাত (ত্রি ও সপ্ত)—এ দুটির সম্বন্ধে যত কিছু থাকতে পারে, তা গ্রহণ করেছেন। ত্রি-শব্দে ত্রিকাল এবং সপ্ত-শব্দে সপ্তলোক যিনি ব্যেপে আছেন, সে অনন্তরূপ পরমেশ্বর এ পদের লক্ষ্য। ত্রি-শব্দে—সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণ, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর। সপ্ত শব্দে সপ্তর্ষি, সপ্তগ্রহ, সপ্তমরুদ্গণ, সপ্তলোক প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করেছেন। 'ত্রিসপ্ত' পদে 'একবিংশ' অর্থ গ্রহণ করে পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ-সমন্বিত দেহ বা দেহীকে বুঝান হয়েছে। এরূপ নানা অর্থের মধ্য দিয়ে পরিশেষে পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করেছেন। 'পরিযন্তি'-পদে প্রতিদিন, প্রতিকল্পে, প্রতি-

শরীরে—জড় অজড় সকল পদার্থে যিনি বিরাজমান। ভাষ্যকার এ মন্ত্রে বাদ-প্রতিবাদরূপে দেবতত্ত্ব বিষয়ে বহু আলোচনা করেছেন। ২। 'মনসা' পদের বিশেষণ 'দেবেন'; 'দেবা' শব্দের অর্থ দিপ্তীযুক্ত। যখন অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ জ্ঞানের বিকাশ পায়, তখন প্রাকৃতিক সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ থাকতে পারে না, কেবল সত্ত্বগুণ আশ্রয় করে। যে বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণ-প্রভাবে মন (অন্তঃকরণ) স্বচ্ছ আলোক প্রাপ্ত হয়, এখানে সে মনের কথা বলা হয়েছে। ৩। 'ইহ এব'—শব্দের ভাষ্যকার 'অস্মিন্নেব সাধকে জনে' এরূপ অর্থ করেছেন। ইদম্-শব্দ অতি সন্নিকটে ব্যবহৃত হওয়ায় সাধক অন্তর্দৃষ্টিতে উপাস্যের অতি নিকট অবস্থান করে—এ বুঝান হয়েছে। 'উভে'—শব্দ পূর্ব প্রার্থিত মেধা ও জ্ঞানকে লক্ষ্য করা হয়েছে, যা ঐহি্ক ও পারত্রিক উভয়বিধ ফলের জনক। ৪। 'বাচস্পতি' শব্দ এ মন্ত্রে দু-বার উল্লেখ থাকায়-দ্বিতীয় বাচস্পতি শব্দকে—'বাচঃ + পতিঃ' এরূপ বিশ্লেষণ করে 'বাচঃ' পদে বেদরূপ বাক্যকে বুঝান হয়েছে।

দ্বিতীয় সূক্ত

বিদ্মা শরস্য পিতরং পর্জন্যং ভূরিধায়সম্। বিদ্মো ষ্বস্য মাতরং পৃথিবীং ভূরিবর্পসম্ ॥ ১ ॥ জ্যাকে পরি ণো নমাশ্মানং তন্বং কৃধি। বীড়ুর্বরীয়োঽরাতীরপ দ্বেষাংস্যা কৃধি ॥ ২ ॥ বৃক্ষং যদ্গাবঃ পরিষস্বজানা অনুস্ফুরং শরমর্চন্ত্যৃভুম্। শরুমস্মদ্যাবয় দিদ্যুমিন্দ্র ॥ ৩ ॥ যথা দ্যাং চ পৃথিবীং চান্তস্তিষ্ঠতি তেজনম্। এবা রোগং চাস্রাবং চান্তস্তিষ্ঠতু মুঞ্জ ইৎ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : অভীষ্ট বর্ষণের দ্বারা চরাচরাত্মক জগতের পোষক, সকলের হিতকারী পরম পুরুষকে আমরা রিপুহিংসক (অজ্ঞানরূপ বুহ্যভেদকারী) শরের (যোগ কর্মের) জনক এবং জগতের আধাররূপ বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে জননী বলে জানি। জনকস্বরূপ পুরুষের জগৎ-পোষকত্ব গুণের দ্বারা শর-যোগকর্ম তাদৃশ শক্তি-সম্পন্ন বলে প্রতীত হয় এবং জননী-স্বরূপা প্রকৃতি বহুরূপের আশ্রয় বলে নানাবিধ রূপে প্রতিভাত হয়। ১ ॥ হে সকল জগতের বিলয়ভূমি অবিদিত-স্বভাব প্রকৃতি, আমার সম্বন্ধে তুমি সত্ত্বগুণরূপে পরিণত হও। আমার শরীরকে পাষাণের মত দৃঢ় করে সাধনার যোগ্য কর। হে সর্বশ্রেষ্ঠ দেব তুমি কামাদি অন্তর-শত্রুর নিবারক, আমার বাইরের ও ভেতরের শত্রুদের কৃত অপকার দূর কর। হে দেব, তোমার কৃপায় আমার যেন কামাদি শত্রুর ভয় না থাকে। ২ ॥ ধনুর গুণ যেমন ধনুষ্কোটিতে আরোপিত হয়ে ধনুর্দণ্ডকে সঞ্চালনপূর্বক শাণিত শরকে শত্রুর দিকে প্রেরণ করে, সেরূপ হে ইন্দ্রদেব, বজ্রের মত প্রকাশমান হিংসক শত্রু-শরকে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও। ধনুতে জ্যা যোজনা করলে শর যেমন ধুনুর্দণ্ড হতে বিচ্ছিন্ন হয়, হে ভগবান, আমার সাথে শত্রুর সম্বন্ধ সেরূপ বিচ্ছিন্ন করে দাও। ৩ ॥ দ্যুলোক ও ভূলোকের মধ্যে বংশদণ্ড যেমন অবস্থান করে, সেরূপ সাধারণ রোগ ও মূত্রাতিসারের মধ্যে মঞ্জুমেখলা (শরপত্র-নির্মিত রজ্জু-বিশেষ) অবস্থান করুক। ৪ ॥

টীকা : ১। এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য সংগ্রাম জয়ের প্রধান কারণ বাণের উৎপত্তি ও তার জনক-জননীর বিষয় আলোচনা করেছেন। যুদ্ধ-জয় কার্য, জ্বরাতিসার প্রভৃতি রোগের শান্তি ও পুষ্পাভিষেক কার্যে এ মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হয়। 'শরস্য'—পদে শর শব্দের অর্থ যে হিংসা করে; যে শত্রুগণকে হিংসা বা নাশ করে অথবা যার দ্বারা অজ্ঞানরূপ আবরণ বিদীর্ণ হয়, সে পদার্থ শর-শব্দের অভিধেয়। ভাষ্যের ব্যাখ্যায় শর শব্দের অর্থ—বাণ। আধ্যাত্মিক অন্তঃশত্রু কামক্রোধাদি বিনাশ করে, সে যোগ-সাধনাকে লক্ষ্য করা হয়েছে। ২। 'জ্যাকে'—জ্যাকা-শব্দের সম্বোধনে ব্যবহৃত। জ্যা—শব্দের সাধারণ অর্থ

ধনুর ছিলা। 'কুৎসিত জ্যা' অর্থে ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করেছেন। আধ্যাত্মিক অর্থে—'যাতে চরাচর জীর্ণ হয়'—এ ব্যুৎপত্তি হতে জ্যা-শব্দে প্রকৃতিকে লক্ষ্য করা হয়েছে। ভগবৎ-শক্তিরূপা ত্রিগুণময়ী প্রকৃতিতে সমস্ত চরাচর জীর্ণ বা বিলীন হয়ে থাকে। ৩। এ মন্ত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার নানারূপ অর্থ করেছেন। 'বৃক্ষ'—শব্দে ধনুর্দণ্ড, কখন বা বহুচ্ছায়া-বিশিষ্ট বটাদি বৃক্ষ ব্যাখ্যা করেছেন। 'গাবঃ—পদে মৌর্বী' অর্থাৎ ধনুর গুণ অর্থ করেছেন, কখন বা ঐ শব্দে নিদাঘ-পীড়িত পশু অর্থ করেছেন। ৪। দ্বিতীয় সূক্তের চারটি মন্ত্র বহু বিঘ্ন ও রোগ নাশের জন্য প্রযুক্ত হয়। মূত্রাতিসার রোগ নাশের জন্য মঞ্জুমেখলা ধারণের দ্বারা এ চতুর্থ মন্ত্র উচ্চারণ করতে হয়।

তৃতীয় সূক্ত

বিদ্মা শরস্য পিতরং পর্জন্যং শতবৃষ্ণ্যম্। তেনা তে তন্বে শং করং পৃথিব্যাং তে নিষেচনং বহিষ্টে অস্তু বালিতি ॥ ১ ॥ বিদ্মা শরস্য পিতরং মিত্রং শতবৃষ্ণ্যম্। তেনা তে তন্বে শং কর পৃথিব্যাং তে নিষেচং বহিষ্টে অস্তু বালিতি ॥ ২ ॥ বিদ্মা শরস্য পিতরং বরুণং শতবৃষ্ণ্যম্। তেনা তে তন্বে শং করং পৃথিব্যাং তে নিষেচনং বহিষ্টে অস্তু বালিতি ॥ ৩ ॥ বিদ্মা শরস্য পিতরং চন্দ্রং শতবৃষ্ণ্যম্। তেনা তে তন্বে শং করং পৃথিব্যাং তে নিষেচনং বহিষ্টে অস্তু বালিতি ॥ ৪ ॥ বিদ্মা শরস্য পিতরং সূর্যং শতবৃষ্ণ্যম্। তেনা তে তন্বে শং করং পৃথিব্যাং তে নিষেচনং বহিষ্টে অস্তু বালিতি ॥ ৫ ॥ যদান্ত্রেষু গবীন্যোর্যদ্বস্তাবধি সংশ্রিতম্। এবা তে মূত্রং মুচ্যতাং বহির্বালিতি সর্বকম্ ॥ ৬ ॥ প্র তে ভিনদ্মি মেহনং বর্ত্রং বেশন্ত্যা ইব। এবা তে মূত্রং মুচ্যতাং বহির্বালিতি সর্বকম্ ॥ ৭ ॥ বিষিতং তে বস্তিবিলং সমুদ্রস্যোদধেরিব। এবা তে মূত্রং মুচ্যতাং বহির্বালিতি সর্বকম্ ॥ ৮ ॥ যথেষুকা পরাপতদবসৃষ্টাধি ধন্বনঃ। এবা তে মূত্রং মুচ্যতাং বহির্বালিতি সর্বকম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ : যোগ সাধনার জনক-রূপ, অশেষ কামনাপূরক, অভীষ্টবর্ষী পর্জন্যদেবকে জানা উচিত। যোগপ্রভাবে দেহের মঙ্গল বিধান করা কর্তব্য; শক্তি ও প্রাণের জন্য এ সংসার থেকে তোমার অন্তরের ক্লেদরাশি বিদূরীত হোক এবং তাতে তোমার অশেষ কল্যাণ সাধিত হোক। ১ ॥ যোগসাধনার জনক-স্থানীয়, অশেষ কামনাপূর্ণকারী, মিত্রের মত স্নিগ্ধ তেজঃ-সম্পন্ন মিত্রদেবকে জানা উচিত। (যোগপ্রভাবে দেহের মঙ্গল বিধান করা কর্তব্য ইত্যাদি অর্থ পূর্ববৎ)। ২ ॥ যোগসাধনার জনক-স্থানীয়, অশেষ কামনা পূরণকারী, ছায়াদানে পরিবৃদ্ধিকারক বরুণদেবকে জানা উচিত। (যোগপ্রভাবে ইত্যাদি অর্থ পূর্ববৎ)। ৩ ॥ যোগসাধনার জনক-স্থানীয়, অশেষ কামনাপূর্ণকারী, বিকাশ-উন্মেষক চন্দ্রদেবকে জানা উচিত। (যোগপ্রভাবে ইত্যাদি অর্থ পূর্ববৎ)। ৪ ॥ যোগসাধনার জনক-স্থানীয়, 'অশেষ কামনাপূর্ণকারী, পূর্ণ-প্রকাশক সূর্যদেবকে জানা উচিত। (যোগপ্রভাবে ইত্যাদি অর্থ পূর্ববৎ)। ৫ ॥ তোমার শক্তি ও প্রাণের জন্য, তোমার অন্ত্রমধ্যে ও দেহে যে পাপ অবস্থিত আছে, মূত্রাশয়স্থ নাড়ীদ্বয় হতে মূত্র নিঃসরণের মত সে-সকল পাপ বাইরে নির্গত হোক। মূত্রকৃচ্ছ্ররোগী মূত্র-নিঃসরণে যেমন শান্তি লাভ করে, তুমিও যোগপ্রভাবে ভগবানে মন সমর্পণ করলে সেরূপ শান্তি লাভ করবে। ৬ ॥ শক্তি ও প্রাণ লাভের জন্য পল্বলস্থিত (ক্ষুদ্র জলশয়স্থ) জলের ন্যায় ক্লেদপূরিত তোমার পাপের আধারকে সম্যকরূপে বিদীর্ণ করছি, তোমার পাপসকল মূত্র-নিঃসরণের মত বাইরে নির্গত হোক। ৭ ॥ শক্তি ও প্রাণ প্রাপ্তির জন্য, তোমার দেহাভ্যন্তরস্থিত স্নিগ্ধভাব অনন্ত ভগবানের বিভূতির মত প্রসারিত কর। তোমার সকল পাপ মূত্র-নিঃসরণের মত বাইরে নির্গত হোক। ৮ ॥ হস্ত-স্খলিত বাণ যেমন ধনুর কাছ থেকে বিমুক্ত হয়, মূত্র যেমন মূত্র-নাল থেকে নির্গত হয়, সেরূপ প্রাণ ও শক্তি লাভের জন্য তোমার পাপ-সকল বাইরে নির্গত হোক। ৯ ॥

টীকা : ১-৫। ভাষ্যকার 'শর'-শব্দে তৃণ-জাতীয় শরকে লক্ষ্য করেছেন। মেঘ হতে বৃষ্টি হয়, তার দ্বারা তৃণ-পর্যায়ভুক্ত শর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ-জন্য পর্জন্যকে শরের পিতা বলা হয়েছে। 'শতবৃষ্ণ্য' শব্দে—অপরিমিত বীর্যশালী (বৃষ্টিপ্রদ) যে পর্যান্যদেব, তিনি শরের পিতা, তাকে আমরা জানি। সেই যে শর, যার পিতাকে আমরা জানি, সে মূত্র-নিরোধাদি ব্যাধিগ্রস্থ জনের শরীরের রোগ নাশ করে। ভাষ্যানুক্রণিকায় মূত্র-পুরীষ নিরোধের অবস্থায় এ সূক্তের কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক রোগীর শরীরে হরিতকী ও কর্পূর বন্ধনের কথা বলা হয়েছে। প্রথম থেকে পঞ্চম পর্যন্ত মন্ত্রগুলির মধ্যে কেবল যথাক্রমে পর্জন্য, মিত্র, বরুণ, চন্দ্র ও সূর্য—এ নামগুলির পার্থক্য দেখা যায়। ৬। ভাষ্যদৃষ্টে এ সূক্তের মন্ত্রগুলি মূত্রকৃচ্ছ্ররোগীর মূত্র-নিঃসরণের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু কি প্রক্রিয়ায় মন্ত্র উচ্চারণ করলে রোগ নিরাময় হয়, তা এখন দুর্বোধ্য। মন্ত্রের মধ্যে আন্ত্র, গবিনী, বস্তি প্রভৃতি শব্দ শারীরতত্ত্বাভিজ্ঞের পরিচায়ক। মূত্রাশয়ের সঙ্গে উদরের পুরীতৎসু নাড়ীভূড়ি ও গবিনী নাড়ীদুটির কি সম্বন্ধ তা শারীরতত্ত্ববিদ্গনের বোধগম্য। বস্তি বলতে ধনুরাকারে অবস্থিত মূত্রাশয়কে বুঝায়। মূত্রনিঃসরণের শব্দকে বালিতি বলে বলা হয়েছে। ক্লেশপ্রদ ব্যাধির উপশমের উপমার দ্বারা জানান হয়েছে—তোমার অন্তর ও বাইরের সকল পাপ যোগসাধনায় বিধৌত হয় এবং ভগবানে মন সমর্পণ করলে পরম শান্তি লাভ করা যায়।

চতুর্থ সূক্ত

অম্বয়ো যন্ত্যধ্বভির্জাময়ো অধ্বরীয়তাম্। পৃঞ্চতীর্মধুনা পয়ঃ ॥ ১॥ অমূর্যা উপ সূর্যে যাভির্বা সূর্যঃ সহ। তা নো হিন্বন্ত্বধ্বরম্॥ ২॥ অপো দেবীরূপ হ্বয়ে যত্র গাবঃ পিবন্তি নঃ। সিন্ধুভ্যঃ কর্ত্বং হবিঃ ॥ ৩॥ অপস্বন্তরমৃতমপ্সু ভেষজম্। অপামুত প্রশস্তিভিরশ্বা ভবথ বাজিনো গাবো ভবথ বাজিনীঃ ॥ ৪॥

অনুবাদ : দেবতারা আরাধনা করতে ইচ্ছুক আমাদের হিতকারী মাতৃস্থানীয়া জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, মাধুর্যরসের দ্বারা অমৃত (প্রাণশক্তি) সঞ্চার করতে করতে দেবযজন পথ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে (দৈব কার্যের সাথে সাথে) ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়। (জননী যেমন দুগ্ধদানে সন্তানকে পালন করে, সেরূপ জলাধিষ্ঠাত্রী দেবী জননীর স্নেহে সন্তানকে জ্ঞানামৃত দান করে—এ উচ্চ ভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে)। ১॥ সে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ জ্ঞানস্বরূপ সূর্যদেবের কাছে অবস্থিত, অথবা জ্ঞানময় সূর্যদেব তাদের সাথে অভিন্নরূপে বর্তমান। সে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ আমাদের হিংসারহিত (অধ্বর) যাগাদি কর্মসকল সফল করুক। ২॥ জলাধিষ্ঠাত্রী সে দেবতাকে আমাদের কাছে আহ্বান করছি। তার অভ্যন্তরে আমাদের জ্ঞানসমূহ অমৃত পান করে অর্থাৎ সে দেবতা আমাদের কাছে থাকলে আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়। সে জলদেবতার উদ্দেশে পূজা-অর্চনা করা আমাদের কর্তব্য। ৩॥ জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতার মধ্যে অমৃত ও ভেষজ (ওষধ) আছে, অর্থাৎ জলদেবতার অনুগ্রহে আমরা ব্যাধিশূন্য ও অমর হতে পারি। হে আমার অন্তর্নিহিত দেবভাব ও জ্ঞাননিবহ, তোমরা জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের স্তুতি-বিষয়ে ত্বরান্বিত হও। ৪॥

টীকা : ১। এ মন্ত্রগুলির প্রয়োগে সকল রোগে শান্তিলাভ, রাজ্যলাভ, জয়-পরাজয় বিষয়ে অভিজ্ঞতা, অর্থপ্রাপ্তি, বিঘ্নাশ প্রভৃতি ঘটে। গো-জাতির রোগ উপশমন ও পুষ্টি-সংজননের জন্য এ সূক্তের মন্ত্র কয়েকটি অশেষ ফলদায়ক বলে ভাষ্যে বলা হয়েছে 'অম্বয়ো যন্তি' প্রভৃতি মন্ত্র উচ্চারণ করে লবণের সাথে জল বা শুধু জল পান করালে গোজাতির সকল ব্যাধি নাশ ও পুষ্টি সাধিত হয়। অম্বা-শব্দের মত 'অম্বি'—শব্দও বেদে মাতৃবাচক। ৪। এ মন্ত্রে জল-চিকিৎসার বিষয় (Hydropathy) ব্যক্ত আছে। জলদেবতার স্বরূপজ্ঞানে ব্যাধিশূন্য ও অমরত্ব লাভ করা যায়। সেরূপ জলরূপে ভগবান জীবের শান্তিবিধান করেছেন—এ ভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে।

পঞ্চম সূক্ত

আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে॥ ১॥ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ ॥ ২॥ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৩॥ ঈশানা বার্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাম্। অপো যাচামি ভেষজম্॥ ৪॥

অনুবাদ : হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, যেহেতু তোমরা সুখদায়িনী অতএব আমাদের বলপ্রাণের অধিকারী কর এবং মহৎ রমণীয় পরব্রহ্মের দর্শন লাভের জন্য আমাদের যোগ্য কর। ১॥ হে জলদেবীগণ, তোমাদের মধ্যে যে অশেষ কল্যাণরূপ সারভূত রস (পরমার্থতত্ত্ব) আছে; মা যেমন সন্তানকে স্তন্যদানে পুষ্ট করে, সেরূপ ইহলোকে সে রস প্রদানে আমাদের পোষণ কর। ২॥ হে জলদেবীগণ, সে ব্রহ্মতত্ত্বরূপ পরম রস দান করে আমাদের তৃপ্ত কর। তোমরা যে স্নেহ-রসের দ্বারা ক্ষয়শীল ব্রহ্মাণ্ডকে প্রাণশক্তিসম্পন্ন করে রেখেছ, আমাদের সে অমৃত রস প্রদান কর। ৩॥ বরণীয় ধনের নিয়ন্ত্রী হে জলদেবীগণ, তোমরা মানুষের আশ্রয়স্থানীয়। আমি তোমাদের কাছে ব্যাধিনিবারক শান্তিপ্রদ ঔষধ (অমৃত) প্রার্থনা করছি। ৪॥

টীকা : ১। জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ লক্ষ্য করে এ মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হয়েছে। জল—স্নেহ ভাবাপন্ন, তাই ভগবদ্বিভূতি দেবীরূপে পরিকল্পিত। দেবীর মধ্যে স্নেহভাবের আধিক্য জন্য ভগিনী, জননী প্রভৃতি রূপে দেবীর উপাসনা করা হয়। 'ঊর্জে'—শব্দে সায়ণাচার্য বলকারক অন্ন অর্থ করেছেন। ঊর্জ-পদে বল ও প্রাণ দুই-ই বুঝায়। 'মহে রণায় চক্ষসে'—বাক্যে ভাষ্যকার বহুবিধ অর্থ করেছেন। পূজনীয় বরণীয় পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের প্রার্থনা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। ২। এ মন্ত্রে সন্তানরূপে জননীর স্নেহ-করুণা পাবার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। ৩। 'ক্ষয়ায়', জিন্বথ', 'জনয়থ' ও 'গমাম' শব্দের বিভিন্ন অর্থ করা হয়েছে। 'ক্ষয়ায়' পদে কেউ অর্থ করেছেন—পাপক্ষয়ের জন্য, কেউ বা—অভিবৃদ্ধির জন্য, আমাদের অর্থ—ক্ষয়শীল জগতের নিমিত্ত। 'গমাম'—পদে কেউ 'প্রস্তুত আছ' কেউ বা 'প্রাপ্ত হও' অর্থ করেছেন। আমাদের অর্থ—তৃপ্ত করছ। 'জিন্বথ'—পদে কেউ 'জলদানে শস্যাদির পুষ্টিসাধন কর', কেউ বা 'মস্তকে জল নিক্ষেপ কর' অর্থ করেছেন। আমাদের অর্থ—প্রাণশক্তিদানে পরিবৃদ্ধ কর। 'জনয়থ'-পদে কেউ 'বংশ বৃদ্ধি কর' অর্থ করেছেন। আমাদের অর্থ—পরমার্থ তত্ত্বদানে পরিবৃদ্ধকর। এ তিনটি মন্ত্র ব্রাহ্মণদের ত্রি-সন্ধ্যায় নিত্য ব্যবহার্য।

ষষ্ঠ সূক্ত

শং নো দেবীরভিষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভি স্রবন্তু নঃ ॥ ১॥ অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা। অগ্নিং চ বিশ্বশম্ভুবম্॥ ২॥ আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম। জ্যোক্ চ সূর্যং দৃশে॥ ৩॥ শং ন আপো ধন্বন্যাঃ শমু সন্ত্বনূপ্যাঃ। শং নঃ খনিত্রিমা আপঃ শমু যাঃ কুম্ভ আভৃতাঃ শিবা নঃ সন্তু বার্ষিকীঃ ॥ ৪॥

অনুবাদ : দীপ্তাদিগুণবিশিষ্ট হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবীগণ, অভীষ্টসিদ্ধি ও তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য তোমরা আমাদের মঙ্গলবিধান কর। সুখ-সম্বন্ধযুক্ত হে জলদেবীগণ, তোমরা আমাদের প্রতি করুণাধারা বর্ষণ কর। ১॥ জলদেবতার মধ্যে সকল প্রকার

ভেষজ (ঔষধ) ও সকলের সুখকর জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব বিদ্যমান—এ কথা সোম (অন্তরের শুদ্ধসত্ত্ব ভাব) আমাদের বলেছে। ২॥ হে জলাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, প্রার্থনাকারী আমার শরীরের নিমিত্ত তুমি রোগনাশক ঔষধ প্রেরণ কর, যাতে আমরা নীরোগ হয়ে চিরকাল তেজোময় জ্ঞানস্বরূপ সূর্যদেবকে দেখতে সমর্থ হই। ৩॥ মরুদেশ-সম্ভূত হে জল সকল (অথবা আমার মরুসদৃশ হৃদয়ে বিদ্যমান স্নেহ কারুণ্যরূপিণী জলদেবীগণ), তোমরা আমাদের মঙ্গলপ্রদ হও। সেরূপ প্রভূত জলপ্রদেশস্থ, খননোদ্ভূত, কুম্ভে সংগৃহীত ও বর্ষণহেতুভূত জলসকল, তোমরা সকলে আমাদের প্রতি মঙ্গলপ্রদ হও। ৪॥

টীকা : ১। ভাষ্যে এ মন্ত্রে পানার্থ জল-প্রার্থনা ও যজ্ঞকার্যে সুখবিধানের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। 'দেবীঃ'—শব্দে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বহু অর্থের আলোচনা করেছেন—দেবীগণ দ্যোতনাদিগুণযুক্ত। দিব্ ধাতুর ক্রীড়া, বিজিগীষা, ব্যবহার, দ্যুতি স্তুতি, মোদ, মদ, স্বপ্ন, কান্তি, গতি প্রভৃতি অর্থ যাস্কচার্য তাঁর নিরুক্ত গ্রন্থে বলেছেন—"যজ্ঞশ্চ। দেবান দানাদ্বা দীপনাদ্বা দ্যোতনাদ্বা দ্যুস্থানো ভবতীতি বা" ইতি (নিরুক্ত ৭ / ১৫)—অর্থাৎ দেব শব্দে যজ্ঞ, দান, দীপন দ্যোতন, দ্যুলোক প্রভৃতি অর্থ। এ মন্ত্রে 'দেবীঃ' আপঃ' বলায় সাধারণ জলের অতীত বস্তুকে বুঝান হয়েছে। 'অভিষ্টয়ে' বলতে শুধু যজ্ঞের জন্য নয়, সকল অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য এ ভাব আসে। ২। দ্বিতীয় মন্ত্রে 'সোম অব্রবীৎ'—সোম বলেছেন, এ কথার দ্বারা সোম-শব্দে যে সোমলতা বা মদ্যরস নয়, তা বিশেষরূপে পরিস্ফুট। সায়ণাচার্য এখানে 'সোমঃ এতন্নামা দেবঃ'—সোম শব্দে সোমদেবকে লক্ষ্য করেছেন। আমরা সোম-শব্দে 'শুদ্ধসত্ত্বভাব, ভক্তিভাব'—এরূপ অর্থ গ্রহণ করেছি। অন্তরস্থ সদ্বৃত্তিনিচয় জলদেবতার স্বরূপ অবগত। ৩। দেহ ব্যাধিগ্রস্থ হলে সাধনার বিঘ্ন ঘটে—এ জন্য এ মন্ত্রে রোগ নিবারণের ঔষধ প্রার্থনা করা হয়েছে। ৪। চতুর্থ মন্ত্রে নানাপ্রকার জলকে ও ভগবানের স্নেহ কারুণ্যাদি বিভূতিকে প্রার্থনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

স্তুবানমগ্ন আ বহ যাতুধানং কিমীদিনম্। ত্বং হি দেব বন্দিতো হন্তা দস্যোর্বভূবিথ ॥ ১ ॥আজ্যস্য পরমেষ্ঠিন্ জাতবেদস্তনূবশিন্। অগ্নে তৌলস্য প্রাশান যাতুধানান্ বি লাপয় ॥ ২॥ বি লপন্তু যাতুধানা অত্রিণো যে কিমীদিনঃ। অথেদমগ্নে নো হবিরিন্দ্রশ্চ প্রতি হর্যতম্ ॥ ৩॥ অগ্নিঃ পূর্ব আ রভতাং প্রেন্দ্রো নুদতু বাহুমান্। ব্রবীতু সর্বো যাতুমান্ অয়মস্মীত্যেত্য ॥ ৪ ॥ পশ্যাম তে বীর্যং জাতবেদঃ প্র ণো ব্রূহি যাতুধানান্ নৃচক্ষঃ। ত্বয়া সর্বে পরিতপ্তাঃ পুরস্তাৎ ত আ যন্তু প্রব্রুবাণা উপেদম্॥ ৫ ॥ আ রভস্ব জাতবেদোঽস্মাকার্থায় জজ্ঞিষে। দূতো নো অগ্নে ভূত্বা যাতুধানান্ বি লাপয় ॥ ৬॥ ত্বমগ্নে যাতুধানান্ উপবদ্ধাঁ ইহাবহ। অথৈষামিন্দ্রো বজ্রেণাপি শীর্ষাণি বৃশ্চতু ॥ ৭॥

অনুবাদ : হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, আমাদের তোমরা অর্চনা-পরায়ণ কর (আমাদের হৃদয়ে দেবভাব আনয়ন কর)। ইতস্ততঃ বিচরণশীল শত্রুদের অপসারিত কর। হে দেব, তুমি শত্রুর বিনাশক, অতএব সকলের বন্দনীয়। তুমি আমাদের হৃদয়ে দেবভাবের প্রতিষ্ঠা কর ও শত্রুর বিনাশ কর—এ প্রার্থনা। ১॥ উৎকৃষ্ট স্থানে বাসকারী, জাতমাত্রের জ্ঞাতা, সকল প্রাণীর শরীরে জঠরাগ্নিরূপে অবস্থানকারী হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, আমাদের উত্তম হবনীয় ভাগ (সদ্ভাবনিবহ) গ্রহণ কর ও আমাদের শত্রুদের বিশেষরূপে

বিনাশ কর। ২॥ হে অগ্নিদেব, সর্বভক্ষক, ইতস্ততঃ বিচরণশীল শত্রুগণ আপনার দ্বারা বিনষ্ট হোক। তারপর আমাদের শ্রেষ্ঠ হবি (আমাদের হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বভাবকে) লক্ষ্য করে তুমি ও তোমার ঐশ্বর্যবিভূতি ইন্দ্র আমাদের লাভ করুক। (হে দেব, আমাদের অন্তরের শত্রুদের বিনাশ করে আমাদের পূজা সম্পূর্ণ কর—এ প্রার্থনা)। ৩॥ জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব সকল দেবগণের অগ্রগামী হয়ে শত্রুসংহারে প্রবৃত্ত হোক ও প্রবল বলশালী ইন্দ্রদেব শত্রুদের দূর করুক। সে দেবতার প্রভাবে বিধ্বস্থ হয়ে শত্রুসেনার সাথে দেবতার কাছে এসে 'আমার এ নাম' এরূপ বলে পরাজয় স্বীকার করে পলায়ন করুক। (জ্ঞানোদয়ে শক্তি সঞ্চয় হয়, তখন শত্রুরা অপমানিত হয়ে পলায়ন করে)। ৪॥ হে জাতবেদা অগ্নিদেব, তোমার বীর্য (শত্রু-দমন সামর্থ) নিয়ত আমরা দেখছি। হে সকল কর্মের দ্রষ্টা, আমাদের কাছে থেকে শত্রুদের চলে যাবার জন্য আদেশ কর, যাতে আমাদের বারবার বাধা সৃষ্টি না করে। তোমার প্রভাবে তারা নিজ নিজ অপরাধ স্বীকার করে এ সৎকর্মের কাছে (সদ্জ্ঞানের সান্নিধ্যে) এসে বিনষ্ট হোক। (মানুষ জ্ঞানস্বরূপ ভগবানের প্রভাব অবগত হলে শত্রুতাড়ন সামর্থ লাভ করে)। ৫॥ হে জ্ঞানাধার দেব, শত্রুবিনাশ কার্যে ব্রতী হয়ে আমাদের ইষ্ট সাধনের জন্য প্রাদুর্ভূত হও। হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, আমাদের দূত-স্বরূপ হয়ে শত্রুদের বিনাশ কর। ৬॥ হে অগ্নিদেব, তুমি আমার রিপু-শত্রুদের সংযত করে এ যজ্ঞকর্মে নিযুক্ত কর, আর দেবাধিপতি ইন্দ্রদেব তীক্ষ্ণ বজ্রের দ্বারা তাদের মস্তক ছিন্ন করুক। পরে তারা কর্মশক্তির দ্বারা বিনষ্ট হোক। ৭॥

টীকা : ১। এ মন্ত্রে আচার্য সায়ণ বহু অর্থের আভাষ দিয়েছেন। স্তুবানং পদের তিন প্রকার অর্থ করেছেন—'আমার প্রদত্ত হবিকে প্রশংসা পূর্বক', 'আমাদের দ্বারা স্তূয়মান দেবগণকে' এবং বিভক্তি-ব্যত্যয় করে 'স্তুবানঃ'—স্তূয়মান অর্থ। 'অগ্নি' পদের ব্যাখ্যায় নানা অর্থ করেছেন—ব্যাপ্তি অর্থে জগৎ ব্যেপে আছে জন্য তার নাম অগ্নি। 'অগ্রণী' গুণ হেতু তার নাম অগ্নি। স্নেহভাব নেই বলে—তার নাম অগ্নি ইত্যাদি। ২। 'পরমেষ্ঠিন্'—শব্দে সায়ণাচার্য স্বর্গাদি উৎকৃষ্ট স্থানের অধিবাসী অর্থ করেছেন। 'জাতবেদঃ 'তনূবশিন্' শব্দে যিনি বেদ জানেন এবং যিনি সকল দেহের মধ্যে অবস্থিত, তাঁকে লক্ষ্য করা হয়েছে। ৪। জ্ঞান সকল পাপ দূরীকরণে প্রথম সহায়ক জন্য জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেবকে সকল দেবগণের অগ্রণী বলা হয়েছে। ৫। সাধক সাধন পথে অগ্রসর হলে ভগবানের বীর্য-সামর্থ প্রত্যক্ষ করে এবং জ্ঞান-প্রভাব বিস্তৃত হলে অন্তরের শত্রুরা পলায়ন করে। পুণ্যের প্রভায় তারা আপনা আপনি বিধ্বংস হয়—এ ভাব এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। ৬। এ মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হয়েছে—জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শত্রুহনন কার্য অরম্ভ হয় এবং অগ্নিদেব জন্মগ্রহণ করেন অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মোহান্ধকার দূরীভূত হয়। দ্বিতীয়াংশে—আমার পক্ষের দূত হয়ে শত্রুর সংহার কর—এ কথার তাৎপর্য হচ্ছে—দূত নিরপেক্ষভাবে শত্রুর নিকট গিয়ে বিনাযুদ্ধে তার বিনাশ সাধনে সমর্থ অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা অজ্ঞানতা প্রতিহত হয়। ৭। এ মন্ত্রে জ্ঞানের দ্বারা রিপু-শত্রুদের দমন করার বিষয় বলা হয়েছে। কামাদি প্রবল রিপুদের জ্ঞানের দ্বারা সংযত করে সৎকর্মে নিযুক্ত করতে হবে। তাহলে ক্রমশঃ নিষ্কাম কর্মের দ্বারা মুক্তির পথে পরম শ্রেয় লাভ হবে।

দ্বিতীয় সূক্ত

ইদং হবির্যাতুধানান্ নদী ফেনমিবা বহৎ। য ইদং স্ত্রী পুমানকরিহ স স্তুবতাং জনঃ ॥ ১ ॥ অয়ং স্তুবান আগমদিমং স্ম প্রতি হর্যত। বৃহস্পতে বশে লব্ধ্বাগ্নীষোমা বি বিধ্যতম্॥ ২॥ যাতুধানস্য সোমপ জহি প্রজাং নয়স্ব চ। নি স্তুবানস্য পাতয় পরমক্ষ্যুতাবরম্ ॥ ৩॥ যত্রৈষামগ্নে জনিমানি বেত্থ গুহা সতামত্রিণাং জাতবেদঃ। তাংস্ত্বং ব্রহ্মণা বাবৃধানো জহ্যেষাং শততর্হমগ্নে ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : দেবতার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত আমাদের এ পূজা (হবিঃ), নদী যেমন নিজ প্রবাহে ফেনপুঞ্জকে মহাসমুদ্রে বহন করে নিয়ে যায়, সেরূপ আমাদের রিপুরূপ শত্রুদের ভগবানের কাছে নিয়ে যাক অর্থাৎ সৎকার্যে নিযুক্ত করুক। স্ত্রী বা পুরুষ যে কেউ এ প্রকার পূজা করতে পারে, সে প্রকৃত ভগবৎ-পূজা-পরায়ণ হয়। ১ ॥ হে দেবগণ, এ শত্রুপীড়িত জন তোমাদের পূজাপরায়ণ হয়ে অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্য তোমাদের কাছে এসেছে, তাকে আপনার বলে গ্রহণ কর। হে দেবশ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি, তোমার অর্চনাকারীর শত্রুদের বশীভূত করে তাকে রক্ষা কর। হে অগ্নি ও সোমদেব, শত্রুদের বিতাড়িত কর। ২ ॥ হে সোমপ (শুদ্ধসত্ত্বভাব গ্রহণশীল দেব), তুমি রিপু-শত্রুদের নাশ কর, তোমার অনুগত আমাকে অভিমত ফল দাও, অর্চনাকারী আমার শ্রেষ্ঠ দর্শন লাভ হোক অর্থাৎ তোমার অর্চনাকারীকে পরমপদার্থ দর্শনের শক্তি দাও এবং নিকৃষ্টি শত্রুকে বিনাশ কর। ৩ ॥ হে সর্বজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, আমাদের হৃদয়গুহায় আশ্রয়প্রাপ্ত শুদ্ধসত্ত্বভাবের গ্রাসকারী রিপু-শত্রুদের অবস্থিতি ও তারা যে ভাবে উৎপন্ন হয়, তা তুমি জান। হে অগ্নিদেব, এ মন্ত্রপ্রভাবে তুমি প্রকাশমান হয়ে সে শত্রুদের সংহার কর এবং তাদের কৃত উপদ্রব নাশ কর।

টীকা : ১। 'নদী ফেনমিব'—এর ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য বলেন—নদী যেমন নিজ প্রবাহে ফেনাকে দেশ থেকে দেশান্তরে নিয়ে যায়, সেরূপ এ শত্রুদের অন্যত্র নিয়ে যাও। আমরা দেশ দেশান্তরে না বলে মহাসমুদ্রে নিয়ে যায়-এ অর্থ করেছি। ২। এ মন্ত্রে তিন শ্রেণীর দেবতার কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে—সমস্ত দেবতার কাছে, সকল দেবতার পালক বৃহস্পতির কাছে ও কঠোর-কোমল ভাবাপন্ন অগ্নি ও সোমদেবের কাছে। ৩। 'যাতুধানস্য প্রজাং'—পদে সায়ণাচার্য রাক্ষসদের পুত্র-পৌত্রাদি সন্ততি অর্থ করেছেন ; আমরা রিপুগণ হতে উৎপন্ন অসদ্ভাবসমূহ অর্থাৎ রিপুগণ ও তাদের কুকার্য-পরম্পরা বিনষ্ট হোক এ অর্থ মনে করি। ৪। 'অত্রিণাং' শব্দে—সায়ণাচার্য নরভূক্ রাক্ষসদের কথা বলেছেন, আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে শুদ্ধসত্ত্ব ভাবের গ্রাসকারী অন্তর শত্রুদের লক্ষ্য করেছি।

তৃতীয় সূক্ত

অস্মিন্ বসু বসবো ধারয়ন্ত্বিন্দ্রঃ পূষা বরুণো মিত্রো অগ্নিঃ। ইমমাদিত্যা উত বিশ্বে চ দেবা উত্তরস্মিন্ জ্যোতিষি ধারয়ন্তু ॥ ১ ॥ অস্য দেবাঃ প্রদিশি জ্যোতিরস্তু সূর্যো অগ্নিরুত বা হিরণ্যম্। সপত্না অস্মদধরে ভবন্তূত্তমং নাকমধি রোহয়েমম্ ॥ ২ ॥ যেনেন্দ্রায় সমভরঃ পয়াংস্যুত্তমেন ব্রহ্মণা জাতবেদঃ। তেন ত্বমগ্ন ইহ বর্ধয়েমং সজাতানাং শ্রৈষ্ঠ্য আ ধেহ্যেনম্ ॥ ৩ ॥ এষাং যজ্ঞমুত বর্চো দদেঽহং রায়স্পোষমুত চিত্তান্যগ্নে। সপত্না অস্মদধরে ভবন্তূত্তমং নাকমধি রোহয়েমম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : বসুগণ (নিবাসের হেতুভূত দেবতা), ইন্দ্র (পরম ঐশ্বর্যযুক্ত পরমেশ্বর), পূষা (পোষণকারী দেবতা), বরুণ (অভীষ্টপ্রদ দেব), মিত্র (বিপদের উদ্ধারক দেবতা) ও অগ্নি (জ্ঞানস্বরূপ দেব) প্রার্থনাকারী আমাকে পরম ধন প্রদান করুক। আদিত্যগণ (অনন্তের অংশরূপ) ও বিশ্বে দেবগণ (দ্যোতমান ভগবানের বিভূতি-সকল) এ প্রার্থনাকারীকে উৎকৃষ্ট তেজোময় পরব্রহ্মে স্থাপন করুক, অর্থাৎ দেবানুগ্রহে আমি যেন পরব্রহ্ম লাভ করতে সমর্থ হই। ১ ॥ হে দেবগণ (ভগবদ্বিভূতিসকল), তোমাদের আজ্ঞায় এ প্রার্থনাকারীর হৃদয়ে জ্যোতির (দেবভাবের)সঞ্চার হোক। সর্বপ্রকাশক সূর্যদেব, সর্বত্র পরিব্যাপ্ত অগ্নিদেব ও সুবর্ণাদির স্নিগ্ধজ্যোতি এ প্রার্থনাকারীকে সুখ দিক। প্রার্থনাকারী আমাদের শত্রুগণ ক্ষীণ হোক, এ প্রার্থনাকারীকে শ্রেষ্ঠ সুখস্থানে নিয়ে যাও। (ভগবদ্বিভূতি-সকলের প্রভাবে আমাদের শত্রুনাশ ও পরমগতি লাভ হোক—এ ভাব

এখানে ব্যক্ত হয়েছে।)। ২ ॥ হে সর্বজ্ঞ জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, যে উৎকৃষ্টতম মন্ত্রশক্তির দ্বারা আহুত হয়ে হবনীয় দ্রব্যাদি ভগবানের কাছে নিয়ে যাও, সেরূপ এ মন্ত্রের দ্বারা অর্চনাকারীকে ইহলোকে সমৃদ্ধ কর এবং এ প্রার্থীকে তোমার সমানজাতদের (দেবগণের) মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থানে স্থাপন কর। ৩ ॥ হে জ্ঞানস্বরূপ অগ্নিদেব, তোমার অনুগ্রহে বিঘ্ননাশ ও ইষ্টপ্রাপ্তিরূপ যজ্ঞে (সদনুষ্ঠানে) আমি ব্রতী হয়েছি। তুমি প্রার্থনাকারী আমাকে তেজ, ধনপুষ্টি ও শোভন চিত্ত দাও। শত্রুগণ এ প্রার্থনাকারীর কাছে নিকৃষ্ট হোক, এ অর্চনাকারীকে সুখকর উত্তম স্থানে স্থাপন কর। ৪ ॥

টীকা : ১। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য এ সূক্তের অনুক্রমণিকায় 'অস্মিন্ বসু' ইত্যাদি মন্ত্রের বহুকার্যে ব্যবহারের কথা বলেছেন। এর দ্বারা সম্পত্তি কামেচ্ছু ব্যক্তি বাসিত কৃষ্ণলমণিদ্বয় (নীলা) ধারণ করবে ও অন্নমধ্যে পুরুষের আকৃতি লিখে সে অন্ন ভোজন করবে। বাসিত বলতে ত্রয়োদশাদি তিনটি তিথিতে দধি ও মধুপূর্ণ পাত্রে মণি (নীলা) রেখে চতুর্থ দিনে সে মণি বন্ধন করিবে। রাজ্যচ্যুত রাজার আবার রাজ্যলাভের জন্য এ সূক্ত-মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত অন্নভোজন আবশ্যক। আয়ুস্কাম ব্যক্তি যুগ্ম কৃষ্ণল-মণি স্থালীপাকে নিক্ষেপ করে এ সূক্ত-মন্ত্রে মণিবন্ধন ও স্থালীপাকের অন্নভোজন করবে। উপনয়ন কর্মে মাণবকের অনুমন্ত্রণে এ সূক্ত বিনিযুক্ত হয়। ঐরাবতী নামক মহাশান্তিতে, বার্হস্পত্যাখ্য মহাশান্তিতে ও পুষ্পাভিষেক কর্মে এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ২। গ্রামাদি ফল কামনায় ইন্দ্রাদি দেবসকলের উদ্দেশে এ মন্ত্রটি প্রযুক্ত হয়েছিল। ৩। 'ব্রহ্মণা'—পদে মন্ত্রশক্তির প্রভাব বা জ্ঞানের দ্বারা এ অর্থ করা হয়েছে। ব্রহ্ম পদ জ্ঞানবোধক, জ্ঞানই ব্রহ্ম।

'সজাতানাং'—পদে সায়ণাচার্য জ্ঞাতিদের মধ্যে অর্থ করেছেন। জ্ঞাতিদের মধ্যে বড় হবার প্রার্থনা না করে আমরা অগ্নিদেবের সম্বোধন করে তার সহজাতদের মধ্যে অর্থাৎ দেবগণের মধ্যে স্থাপনের প্রার্থনা করেছি। ৪। 'এষাং যজ্ঞং'—পদে সায়ণাচার্য শত্রুদের সম্বন্ধীয় যজ্ঞ অর্থাৎ স্বর্গাদি সাধন পুণ্যকর্ম—এরূপ অর্থ করেছেন। আমরা বিঘ্ননাশ ও ইষ্টপ্রাপ্তি সম্বন্ধীয় যজ্ঞ অর্থাৎ সৎকার্য—এরূপ অর্থ করেছি।

চতুর্থ সূক্ত

অয়ং দেবানামসুরো বি রাজতি বশা হি সত্যা বরুণস্য রাজ্ঞঃ। ততস্পরি ব্রহ্মণা শাশদান মনোরুদিমং নয়ামি ॥ ১ ॥ নমস্তে রাজন্ বরুণাস্তু মন্যবে বিশ্বং হ্যুগ্র নিচিকেষি দ্রুগ্ধম্। সহস্রমন্যান্ প্র সুবামি সাকং শতং জীবাতি শরদস্তবায়ম্ ॥ ২ ॥ যদুবক্থানৃতং জিহ্বয়া বৃজিনং বহু। রাজ্ঞস্ত্বা সত্যধর্মণো মুঞ্চামি বরুণাদহম্ ॥ ৩ ॥ মুঞ্চামি ত্বা বৈশ্বানরাদর্ণবান্মহতস্পরি। সজাতানুগ্রেহা বদ ব্রহ্ম চাপ চিকীহি নঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : দেবগণের মধ্যে পাপীর দণ্ডদাতা এ বরুণদেব বিশেষরূপে প্রকাশমান। সত্যভাব রাজা বরুণের অধীন, সেজন্য সত্যজ্ঞানের দ্বারা বলীয়ান হয়ে কঠোরশাসক বরুণদেবের ক্রোধ হতে আমি এ জীবনকে পরিত্রাণ করছি। ১ ॥ পাপীদের দণ্ডপ্রদাতা হে দ্যোতমান বরুণদেব, তোমার ক্রোধকে নমস্কার। হে উগ্র (কঠোরশাসক বরুণ), সমস্ত প্রাণিকৃত অপরাধ তুমি জান ; তথাপি হয়তো তোমার অজ্ঞাত আমার সহস্র অপরাধের সাথে আমি তোমার শরণ গ্রহণ করছি। এ পাপ-নিপীড়িত জন তোমার অনুগ্রহে শত বৎসর জীবিত থাকুক। ২ ॥ জিহ্বার দ্বারা (বাক্যের দ্বারা) যে কিছু অসত্য বলা হয়, তাতে অধিক পাপ সঞ্জাত হয়। সত্যধর্ম পালনশীল, দণ্ডের বিধাতা, পাশবদ্ধকারী সে বরুণদেব হতে, হে আমার জীবন, তোমাকে আমি মুক্ত করছি। ৩ ॥ হে আমার জীবন, তোমাকে অগ্নিদেবের কোপ থেকে এবং জলাধিপতির ভীষণ কোপ হতে (জলসম্বন্ধি ভীষণ ব্যাধি

করুন—এ প্রার্থনা এখানে জানান হয়েছে)। ৩ ॥ হে ভগবান, আমার শ্রেষ্ঠ (সূক্ষ্ম) দেহে ও নিকৃষ্ট (মেদমাংস-বিশিষ্ট) দেহে সুখ হোক। আমার হস্তপাদাদি চার অঙ্গে (কর্মাকর্ম চতুর্বিধ দেহ-ধারণে) মঙ্গল হোক। আমার স্থূল ও সূক্ষ্ম সকলপ্রকার শরীরে সুখ হোক। ৪ ॥

টীকা : ১-৪। এ সূক্তের মন্ত্রগুলি বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মার বিকারজনিত রোগের প্রতিকারের জন্য প্রযুক্ত হয় বলে ভাষ্যে বলা হয়েছে। দুর্দ্দিন-নিবারণ ও অতি-বৃষ্টি-নিবারণে এ মন্ত্রগুলির প্রয়োগ দেখা যায়। 'মুঞ্চ শীর্ষক্ত্যা' ইত্যাদি তৃতীয় মন্ত্রটি সর্বব্যাধিনাশক বলে উক্ত হয়েছে। এ সকল মন্ত্রের দ্বারা অভিষেক করলে সুফল পাওয়া যায়। ভাষ্যকার দৈহিক ব্যাধির বিনাশের জন্য মন্ত্রগুলির প্রয়োগ দেখিয়েছেন, কিন্তু দেহ ও প্রাণ উভয়ের শান্তির জন্য এ মন্ত্রগুলির প্রয়োগ সম্ভব।

দ্বিতীয় সূক্ত

নমস্তে অস্তু বিদ্যুতে নমস্তে স্তনয়িত্নবে। নমস্তে অস্ত্বশ্মনে যেনা দূড়াশে অস্যসি ॥ ১ ॥ নমস্তে প্রবতো নপাদ্ যতস্তপঃ সমূহসি। মৃড়য়া নস্তনূভ্যো ময়স্তোকেভ্যস্কৃধি ॥ ২ ॥ প্রবতো নপান্নম এবাস্তু তুভ্যং নমস্তে হেতয়ে তপুষে চ কৃন্মঃ। বিদ্ম তে ধাম পরমং গুহা যৎ সমুদ্রে অন্তর্নিহিতাসি নাভিঃ ॥ ৩ ॥ যাং ত্বা দেবা অসৃজন্ত বিশ্ব ইষুং কৃন্বানা অসনায় ধৃষ্ণুম্। সা নো মৃড় বিদথে গৃণানা তস্যৈ তে নমো অস্তু দেবি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : হে ভগবান, তোমার জ্যোতীরূপের প্রতি নমস্কার, তোমার শব্দরূপের প্রতি নমস্কার এবং ব্যাপক-রূপের প্রতি আমাদের নমস্কার। যে কারণে দুঃখভাগী জন দুঃখ পায়, সে কারণকে তুমি দূরে নিক্ষেপ কর। (ভগবান জ্যোতীরূপেওব্যাপ্তিরূপে সর্বত্র বিরাজমান, আমাদের সর্ববিধদুঃখ নিবৃত্তির জন্য তাকে নমস্কার করছি—এভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে)। ১ ॥ বিপথগামীদের ভয়দাতা হে ভগবান, আমার নমস্কার তোমাকে প্রাপ্ত হোক, তোমার পাতকদাহক তেজ সংহত কর। আমাদের এ দেহে সুখ দাও এবং আমাদের অপত্যদের মঙ্গল কর অর্থাৎ সংসারের সকলের মঙ্গল হোক। ২॥ অসৎপথগামীর সংহারক হে ভগবান, তোমাকে নমস্কার, তোমার সকল বিভূতিকে আমাদের নমস্কার প্রাপ্ত হোক। দুস্কৃতের বিনাশের জন্য সন্তাপদানকারী তোমার আয়ুধকে আমরা নমস্কার করছি। তোমার পরম ধাম (নিবাসস্থান) গুহার মত অপরের অনধিগম্য বলে আমরা জানি। অন্তরিক্ষে প্রাণবায়ুর ন্যায় (দেহের মধ্যে নাভিচক্রের ন্যায়) তুমি বিরাজমান। (ভগবান সর্বব্যাপী, অথচ কেউ তাঁকে দেখতে পায় না। তাঁর নিবাসস্থান সাধক ছাড়া কেউ জানতে পারে না। তাঁর উদ্দেশে নমস্কার করিছ যদি তিনি তাঁর তত্ত্ব জানিয়ে দেন—এ ভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে)। ৩ ॥ হে সদ্বৃত্তি-স্বরূপিণি দেবি, সকল দেবগণ সাধুদের রক্ষার জন্য তোমাকে এবং পাপীদের দণ্ড দেবার জন্য অসদ্বৃত্তিনাশকারক হিংসক শরকে সৃষ্টি করেছে। তুমি আমাদের সৎকাজে স্তূয়মান হয়ে আমাদের সুখী কর। সেজন্য আমাদের নমস্কার তোমাকে প্রাপ্ত হোক। ৪ ॥

টীকা : ১-৪। ভাষ্যদৃষ্টে অশনি-পাত নিবারণের জন্য সূক্তের মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হয়েছে। এ মন্ত্রের সাথে 'সোমদর্ভ কুষ্ঠ লোষ্ঠ মঞ্জিষ্ঠাদি' দ্রব্য গৃহক্ষেত্রাদিতে নিখননে বিনিযুক্ত হয়। এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাহুতি প্রদান করলে গৃহে বজ্রপাতের আশঙ্কা দূরীভূত হয়। ভাষ্যে প্রথম মন্ত্রে বিদুৎ, বজ্রধ্বনি ও মেঘকে নমস্কার করা হয়েছে। ভাষ্যমতে সম্বোধনপদ পর্জন্য। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে ভগবানকে সম্বোধন করেছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে ভাষ্যমতে সম্বোধ্য পর্জন্য। চতুর্থ মন্ত্রে ভাষ্যকার অশনিকে সম্বোধন করেছেন।

তৃতীয় সূক্ত

ভগমস্যা বর্চ আদিষাধি বৃক্ষাদিব স্রজম্। মহাবুধ্ন ইব পর্বতো জ্যোক্ পিতৃষ্বাস্তাম্ ॥ ১ ॥ এষা তে রাজন্ কন্যা বধূর্নি ধূয়তাং যম। সা মাতুর্বধ্যতাং গৃহেহথো ভ্রাতুরথো পিতুঃ ॥ ২ ॥ এষা তে কুলপা রাজন্ তামু তে পরি দদ্মসি। জ্যোক্ পিতৃষ্বাসাতা আ শীর্ষ্ণঃ সমোপ্যাৎ ॥ ৩ ॥ অসিতস্য তে ব্রহ্মণা কশ্যপস্য গয়স্য চ। অন্তঃকোশমিব জাময়োহপি নহ্যামি তে ভগম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : হে ভগবান, মালী যেমন পুষ্পিত বৃক্ষ থেকে পুষ্পচয়ন করে অপরকে দেয়, সেরূপ তুমি সেই (পূর্বোক্ত) সদ্বৃত্তিরূপা দেবী হতে ভাগ্য ও তেজ গ্রহণ করে আমাদের দাও। আমার চিত্ত দৃঢ়মূল পর্বতের মত পিতৃলোকসম্বন্ধী (ভগবৎসম্পর্কীয়) সত্ত্বভাবে চিরকাল স্থির হয়ে থাকুক। (আপনার প্রসাদে আমরা যেন সত্ত্বভাবের অধিকারী হই)। ১ ॥ হে সংযমমূল দ্যোতমান শুদ্ধসত্ত্ব, সদ্বৃত্তিরূপা তোমার এ কন্যা মনোরূপ বরের পরিণীতা পত্নী, সে পতিগৃহে থেকে বিতাড়িত হয়েছে। সে এখন তার মাতা, ভ্রাতা ও পিতার গৃহে চিরকাল আবদ্ধ থাকুক। (শুদ্ধসত্ত্বের অভাবে আমার মন থেকে সদ্বৃত্তি বিতাড়িত হয়ে তার উৎপত্তির মূল ভগবানের কাছে অবস্থান করছে)। ২ ॥ হে দ্যোতমান শুদ্ধসত্ত্ব, তোমার এ কন্যা কুলপবিত্রকারিণী। সদ্বৃত্তিরূপা সে কন্যাকে তুমি আশ্রয় দাও, সে তার পিতৃগৃহে চিরকাল বাস করুক, তাতে তার মস্তক ভূলুণ্ঠিত হোক। (মন থেকে পরিত্যক্ত সে সদ্বৃত্তি তার উৎপত্তির কারণ, শুদ্ধসত্ত্বে লীন হয়ে থাক)। ৩ ॥ হে আমার মন, তোমার দুস্কৃতিকে, অসিত, কশ্যপ ও গয় নামক মহর্ষিগণের প্রবর্তিত মন্ত্রের দ্বারা অপনোদন করছি। এ মন্ত্রের দ্বারা তোমার সৌভাগ্যকে, নিত্য পরিবর্ধনশীল বিত্তকে গূঢ়স্থানে লুক্কায়িত রত্নের ন্যায় প্রকটিত করছি। (হে মন, মন্ত্রের অব্যর্থ প্রভাবে তোমার উৎকর্ষসাধন করছি—এ ভাবার্থ)। ৪ ॥

টীকা : ১-৪। ভাষ্যে এ সূক্তের মন্ত্রগুলি স্ত্রীর বা পুরুষের দুর্ভাগ্য-নিবারণের জন্য বিহিত হয়েছে। যে স্ত্রী পতি-গৃহে আশ্রয় পায়নি, যে স্ত্রীর প্রতি পতি বিরূপ, এ মন্ত্রের ক্রিয়ার ফলে সে স্ত্রী পতির সুনয়নে পড়বে এবং পতিগৃহে আশ্রয় পাবে। এ মন্ত্রের প্রভাবে পুরুষেরও সৌভাগ্য লাভ হবে। প্রথম মন্ত্রে 'অস্যাঃ' —পদে ভাষ্যকার 'অনভিমতায়াঃ'— পতির অমনোনীতা স্ত্রীর—এরূপ অর্থ করেছেন। 'অস্যাঃ'—পদের অর্থ এর, এজন্য আমরা পূর্বোক্ত মন্ত্রের সাথে সম্পর্ক রেখে আধ্যাত্মিক অর্থে পূর্বোক্ত সদ্বৃত্তিরূপা দেবীর সম্পর্ক যোজনা করেছি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রে ভাষ্যকার 'রাজন্' পদে 'রাজমান সোম' বলে সম্বোধন করেছেন। আধ্যাত্মিক অর্থে সোম হচ্ছে শুদ্ধসত্ত্ব। চতুর্থ মন্ত্রে—অসিত, কশ্যপ ও গয় নামক মহর্ষির সম্পর্ক ভাষ্যকার উল্লেখ করেছেন। এঁরা বারবার সংসারে আবির্ভূত ও তিরোহিত হন। অথবা পাপকালিমানাশক (অসিত), দণ্ডনিবারক (কশ্যপ) এবং উন্মার্গদোষ-পরিহারক (গয়) মন্ত্রের প্রভাবে—এরূপ অর্থগ্রহণ করা যেতে পারে।

চতুর্থ সূক্ত

সং সং স্রবন্তু সিন্ধবঃ সং বাতাঃ সং পতত্রিণঃ। ইমং যজ্ঞং প্রদিবো মে জুষন্তাং সংস্রাব্যেণ হবিষা জুহোমি ॥ ১ ॥ ইহৈব হবমা যাত ম ইহ সংস্রাবণা উতেমং বর্ধয়তা গিরঃ। ইহৈতু সর্বো যঃ পশুরস্মিন্ তিষ্ঠতু যা রয়িঃ ॥ ২ ॥ যে নদীনাং সংস্রবন্ত্যুৎসাসঃ সদমক্ষিতাঃ। তেভির্মে সর্বৈঃ সংস্রাবৈর্ধনং সং স্রাবয়ামসি ॥ ৩ ॥ যে সর্পিষঃ সংস্রবন্তি ক্ষীরস্য চোদকস্য চ। তেভির্মে সর্বৈঃ সংস্রাবৈর্ধনং সং স্রাবয়ামসি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : সকলের অভীষ্টপূরক, স্নেহকারুণ্যরূপী জলাধিষ্ঠাতা দেবগণ আমাদের প্রভূত মঙ্গল সাধন করুক। সেরূপ সর্বত্রগমনশীল, সর্বব্যাপক বায়ুর অধিষ্ঠাতা দেবতা ও পতিতের উদ্ধারকারী দেবতা আমাদের সুখ দিক। (ভগবানের বিভূতিসকল আমাদের অনুকূল হোক ও সর্বমঙ্গল বিধান করুক)। প্রাচীনগণের স্তুত্য সে আদিদেব আমাদের এ সদনুষ্ঠানে আসুক, আমরা সত্ত্বাদিগুণ দ্বারা তার সেবা করছি। ১॥ হে দেবগণ, আমাদের আহ্বান শুনে আমাদের কাছে এস। অভিষ্টবর্ষণশীল, আমাদের হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা বর্ধিত হয়ে তোমরা এ কর্মে এসে আমাদের স্তুতিবাক্য সমৃদ্ধি কর। পশু ও ধন আমাদের হোক অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সমস্ত কল্যাণ আমাদের প্রতি বর্ষিত হোক। (দেবগণ আমাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হলে আমাদের ইহলোক ও পরলোকের সমস্ত কল্যাণ বিহিত হোক—এ প্রার্থনা এখানে দ্যোতিত হয়েছে)। ২॥ নদীপ্রবাহ ও গিরিকন্দরোৎপন্ন জলপ্রবাহ যেমন অবিরামগতিতে সাগরের দিকে প্রবাহিত হয়, সেরূপ হে দেবগণ, আমাদের সদ্ভাবযুক্ত কর্মসকলকে ভগবানের কাছে পৌঁছেয়ে দাও। (হে দেব, আমরা যেন সদ্ভাবযুক্ত সৎকর্মের প্রভাবে ভগবানকে লাভ করি।) ৩॥ সর্পণশীল জ্ঞানকিরণের, ক্ষরণশীল সত্ত্বভাবাদির ও দ্রবণশীল সৎকর্ম বা ভক্তিরসের প্রভাব ভগবানের উদ্দেশে প্রবাহিত হয়। তাদের সাহায্যে আমাদের চতুর্বর্গ ফলস্বরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হোক। ৪॥

টীকা : ১-৪। ভাষ্যানুসারে বোঝা যায় এ সূক্তের মন্ত্রগুলি সর্বপুষ্টিকর্মে প্রযুক্ত হয়। প্রথম মন্ত্রে ভাষ্যকার নদী, বায়ু ও বনের সর্বত্র বিহারকারী প্রাণিগণের আনুকূল্যের কথা বলেছেন। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতাদের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি। দ্বিতীয় মন্ত্রে 'পশু' ও 'রয়ি' শব্দের ভাষ্যকার গবাদিপশু ও ধান্য-কনকাদি ধনের কথা বলেছেন। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের প্রার্থনা জানিয়েছি। তৃতীয় মন্ত্রে ভাষ্যকার—গঙ্গাদি নদীপ্রবাহ ও গিরিকন্দরোদ্ভিন্ন নির্ঝরসমূহের জলপ্রবাহের দ্বারা গো—হিরণ্যাদি প্রাপ্তির কথা বলেছেন। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে—নদীপ্রবাহের মত আমাদের সদ্ভাবযুক্ত কর্মসকলকে ভগবানের কাছে পৌঁছে দেবার প্রার্থনা জানিয়েছি। চতুর্থ মন্ত্রে—সর্পি, ক্ষীর ও উদকের সাধারণ অর্থ ভাষ্যে গৃহীত হয়েছে। আমরা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ গ্রহণ করে আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করেছি।

পঞ্চম সূক্ত

যেঽমাবাস্যাং রাত্রিমুদস্থুর্ব্রাজমত্রিণঃ। অগ্নিস্তুরীয়ো যাতুহা সো অস্মভ্যমধি ব্রবৎ ॥ ১ ॥ সীসায়াধ্যাহ বরুণঃ সীসায়াগ্নিরুপাবতি। সীসং ম ইন্দ্রঃ প্রাযচ্ছৎ তদঙ্গ যাতুচাতনম্ ॥ ২ ॥ ইদং বিষ্কন্ধং সহত ইদং বাধতে অত্রিণঃ। অনেন বিশ্বা সসহে যা জাতানি পিশাচ্যাঃ ॥ ৩ ॥ যদি নো গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পূরুষম্। তং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নোহসো অবীরহা ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : সর্বসংহারক যে শত্রুগণ অমাবস্যা রাত্রির মত গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয়কে এবং অল্প আলোকিত হৃদয় বিশিষ্ট ব্যক্তিকে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়, দেবগণের অগ্রগামী পরম ঐশ্বর্যশালী অগ্নিদেব সে শত্রুদের বিনাশ করুক। শত্রুহন্তা অগ্নিদেব আমাদের পরিত্রাণের জন্য অন্তর থেকে সে শত্রুদের দূর করে দিক। (জ্ঞানের প্রভাবে আমাদের অন্তরশত্রু বিনষ্ট হোক, আমাদের মায়ামোহ বিদূরীত হোক, আমরা যেন পরমার্থ লাভ করতে পারি—এভাব এখানে ব্যক্ত)। ১॥ বরুণদেব আমাদের মঙ্গলের জন্য স্নেহকারুণ্যাদি সত্ত্বভাব পোষণ করে, জ্ঞানরূপী অগ্নিদেব আমাদের হৃদয়ে জ্ঞানকিরণরূপ অভীষ্টফল বর্ষণ করে এবং পরম ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্রদেব আমাদের শত্রুনাশের জন্য তাদের বিভূতিসকল হৃদয়ে ধারণ করে। ২॥ জ্ঞান-কর্ম শত্রুকৃত বিঘ্ন নিবারণ করে, অন্তরের শত্রুদের বিমর্দিত করে অর্থাৎ জ্ঞানের সাহায্যে জন্মগতি নিবারিত হয়। জ্ঞানের দ্বারা আমি শত্রুকৃত সকল উপদ্রব নিবারণ করব। ৩॥ হে রিপুশত্রুগণ, তোমরা যদি আমাদের শুদ্ধ জ্ঞানকে, ব্যাপ্তরূপ সদ্ভাবসমূহকে ও পুরুষার্থ-সামর্থ-যুক্ত সৎকর্মনিবহকে হিংসা করতে প্রবৃত্ত হও, তাহলে যাতে আমাদের হৃদয়ের সুদৃঢ় দেবভাবের দ্বারা তোমাদের বিমর্দিত করব। (রিপুরূপ শত্রুগণ হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন থেকে মাঝে মাঝে হৃদয়ের সত্ত্বভাবকে আচ্ছন্ন করতে চেষ্টা করে, সেজন্য শুদ্ধসত্ত্বাদির দৃঢ়তাসম্পাদনে তাদের মূলোচ্ছেদ করা কর্তব্য। এ মন্ত্রে সাধকের এ সংকল্প প্রকাশ পেয়েছে।) ৪॥

টীকা : ১-৪। এ সূক্তের মন্ত্রগুলি দেবষমারণ বা হিংসা-নিবারণের জন্য প্রযুক্ত হয়ে থাকে। এ মন্ত্রগুলির দ্বারা সীসাচূর্ণ-মিশ্রিত অন্ন নিক্ষেপ করতে হবে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির গাত্র স্পর্শ করে স্বয়ংছিন্ন বেনুযষ্টির দ্বারা তাকে তাড়ন করতে হবে। ভাষ্যানুসারে অমাবস্যার রাতে যে সকল রক্ষঃপিশাচ হৃষ্টপুষ্টাঙ্গ ব্যক্তির অনিষ্ট করার জন্য ঘুরে বেড়ায়, তা থেকে রক্ষার জন্য রক্ষোঘ্ন ইষ্টির অনুষ্ঠান করলে অগ্নিদেব তাদের বিনাশ করে। দ্বিতীয় মন্ত্রে প্রয়োগসাধনের দ্রব্যাদির কথা এবং তৃতীয় মন্ত্রে রক্ষঃপিশাচাদি কৃত বিঘ্ন নিবারণের কথা বলা হয়েছে। চতুর্থ মন্ত্রে গো-অশ্ব-ভৃত্যাদিকে নিহত করতে চেষ্টা করলে সীসের দ্বারা বিদ্ধ করার কথা বলা হয়েছে। আধ্যাত্মিক অর্থে আমরা গবাদি পদে জ্ঞান-কিরণ প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করেছি।

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

অমূর্যা যন্তি যোষিতো হিরা লোহিতবাসসঃ। অভ্রাতর ইব জাময়স্তিষ্ঠন্তু হতবর্চসঃ ॥ ১ ॥ তিষ্ঠাবরে তিষ্ঠ পর উত ত্বং তিষ্ঠ মধ্যমে। কনিষ্ঠিকা চ তিষ্ঠতি তিষ্ঠাদিদ্ধমনির্মহী ॥ ২ ॥ শতস্য ধমনীনাং সহস্রস্য হিরাণাম্। অস্থুরিন্মধ্যমা ইমা সাকমন্তা অরংসত ॥ ৩ ॥ পরি বঃ সিকতাবতী ধনূর্বৃহত্যক্রমীত তিষ্ঠতেলয়তা সু কম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : ভগবৎ-সেবাপরায়ণ সর্বজনবিদিত তেজঃপূর্ণ প্রসিদ্ধ কর্মশক্তিগুলি সহায়হীনের মত নিস্তেজ হয়েছে, তারা সৎসহযুক্ত হয়ে বললাভ করুক অর্থাৎ যে চিত্তবৃত্তিগুলি সৎকর্মসাধনের সামর্থ হারিয়েছে, তারা সত্ত্বসহযোগে শক্তিযুক্ত হোক। ১॥ হে শুদ্ধসত্ত্ব, আমার নিকৃষ্টকর্মে তুমি অবস্থান কর, সেরূপ মধ্যম ও উত্তম কর্মে তুমি অবস্থান কর অর্থাৎ আমার সকল কাজে সত্ত্বভাবের সংস্রব থাকুক। আর, আমার যে ক্ষুদ্র শক্তিটুকু আছে, তা মহৎকার্য সম্পাদনে সমর্থ হোক। ২॥ শতসংখ্যক ধমনী ও সহস্রসংখক নাড়ীর শক্তি আমার এ-ক্ষুদ্র শক্তির মধ্যে অবস্থান করুক এবং সকল শক্তির সাথে এ ক্ষীণ শক্তি কর্মশীল হোক। (শুদ্ধ সত্ত্বভাবের সাথে যুক্ত হয়ে আমার ক্ষুদ্র শক্তি সৎকর্ম সম্পাদনে প্রবল হোক)। ৩॥ হে কর্মশক্তিসকল, কামাদি শত্রুসকল তোমার চারদিকে ঘিরে আছে, তুমি সত্ত্বভাব আশ্রয় করে থাক ও আমাদের সুখ প্রেরণ কর। (কর্ম সত্ত্বভাবের সাথে যুক্ত হলে শত্রুর ভয় থাকে না, সুখ লাভ হয়—এ ভাব এখানে পরিস্ফুট হয়েছে)। ৪॥

টীকা : ১-৪। এ সূক্তের মন্ত্রগুলি স্ত্রীলোকের ব্যাধিজনিত রজোরক্তস্রাব বন্ধ করার উদ্দেশে

প্রযুক্ত হওয়ার বিধি আছে। মন্ত্রটি শান্তিকর্ম-সূচক। এ মন্ত্রে শান্তি কামনার সাথে ক্ষতমুখে 'রথ্যাপাংশু-সিকতা' প্রক্ষেপ করতে হয় এবং 'অর্মকপালিকা' অর্থাৎ শুষ্ক পঙ্ক মৃত্তিকা বা কেদার মৃত্তিকার দ্বারা নাড়ী বন্ধন করতে হয়। সায়ণভাষ্যে সেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, আমরা আধ্যাত্মিকভাবে পূর্বাপর সঙ্গতি রেখে ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হয়েছি।

দ্বিতীয় সূক্ত

নির্লক্ষ্ম্যং ললাম্যং নিররাতিং সুবামসি। অথ যা ভদ্রা তানি নঃ প্রজায়া অরাতিং নয়ামসি॥ ১॥ নিররণিং সবিতা সাবিষক্ পদোর্নির্হস্তয়োর্বরুণো মিত্রো অর্যমা। নিরস্মভ্যং অনুমতী ররাণা প্রেমাং দেবা অসাবিষুঃ সৌভগায়॥ ২॥ যত্ত আত্মনি তন্বাং ঘোরমস্তি যদ্বা কেশেষু প্রতিচক্ষণে বা। সর্বং তদ্বাচাপ হন্মো বয়ং দেবস্ত্বা সবিতা সূদয়তু॥ ৩॥ রিশ্যপদীং বৃষদতীং গোষেধাং বিধমামুত। বিলীঢ্যং ললাম্যং তা অস্মন্নাশয়ামসি॥ ৪॥

অনুবাদ: হে ভগবান, আমার ললাটস্থিত অসৌভাগ্যকর চিহ্নগুলি নিঃশেষে উৎসারিত কর, যাতে আমার কর্মফল ক্ষয় পায় এবং আমার অসদ্‌বৃত্তি-সকল দূর কর স্বর্গাদি-প্রাপক যে কল্যাণসমূহ আছে, তা আমাদের পুত্র পৌত্রাদি সকলে লাভ করুক, আর পূর্বনিঃসারিত অসৌভাগ্যের চিহ্নগুলি আমাদের শত্রুদের দাও অর্থাৎ অসৌভাগ্যকর অসদ্‌বৃত্তিসকলকে হৃদয়ে থেকে দূর করে দণ্ড দেবার জন্য নরকে নিক্ষেপ কর। ১॥ সকলের প্রেরক সবিতা দেব আমার দুর্ভাগ্য দূর করুক, অভিষ্ট বর্ষণকারী পাপাবরক বরুণদেব, সকলের মিত্রস্থানীয় মিত্রদেব ও অভিমতফলপ্রদাতা অর্যমাদেব আমাদের হাত ও পায়ে বর্তমান অসৌভাগ্য চিহ্নগুলি দূর করুক। সেরূপ অনুমতি দেবী (সকলের অনুভবযোগ্য দেবতা) আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে আমাদের জন্য দুষ্কর্মকে দূর করুক। দেবভাব-সকল আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আমাদের ধারণার অন্তর্ভূত দেবতাকে (অনুমতি দেবীকে) আমাদের সৌভাগ্য দেবার জন্য প্রেরণ করুক। ২॥ হে জীব, প্রেরক সবিতাদেব তোমার মঙ্গল বিধান করুক। তোমার হৃদয়ে বা শরীরে দৃশ্য বা অদৃশ্য অজ্ঞানকৃত যে ঘোর পাপ আছে, তোমার মস্তিষ্কে ও দর্শনসাধন চক্ষুতে যে পাপ আছে, বাহ্য ও অভ্যন্তর সে সকল পাপ ভগবানের অনুগ্রহে মন্ত্রের দ্বারা আমরা দূর করব, অর্থাৎ সবিতা দেবের কৃপায় মন্ত্রের সাহায্যে সে পাপ দূর করতে সমর্থ হব। ৩॥ হে ভগবান, আমাদের কর্মশক্তিকে বক্রগতিবিশিষ্ট, সদ্ভাব-নাশক, বিপথানুবর্তী ও বিরুদ্ধস্বরযুক্ত করো না। সে সকল অসদ্‌বৃত্তিকে আমাদের কাছ থেকে দূর কর এবং আমাদের অদৃষ্টের কর্মফল নাশ কর। ৪॥

টীকা: ১। সামুদ্রিক শাস্ত্রে হাত, পা, মুখ, প্রভৃতি অঙ্গে স্ত্রীলোকের কতগুলি দুশ্চিহ্ন লক্ষিত হয়। সে-সকল দুশ্চিহ্নগুলি দূর করার জন্য শাস্ত্রীয় পক্রিয়ায় মুখ প্রক্ষালন ও হোমাদি কার্যের অনুষ্ঠান আবশ্যক। দুর্লক্ষণ দূর করার জন্য মহাশান্তির উদ্দেশে এই সূক্তের মন্ত্রগুলি উচ্চারণের বিধি আছে। ভাষ্যে দুর্লক্ষণ দূর করার উদ্দেশে মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ২। হাত ও পায়ে দুর্লক্ষণচিহ্নগুলির অপসারণের জন্য সাধারণভাবে সবিতাদির কাছে প্রার্থনা জানান হয়েছে। ৩। ভাষ্যে দুর্লক্ষণযুক্ত পুরুষের শরীর, মস্তক, চক্ষু প্রভৃতির দুর্লক্ষণজনিত পাপসকল মন্ত্রের দ্বারা বিনাশ করে মঙ্গল প্রাপ্তির জন্য সবিতা দেবের কাছে প্রার্থনা জানান হয়েছে। ৪। এই মন্ত্রটি জটিল। ভাষ্যে দুর্লক্ষণ বিশিষ্ট স্ত্রীগণকে লক্ষ্য করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে—যাদের পা হরিণের শৃঙ্গের মত বক্র। যারা স্থূলদন্তবিশিষ্ট, গোরুর মত যাদের গমন, যাদের স্বর বিকৃত ও ললাটের প্রান্তে প্রতিলোমরূপ যাদের কেশসমূহ বর্তমান, তাদের দুর্ভাগ্য অপনোদনের জন্য এ মন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। আধ্যাত্মিকভাবে আমরা কর্মশক্তিকে লক্ষ্য করেছি।

তৃতীয় সূক্ত

মা নো বিদন্ বিব্যাধিনো মো অভিব্যাধিনো বিদন্। আরাচ্ছরব্যা অস্মদ্বিষূচীরিন্দ্র পাতয়॥ ১॥ বিষ্বঞ্চো অস্মচ্ছরবঃ পতন্তু যে অস্তা যে চাস্যাঃ। দৈবীর্মনুষ্যেষবো মমামিত্রান্ বি বিধ্যত॥ ২॥ যো নঃ স্বো যো অরণঃ সজাত উত নিষ্ট্যো যো অস্মাঁ অভিদাসতি। রুদ্রঃ শরব্যয়ৈতান্ মমামিত্রান্ বি বিধ্যতু॥ ৩॥ যঃ সপত্নো যোঽসপত্নো যশ্চ দ্বিষঞ্ছপাতি নঃ। দেবাস্তং সর্বে ধূর্বন্তু ব্রহ্ম বর্ম মমান্তরম্॥ ৪॥

অনুবাদ: বিশেষরূপে অস্ত্রাদির দ্বারা তাড়নশীল বাইরের শত্রুরা যেন আমাদের আক্রমণ করতে না পারে, সেরূপ অন্তরের কামাদি শত্রুরা আমাদের যেন আক্রমণ না করে। হে ইন্দ্র (পরম ঐশ্বর্যশালী দেব), শত্রুদের বহুরূপে নিক্ষিপ্ত শরসমূহ নানা মুখে গতিশীল হয়ে আমাদের কাছ থেকে দূর দেশে নিক্ষেপ করাও। ১॥ হিংসক শরগুলি আমাদের কাছ থেকে বিপরীত পথে যাক, আক্রমণের জন্য যে শত্রু আমাদের দিকে আসছে এবং আমাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হবার জন্য যে শর শত্রুর তূণীরে সংগৃহীত আছে, তারা আমাদের কাছ থেকে বিপরীত পথে যাক। দৈব ও মনুষ্য-সম্বন্ধীয় অস্ত্রাদি আমাদের শত্রুদের তাড়না করুক। ২॥ অন্তরের যে রিপু-শত্রুরা আমাদের পীড়া দেয়, যে সকল জন্ম-সহজাত অসদ্‌বৃত্তিরূপ শত্রুগণ আমাদের নিপীড়িত করে, যে সকল বাইরের শত্রু আমাদের হিংসা করতে উদ্যত এবং নিকৃষ্টবল যে শত্রুরা আমাদের পীড়া উৎপাদন করে, সংহর্তা রুদ্রদেব আমাদের সে সকল শত্রুদের (আমাদের সৎকর্মরূপ) আয়ুধের দ্বারা বিনাশ করুক। ৩॥ আমাদের অন্তরস্থিত যে শত্রু, আমাদের কর্মজাত যে শত্রু এবং যে শত্রুরা দেবষপরায়ণ হয়ে আমাদের অভিসম্পাত করে, পরম ঐশ্বর্যশালী ইন্দ্রাদি দেবগণ (অথবা আমাদের দেবভাবসমূহ) সে শত্রুদের বিনাশ করুক। আমাদের প্রযুজ্যমান মন্ত্রজাল ব্যবধায়ক বর্মরূপে বিদ্যমান হোক অর্থাৎ মন্ত্ররূপ বর্মের দ্বারা আমরা যেন শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে পারি। ৪॥

টীকা: ১-৪। সূক্তানুক্রমণিকায় ভাষ্যকার বলেন—এ সূক্তের মন্ত্রগুলি সংগ্রামে বিজয়লাভের উদ্দেশে প্রযুক্ত হয়। ভাষ্যে বাইরের শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করার কথা বলা হয়েছে, আধ্যাত্মিক অর্থে আমরা আমাদের সহজাত কামাদি রিপু-শত্রু ও বাইরের শত্রুদের আক্রমণ হতে নিষ্কৃতির জন্য প্রার্থনা জানিয়েছি।

চতুর্থ সূক্ত

অদারসৃদ্ ভবতু দেব সোমাস্মিন্ যজ্ঞে মরুতো মৃড়াতা নঃ। মা নো বিদদভিভা মো অশস্তির্মা নো বিদদ্ বৃজিনা দ্বেষ্যা যা॥ ১॥ যো অদ্য সেন্যো বধোঽঘায়ূনামুদীরতে। যুবং তং মিত্রাবরুণাবস্মদ্যাবয়তং পরি॥ ২॥ ইতশ্চ যদমুতশ্চ যদ্ বধং বরুণ যাবয়। বি মহচ্ছর্ম যচ্ছ বরীয়ো যাবয়া বধম্॥ ৩॥ শাস ইত্থা মহাঁ অস্যমিত্রসাহো অস্তৃতঃ। ন যস্য হন্যতে সখা ন জীয়তে কদা চন॥ ৪॥

অনুবাদ: হে সোমদেব (শুদ্ধসত্ত্ব-পোষক দেব), আমাদের শত্রু স্বস্থান থেকে বিচ্যুত হোক (আপনার কৃপায় আমাদের অন্তর থেকে রিপুশত্রু অন্তর্হিত হোক)। হে মরুদ্‌গণ (বিবেকরূপ দেবগণ), তোমরা ইষ্টফলদানে এ কর্মে আমাদের সুখী কর। আমাদের দিকে প্রবর্তমান শত্রুর তেজ যেন আমাদের অভিভূত না করে। অকীর্তিরূপ শত্রু আমাদের যেন প্রাপ্ত না হয় এবং অভীষ্ট ফল নাশক হিংসাদি পাপসকল যেন আমাদের অভিভূত না করে। (সৎকর্মের প্রভাবে [illegible] হয়ে আমরা যেন অন্তঃশত্রুদের বিনাশ

করতে সমর্থ হই)। ১ ॥ আজ এ কর্মের প্রারম্ভে সহচর হিংসাদি পাপশত্রুদের যে হননসাধন আয়ুধগুলি আমাদের দিকে আসছে, হে মিত্র ও বরুণ (সখ্য ও কারণ্যরূপী দেবদ্বয়), তোমরা সেগুলি আমাদের কাছ থেকে বিযুক্ত কর। (শত্রুর আয়ুধ যাতে আমাদের স্পর্শ না করে, তোমরা সেরূপ কর)। ২ ॥ হে বরুণ (স্নেহ কারুণ্য-বর্ষণকারী দেব), আমাদের কাছে ও দূরে শত্রুর যে হনন-সাধন আয়ুধ আমাদের দিকে আসছে, তাদের আমাদের কাছ থেকে বিযুক্ত কর, শত্রুর সে অস্ত্র আমাদের যেন স্পর্শ না করে। হে দেব, আমাদের শ্রেষ্ঠ সুখ দাও এবং দুষ্পরিহর অস্ত্রাদি আমাদের কাছ থেকে দূরে নিক্ষেপ কর। ৩ ॥ হে দেব, হিংসারহিত তুমি শত্রুরা তোমাকে হিংসা করতে পারে না, তুমি শত্রুদের নাশক, বিশ্বের নিয়ন্তা ও মহত্ত্বাদিগুণযুক্ত; এজন্য তোমার শরণাগত (মিত্রতাপ্রাপ্ত) জনকে শত্রুরা হিংসা করতে পারে না এবং শত্রুর দ্বারা সে কখন পরাভূত হয় না। ৪॥

টীকা : ১-৪। এ সূক্তের মন্ত্রগুলিও বিজয়লাভের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। প্রথম মন্ত্রে 'অদারসৃদ্'—শব্দের ভাষ্যে 'নিজ স্ত্রীর সমীপে না যায়'—এরূপ অর্থ করা হয়েছে। 'অস্মিন্ যজ্ঞে'—পদে আমার অনুষ্ঠীয়মান দর্শপূর্ণমাস যজ্ঞে বা সংগ্রামে এরূপ অর্থ করা হয়েছে। 'অশস্তি'—শব্দের অর্থ অকীর্তি। চতুর্থ মন্ত্রে 'সাসঃ'—শব্দের ভাষ্যকার শাসক, নিয়ন্তা এরূপ অর্থ করেছেন। এ মন্ত্রটি ঋগ্বেদের ৯ম মণ্ডলের ১৫২ সূক্তের ১ম ঋক।

পঞ্চম সূক্ত

স্বস্তিদা বিশাং পতির্বৃত্রহা বিমৃধো বশী। বৃষেন্দ্রঃ পুর এতু নঃ সোমপা অভয়ঙ্করঃ ॥ ১ ॥ বি ন ইন্দ্র মৃধো জহি নীচা যচ্ছ পৃতন্যতঃ। অধমং গময়া তমো যো তমো যো অস্মাঁ অভিদাসতি ॥ ২ ॥ বি রক্ষো বি মৃধো জহি বি বৃত্রস্য হনূ রুজ। বি মন্যুমিন্দ্র বৃত্রহন্নমিত্রস্যাভিদাসতঃ ॥ ৩ ॥ অপেন্দ্র দ্বিষতো মনোঽপ জিজ্যাসতো বধম্। বি মহচ্ছর্ম যচ্ছ বরীয়ো যাবয়া বধম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : শাশ্বতফলদায়ক, বিশ্বপালক, অজ্ঞানতানাশক (বৃত্রহা), শত্রুবিমর্দক, সকল প্রাণীর বশয়িতা, অভীষ্টবর্ষী, শুদ্ধসত্ত্ব গ্রাহক (সোমপা) ইন্দ্র (পরম) ঐশ্বর্যযুক্ত দেবতা) অভয়প্রদ হয়ে আমাদের সামনে আসুক। ১ ॥ হে ইন্দ্র, আমাদের শ্রেয়োলাভের জন্য সংগ্রামকারী শত্রুদের বিনাশ কর, সংগ্রামেচ্ছুক শত্রু সেনাদের অবদমিত কর, যে সকল শত্রু আমাদের হিংসা করতে উদ্যত, তাদের মরণাত্মক কর অর্থাৎ তাদের বিনাশ কর। ২ ॥ হে শত্রুনাশক ইন্দ্রদেব, তুমি আমাদের বাধক শত্রুদের (সদ্ভাবের বিরোধী কামাদি শত্রুদের) বিশেষরূপে নাশ কর। সংগ্রামেচ্ছুক শত্রুদের বিদূরীত কর। অজ্ঞানতা-রূপ শত্রুর অনিষ্টসাধন সামর্থ নিবারণ কর এবং শত্রুর ক্রোধ বিনাশ কর অর্থাৎ মায়া-মোহের প্রবল আক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা কর। ৩ ॥ হে ইন্দ্র (পরম ঐশ্বর্যযুক্ত দেব), শত্রুর ক্রুর মনকে অপহৃত কর। হননেচ্ছুক শত্রুর হননসাধন আয়ুধকে অপসারিত কর। হে দেব, আমাদের শ্রেষ্ঠ সুখ (পরম আশ্রয়) দাও এবং শত্রুর দুষ্পরিহর আয়ুধগুলিকে আমাদের কাছ থেকে বিযুক্ত কর। ৪ ॥

টীকা : ১। ভাষানুক্রমণিকায় বলা হয়েছে—এ সূক্তের মন্ত্রগুলি সংগ্রামে জয়লাভের জন্য প্রযুক্ত হয়। গ্রামাদি গমনকালে স্বস্ত্যয়নাদিতে এ সূক্তের মন্ত্রগুলি পাঠ করে দক্ষিণ পদ অগ্রে ক্ষেপণ, শর্করাতৃণপ্রক্ষেপণ, ইন্দ্রোপস্থান প্রভৃতি করতে হয়। পিশাচাদির নিবারণ কার্যে, উদ্বেগ বিনাশে ও বেদি নির্মাণ এ সূক্তের মন্ত্রগুলি জপ করবার বিধি আছে। এ প্রথম মন্ত্রটি ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলের ১৫ সূক্তের ২য় ঋক। 'স্বস্তিদা'-শব্দের ভাষ্যকার—অবিনাশী, বিনাশরহিত শোভন ফল—এরূপ অর্থ করেছেন। 'বৃত্রহ'—

বৃত্রহন্তা; বৃত্র শব্দের ভাষ্যকার বিবিধ অর্থ করেছেন। বৃত্র বলতে জলের আধারভূত মেঘ, বৃষ্টির জন্য মেঘের বিনাশক অথবা ত্বষ্টার উৎপাদিত বৃত্র নামক অসুর, তাকে হনন করে বলে ইন্দ্রের নাম বৃত্রহা। নিরুক্তকার যাস্ক আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক অর্থে বৃত্র শব্দের দু-প্রকার ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম অর্থে সূর্যের আবরক মেঘ। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে বৃত্রহা-শব্দের অজ্ঞানতা বিনাশক অর্থ করেছি। ২। 'তমঃ'—তম বলতে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য 'মরণাত্মক' অর্থ করেছেন, অন্ধকার নয়। আমরাও নিকৃষ্ট মরণাত্মক অর্থাৎ বিনষ্ট কর এরূপ অর্থ গ্রহণ করেছি। ৩। 'হনূ'—শব্দের ভাষ্যকার কপোলদ্বয় অর্থ করেছেন। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে মরণাসাধক আয়ুধ, অনিষ্ট সাধন সামর্থ—এরূপ অর্থ করেছি।

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

অনু সূর্যমুদয়তাং হৃদ্দ্যোতো হরিমা চ তে। গো রোহিতস্য বর্ণেন তেন ত্বা পরি দধ্মসি ॥ ১ ॥ পরি ত্বা রোহিতৈর্বর্ণৈর্দীর্ঘায়ুত্বায় দধ্মসি। যথায়মরপা অসদথো অহরিতো ভুবৎ ॥ ২ ॥ যা রোহিণীর্দেবত্যা গাবো যা উত রোহিণীঃ। রূপংরূপং বয়োবয়স্তাভিষ্ট্বা পরি দধ্মসি ॥ ৩ ॥ শুকেষু তে হরিমাণং রোপণাকাসু দধ্মসি। অথো হারিদ্রবেষু তে হরিমাণং নি দধ্মসি ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : হে জীব, তোমার হৃদ্রোগ (হৃদয় সম্বন্ধীয় রোগে অর্থাৎ অন্তর্ব্যাধি) ও কামালাদি শরীরের ক্ষয়কর ব্যাধি (বন্ধনমূলক বহির্ব্যাধি) সূর্যদেবের উদ্দেশে প্রেরণ কর। লোহিতবর্ণ (সদ্ভাবজনক) জ্ঞানকিরণের দীপ্তির দ্বারা তুমি তোমাকে আচ্ছন্ন কর। (ভেতরের ও বাইরের দু-প্রকার ব্যাধিই বন্ধনের মূল, শুদ্ধসত্ত্ব ও সদ্ভাবের দ্বারা সকল বন্ধনমোচনের আকাঙ্ক্ষা এখানে প্রকাশ পেয়েছে)। ১ ॥ হে জীব, তুমি দীর্ঘজীবন লাভের জন্য জ্ঞানকিরণের দীপ্তির দ্বারা তোমাকে আচ্ছন্ন কর। যেভাবে তুমি অপগত-পাপ (নির্মলচিত্ত) হতে পার ও পাপ ক্ষয়ের পর সদ্ভাবনাশক পাপের সম্বন্ধ থেকে রহিত হতে পার, সেভাবে জ্ঞানজ্যোতিতে দীপ্ত হও অর্থাৎ ভগবানকে পাবার জন্য হৃদয়ে জ্ঞান-কিরণ সঞ্চয়ের জন্য প্রবৃত্ত হও। ২ ॥ হে জীব, দেবভাবজাত ও জ্ঞানকিরণ-সম্ভূত ভগবৎ-প্রাপ্তির সামর্থ্যের দ্বারা অরূপ ভগবানের অনন্ত রূপকে ও বয়োহীন ভগবানের অনন্ত যৌবনকে হৃদয়ে যুক্ত কর। (জ্ঞানপ্রভাবে সদ্ভাবের সাহায্যে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি হয়—এ ভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে।) ৩ ॥ হে জীব, সদ্ভাবনাশক পাপপ্রবৃত্তিকে দীপ্তিমান সদ্ভাবজনক জ্ঞানকিরণের সাথে যুক্ত কর এবং তোমার সদ্ভাব-হরণশীল কর্মপ্রভাবসকলকে পাপ-হারক দেবভাবের সাথে যুক্ত কর। (সদ্ অসৎ সকল কর্ম ভগবানে সমর্পণ করে ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হয়ে কাজ করলে শ্রেয় লাভ হবে—এ ভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে।)। ৪ ॥

টীকা : ১। সূক্তানুক্রমণিকায় বলা হয়েছে—হৃদ্রোগ ও কামিলাদি রোগ-শান্তির জন্য এ সূক্তের মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হয়। হৃদ্রোগাদি প্রশমনের জন্য রোগীকে রক্তবর্ণ বৃষের রোমমিশ্রিত জল পান করাতে হয়। তারপর রক্তবর্ণ গোচর্ম ও অচ্ছিদ্র মণি গোক্ষীরে নিক্ষেপণ করার বিধি আছে। সে গোচর্মের উপর রোগীকে বসিয়ে মন্ত্রপূত করে সে মণি বেঁধে দিতে হবে এবং গোক্ষীর তাকে পান করাতে হবে। তারপর নবম বর্ষীয়া বালিকাকে হরিদ্রা

মিশ্রিত অন্ন ভোজন করিয়ে রোগীকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করাবে এবং ভুক্তাবশিষ্ট রোগীর পদদ্বয়ে লিপ্ত করে রোগীকে খাটে বসাবে। তারপর শুক, কাষ্ঠ-শুক ও পীতনক শুক—এ তিন প্রকার পক্ষীর সব্যজঙ্ঘা হরিদ্বর্ণ সূত্রের দ্বারা সে খাটের সাথে বেঁধে দিতে হবে। ভাষ্যকার এ অর্থে মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে বাইরের ও ভেতরের উভয় ব্যাধি নাশের জন্য সূর্যদেব অর্থাৎ শত্রুসন্তাপক শুদ্ধসত্ত্বের উদ্দেশে প্রেরণ করতে বলেছি। 'গোঃ'—শব্দের ভাষ্যকার সাধারণ অর্থ গাভী করেছেন, কিন্তু বেদে রশ্মি অর্থে গো-শব্দ প্রসিদ্ধ, এ জন্য আধ্যাত্মিক অর্থে আমরা জ্ঞানকিরণ অর্থ করেছি। ২। ভাষ্যে এখানে ব্যাধিত পুরুষকেসম্বোধন করে, পূর্বোক্ত ভাবে ব্যাখ্যা করে গো-সম্বন্ধীয় লোহিত বর্ণের দ্বারা দেহকে আবৃত করতে বলা হয়েছে। আধ্যাত্মিক অর্থে আমরা জ্ঞান-কিরণের সাহায্যে অন্তরের ব্যাধিমূল কামনা'বাসনাদি দূর করে মন স্থির করার জন্য বলেছি। ৩। ভাষ্যে এ মন্ত্রের রোগ উপশমের পক্ষে সাধারণ ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—লোহিত বর্ণ বিশিষ্ট কামধেনু ও লোহিতবর্ণবিশিষ্ট সাধারণ গোজাতির লোহিতবর্ণ ও সকল ব্যক্তির যৌবন গ্রহণ করে, হে রুগ্ন, তোমাকে যুক্ত করছি। ভাষ্যে 'রোহিণ্যঃ গাবঃ'—পদে লোহিতবর্ণ গরুগণ—অর্থ করা হয়েছে। আধ্যাত্মিক অর্থে আমরা 'গাবঃ'—পদে 'জ্ঞানরশ্মি-সকল' এবং 'রোহিণীঃ' পদে ভগবানের কাছে নিয়ে যাবার যোগ্য—এরূপ অর্থ গ্রহণ করেছি। ৪। চতুর্থ মন্ত্রে ভাষ্যে—ব্যাধিত পুরুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তোমার শরীরগত রোগজনিত হরিদ্বর্ণ, শুক, কাষ্ঠশুক ও গোপীতনক নামক হরিদ্বর্ণ পক্ষিবিশেষ স্থাপন করছি। 'হরিমাণং'—পদে ভাষ্যে হরিদ্বর্ণ অর্থ করেছে। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে-সন্তাবনাশক পাপপ্রবৃত্তি ও সন্তাব হরণশীল কর্মপ্রভাবকে লক্ষ্য করেছি। 'সুকেষু', 'রোপণাকাসু' ও 'হরিদ্রবেষু' পদে ভাষ্যে হরিদ্বর্ণ শুকাদি পক্ষী অর্থ করেছে, কিন্তু আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে দীপ্তিমান সন্তাবজনক জ্ঞান-কিরণ ও পাপহারক দেবভাব-সকল অর্থ গ্রহণ করেছি। 'শুকেষু' এবং 'সুকেষু' পাঠান্তর দেখা যায়। (বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকলে পণ্ডিতপ্রবর দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের অথর্ববেদের ১ম কান্ডের ২৯৪ পৃষ্ঠা থেকে ৩০৮ পৃষ্ঠা দেখুন)।

দ্বিতীয় সূক্ত

নক্তংজাতাস্যোষধে রামে কৃষ্ণে অসিক্নি চ। ইদং রজনি রজয় কিলাসং পলিতং চ যৎ ॥ ১ ॥ কিলাসং চ পলিতং চ নিরিতো নাশয়া পৃষৎ। আ ত্বা স্বো বিশতাং বর্ণঃ পরা শুক্লানি পাতয় ॥ ২ ॥ অসিতং তে প্রলয়নমাস্থানমসিতং তব। অসিক্ন্যস্যোষধে নিরিতো নাশয়া পৃষৎ ॥ ৩ ॥ অস্থিজস্য কিলাসস্য তনূজস্য চ যৎ ত্বচি। দূষ্যা কৃতস্য ব্রহ্মণা লক্ষ্ম শ্বেতমনীনশম্ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : কর্মফলাবসানে বিমুক্ত দেহ, হে চিরনবীন সদ্বৃত্তি, তুমি অজ্ঞান অন্ধকার (মায়ামোহজদেহ) হতে উৎপন্ন হলেও বিশ্বরমণশীল বিশ্বনাথের ও আকর্ষণ-পরায়ণ ভগবানের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছ। হে রজনি (কালস্বরূপ অবরণকারিণি), কলুষলাঞ্ছিত, পতনোন্মুখ মায়া থেকে উৎপন্ন এ দেহকে চিরতরে বিনাশ কর অর্থাৎ আমাদের দেহসম্বন্ধরহিত ও জরামরণ-রহিত কর। ১॥ হে সদ্বৃত্তি, মায়ামোহ থেকে উৎপন্ন, কলুষক্লেদ-বিশিষ্ট জরামধ্যগত এ দেহের লয় সাধন কর। তোমাকে আমরা আহ্বান করছি, তোমার নিজের শুদ্ধসত্ত্বের প্রভাব আমাদের মধ্যে প্রবেশ করাও যাতে আমরা সত্ত্বাবস্থা লাভ করি। ২॥ হে সদ্বৃত্তি, অজ্ঞানান্ধকার তোমার উৎপত্তিস্থান এবং মায়ামোহরূপ অন্ধকার তোমার অবলম্বন। কর্মফলের অবসানে বিমুক্ত তুমি চিরনবীনরূপ হও। এখন মায়ামোহ থেকে উৎপন্ন এ দেহকে নিঃশেষে বিনাশ কর। ৩॥ হে সদ্বৃত্তি, অস্থি

ও দেহজাত, কর্মের দ্বারা উৎপন্ন, কলুষক্লেদের যে কলঙ্ক দেহে পাপচিহ্নরূপে প্রকাশ পেয়েছে, ব্রহ্মসম্বন্ধযুক্ত হয়ে তুমি তার লয় সাধন কর। ৪॥

টীকা : ১। পঞ্চম অনুবাকের ২য় ও ৩য় সূক্ত শ্বেতকুষ্ঠ ও পালিত কুষ্ঠ নাশের অমোঘ ঔষধ বলে বলা হয়েছে। এ মন্ত্রগুলি আবৃত্তি করে হোম করতে হবে। এ ছাড়া, ব্যাধির স্থানে নিম্নবিধি অনুসারে প্রলেপ দিতে হবে। ভৃঙ্গরাজ, হরিদ্রা, ইন্দ্রবারুণি ও নীলিকা—এ কয়েকটি দ্রব্য পেষণ করে কুষ্ঠাক্রান্ত স্থানে প্রলেপ দিতে হবে। শ্বেতকুষ্ঠ সম্বন্ধে নিয়ম হচ্ছে—প্রলেপ দেবার পূর্বে গোময় দিয়ে ব্যাধিস্থানে এমনভাবে ঘর্ষণ করতে হবে, যাতে স্থানটি রক্তবর্ণ হয়। পলিত কুষ্ঠ সম্বন্ধে নিয়ম হচ্ছে—ক্ষতস্থান আবৃত করে প্রলেপটি দিতে হবে। ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেয়া ও আজ্যহোমে মন্ত্রোচ্চারণে শান্তিলাভ—এটা হচ্ছে উভয়বিধ কুষ্ঠনাশের ঔষধ। মন্ত্র ও ঔষধ যথাযথ প্রযুক্ত হলে দুরারোগ্য ব্যাধি আরোগ্য হতে পারে। আমাদের আধ্যাত্মিক অর্থে দেহব্যাধিনাশের দৃষ্টান্তে ভবব্যাধিনাশের প্রার্থনা করা হয়েছে। ভাষ্যের অর্থ হচ্ছে—হে হরিদ্রানামক ওষধে, তুমি রাতে উৎপন্ন ও কুষ্ঠনাশে সমর্থ। সেরূপ হে রামে (ভৃঙ্গরাজাখ্য ওষধে), হে কৃষ্ণে (কৃষ্ণবর্ণ-সম্পাদন-সমর্থ ইন্দ্রবারুণি নামক ওষধে) এবং হে অসিক্নি অর্থাৎ নীলিকা, তোমরা রাতে উৎপন্ন বলে কুষ্ঠনাশে সমর্থ। হে রজনী, তুমি এ কিলাস ও পলিত ব্যাধিগ্রস্থকে রঞ্জিত কর অর্থাৎ ঢেকে নাও। ২। 'কিলাসং'—শব্দে সায়ণ 'কুষ্ঠরোগ' অর্থ করেছেন, আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে কলুষক্লেদবিশিষ্ট অর্থ করেছি। 'পলিতং'—শব্দে ভাষ্যকার জরাবস্থায় কেশের শুক্লতা ও তদ্‌যুক্ত অঙ্গ অর্থ করেছেন, আমরা জরামধ্যগত অর্থ করেছি। ৩। এ মন্ত্রে ভাষ্যকার 'নীলি'-কে সম্বোধন করেব্যাখ্যা করেছেন। হে নীলি, তোমরা 'প্রলয়নং' (উৎপত্তি স্থান) 'অসিতং' (কৃষ্ণবর্ণ)। নীলি কুষ্ঠনাশ করুক—এ ভাষ্যের ভাব। আমাদের আধ্যাত্মিক অর্থে—জলবিন্দু যেমন সমুদ্রে লীন হয়, সেরূপ আমি যেন সদ্বৃত্তির সাহায্যে অনন্ত ব্রহ্ম-সমুদ্রে লীন হতে পারি এ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। ৪। মন্ত্রে 'শ্বেতং'—পদ সাধারণতঃ কুষ্ঠরোগ অর্থে গৃহীত হয়। অস্থি, ত্বক ও মাংসের সাথে ঐ ব্যাধির সম্পর্ক; এ মন্ত্রের দ্বারা ব্যাধির উপশম হোক—এ ভাষ্যের ভাব। 'ব্রহ্মণা'—পদে ভাষ্যে 'এ প্রযুজ্যমান মন্ত্রের দ্বারা'—অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে; আমরা ব্রহ্মসম্বন্ধযুক্ত অর্থ গ্রহণ করেছি। 'শ্বেত'—পদে পাপচিহ্নরূপে প্রকাশমান—এ অর্থ করা হয়েছে।

তৃতীয় সূক্ত

সুপর্ণো জাতঃ প্রথমস্তস্য ত্বং পিত্তং আসিথ। তদাসুরী যুধা জিতা রূপং চক্রে বনস্পতীন্ ॥ ১ ॥ আসুরী চক্রে প্রথমেদং কিলাসভেষজমিদং কিলাসনাশনম্। অনীনশৎ কিলাসং সরূপামকরৎ ত্বচম্ ॥ ২ ॥ সরূপা নাম তে মাতা সরূপো নাম তে পিতা। সরূপকৃৎ ত্বমোষধে সা সরূপমিদং কৃধি ॥ ৩ ॥ শ্যামা সরূপংকরণী পৃথিব্যা অধ্যুদ্ভৃতা। ইদমূ ষু প্র সাধয় পুনা রূপাণি কল্পয় ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : হে জীব, তুমি প্রথমে ভগবানের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে জন্মেছ, কিন্তু আসুরী মায়া (পাপ-প্রলোভনাদি) যুদ্ধে (বিষম দ্বন্দ্বে) তোমাকে জয় করে, তাতে তুমি পাপকলুষচিহ্নিত দেহ পেয়েছ; তখন সে মায়া তোমার হৃদয়রূপ অরণ্যের অধিপতিগণকে (সত্ত্বভাবাদিকে) মরণ ধর্মশীল দেহ দান করে। (জন্মসহজাত সত্ত্ব ভাব সকল সংসারের কুটিলতায় বিলুপ্ত হলে জীব নীচ গতি প্রাপ্ত হয়, তা থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করা উচিত।) ১॥ আসুরী মায়া প্রাধান্য লাভ করে আমাদের এ ধ্বংসশীল দেহ দান করে, আর আমাদের হৃদয়স্থিত শুদ্ধসত্ত্ব কলুষক্লেদ নিবৃত্তকারক ঔষধরূপ হয়ে কলুষক্লেদ দূর করতে সমর্থ হয়। সে শুদ্ধসত্ত্ব কলুষক্লেদ দূর করে এ ত্বগাদি ধাতুবিশিষ্ট দেহকে প্রকৃতরূপ সম্পন্ন অর্থাৎ

মোক্ষপ্রাপক করে। (মায়ার প্রভাবে আমরা এ মরদেহ লাভ করি এবং শুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা আমরা অবিনশ্বর নিত্য দেহ লাভ করতে পারি—এভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে।) ২॥ হে ওষধে (কর্মফলাবসানে বিমুক্ত সদ্বৃত্তি), তোমার মা সরূপা এবং পিতা সরূপ (সমান রূপ), তুমি সমানরূপ প্রদাত্রী, তুমি এ দেহকে সমানরূপসম্পন্ন কর। (সদ্বৃত্তি সত্ত্বভাব থেকে উৎপন্ন ও সত্ত্বভাব প্রদানে সমর্থ, সে আমাদের সত্ত্বভাব-সম্পন্ন করুক—এভাব এখানে পরিস্ফুট।)।৩॥ সমানরূপদাত্রী অজ্ঞানান্ধকাররূপা অসদ্বৃত্তি এ সংসারে উৎপন্ন হচ্ছে, অতএব হে সদ্বৃত্তি, তুমি কলুষক্লেদযুক্ত দেহকে সত্ত্বাবান্বিত কর। (অজ্ঞানান্ধকারে পৃথিবী সবসময় আচ্ছন্ন হচ্ছে, সদ্বৃত্তির প্রভাবে আমরা যাতে জ্ঞানালোকে প্রাপ্ত হই—এ প্রার্থনা।) ৪॥

টীকা ঃ ১। এ সূক্তের মন্ত্রগুলিও কুষ্ঠব্যাধি নাশের পক্ষে প্রযুক্ত হয়েছে। ভাষ্যকার এ মন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি আখ্যানের অবতারণা করেছেন। 'সুপর্ণঃ'—শব্দে তিনি শোভন পক্ষদ্বয়বিশিষ্ট গরুড় পক্ষী অর্থ করেছেন। গরুড় পক্ষীর প্রথমে দুটি পক্ষ ছিল, মায়ার সাথে যুদ্ধে সে পরাজিত হয়। বিষ্ণুপুরাণে একটি উপাখ্যান আছে, তাতে দেখা যায়—গরুড়ের প্রতি ইন্দ্রের বজ্র নিক্ষিপ্ত হয়। তাতে গরুড়ের কিছু ক্ষতি হয়নি, কিন্তু গরুড় বজ্রের সম্মানের জন্য একটি পক্ষ পরিত্যাগ করে। সে পক্ষটি ছিল সুবর্ণের মত মনোহর, সেজন্য ইন্দ্রাদি দেবগণ গরুড়ের নাম রাখেন 'সুপর্ণ'। ভাষ্য অনুসারে নীলি প্রভৃতি ঔষধকে সম্বোধন করে এমন্ত্র প্রযুক্ত হয়েছে। ২॥ ভাষ্য অনুসারে পূর্বমন্ত্রোক্তা অসুরমায়ারূপা স্ত্রী শ্বিত্রচিকিৎসকের আদিরূপা, সে এ সুপর্ণপিত্তের দ্বারা নীলি প্রভৃতিকে কুষ্ঠরোগনিবর্তক ঔষধরূপে প্রস্তুত করে। আধ্যাত্মিক অর্থে শুদ্ধসত্ত্ব কলুষক্লেদ-নিবৃত্তির ঔষধস্বরূপ। ৩॥ ভাষ্যে এ মন্ত্র ওষধিকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—ওষধে, তোমার জননী ভূমি তোমার সরূপা অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্টা ; তোমার পিতা দ্যুলোক অথবা বীজবিশেষ, সেও তোমার সাথে সমানবর্ণ। সমানরূপ পিতামাতা থেকে উৎপন্ন তুমি কুষ্ঠরোগবিশিষ্ট অঙ্গকে সমানবর্ণ দান কর। আমরা আধ্যাত্মিকপক্ষে সদ্বৃত্তিকে প্রার্থনা জানিয়েছি। ৪॥ ভাষ্যানুসারে এ মন্ত্র নীলি প্রভৃতির সম্বোধন প্রযুক্ত।

চতুর্থ সূক্ত

যদগ্নিরাপো অদহৎ প্রবিশ্য যত্রাকৃন্বন্ ধর্মধৃতো নমাংসি। তত্র ত আহুঃ পরমং জনিত্রং স নঃ সংবিদ্বান্ পরি বৃঙ্‌ধি তক্মন্॥ ১॥ যদর্চির্যদি বাসি শোচিঃ শকল্যেষি যদি বা তে জনিত্রম্। হূড়ুর্নামাসি হরিতস্য দেব স নঃ সংবিদ্বান্ পরি বৃঙ্‌ধি তক্মন্॥ ২॥ যদি শোকো যদি বাভিশোকো যদি বা রাজ্ঞো বরুণস্যাসি পুত্রঃ। হূড়ুর্নামাসি হরিতস্য দেব স নঃ সংবিদ্বান্ পরি বৃঙ্‌ধি তক্মন্॥ ৩॥ নমঃ শীতায় তক্মনে নমো রূরায় শোচিষে কৃণোমি। যো অন্যেদ্যুরুভয়দ্যুরভ্যেতি তৃতীয়কায় নমো অস্তু তক্মনে॥ ৪॥

অনুবাদ ঃ যেহেতু অগ্নি (জ্ঞানদেব) হৃদয়ে দীপ্ত হয়ে শুদ্ধসত্ত্ব প্রকাশ করে ও আমাদের জ্ঞানবান করে, অতএব হে সত্ত্বনাশক পাপ, তুমি আমাদের পরিত্যাগ কর। যে অগ্নিতে (জ্ঞানাগ্নিতে) ধার্মিকগণ হবিরূপ সত্ত্বভাব প্রদান করে, হে জীব, সেখানে তোমার নিবাসস্থান জানিও। (জ্ঞানদেবতা অজ্ঞান অন্ধকার দূর করে আমাদের জ্ঞানবান করেন। তাতে জীব পাপ-সম্বন্ধ পরিহার করে জ্ঞানলাভে শ্রেষ্ঠ নিবাসস্থান ভগবানকে পাবার সামর্থ্য লাভ করে।) ১॥ হে পাপকারণরূপ জ্বর, যদিও তুমি তীব্র উষ্ণ, যদিও তুমি দাহকর, যদিও তোমার জন্ম জ্বলননিদানরূপ অগ্নিতে, যদিও হরিতবর্ণ তোমার পরিচয় প্রসিদ্ধ, তবুও তুমি আমাদের ত্যাগ কর। হে দ্যোতমান জ্ঞানদেব, আমাদের জ্ঞানবান কর, (পাপ,

তুমি দূর হও, জ্ঞানদেব আমাদের জ্ঞানদানে পরিত্রাণ করুন—এ প্রার্থনা এখানে ব্যক্ত হয়েছে)। ২॥ হে কৃচ্ছ্রজীবনকারী পাপ, যদিও তুমি শোক, যদিও তুমি সকল শরীরের সন্তাপক, যদিও তুমি মিথ্যাসহজাত, যদিও রক্তশোষক বলে তোমার পরিচয় প্রসিদ্ধ তবুও তুমি আমাদের পরিত্যাগ কর। হে জ্ঞানদেব আমাদের সম্যক জ্ঞানবান কর। ৩॥ প্রাণশক্তিনাশক, শৈত্যসাধক পাপকে আমি নমস্কার করি, যে পাপ প্রতিদিন সঞ্জাত ও ত্রিকালস্থিত, সে পাপকে আমার নমস্কার। নমস্কারের দ্বারা প্রীত হয়ে সকল পাপ আমাদের পরিত্যাগ করুক। ৪॥

টীকা ঃ ১। এ সূক্তের মন্ত্রগুলি জ্বরাদি রোগ নিবারণে প্রযুক্ত হয়েছে। ঐকাহিক, দ্ব্যাহিক প্রভৃতি জ্বর, কম্পজ্বর, জ্বালাযুক্ত জ্বর, বেলাজ্বর প্রভৃতি দূর করার জন্য এ মন্ত্রপ্রয়োগের সার্থকতা। ভাষ্যানুক্রমণিকায় প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বলা হয়েছে—প্রথমে একটি লৌহকুঠার অগ্নিতে উষ্ণ করতে হবে, তারপর উষ্ণজলের মধ্যে সে কুঠার স্থাপন করে, সে গরম জলে রোগীর দেহ সিঞ্চিত করতে হবে। (আজকাল চিকিৎসকগণ গরম জলে গামছা বা কাপড় ভিজিয়ে রোগীর দেহ মুছিয়ে দিতে (**Sponze** করতে) বলেন, মনে হয় এটা সে জাতীয় প্রক্রিয়া)। ৩-৪। ভাষ্যে তৃতীয় মন্ত্র শীতজ্বর নাশের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। হূড়ুঃ—শব্দ প্রসিদ্ধ অর্থ।

পঞ্চম সূক্ত

আরেহসাবস্মদস্তু হেতির্দেবাসো অসৎ। আরে অশ্মা যমস্যথ॥ ১॥ সখাসাবস্মভ্যমস্তু রাতিঃ সখেন্দ্রো। ভগঃ সবিতা চিত্ররাধাঃ॥ ২॥ যূয়ং নঃ প্রবতো নপান্মরুতঃ সূর্যত্বচসঃ। শর্ম যচ্ছাথ সপ্রথাঃ॥ ৩॥ সুষূদত মৃড়ত মৃড়য়া নস্তনূভ্যো। ময়স্তোকেভ্যস্কৃধি॥ ৪॥

অনুবাদ ঃ হে দেবগণ, তোমাদের প্রসাদে ঐ দূরে দৃশ্যমান শত্রুর প্রযুক্ত হননসাধন আয়ুধ আমাদের কাছ থেকে দূরে চলে যাক, আমাদের যেন স্পর্শ না করে। হে শত্রুগণ, তোমরা আমাদের বধের জন্য যে অস্ত্র নিক্ষেপ করছ, তা আমাদের কাছ থেকে দূরে গমন করুক। ১॥ প্রসিদ্ধ মিত্রদেবতা আমাদের কার্যসিদ্ধির জন্য আমাদের মিত্রস্থানীয় সুহৃৎ হোক, ভাগ্যপ্রদাতা পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্রদেবতা আমাদের মিত্র হোক এবং সকলের প্রেরক সবিতাদেব আমাদের মিত্র হোক। ২॥ বিপথগামীদের অভয়দাতা জ্ঞানকিরণযুক্ত বিবেকরূপী হে মরুদ্দেবগণ, তোমরা আমাদের সুখ দাও। ৩॥ হে দেবগণ, তোমরা শত্রুর প্রযুক্ত অস্ত্রগুলি অন্যত্র প্রেরণ কর ও আমাদের সুখ দাও। হে দেব, অনিষ্ট নিবারণ করে আমাদের তুষ্ট কর এবং আমাদের শরীর ও পুত্রপৌত্রাদির সুখবিধান কর। ৪॥

টীকা ঃ ১-৪। এ সূক্তের মন্ত্রগুলি শত্রুর আক্রমণ নিবারণের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। শত্রু যখন আক্রমণ করতে আসছে, তখন এ মন্ত্র জপ করলে শত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ হবে। কৌশিতকী ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—কোন দুর্লক্ষণচিহ্ন দর্শন করলে এ মন্ত্র জপের দ্বারা বিপদ দূর হবে। কোন বিষয়ে জয়লাভের ইচ্ছা থাকলে এ মন্ত্রের হোম করবে এবং হুতভাগাদি অস্ত্রসকল এ মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করবে। শয়নকালে ও ঘুম থেকে উঠার সময় এ মন্ত্রানুসারে বিবিধ প্রক্রিয়ার কথা ভাষ্যে বলা হয়েছে।

ষষ্ঠ সূক্ত

[illegible] পারে [illegible] নিরবাহৎ। তাসাং [illegible] [illegible] পরিবৃঙ্‌ধি॥ ১॥ [illegible] [illegible] [illegible] ॥ ২॥ [illegible]

[illegible] ॥ ৫ ॥ [illegible] ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : প্রসিদ্ধ অসত্যনাশক ত্রিগুণ-মায়া-সাধনরূপ অমর দেবগণ সংসারের কুটিলতা থেকে দূরে বর্তমান, তাদের থেকে উৎপন্ন সত্ত্বভাবের দ্বারা সৎকর্মের বাধক হিংসুক শত্রুর চক্ষু-দুটিকে ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন আমরা আচ্ছন্ন করতে পারি অর্থাৎ তাদের সহায়তা পেলে প্রবল শক্তিশালী শত্রুদেরও আমরা পরাভূত করতে পারি। ১॥ পিনাকের মত তীক্ষ্ণ অনুবর্তী, আমাদের বিনাশকারী, অজ্ঞানতারূপ শত্রুসেনাগণ বিমুখ হোক, তারা যদি সন্নদ্ধ হয়, তবুও তাদের সৎকর্ম-নাশ-প্রবৃত্তি বিনষ্ট হোক, সৎকর্মনাশক শত্রুগণ পরাভূত হোক। ২॥ হে ভগবান, বহুশক্তিসম্পন্ন শত্রুগণ যেন আমাদের অভিভূত না করে, অল্পশক্তিসম্পন্ন শত্রুরা যেন আমাদের সামনে দৃষ্টি করতেও না পারে। সত্ত্বনাশক শত্রুরা যেন সকল শত্রুদের বিনাশ করতে পারি। ৩॥ হে জ্ঞান ও ভক্তিরূপ যানদ্বয়, তোমরা আমাদের কর্মে যুক্ত হও, আমাদের কর্মকে সৎপথে ঊর্ধ্বে নিয়ে যাও, ইন্দ্রিয় দানে আমাদের তুষ্ট কর এবং শ্রেষ্ঠ নিবাস ভগবানকে প্রাপ্ত করাও। তোমাদের কৃপায় সকলের বরণীয়া, অজেয়া ইন্দ্রাণী (পরম ঐশ্বর্যশালিনী দেবী) চিরস্থায়িনী হোক। ৪॥

টীকা : ১-৪। ভাষ্যানুক্রমণিকায় এ সূক্তের মন্ত্রগুলি যুদ্ধজয়ের জন্য অস্ত্রগ্রহণ উপলক্ষে স্বস্ত্যয়ন কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। 'পৃদাকূঃ'—পদে ভাষ্যে সর্পজাতি অর্থ করা হয়েছে। 'ত্রিসপ্তাঃ'—বলতে ভাষ্যে 'ত্রিগুণিতসপ্তসংখ্যাকাঃ' অর্থাৎ একুশ অর্থ করা হয়েছে। চতুর্থ মন্ত্রে—'পার্দৌ'-শব্দে মন্ত্রার্থ জটিল হয়েছে, ভাষ্যকার গমনশীল জনগণের পদদ্বয়—এ সম্বোধন করেছেন। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে জ্ঞান ও ভক্তিকে লক্ষ্য করেছি।

সপ্তম সূক্ত

[illegible] ॥ ১ ॥ [illegible] ॥ ২ ॥ [illegible] ॥ ৩ ॥ [illegible] ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : হিংসক শত্রুদের নাশকারী, রোগের বিনাশক, দ্যোতমান জ্ঞানদেব (অগ্নি), মায়াবী, ইতস্ততঃ বিচরণশীল, সর্বশোষক শত্রুদের ভস্মসাৎ করে, উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তির কাছে যায়। (জ্ঞানপ্রভাবে সকল শত্রু বিনাশ প্রাপ্ত হয়—এ ভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে)। ১॥ হে দ্যোতমান ভগবান, যাতনাবিধায়ক রাক্ষসদের নিঃশেষে ভস্ম কর, কুধান্বেষী রিপুশত্রুদের দগ্ধ কর। হে কৃষ্ণবর্ত্মা (দুষ্কৃতদের সৎপথে আনয়নকারী), প্রাণিদের প্রতিকূলাচারী শত্রুর উপদ্রব দূর কর। ২॥ যে শত্রু বিনাশের কারণরূপ পরুষবাক্যে শাপ দেয়, যে শত্রু দুষ্কৃতদের আদিভূত হিংসারূপ পাপ অনুষ্ঠান করে, অপর যে সকল শত্রুর অপত্য স্নেহরূপ সদ্ভাবের বিনাশ করে, তাদের আমাদের হৃদয়স্থিত সত্ত্বভাব ভক্ষণ করুক। (হে ভগবান, সত্ত্বভাবের প্রভাবে জ্ঞানকিরণদানে পাপমূল বিনাশ কর—এ প্রার্থনা জানান হয়েছে)। ৩॥ হে ভগবান, তোমার কৃপায় রাক্ষসীগণ (অজ্ঞানতা সহচারিণী অসদ্বৃত্তি-সকল) তাদের আত্মজকে (আমাদের কামাদি রিপুকে) ভক্ষণ করুক, তাদের ভগিনীকে (অপকর্মকে) ভক্ষণ করুক, তাদের পৌত্রাদির (কামাদি থেকে

উৎপন্ন বিবিধ পাপকে) বিনাশ করুক। তারা পরস্পর সম্বন্ধ কলহে বিক্ষিপ্তকেশ হয়ে পরস্পর তাড়নার দ্বারা নিহত হোক, এভাবে সৎকর্ম-নিরোধক পাপপ্রবৃত্তিসকল পরস্পরকে হিংসা করুক। ৪॥

টীকা : ১-৪। উদ্বিগ্নচিত্ত ব্যক্তির উদ্বেগ নিবৃত্তির জন্য এ সূক্তের মন্ত্রগুলির প্রয়োগ হয়েছে। ভাষ্যে শুক্লবীরিণোষিকা দ্বারা মণিবন্ধন ও উদ্ম্বুকদ্বয় ঘর্ষণ প্রভৃতির বিধি বলা হয়েছে। ভাষ্যে বাইরের শত্রুর উদ্দেশে নাশের কথা বলা হয়েছে, আধ্যাত্মিক অর্থে আমরা ভেতর ও বাইর উভয় শত্রুবিনাশের কথা বলছি। 'মূর'—শব্দের অর্থ মূল, সকলের আদিভূত।

ষষ্ঠ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

[illegible] ॥ ১ ॥ [illegible] ॥ ২ ॥ [illegible] ॥ ৩ ॥ [illegible] ॥ ৪ ॥ [illegible] ॥ ৫ ॥ [illegible] ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : সমৃদ্ধসাধনহেতু প্রসিদ্ধ অপ্রতিহতগমনশীল চক্রনেমি-সন্নিবিষ্ট যে রথের (মণির) দ্বারা দেবগণের অধিপতি ইন্দ্রদেব সর্বত্র প্রবৃদ্ধ হন, হে ব্রহ্মণস্পতি (প্রজ্ঞানাধার ভগবান), তাদৃশ ঐশ্বর্যযুক্ত যানের সাহায্যে আমাদের স্বরাষ্ট্র অভিবৃদ্ধির জন্য সমৃদ্ধ কর অর্থাৎ জ্ঞানভক্তিযুক্ত সৎকর্মের দ্বারা আমাদের হৃদয়রাজ্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য সত্ত্বভাবাদি বর্ধন কর। ১॥ হে জ্ঞান ও ভক্তিমিশ্র কর্ম, আমাদের ভেতরের শত্রুদের অভিভূত করে নাশ কর, আমাদের বাইরের শত্রুদের বিনাশ কর, হিংসা প্রলোভনাদিরূপ শত্রুদের পরাভব কর। যে আমাদের বশীভূত করতে চায়, তাকে অভিভূত করে বিনাশ কর। ২॥ হে আমার কর্ম, দ্যোতমান, সকলের প্রেরক (সবিতা), শুদ্ধসত্ত্বরূপ ভগবান (সোম) তোমাকে সকল প্রকারে সমৃদ্ধ করুক। যাতে তুমি ইহলোক ও পরলোকের মঙ্গলের কারণ হও, সেরূপে নিখিল চরাচরাত্মক প্রাণিসকল তোমার উৎকর্ষ সাধন করুক। ৩॥ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের হেতুস্বরূপ, বাইরের শত্রুদের পরাভবকারী, অন্তরের শত্রুদের বিনাশক মণি (জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা পরিচালিত আমার সৎকর্ম) আমার অভিবৃদ্ধির জন্য, শত্রুনাশের জন্য ও রাষ্ট্রবৃদ্ধির জন্য আমাকে বন্ধন করুক। (সকল সুখের আশ্রয় সৎকর্ম আমার সহচর হোক, তাহলে আমি দুষ্কৃতনাশে সমর্থ হবো ও পরম আশ্রয় লাভ করব—এভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে)। ৪॥ নভোমণ্ডলে পরিদৃশ্যমান সকল প্রাণীর প্রেরক সূর্যদেব যেমন স্বপ্রকাশ, সেরূপ আমার উচ্চার্যমাণ ভগবানের মহিমাপ্রকাশক মন্ত্ররূপ বাক্যও প্রকাশরূপে নিত্য-সত্য অর্থাৎ সূর্যোদয় যেমন প্রত্যক্ষ সত্য, সেরূপ মন্ত্রশক্তিও নিত্য-সত্য। যেভাবে আমি শত্রুবিনাশক হতে পারি, আমার উচ্চারিত মন্ত্রশক্তি সেরূপে প্রকাশিক হোক, তার দ্বারা আমি যেন বাইরের শত্রুরহিত এবং অন্তরের শত্রুদের নাশ করতে পারি। ৫॥ হে আমার জ্ঞান ও ভক্তি-পরিচালিত কর্ম, তুমি সহজাত

শত্রুদের নাশক, অভীষ্টফলের বর্ষণকারী, ইহলোকে ও পরলোকে তোমার অপ্রতিহত প্রভাব, এবং তুমি বিবিধপ্রকারে শত্রুদের পরাভবকারী। তোমার প্রভাবে (মণিধারক, সৎকর্মপরায়ণ) আমি যেন আমার শত্রুসৈন্যের এবং স্বকীয় ও পরকীয় সকল প্রাণিগণের অন্তরের ও বাইরের শত্রুদের পরাভব করতে পারি। (সৎকর্মসাধনের দ্বারা আমি যেন ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণসাধনে সমর্থ হই—এভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে)। ৬॥

টীকা : ১-৪। ভাষ্যানুক্রমণিকায় বলা হয়েছে—এ সূক্তের মন্ত্রগুলি রাজ্যের অভিবৃদ্ধির জন্য, মাহেন্দ্রী নামক মহাশান্তির কার্যে রথনেমি-মণি বন্ধনে প্রযুক্ত হয়। কৌশীতকী ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে—সূত্রোক্ত লক্ষণ অনুসারে রথচক্র-নেমি মণিকে সংপাতিত ও মন্ত্রপূত করে 'উদসৌ সূর্যঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে শরীরের উত্তম স্থানে বন্ধন করতে হবে। অয়স্কান্ত, লৌহ, সীসক, রজত ও তাম্র পরিবেষ্টিত স্বর্ণ কুশের উপর স্থাপন করে 'অভিবর্তেন' প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা শোধন করে বন্ধন করতে হবে। এ কিরূপ মণি—তা চিন্তার বিষয়, ভাষ্যকার—'অভিতো বর্ততে চক্রম্ অনেন ইতি অভিবর্তো নেমিঃ' এরূপ অর্থ করায় 'অভিবর্ত' শব্দে নেমি ও তৎসংলগ্ন চক্র বুঝা যায়। 'চক্রনেমি-নির্মিত মণি'—এরূপ অর্থ করে বিকল্পে বলেছেন—যার দ্বারা পররাষ্ট্রাদি সর্বত্র অপ্রতিহত গতি হয়। এজন্য আমরা দুই অর্থ গ্রহণ করেছি। ৫-৬। ভাষ্যে পূর্ব মন্ত্রাদির মত এখানেও মণিধারণের ফলে শত্রুবিনাশের কথা বলা হয়েছে। আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে ভেতর ও বাইর উভয় শত্রুবিনাশের কথা বলেছি।

দ্বিতীয় সূক্ত

বিশ্বে দেবা বসবো রক্ষতেমমুতাদিত্যা জাগৃত যূয়মস্মিন্। মেমং সনাভিরুত বান্যনাভির্মেমং প্রাপৎ পৌরুষেয়ো বধো যঃ ॥১॥ যে বো দেবাঃ পিতরো যে চ পুত্রাঃ সচেতসো মে শৃণুতেদমুক্তম্। সর্বেভ্যো বঃ পরি দদাম্যেতং স্বস্ত্যেনং জরসে বহাথ ॥২॥ যে দেবা দিবি ষ্ঠ যে পৃথিব্যাং যে অন্তরিক্ষ ওষধীষু পশুষ্বপ্স্বন্তঃ। তে কৃণুত জরসমায়ুরস্মৈ শতমন্যান্ পরি বৃণক্তু মৃত্যূন্ ॥৩॥ যেষাং প্রযাজা উত বানুযাজা হুতভাগা অহুতাদশ্চ দেবাঃ। যেষাং বঃ পঞ্চ প্রদিশো বিভক্তাস্তান্ বো অস্মৈ সত্রসদঃ কৃণোমি ॥৪॥

অনুবাদ : হে সকল দেবগণ (অথবা দেবভাবসমূহ) ও বসুগণ (সকলের নিবাস-হেতুরূপ দেবগণ), এর রক্ষার জন্য জাগ্রত থাক, যাতে এ অর্চনাকারীকে সহজাত শত্রু, বহিরাগত বহিরাগত শত্রু অথবা কর্মের দ্বারা জাত শত্রু পরাভব করতে না পারে। (সকল বাধা অপসারণের জন্য দেবতাদের কাছে অনুকম্পা প্রার্থনা করা হয়েছে—দেববিভূতি-সকল যেন আমাদের আরব্ধকর্ম সফল করে)। ১॥ দেবতাদের মধ্যে যারা পিতার মত স্নেহকারুণ্যযুক্ত, যারা পুত্রের মত পরিত্রাণকারক, তারা সমানমনস্ক হয়ে আমাদের এ স্তুতি শুনুক। হে দেবগণ, তোমাদের সকলের উদ্দেশে এ মোক্ষেচ্ছুজনের পরিরক্ষণের জন্য দান করছি, তোমার এ জনের (অর্থাৎ আমার) পরিত্রাণের জন্য আধ্যাত্মিকাদি দুঃখ নাশের দ্বারা জরাপ্রাপ্তি পর্যন্ত (অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি পর্যন্ত) সকল প্রকার মঙ্গল বিধান কর। ২॥ হে দেবগণ, তোমাদের মধ্যে যারা দ্যুলোক, ভূলোকে ও অন্তরিক্ষলোকে অবস্থান করে, সেরূপ যারা ওষধিতে, গবাদি পশুতে ও জলে অবস্থান করে তারা সকলে এ মোক্ষকামী আমার জরাপ্রাপ্তি (মোক্ষপ্রাপ্তি) কাল পর্যন্ত আয়ু রক্ষা করুক। তোমরা অন্য অস্বাভাবিক অপমৃত্যু নাশ কর ও শতবর্ষ পর্যন্ত পূর্ণায়ুষ্কাল প্রদান কর। (অভীষ্টলাভ পর্যন্ত শত্রুগণ যেন আমার বিঘ্ন উৎপন্ন না করে এবং তোমাদের প্রসাদে আমি মোক্ষলাভে সমর্থ হই)। ৩॥ হে দেবগণ, তোমাদের মধ্যে যারা প্রথম হবির ভাগগ্রহণকারী,

যারা প্রথম যাগের পরবর্তী হবির ভাগগ্রহণকারী, যারা অগ্নিতে আহুত দ্রব্যের ভাগগ্রহণকারী, যারা হোমাধানের বাইরে প্রক্ষিপ্ত হবির ভক্ষক, তোমাদের মধ্যে যারা পূর্বাদি পাঁচদিকে অবস্থিত, তাদের সকলকে মোক্ষকামী আমার উপকারের জন্য আমার হৃদয়রূপ যজ্ঞাগারে স্থাপন করছি। ৪॥

টীকা : ১-৪। ভাষ্যানুক্রমণিকায় এ সূক্তের মন্ত্রগুলি বিভিন্ন কার্যে বিনিযুক্ত হয়েছে। আয়ুষ্কামেষ্টিতে এ মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হয়। স্থালীপাকে পিণ্ডত্রয় নিক্ষেপ করার বিধি। উপনয়ন কার্যে এ সূক্তের মন্ত্রগুলি বিনিয়োগের কথা কৌশীতকী ব্রাহ্মণে আছে। উপনয়ণ কালে মাণবকের নাভিদেশ সংস্পর্শন করে এ মন্ত্রগুলি জপ করতে হয়। আয়ুষ্য অভয় স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি হোমকার্যে, পুষ্যাভিষেক কার্যে এর বিনিয়োগের উল্লেখ আছে। বিশেষ সায়ণভাষ্য দেখবেন। চতুর্থ মন্ত্রে—'প্রযাজ' পদে যজ্ঞের অগ্রাংশ গ্রহণকারী দেবতা ও 'অনুযাজ' শব্দে—অগ্নি প্রথমে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করে এবং তারপর অন্যান্য দেবগণ ক্রমানুযায়ী গ্রহণ করে।

তৃতীয় সূক্ত

আশানামাশাপালেভ্যশ্চতুর্ভ্যো অমৃতেভ্যঃ। ইদং ভূতস্যাধ্যক্ষেভ্যো বিধেম হবিষা বয়ম্ ॥১॥ য আশানামাশাপালাশ্চত্বার স্থন দেবাঃ। তে নো নির্ঋত্যাঃ পাশেভ্যো মুঞ্চতাংহসোঅংহসঃ ॥২॥ অস্রামস্ত্বা হবিষা যজাম্যশ্লোণস্ত্বা ঘৃতেন জুহোমি। য আশানামাশাপালস্তুরীয়ো দেবঃ স নঃ সুভূতমেহ বক্ষৎ ॥৩॥ স্বস্তি মাত্র উত পিত্রে নো অস্তু স্বস্তি গোভ্যো জগতে পুরুষেভ্যঃ। বিশ্বং সুভূতং সুবিদত্রং নো অস্তু জ্যোগেব দৃশেম সূর্যম্ ॥৪॥

অনুবাদ : সকল অভীষ্টের পূরক, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ রূপ চার ফলদাতা, মরণ-রহিত, স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বের অধিপতি দেগণের প্রীতির জন্য আমার অনুষ্ঠিত এ-কর্মে হবির দ্বারা (হৃদয়ের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা) পরিচর্যা করছি। ১॥ সর্বাভিষ্টপূরক, ধর্মাদি চতুর্বর্গ-প্রদাতা (ভগবদ্বিভূতিরূপ) যে দেবগণ আছে, তারা আমাদের রিপুসকলের দ্বারা উৎপন্ন বন্ধন থেকে ও অন্যান্য পাপ থেকে মুক্ত করুক। ২॥ হে পরম ঐশ্বর্যশালী ভগবান, আমি অক্লান্ত হয়ে তোমাকে হবির দ্বারা (শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা) পূজা করছি। হে আমার কর্ম, পাপরহিত নির্মলচিত্তে ঘৃতের দ্বারা (ক্ষরণশীল ভক্তির দ্বারা) তোমার সংস্কার করছি অর্থাৎ ভগবানে নিযুক্ত করছি। সকল অভীষ্টের পূরক, চতুর্বর্গ ফলের প্রদাতা, দ্যোতমান পরিত্রাতা (তুরীয়) ভগবান আমার অনুষ্ঠিত এ সৎকর্মে চতুর্বর্গফলরূপ মহৎ ধন প্রদান করুক। ৩॥ হে ভগবান, তোমার অনুকম্পায় আমাদের মাতা, পিতা, গবাদিপশু ও অপরজনের মঙ্গল হোক। ভগবান সকলের কল্যাণ বিধান করুক। চরাচর বিশ্ব শোভন ধন ও জ্ঞানযুক্ত হোক। আমরা যেন চিরকাল সূর্য (তেজোময় জ্ঞানস্বরূপ দেবকে) দেখতে সমর্থ হই। ৪॥

টীকা : ১-৪। এ সূক্তের মন্ত্রগুলির বিবিধ প্রয়োগের বিষয় ভাষ্যে উল্লেখ আছে। নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যভেদে ব্রহ্মৌদন, স্বর্গৌদন, চতুঃশরাব-সর্বৌদন প্রভৃতি দ্বাবিংশ সবযজ্ঞে এর বিনিয়োগ দেখা যায়। 'আশানাম্' প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা দান করার বিধি আছে। কৌশিতকী ব্রাহ্মণে এ পক্রিয়াপদ্ধতির বিবরণ দৃষ্ট হয়। ধূমকেতু দর্শনে দিক্‌দেবতার উদ্দেশে হোমাগ্নিতে চরু নিক্ষেপের বিধান আছে। গ্রাম, নগর, দেশ, প্রকারাদির অবদারণে 'অস্রামস্ত্বা' ইত্যাদি মন্ত্রে পুরোডাশ ও পাষাণ প্রভৃতি নিখনন করার বিধি আছে। সর্বরোগ-ভৈষজ্যে এ-সকল মন্ত্রের দ্বারা আপ্লাবন, অবসেচন ও অপাকরণাদি [illegible] করতে হয়।

চতুর্থ সূক্ত

ইদং জনাসো বিদথ মহদ্ ব্রহ্ম বদিষ্যতি। ন তৎ পৃথিব্যাং নো দিবি যেন প্রাণন্তি বীরুধঃ ॥ ১॥ অন্তরিক্ষ আসাং স্থাম শ্রান্তসদামিব। আস্থানমস্য ভূতস্য বিদুষ্টদ্ বেধসো ন বা ॥ ২॥ যদ্ রোদসী রেজমানে ভূমিশ্চ নিরতক্ষতম্। আর্দ্রং তদদ্য সর্বদা সমুদ্রস্যেব স্রোত্যাঃ ॥ ৩॥ বিশ্বমন্যামভীবারং তদন্যস্যামধিশ্রিতম্। দিবে চ বিশ্ববেদসে পৃথিব্যৈ চাকরং নমঃ ॥ ৪॥

অনুবাদ: হে প্রার্থনাকারী জনগণ, তোমরা এ সত্য জান—সত্যই মহত্ত্বাদি-গুণসম্পন্ন ব্রহ্মকে জানিয়ে দেয়। যে ব্রহ্মের অনুগ্রহে ওষধিসকল অবিনাশীরূপে বর্তমান থাকে, সে ব্রহ্ম আমাদের পাপপূরিত পৃথিবীতে থাকেন না বা দ্যুলোকেও থাকেন না। (ভাব এই—ভগবান নিজে নিজের স্বরূপ জানিয়ে দেন। তাঁতে সুখারোগ্যাদি সম্পদ বিদ্যমান, তিনি অমৃতত্ব বিধায়ক, কিন্তু পাপী তাঁর সম্বন্ধ শূন্য)। ১॥ জনগণ তপস্যার দ্বারা যেমন পরমপদে অধিষ্ঠিত থাকে, সেরূপ সকল অভীষ্টের পূরক ভগবানের স্থান—অন্তরিক্ষের মত অনন্তপ্রসারিত ভক্তের হৃদয়ে। (ভক্তের হৃদয় হচ্ছে ভগবানের যোগ্য আসন)। ইহলোকে স্থাবরজঙ্গমাত্মক চরাচর বিশ্বের প্রাণস্বরূপ ভগবানের স্বরূপ ক্রান্তদর্শী মেধাবীগণ জানেন, অপরে নহে। (ভগবানের মহিমা অর্ন্তদৃষ্টিসম্পন্ন সাধকেরও দুর্জ্ঞেয়, অজ্ঞ সাধারণের কি কথা ? ভগবান নিজে নিজের স্বরূপ না জানিয়ে দিলে, কেউ তাকে জানতে পারে না। অতএব তাঁকে জানবার জন্য ভগবানের অনুগ্রহলাভ কর্তব্য)। ২॥ দ্যাবাপৃথিবী দীপ্যমান হলে (অর্থাৎ দ্যাবাপৃথিবীর মত সর্বব্যাপক আধাররূপ জ্ঞান ও ভক্তি হৃদয়ে উদ্দীপিত হলে) পৃথিবীর মত ধারণক্ষম হৃদয় ভগবানের করুণাস্রোত ধারণে সমর্থ হয়। সমুদ্রগামী নদী যেমন অক্ষীণতোয়া হয়ে প্রবাহিত হয়, সেরূপ ভগবানের করুণাস্রোত ইহলোকে ও পরলোকে সর্বদা অক্ষীণ হয়ে বর্তমান থাকে। ৩॥ সমগ্র জগৎ মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন; এ জগৎ মায়ার আশ্রয়রূপ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত আছে—এরূপ বলা হয়। তার জ্ঞান লাভের জন্য আমি দ্যুলোককে ও বিশ্বের জ্ঞানরূপ পৃথিবীকে নমস্কার করছি। ৪॥

টীকা: ১-৪। এ সূক্তের মন্ত্রগুলির ত্রিবিধ বিনিয়োগ ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়। প্রথম—বন্ধ্যা নারীর পুত্র জনন কার্যে উদক অভিষেক করতে হয়। শিংশুপা শাখার উদক দ্বারা বন্ধ্যা স্ত্রীর মস্তকে শান্তিজল প্রক্ষেপ করতে হবে। দ্বিতীয়—এ সূক্তের দ্বারা পুষ্টিকাম ও সম্পৎকাম ব্যক্তি যাগ করবে। তৃতীয় এ সূক্তের প্রথম মন্ত্র দর্শপূর্ণমাস যাগে পত্নীর অঞ্জলিতে উদপাত্র নিনয়নে বিনিযুক্ত হয়। ভাষ্যকার উদক ব্রহ্মার সত্তা প্রতিপন্ন করার জন্য মন্ত্রের ব্যাখ্যা করে, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ব্রহ্ম বলবে—এরূপ অধ্যাহার করেছেন আমাদের আধ্যাত্মিক অর্থে ব্রহ্ম বা ভগবান নিজে নিজেকে জানিয়ে দেন—এরূপ অর্থ করা হয়েছে। চতুর্থ মন্ত্রে 'অভীবারং'—শব্দের অর্থ 'আচ্ছন্ন হওয়া'।

পঞ্চম সূক্ত

হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ যাসু জাতঃ সবিতা যাস্বগ্নিঃ। যা অগ্নিং গর্ভং দধিরে সুবর্ণাস্তা ন আপঃ শং স্যোনা ভবন্তু ॥ ১॥ যাসাং রাজা বরুণো যাতি মধ্যে সত্যানৃতে অবপশ্যন্ জনানাম্। যা অগ্নিং গর্ভং দধিরে সুবর্ণাস্তা ন আপঃ শং স্যোনা ভবন্তু ॥ ২॥ যাসাং দেবা দিবি কৃণ্বন্তি ভক্ষং যা অন্তরিক্ষে বহুধা ভবন্তি। যা অগ্নিং গর্ভং দধিরে সুবর্ণাস্তা ন আপঃ শং স্যোনা ভবন্তু ॥ ৩॥ শিবেন মা চক্ষুষা পশ্যতাপঃ শিবয়া তন্বোপ স্পৃশত ত্বচং মে। ঘৃতশ্চুতঃ যাঃ পাবকাস্তা ন আপঃ শং স্যোনা ভবন্তু ॥ ৪॥

অনুবাদ: হিত রমণীয়বর্ণ, বিশুদ্ধ শোধনকারী শক্তিগুলি যে শুদ্ধসত্ত্বে (জলে) উৎপন্ন হয়, যে শুদ্ধসত্ত্বায় সবিতা (পবিত্রকারক দেব) ও অগ্নি (জ্ঞানদেব) উৎপন্ন হয়, যে শুদ্ধসত্ত্বের সত্ত্বভাব (জল) অগ্নিকে (জ্ঞানদেবকে) গর্ভে ধারণ করেছে, শোভনবর্ণ জনহিতসাধক সে প্রসিদ্ধ শুদ্ধসত্ত্বরূপ দেবগণ (জলসকল) আমাদের ব্যাধিনাশক ও সুখকারী হোক। (যার দ্বারা অন্তর পবিত্র হয়, যাতে জ্ঞান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যাতে সর্ববিধ সুখশান্তি লাভ হয়, সে শুদ্ধসত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হোক)। ১॥ শুদ্ধসত্ত্বের মধ্যে (জলের মধ্যে) অবস্থিত হয়ে মানুষের সৎ-অসৎ কর্ম জেনে রাজা বরুণ (পাপীদের নিগ্রহকর্তা ও পুণ্যবানদের রক্ষক অভীষ্টবর্ষণকারী দেবতা) লোকদের কাছে যান। যে শুদ্ধসত্ত্বভাব-সকল অগ্নিকে (জ্ঞানদেবকে) গর্ভে ধারণ করে, শোভনবর্ণযুক্ত, জনহিত-সাধক সে শুদ্ধসত্ত্বরূপ দেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদায়ক ও সুখকারী হোক। ২॥ ইন্দ্রাদি দেবগণ যে অপের (শুদ্ধসত্ত্বের) সারভূমি অমৃতকে স্বর্গলোকে উপভোগ করেন, যে অপ্ অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বসকল অন্তরিক্ষে বিদ্যমান এবং যে অপ্ (শুদ্ধসত্ত্বসমূহ) অগ্নিকে (জ্ঞানাগ্নিকে) গর্ভে ধারণ করে আছে; সে শোভনবর্ণযুক্ত লোকহিতসাধক শুদ্ধসত্ত্বরূপ দেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদ ও সুখদায়ক হোক। ৩॥ হে শুদ্ধসত্ত্বরূপ দেবগণ (আপঃ), তোমরা মঙ্গলরূপ চক্ষুতে আমাদের দেখ, মঙ্গলপ্রদ শরীরের দ্বারা আমাদের ত্বক স্পর্শ কর। অমৃতস্রাবী, বিশুদ্ধ, শোধনকারী শুদ্ধসত্ত্বরূপ দেবগণ আমাদের শান্তিপ্রদায়ক ও মঙ্গলবিধায়ক হোক অর্থাৎ অমৃতপ্রাপক শুদ্ধসত্ত্বভাব আমাদের পরা শান্তি প্রদান করুক। ৪॥

টীকা: ১-৪। এ সূক্তের 'হিরণ্যবর্ণা' প্রভৃতি মন্ত্রগুলি অপ্-দেবতার উদ্দেশে বিনিযুক্ত হয়েছে। গোদানাখ্য সংস্কার-কর্মে, মধুপর্কে, পাদ্যোদক অভিমন্ত্রণে, অনুদক দেশে উদক-প্রাদুর্ভাব লক্ষণের জন্য উদকপূর্ণ কলশ ভঙ্গ হলে নব কলশ সংস্থাপন ও পুষ্যা-ভিষেকে কলশ-অভিমন্ত্রণে এ সূক্তের মন্ত্রগুলির প্রয়োগ বিহিত হয়েছে। ভাষ্যকার অপ্‌কে অর্থাৎ জলকে সম্বোধন করে মন্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন, আমরা আধ্যাত্মিক অর্থে শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করেছি।

ষষ্ঠ সূক্ত

ইয়ং বীরুন্মধুজাতা মধুনা ত্বা খনামসি। মধোরধি প্রজাতাসি সা নো মধুমতস্কৃধি ॥ ১॥ জিহ্বায়া অগ্রে মধু মে জিহ্বামূলে মধূলকম্। মমেদহ ক্রতাবসো মম চিত্তমুপায়সি ॥ ২॥ মধুমন্মে নিক্রমণং মধুমন্মে পরায়ণম্। বাচা বদামি মধুমদ্ ভূয়াসং মধুসংদৃশঃ ॥ ৩॥ মধোরস্মি মধুতরো মদুঘান্মধুমত্তরঃ। মামিৎ কিল ত্বং বনাঃ শাখাং মধুমতীমিব ॥ ৪॥ পরি ত্বা পরিতত্নুনেক্ষুণাগামবিদ্বিষে। যথা মাং কামিন্যসো যথা মন্নাপগা অসঃ ॥ ৫॥

অনুবাদ: হে অমৃতবিধায়ক শুদ্ধসত্ত্ব (বিরুৎ), সাধকের হৃদয়ে বর্তমান তুমি অমৃত থেকে উৎপন্ন হয়েছ, আমরা তোমাকে অমৃত লাভের জন্য যেন হৃদয়ে সঞ্চয় করতে পারি। তুমি অমৃত (অথবা অমৃতস্বরূপ ভগবান) হতে উৎপন্ন। সাধকহৃদয়ে বর্তমান তুমি আমাদের অমৃতযুক্ত কর। (ভগবান থেকে সত্ত্বধারা প্রবাহিত হয়, সত্ত্বভাব-প্রভাবে আমরা যেন তা লাভ করতে পারি)। ১॥ আমাদের রসনার অগ্রভাগে অমৃত (মধু), জিহ্বার মূলভাগে অমৃত বিদ্যমান থাকুক (অর্থাৎ আমাদের বাক্য ও মন উভয়ই পরমার্থলাভে বিনিযুক্ত হোক)। হে অমৃত-সম্বন্ধীয় শুদ্ধসত্ত্ব, তুমি আমার সকল কাজে বর্তমান থাক এবং আমার অন্তরে বর্তমান হও। ২॥ আমার ইহজীবন অমৃতময় হোক (অর্থাৎ ভগবৎসন্নিকর্ষ লাভের জন্য আমার অনুষ্ঠানসকল ভগবৎ-প্রাপ্তিমূলক হোক) ও

আমার পরজীবন অমৃতময় হোক। আমি বাগিন্দ্রিয়ের দ্বারা যা বলব, তা যেন অমৃতলাভবিষয়ক অর্থাৎ ভগবৎ প্রীতমূলক হয় এবং আমি যেন অমৃতযুক্ত হই। ৩॥ অমৃতলাভে (শুদ্ধসত্ত্বপ্রভাবে) অমি অমৃতময় হবো। অমৃতক্ষরণ থেকে আমি মধুমত্তর (অমৃতযুক্ত) হবো। মধুযুক্ত বৃক্ষ যেমন লোকের প্রীতি উৎপন্ন করে, সেরূপ হে অমৃতসাগর ভগবান, প্রার্থনাকারী আমাকে কলুষকলঙ্কশূন্য ও সদ্ভাবযুক্ত করে উদার কর। ৪॥ হে ভগবান, সর্বত্রব্যাপক মধুরত্বের জন্য লোকে ইক্ষু কামনা করে, সেরূপ আমি সাগ্রহে তোমাকে পাবার জন্য প্রার্থনা করছি। পতিপরায়ণা পত্নী যেমন পতির ভজনা করে, সেরূপ তুমি আমার প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন হও, আমাকে পরিত্যাগ করে যেন দূরাগামী না হও। ৫॥

টীকা : ১-৪। এ সূক্তের মন্ত্রগুলির ত্রিবিধ বিনিয়োগ ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়। পরিষজ্জ-কর্মে সভা-প্রবেশের পূর্বে এ সূক্ত পাঠ করে মধুক নামক বীরুধ ভক্ষণ করতে হয়। দ্বিতীয়—বিবাহাদি কর্মে এ মন্ত্রে অভিষিক্ত করে রক্তসূক্তের দ্বারা মধুক মণি অঙ্গুলীতে ধারণ করতে হবে। তৃতীয়—বিবাহাদি উপলক্ষে চাতুর্থিকা কর্মে শয়নকালে মধুক মণি পিষ্ট করে এ সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রণের পর বরবধূ পরস্পর গমন করবে। অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রহ্মোদ্যাবদনেও এ সূক্তের বিনিয়োগ আছে। 'বীরুৎ'—পদে ভাষ্যকার সায়ণাচার্য মধুক নামক লতা অর্থ গ্রহণ করেছেন, আধ্যাত্মিক অর্থে আমরা অমৃতত্ব-বিধায়ক শুদ্ধসত্ত্বকে লক্ষ্য করেছি। তৃতীয় মন্ত্রে 'নিক্রমণং'—শব্দে ভাষ্যকার নিকটগমন অর্থ করেছেন। 'মধু'—শব্দে ভাষ্যকার মধুক লতাকে সম্বোধন করেছেন, আমরা সর্বত্র অমৃত অর্থ গ্রহণ করেছি।

সপ্তম সূক্ত

যদাবধ্নন্ দাক্ষায়ণা হিরণ্যং শতানীকায় সুমনস্যমানাঃ। তৎ তে বধ্নাম্যায়ুষে বর্চসে বলায় দীর্ঘায়ুত্বায় শতশারদায় ॥ ১॥ নৈনং রক্ষাংসি ন পিশাচাঃ সহন্তে দেবানামোজঃ প্রথমজং হ্যেতৎ। যো বিভর্তি দাক্ষায়ণং হিরণ্যং স জীবেষু কৃণুতে দীর্ঘমায়ুঃ ॥ ২॥ অপাং তেজো জ্যোতিরোজো বলং চ বনস্পতীনামুত বীর্যাণি। ইন্দ্র ইবেন্দ্রিয়াণ্যধি ধারয়ামো অস্মিন্ তদ্ দক্ষমাণো বিভরদ্ধিরণ্যম্ ॥ ৩॥ সমানাং মাসামৃতুভিষ্ট্বা বয়ং সংবৎসরস্য পয়সা পিপর্মি। ইন্দ্রাগ্নী বিশ্বে দেবাস্তেঽনু মন্যন্তামহৃণীয়মানাঃ ॥ ৪॥

অনুবাদ : সৎকর্মদক্ষ, শোভন অন্তঃকরণবিশিষ্ট জনগণ বহুসংগ্রাম জয়ের জন্য যে হিতরমণীয় রত্ন (শুদ্ধসত্ত্ব) হৃদয়ে সঞ্চয় করে, হে মোক্ষকামী আত্মা, তোমরা মঙ্গল কামনা করে সে (শুদ্ধসত্ত্বরূপ) রত্ন আয়ুলাভ, তেজ, বল ও দীর্ঘ আয়ুলাভের জন্য আমি ধারণ করছি। (শুদ্ধসত্ত্ব-প্রভাবে আমি যেন সৎকর্মসাধনে সামর্থ লাভ করতে পারি—এ ভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে)। ১॥ শুদ্ধসত্ত্ব সকলের আদি ও দিব্যশক্তিপ্রদ। এ শুদ্ধসত্ত্বকে রিপুগণ অভিভূত করতে পারে না। যে এ শুদ্ধসত্ত্বরূপ সৎকর্ম-সাধনের সামর্থ লাভ করে, সে প্রাণিগণের মধ্যে অনন্তজীবন লাভ করে। ২॥ শুদ্ধসত্ত্বের (অপাং) তেজ, জ্যোতি, বীর্য ও বল তথা বনস্পতির (আত্মশক্তি সম্পন্নগণের) সামর্থ আমি যেন লাভ করি। ইন্দ্রের শক্তির মত মহাশক্তি আমি যেন ধারণ করতে পারি। সে প্রসিদ্ধ সৎকর্মসাধনের সামর্থসম্পন্ন শুদ্ধসত্ত্ব (হিরণ্য) আমাতে উৎপন্ন হোক। ৩॥ হে আমার মন, বৎসর, মাস, ঋতু ও নিত্যকালের শুদ্ধসত্ত্বের দ্বারা (পয়সা) আমি যেন তোমাকে পূর্ণ করতে পারি অর্থাৎ নিত্যকাল আমি যেন শুদ্ধসত্ত্বভাব-যুক্ত হই। ইন্দ্র, অগ্নি (বল-ঐশ্বর্যের অধিপতি ও

জ্ঞানদেব) প্রমুখ সকল দেবগণ অক্রোধভাবে (প্রসন্ন হয়ে) তোমার মঙ্গল-বিধান করুক। ৪॥

টীকা : ১-৪। এ সপ্তম সূক্তের মন্ত্রগুলির নানাবিধ বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বিনিয়োগের অনুসারে মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যা করেছেন। সর্ববিধ সম্পৎকর্মে, আয়ুষ্কামনায়, উপনয়নে; অলঙ্কারধারণ প্রভৃতি কার্যে এ মন্ত্রগুলি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। ভাষ্যকার 'হিরণ্য'—পদে 'হিতরমণীয় রত্ন'—ব্যাখ্যা করেছেন। আমরা আধ্যাত্মিকভাবে শ্রেয় ও প্রেয় রত্ন বলতে শুদ্ধসত্ত্ব বা সৎকর্ম-সাধন-সামর্থ অর্থ গ্রহণ করেছি।

দ্বিতীয় কান্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

বেনস্তৎ পশ্যৎ পরমং গুহা যদ্ যত্র বিশ্বং ভবত্যেকরূপম্। ইদং পৃশ্নিরদুহজ্জায়মানাঃ স্ববির্দো অভ্যনূষত ব্রাঃ ॥ ১॥ প্র তদ্ বোচেদ্ অমৃতস্য বিদ্বান্ গন্ধর্বো ধাম পরমং গুহা যৎ। ত্রীণি পদানি নিহিতা গুহাস্য যস্তানি বেদ স পিতুষ্পিতাসৎ ॥ ২॥ স নঃ পিতা জনিতা স উত বন্ধুর্ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা। যো দেবানাং নামধ এক এব তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্তি সর্বা ॥ ৩॥ পরি দ্যাবাপৃথিবী সদ্য আয়মুপাতিষ্ঠে প্রথমজামৃতস্য। বাচমিব বক্তরি ভুবনেষ্ঠা ধাস্যুরেষ নন্বেষো অগ্নিঃ ॥ ৪॥ পরি বিশ্বা ভুবনান্যায়মৃতস্য তন্তুং বিততং দৃশে কম্। যত্র দেবা অমৃতমানশানাঃ সমানে যোনাবধ্যৈরয়ন্ত ॥ ৫॥

অনুবাদ : বেন (আদিত্য) সকল প্রাণীর হৃদয়রূপ গুহাতে সত্যজ্ঞানাদি-লক্ষণ পরম ব্রহ্মকে সাক্ষাৎ করছিল। সে অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মে সমগ্র জগৎ একাকার হয়ে রয়েছে। আদিত্য ভূতভৌতিক এ প্রপঞ্চসমূহকে উদ্ভূত নামরূপে প্রকাশ করেছে। জায়মান আবৃতাত্মা প্রজাগণ আদিত্যকে নিজেদের উৎপাদক জেনে তাকে স্তুতি করে। (অথবা—পর্জন্যরূপ দেব (বেন) সে আদিত্যমণ্ডলে জল দেখেছিল। গুহারূপ আদিত্য-মণ্ডলে উৎকৃষ্ট জল আছে। যে জলে সমগ্র বিশ্ব নৈমিত্তিক প্রলয়ে জলময় হয়ে যায়। আদিত্য সে জল বর্ষণ করে। আদিত্য থেকে উৎপদ্যমান সুখকর জল লাভে সকল লোকেরা স্তুতি করে। এরূপ সর্বজ্ঞ আদিত্য শুভাশুভবিজ্ঞান করুক)। ১॥ অমৃত (অবিনাশী) ব্রহ্মের স্বরূপ জেনে আদিত্য উপাসকদের কাছে সে ব্রহ্মতত্ত্ব বলুক। সে ব্রহ্মের আবৃত্তিরহিত পরম স্থান, হৃদয়রূপ গুহায় স্থিত। এ পরমাত্মার তিনটি পদ গুহায় নিহিত আছে। (এখানে যদিও নিরুপাধিক নিরবয়ব ব্রহ্মের পাদকল্পনা যুক্তিযুক্ত নয়, তথাপি ভূতভৌতিক প্রপঞ্চসমূহের উপাদানরূপ আত্মার নিরতিশয় মহত্ত্ব প্রদর্শনের জন্য ত্রিপদত্ব বলা হয়েছে—অতএব অবিরোধ।) গুহানিহিত পদার্থের মত অজ্ঞাত অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম কেবল উপদেশের দ্বারা জ্ঞাত হয়। এ পরব্রহ্মের তিন পদ (অংশরূপ) বিরাড়, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর মুমুক্ষুগণ লাভ করে থাকেন। (গুহা শব্দে যা পরব্রহ্মকে আবরণ করে, পরিচ্ছিন্ন করে—মায়া, যে মায়াতে সমষ্টিরূপে উপহিত ব্রহ্মের অংশ)। শমদমাদি-সম্পন্ন অধিকারী গুরুর উপদেশের দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের উপাধি পরিত্যাগ করে সে নিষ্কল ব্রহ্মের সাক্ষাৎ করে থাকে। যে তাকে জানে, সে নিজ-জনকেরও কারণভূত (পিতা) হয় অর্থাৎ সর্বজগতের অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মের সাথে নিজেরও সর্বজগৎ-কারণত্ব উপলব্ধি করে। ২॥ সে সূর্যাত্মক পরমাত্মা আমাদের পিতা (পালক), উৎপাদক ও বন্ধুরূপ। কর্ম-ফলভূত স্বর্গাদি স্থান তিনটি—স্থান, নাম ও জন্ম। সেখানে উৎপন্ন সকল প্রাণিসমূহকে (সে সূর্য) জানে। সে এক পরমাত্মা স্বসৃষ্ট ইন্দ্রাদি দেবগণের নাম-করণ করেছেন, অথবা ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতাত্মক হয়ে নিজেই সেই নাম ধারণ করেছেন। সে আত্মাকে লক্ষ্য করে সকল প্রাণিগণের প্রশ্ন জেগেছে—এ আত্মা কিরূপ? (অবাঙ্মানসগোচর বলে পরতত্ত্বের স্বরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ হয়ে তাদের জিজ্ঞাসা—এ আত্মা জ্ঞানাদি-গুণ-সম্পন্ন অথবা নির্গুণ? পরিচ্ছিন্ন অথবা অপরিচ্ছিন্ন? জগতের নিমিত্ত কারণ অথবা উপাদান কারণ—এরূপ সংশয় উৎপন্ন হয়েছে। গুরু ও শাস্ত্রোপদেশের দ্বারা সে পরমাত্মাকে জানা যায়)। ৩॥ জ্ঞানলাভের পর তত্ত্ববিৎ বলে থাকেন—দ্যালোক, প্রভৃতি পৃথিবী সমস্ত জগৎ তত্ত্বজ্ঞানের সমকালে আমি লাভ করেছি নিজের

অভিন্নরূপে অবগত ব্রহ্ম সর্বাত্মক। সত্যরূপ ব্রহ্মের ভূত-ভৌতিক প্রপঞ্চ-সকলের উৎপত্তির পূর্বে সূত্রাত্মা যেমন সমষ্টিরূপে সকল জগৎ ব্যেপে থাকে, সেরূপ আমি। বক্তার কথিত বাক্য নিকটস্থিত লোক যেমন বলার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে, অথবা শব্দাত্মক বাক্য (শব্দব্রহ্ম) বক্তাতে পরিচ্ছিন্ন হয়ে যেমন প্রকাশ পায়, সেরূপ পরমাত্মা মায়া ও তার কার্যাত্মক প্রাণিসমূহে উপহিত হয়ে অবস্থান করে। ঐ পরমাত্মা জগতের ধারণ ও পোষণ করার ইচ্ছায় সে সে প্রাণীতে অবস্থান করে। নিষ্ক্রিয় পরমাত্মার কি করে পোষকত্ব, ভোক্তৃত্ব সম্ভব? এ জন্য বলা হচ্ছে—এ পরমাত্মা অগ্নি, বৈশ্বানররূপ, পোষক ও ভোক্তা। ৪॥ পটের কারণ তন্তুর মত জগতের কারণরূপে ব্যাপ্ত সত্যরূপ ব্রহ্মের স্বরূপ দেখবার জন্য জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে পৃথিব্যাদি কর্মফলভূত সকল ভুবন লাভ করেছি। অথবা পুণ্যাপুণ্যরূপ কর্মের কারণভূত তন্তুর মত বন্ধনহেতু অনাদিরূপে বিস্তীর্ণ সুখরূপ ব্রহ্মকে দেখবার জন্য সকল ভুবন আমি জেনেছি। যে ব্রহ্মে দেবগণ অবিনশ্বর পরমানন্দ লাভ করে এক কারণরূপ ব্রহ্মের সাথে একীভূত হয়ে যায়। অথবা তত্ত্ববিৎ অনুভব করে—যে ব্রহ্মের মনোবৃত্তির দ্বারা সাক্ষাৎকার হলে, অবিনশ্বর নিরতিশয় আনন্দ লাভ করে দেবগণ সমান কারণরূপ ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। ৫॥

টীকা ঃ১-৫। দ্বিতীয় কাণ্ড থেকে যা মুখ্যতঃ সায়ণভাষ্য অবলম্বন করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভাষ্যানুক্রমণিকায় ভাষ্যকার সায়ণাচার্য বিবিধকর্মে এ সূক্তগুলির প্রয়োগ বলেছেন। অভিমত ফলসিদ্ধি ও অসিদ্ধির বিজ্ঞান-বিষয়ে এর বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। পঞ্চপর্বযুক্ত বংশদণ্ড, কাম্পীল বৃক্ষের শাকা বা যুগকে অভিমন্ত্রিত করে অভিমত কার্য চিন্তা করে সমান স্থানে ঊর্ধ্বদিকে ধারণ করতে হবে। যদি দণ্ডাদি চিন্তিত দিকে পতিত হয়, তবে কার্যসিদ্ধি, বিপর্যয়ে অসিদ্ধি জানবে। সেরূপ—এ সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে বাণ নিক্ষেপ করলে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পতিত হলে কার্য-সিদ্ধি। জলপূর্ণ কুম্ভে বা কমণ্ডলুতে দুগ্ধ নিক্ষেপ করে বিচার করতে হয়। নষ্টদ্রব্য বিজ্ঞান-বিষয়ে—জলপূর্ণ কুম্ভ, হল বা অক্ষ নব বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করে এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে অরজোদর্শন দুজন কুমারীকে তা বহন করতে বলবে। তারা যে দিকে যাবে, সে দিক থেকে দ্রব্যাদি নষ্ট হয়েছে বলে জানা যাবে। এরূপ বিবাহের পূর্বে কুমারীর সৌভাগ্যাদি জানার বিষয়ে এ সূক্তের অভিমন্ত্রণ দেখা যায়। ক্ষেতের মৃত্তিকা, বল্মীক মৃত্তিকা, চতুষ্পথের মৃত্তিকা, শ্মশানের মৃত্তিকা—এ চার স্থানের মৃত্তিকা এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে এদের যে কোন মৃত্তিকা কুমারীকে গ্রহণ করতে বলা হয়। ক্ষেত ও বল্মীক—মৃত্তিকা গ্রহণে কল্যাণ হয়। এরূপ বহুবিধ কর্মে এ মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ—ভাষ্যে দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় কাণ্ডে ছ-টি অনুবাক আছে, তার প্রথম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত আছে।

দিবতীয় সূক্ত

দিব্যো গন্ধর্বো ভুবনস্য যস্পতিরেক এব নমস্যো বিক্ষ্বীড্যঃ। তং ত্বা যৌমি ব্রহ্মণা দিব্য দেব নমস্তে অস্তু দিবি তে সধস্থম্ ॥ ১॥ দিবি স্পৃষ্টো যজতঃ সূর্যত্বগবয়াতা হরসো দৈব্যস্য। মৃডাদ্ গন্ধর্বো ভুবনস্য যস্পতিরেক এব নমস্যঃ সুশেবাঃ ॥ ২॥ অনবদ্যাভিঃ সমু জগ্ম আভিরপ্সরাস্বপি গন্ধর্ব আসীৎ। সমুদ্র আসাং সদনং ম আহুর্যতঃ সদ্য আ চ পরা চ যন্তি ॥ ৩॥ অভ্রিয়ে দিদ্যুন্নক্ষত্রিয়ে যা বিশ্বাবসুং গন্ধর্বং সচধ্বে। তাভ্যো বো দেবীর্নম ইৎ কৃণোমি ॥ ৪॥ যাঃ ক্লন্দাস্তমিষীচয়োঽক্ষকামা মনোমুহঃ। তাভ্যো গন্ধর্বপত্নীভ্যোঽপ্সরাভ্যোঽকরং নমঃ ॥ ৫॥

অনুবাদ : দ্যুলোকে রশ্মির (বা উদকের) ধারক গন্ধর্ব (সূর্য) পৃথিব্যাদি লোকের বৃষ্ট্যাদির দ্বারা পোষক (অথবা প্রাণিসমূহের প্রাণরূপে পালক), সকল প্রজাগণের নমস্য ও স্তুত্য। এরূপ গন্ধর্বকে সে পরমাত্মার সাথে যুক্ত করছি অর্থাৎ তদ্রূপে ভাবনা করছি।

(অথবা স্তুতিরূপে মন্ত্রের দ্বারা কিংবা হবিরূপ অন্নের দ্বারা যুক্ত করছি)। হে দ্যুলোকস্থ, দ্যোতনাদি-গুণাবিশিষ্ট দেব, তোমাকে আমার নমস্কার। দ্যুলোকে তোমার আবাস স্থান। ১॥ দ্যুস্থানে স্থিত সূর্যসমানবর্ণ (সূর্যের ত্বকের মত ত্বক্ যার), দৈব ক্রোধের নিবারক গন্ধর্ব আমাদের সুখ দিক। সে গন্ধর্ব সকল ভুবনের পোষক, সকলের নমস্য এবং অনায়াসে সেব্য। ২॥ অনিন্দিত মরীচিরূপ অপ্সরাগণের সাথে গন্ধর্ব মিলিত হয়েছে। (গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের পরস্পর মিলন প্রতিপাদিত হওয়ায় উভয়ের একসঙ্গে পূজা হোমাদিকার্য বিহিত)। মরীচিরূপ অপ্সরাগণের স্থান সমুদ্রে (আদিত্যে) একথা অভিজ্ঞেরা বলে থাকেন। যেহেতু আদিত্য থেকে সদা সূর্যোদয়কালে রশ্মিগুলি চলে আসে এবং আবার চলে যায়। (অথবা প্রসিদ্ধ গন্ধর্ব জাতি অপ্সরাগণের সাথে পরস্পর অনুরাগবিশেষে মিলিত। তাদের স্থান অন্তরিক্ষে (সমুদ্রে), তারা অন্তরিক্ষলোক থেকে প্রজা পীড়ণের জন্য এ-লোকে আসে, আবার সে স্থানে চলে যায়)। ৩॥ হে অন্তরিক্ষোৎপন্নে, দ্যোতনস্বভাবে, নক্ষত্ররূপিণি অপ্সরাগণ, তোমাদের গৃহেস্থিত বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্বের সাথে তোমরা মিলিত হও। হে দেবীগণ, তোমাদের উদ্দেশ্যে নমস্কার করছি (বা হবিরূপ অন্ন দিচ্ছি)। ৪॥ যারা মানুষের উপদ্রব করে রোদন করায়, যারা বলশালিনী, যারা পরের গ্লানিকারক ও ইন্দ্রিয়সকলের নাশক—এরূপ গন্ধর্বপত্নী অপ্সরাদের নমস্কার করছি (বা হবিরূপ অন্ন দিচ্ছি)। ৫॥

টীকা ঃ ১। 'দিব্য গন্ধর্ব' ইত্যাদি মাতৃনামগণে পঠিত সূক্তের গন্ধর্ব, রাক্ষস, অপ্সরা, ভূতগ্রহাদি শান্তির জন্য ঘৃতাক্ত সর্বৌষধি-হোমে ও চতুষ্পথে গ্রহ-গৃহীত শিরঃস্থিত মৃন্ময় কপালাগ্নি হোমে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। সেরূপ গ্রহযজ্ঞে প্রধান হোমের পর শান্তির জন্য এ -সূক্তের দ্বারা আজ্যাহুতি দিতে হয়। সেরূপ গ্রহযজ্ঞে প্রধান হোমের পর শান্তির জন্য এ সূক্তের দ্বারা আজ্যাহুতি দিতে হয়। সেরূপ মহাশান্তিতে এ সূক্তের দ্বারা আজ্যাহুতি দিয়ে কুম্ভে নিক্ষেপের বিধান আছে। অশ্বমেধ যজ্ঞে এ ঋকের দ্বারা অনুমন্ত্রণের বিধি দেখা যায়।

তৃতীয় সূক্ত

অদো যদবধাবত্যবৎকমধি পর্বতাৎ। তৎ তে কৃণোমি ভেষজং সুভেষজং যথাসসি॥ ১॥ আদঙ্গা কুবিদঙ্গা শতং যা ভেষজানি তে। তেষামসি ত্বমুত্তমমনাস্রাবমরোগণম্॥ ২॥ নীচৈঃ খনন্ত্যসুরা অরুস্রাণমিদং মহৎ। তদাস্রাবস্য ভেষজং তদু রোগমনীনশৎ॥ ৩॥ উপজীকা উদ্ভরন্তি সমুদ্রাদধি ভেষজম্। তদাস্রাবস্য ভেষজং তদু রোগমশীশমৎ॥ ৪॥ অরুস্রাণমিদং মহৎ পৃথিব্যা অধ্যুদ্ভৃতম্। তদাস্রাবস্য ভেষজং তদু রোগমনীনশৎ॥ ৫॥ শং নো ভবন্ত্বপ ওষধয়ঃ শিবাঃ। ইন্দ্রস্য বজ্রো অপ হন্তু রক্ষস আরাদ্বিসৃষ্টা ইষবঃ পতন্তু রক্ষসাম্॥ ৬॥

অনুবাদ ঃ মঞ্জুবান পর্বত থেকে ভূমি পর্যন্ত যে মুঞ্জশির ঝোপে আছে, হে মুঞ্জ, তোমার সে অগ্রভাগ ব্যাধিনিবৃত্তির জন্য ঔষধ করছি, যাতে অতিশয় বীর্যযুক্ত হও। ১॥ হে ওষধে, প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে রোগ নিবর্তন কর। বহুরূপে উৎপন্ন অতীসারাদি রোগ বিনাশ কর। হে ওষধে, অপরিমিত ওষধের মধ্যে তুমি উৎকৃষ্ট, তুমি অতীসার, অতিমূত্র, নাড়ীব্রণাদি রোগের নিবর্তক ২॥ প্রাণনাশক ব্যাধিসকল এ ব্রণমুখ দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করছে, এ মহান ঔষধ তার উপশম করছে এবং অতীসারাদি রোগ সমূলে বিনাশ করছে। ৩॥ পৃথিবীর অধোস্থিত জলরাশি পর্যন্ত রোগনিবারক বল্মীক-মৃত্তিকারূপ ঔষধ অতীসারাদি রোগ সমূলে বিনাশ করছে। ৪॥ ব্রণের পক্ব-কারক ক্ষেত্র-মৃত্তিকারূপ এ মহান ঔষধ অতীসারাদি রোগ সমূলে বিনাশ করছে। ৫॥ ঔষধের জন্য প্রযুজ্যমান জল ও ওষধিগুলি সুখকর হয়ে আমাদের রোগের উপশম করুক। ইন্দ্রের বজ্র রোগোৎপাদক রাক্ষসদের

বিনাশ করুক। মানুষের পীড়নের জন্য রাক্ষসদের প্রযুক্ত রোগাদিরূপ বাণগুলি আমাদের কাছ থেকে দূরে পতিত হোক। ৬॥

টীকা ঃ ১-৬। এ সূক্তের মন্ত্রগুলি জ্বরাতীসার, অতিমূত্র, নাড়ীব্রণ প্রভৃতি রোগের উপশমের জন্য প্রযুক্ত হয়েছে। এ মন্ত্রের দ্বারা মঞ্জের নির্মিত রজ্জুর বন্ধন করতে হবে এবং ক্ষেত্র মৃত্তিকাদির প্রলেপ দিতে হবে।

চতুর্থ সূক্ত

দীর্ঘায়ুত্বায় বৃহতে রণায়ারিষ্যন্তো দক্ষমাণাঃ সদৈব। মণিং বিষ্কন্ধদূষণং জঙ্গিড়ং বিভৃমো বয়ম্॥ ১॥ জঙ্গিড়ো জম্ভাদ্ বিশরাদ্ বিষ্কন্ধাদ্ অভিশোচনাৎ। মণিঃ সহস্রবীর্যঃ পরি ণঃ পাতু বিশ্বতঃ॥ ২॥ অয়ং বিষ্কন্ধং সহতেঽয়ং বাধতে অত্রিণঃ। অয়ং নো বিশ্বভেষজো জঙ্গিড়ঃ পাত্বংহসঃ॥ ৩॥ দেবৈর্দত্তেন মণিনা জঙ্গিড়েন ময়োভুবা। বিষ্কন্ধং সর্বা রক্ষাংসি ব্যায়ামে সহামহে॥ ৪॥ শণশ্চ মা জঙ্গিড়শ্চ বিষ্কন্ধাদভি রক্ষতাম্। অরণ্যাদন্য আভৃতঃ কৃষ্যা অন্যো রসেভ্যঃ॥ ৫॥ কৃত্যাদূষিরয়ং মণিরথো অরাতিদূষিঃ। অথো সহস্বান্ জঙ্গিড়ঃ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ॥ ৬॥

অনুবাদ ঃ দীর্ঘায়ু লাভের জন্য, অভিলষিত কর্মানুষ্ঠানে বিঘ্ন শান্তির জন্য, অহিংসা ও আত্মরক্ষার জন্য রাক্ষস-পিশাচাদিকৃত শরীরশোষক বিঘ্নের নিবরক 'জঙ্গিড়'—বৃক্ষবিশেষের তৈরী মণি আমরা ধারণ করছি। ১॥ হিংসক কৃত্যাদি থেকে, শরীরের হিংসা থেকে, রাক্ষস-পিশাচাদিকৃত রোগাদি শোক থেকে অপরিমিত সামর্থযুক্ত 'জঙ্গিড়'—বৃক্ষের তৈরী মণি আমাদের সকল দিক থেকে রক্ষা করুক। ২॥ এ জঙ্গিড় মণি পরের পরাভব-কারী এবং ভক্ষক কৃত্যাদির নাশক। এ মণি আমাদের সকল রোগের নিবর্তক ঔষধরূপ। জঙ্গিড় মণি আমাদের পাপ থেকে রক্ষা করুক। ৩॥ অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের প্রদত্ত সুখোৎপাদক এ জঙ্গিড় মণির দ্বারা ভূতপ্রেত পিশাচাদির সঞ্চরণ হলে তা নিবারণ করব। ৪॥ মণিবন্ধনসূত্র শণ ও জঙ্গিড় বিঘ্ন থেকে আমাকে রক্ষা করুক। তাদের একটি (শণ) অরণ্য থেকে এবং অপরটি (জঙ্গিড়) কৃষি ব্যাপার-বিশেষ ওষধির সাররূপ কাষ্ঠ থেকে আনীত হয়েছে। ৫॥ পরকৃত আভিচারিক ক্রিয়াজন্য পীড়াকারক কৃত্যার নিবারক ও শত্রুনাশক পরাভবকারী বলযুক্ত জঙ্গিড় আমাদের আয়ুবৃদ্ধি করুক। ৬॥

টীকা ঃ ১-৬। দীর্ঘ আয়ু লাভের জন্য, কৃত্যা-বিনাশের জন্য, আত্মরক্ষা ও বিঘ্ননাশের জন্য জঙ্গিড় নামক বৃক্ষের তৈরী মণি শণসূত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে ধারণ করতে হবে। 'জঙ্গিড়ঃ বৃক্ষবিশেষো বারাণস্যাং প্রসিদ্ধঃ'—ভাষ্যকার সায়ণাচাযর বলেন—জঙ্গিড় হচ্ছে বারাণসীতে প্রসিদ্ধ একটি বৃক্ষ বিশেষ।

পঞ্চম সূক্ত

ইন্দ্র জুষস্ব প্র বহা যাহি শূর হরিভ্যাম্। পিবা সুতস্য মতেরিহ মধোশ্চকানশ্চারুর্মদায়॥ ১॥ ইন্দ্র জঠরং নব্যো ন পৃণস্ব মধোর্দিবো ন। অস্য সুতস্য স্বর্ণোপ ত্বা মদাঃ সুবাচো অগুঃ॥ ২॥ ইন্দ্রস্তুরাষাণ্মিত্রো বৃত্রং যো জঘান যতীর্ন। বিভেদ বলং ভৃগুর্ন সসাহে শত্রূন্ মদে সোমস্য॥ ৩॥ আ ত্বা বিশন্তু সুতাস ইন্দ্র পৃণস্ব কুক্ষী বিড়্ঢি শক্র ধিয়েহ্যা নঃ। শ্রুধী হবং গিরো মে জুষস্বেন্দ্র স্বযুগ্‌ভির্মৎস্বেহ মহে রণায়॥ ৪॥ ইন্দ্রস্য নু প্র বোচং বীর্যাণি যানি চকার প্রথমানি বজ্রী। অহন্নহিমন্বপস্ততর্দ প্র বক্ষণা অভিনৎ পর্বতানাম্॥ ৫॥ অহন্নহিং পর্বতে শিশ্রিয়াণং ত্বষ্টাস্মৈ বজ্রং স্বর্যং ততক্ষ। বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানা অঞ্জঃ সমুদ্রমব জগ্মুরাপঃ॥ ৬॥ বৃষায়মাণো অবৃণীত সোমং ত্রিকদ্রুকেষ্বপিবৎ সুতস্য। আ সায়কং মঘবাদত্ত বজ্রমহন্নেনং প্রথমজামহীনাম্॥ ৭॥

অনুবাদ ঃ হে পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্র, তুমি প্রীত হও ও অভিলষিত ফল প্রদান কর।হে শূর, তোমার হরি-নামক অশ্বদ্বয়ের সাথে আমাদের যজ্ঞে এস। এ যজ্ঞে অভিষুত প্রশস্য মধুররসযুক্ত সোমভাগ পান করে তৃপ্ত হও এবং তা তোমার মদোৎপত্তির নিমিত্ত হোক। ১॥ হে ইন্দ্র, স্বর্গের মত এখানেও আনন্দদায়ক মন্ত্রাত্মক স্তুতিরূপ শোভন বাক্যগুলি তোমার কাছে যাক। ২॥ দ্রুত শত্রুর পরাভবকারী, সকল প্রাণীর মিত্ররূপ যে ইন্দ্র যতির মত (নিয়মশীল আসুরিক প্রজা অথবা বেদান্ত-বিচার শূন্য পরিব্রাজক) বৃত্রবধ করেছিল (অথবা মেঘ বিদীর্ণ করেছিল), যে ইন্দ্র অঙ্গিরাদের যজ্ঞে অবস্থিত ভৃগুর মত যজ্ঞের গাভী অপহরণ করে অবস্থিত বলনামক অসুরকে বিদীর্ণ করেছিল ; সে ইন্দ্র সোমপানের প্রভাবে শত্রুদের অভিভূত করে। ৩॥ হে ইন্দ্র, সোম অভিষুত হয়েছে, সেগুলি তোমাতে প্রবেশ করুক এবং তোমার দক্ষিণ ও উত্তর কুক্ষিদ্বয় পূর্ণ করুক ও বর্ধন করুক। হে শক্র, অনুগ্রহ বুদ্ধিতে আমাদের কাছে এস এবং আমার স্তুতিরূপ বাক্য শ্রবণ করে প্রীত হও। হে ইন্দ্র, এ যজ্ঞে তোমার বন্ধুরূপ মরুদাদি দেবগণের সাথে সোম পান করে রমণীয় কর্মফলসিদ্ধির জন্য তৃপ্ত হও। ৪॥ ক্ষিপ্র ইন্দ্রের বীরকর্ম সকল বলছি। বজ্রযুক্ত ইন্দ্র প্রসিদ্ধ বীরকর্ম করেছিল। সে বৃত্রাসুরকে (বা মেঘকে) বিনাশ করেছে, বৃত্রাসুরের নিরুদ্ধ জল নিঃসারিত করেছে, পর্বতের নদীগুলি বিদীর্ণ করেছে। ৫॥ পর্বতে আশ্রিত বৃত্রাসুরকে (অথবা মেঘকে) ইন্দ্র বিনাশ করেছিল। ত্বষ্টা (বৃত্রের পিতা) ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে উপতাপকারক বজ্র তীক্ষ্ম করেছিল। শব্দায়মান ধেনুর মত প্রবহমান জলগুলি সহসা অনিরুদ্ধ হয়ে সরিৎপতি সমুদ্রের দিকে নিম্নগামী হয়েছিল। ৬॥ বৃষের মত আচরণ করে ইন্দ্র প্রজাপতির কাছ থেকে সোমরূপ প্রশস্ত অন্ন চেয়েছিল এবং সোমযাগে অভিষুত সোম পান করেছিল। সোমপানে বল লাভ করে শত্রুঘাতক বজ্র গ্রহণ করে অসুরদের প্রথম-জাত বৃত্রকে বধ করেছিল। ৭॥

টীকা ঃ ১-৭। 'ইন্দ্র জুষস্ব' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা বল কামনা করে ইন্দ্রের যাগ বা পূজা করতে হয়। সোমভিষব কালে বা অভিষবহোমে এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। বিজয়, বল, পুষ্টি ও পশুকামনা করে এ সূক্তগুলি পাঠ করতে হয়। সেরূপ মহাশান্তিতে এ সূক্তগুলির প্রয়োগ বিহিত হয়েছে। দ্বিতীয় মন্ত্রে—যে সন্ন্যাসীগণ বেদান্তাদি আলোচনা করে না, তাদের ইন্দ্র বধ করেছিল—এ-আখ্যান অবলম্বন করে ভাষ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পঞ্চম মন্ত্রে 'অহি' শব্দে সায়ণাচার্য বৃত্রাসুর বা মেঘ অর্থ করেছেন। 'বক্ষণা' শব্দে কূলপ্লাবী নদী অর্থ। 'নু'—শব্দের ক্ষিপ্র অর্থ। সপ্তম মন্ত্রে 'ত্রিকদ্রুক'—শব্দ সংবৎসর-সাধ্য সোমযোগ অর্থ।

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

সমাস্ত্বাগ্ন ঋতবো বর্ধয়ন্তু সংবৎসরা ঋষয়ো যানি সত্যা। সং দিব্যেন দীদিহি রোচনেন বিশ্বা আ ভাহি প্রদিশশ্চতস্রঃ ॥১॥ সং চেধ্যস্বাগ্নে প্র চ বর্ধয়েমমুচ্চ তিষ্ঠ মহতে সৌভগায়। মা তে রিষন্নুপসত্তারো অগ্নে ব্রহ্মাণস্তে যশসঃ সন্তু মান্যে ॥২॥ ত্বামগ্নে বৃণতে ব্রাহ্মণা ইমে শিবো অগ্নে সংবরণে ভবা নঃ। সপত্নহাগ্নে অভিমাতিজিদ্ভব স্বে গয়ে জাগৃহ্যপ্রযুচ্ছন্ ॥৩॥ ক্ষত্রেণাগ্নে স্বেন সং রভস্ব মিত্রেণাগ্নে মিত্রধা যতস্ব। সজাতানাং মধ্যমেষ্ঠা রাজ্ঞামগ্নে বিহব্যো দীদিহীহ ॥৪॥ অতি নিহো অতি স্রিধোঽত্যচিত্তীরতি দ্বিষঃ। বিশ্বা হ্যগ্নে দুরিতা তর ত্বমথাস্মভ্যং সহবীরং রয়িং দাঃ ॥৫॥

অনুবাদ ঃ হে অগ্নি, সংবৎসর তোমাকে বর্ধন করুক, ঋতুগণ তোমার বর্ধন করুক, সেরূপ মাস, অর্ধমাস, দিবস ও তার অবয়গুলি তোমাকে বর্ধন করুক। বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ ও পৃথিবী প্রভৃতি তোমার বর্ধন করুক। এদের দ্বারা বর্ধিত হয়ে দিব্য রোচমান শরীরে সম্যক্ দীপ্ত হও এবং পূর্বাদি সকল দিক প্রকাশ কর। ১॥ হে অগ্নি, তুমি সমিদ্ধ হও ও এ যজমানকে সমৃদ্ধ কর। যজমানের মহান ঐশ্বর্যের জন্য তুমি উৎসাহযুক্ত হও। হে অগ্নি, তোমার পরিচারক ঋত্বিকযজমানেরা যেন বিনষ্ট না হয়। তোমার পরিচর্যায় বর্তমান ব্রাহ্মণেরা যশস্বী হোক, তোমার পরিচর্যায় যারা পরাঙ্মুখ, তারা নয়। ২॥ হে অগ্নি, এ ব্রাহ্মণেরা (ঋত্বিক যজমানেরা) তোমার আরাধনা করছে, আমাদের প্রতি শান্ত হয়ে দোষত্রুটি থাকলেও তা আচ্ছন্ন কর, ক্রোধ করো না। হে অগ্নি, তুমি আমাদের শত্রুবিনাশক ও পাপজয়কারী হও, তোমার নিজ গৃহে প্রমাদরহিত হয়ে জাগ্রত থাক। ৩॥ হে অগ্নি, তুমি নিজ বলের সাথে মিলিত হও। হে অগ্নি, মিত্রগণের পোষক তুমি মিত্রভাবে অবস্থান করো। তোমার সজাতিদের (ব্রাহ্মণদের) মধ্যস্থ হও অর্থাৎ তাদের উপজীব্য হয়ে সর্বদা বর্তমান থাক। ক্ষত্রিয়দের এ যজ্ঞকর্মে দীপ্ত হও। ৪॥ হে অগ্নি, নিকৃষ্ট শূকরাদি-গতিপ্রাপক পাপজাল থেকে উদ্ধার কর। দেহশোষক রোগ বিনাশ কর, পাপপ্রবণ অশোভন বুদ্ধি দূর কর। বিদ্বেষক ও শত্রুদের নাশ কর। হে অগ্নি, আমাদের সকল দুর্গতি দূর কর এবং পুত্র-পৌত্রাদির সাথে আমাদের ধন দাও। ৫॥

টীকা ঃ ১-৫। সম্পৎকামী ব্যক্তি দ্বিতীয় অনুবাকের সূক্তগুলির দ্বারা অগ্নির যাগ করবে। ভূত, রোগ, চোরাদি ভয় থেকে তার শান্তির জন্য এ সূক্তের দ্বারা আজ্যাহুতি দিবে। অগ্নিচয়নে সামিধেনীকালে ব্রহ্মা এ সূক্ত জপ করবে। অগ্নিভয়ে মহাশান্তিতে এ সূক্তগুলির যোজনা করতে হয়। রাজার রাতে আরত্রিক বিধানে এ সূক্তের দ্বারা দীপ জ্বালাতে হবে। চতুর্থ সূক্তে 'সজাতানাং'—শব্দে প্রজাপতির মুখ থেকে অগ্নি ও ব্রাহ্মণের উৎপত্তির জন্য উভয়ের সজাতত্ব। 'বিহব্যে'—পাঠের অর্থ—যেখানে দেবগণ বহুরূপে আহূত হয় অর্থাৎ যজ্ঞ। 'বিহব্যোঃ' পাঠে অগ্নির বিশেষণ, যার জন্য বিবিধ হব্য চরুপুরোডাশ হবি দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

অঘদ্বিষ্টা দেবজাতা বীরুচ্ছপথয়োপনী। আপো মলমিব প্রাণৈক্ষীৎ সর্বান্ মচ্ছপথাঁ অধি ॥১॥ যশ্চ সাপত্নঃ শপথো জাম্যাঃ শপথশ্চ যঃ। ব্রহ্মা যন্মন্যুতঃ শপাৎ সর্বং তন্নো অধস্পদম্ ॥২॥ দিবো মূলমবততং পৃথিব্যা অধ্যুত্ততম্। তেন সহস্রকাণ্ডেন পরি ণঃ পাহি বিশ্বতঃ ॥৩॥ পরি মাং পরি মে প্রজাং পরি ণঃ পাহি যদ্ ধনম্। অরাতির্নো মা তারীন্মা নস্তারিষুরভিমাতয়ঃ ॥৪॥ শপ্তারমেতু শপথো যঃ সুহার্ত্তেন নঃ সহ। চক্ষুর্মন্ত্রস্য দুর্হার্দঃ পৃষ্টীরপি শৃণীমসি ॥৫॥

অনুবাদ ঃ পিশাচ রক্ষঃ প্রভৃতি জনিত পাপের বিনাশক, লৌকিক ও বৈদিক ব্রাহ্মণাদি কৃত শাপের নিবারক বীরুৎ (বিরোধনশীল দূর্বা বা যব) জল যেমন শরীরাদিগত মল ক্ষালন করে, সেরূপ আমাদের কাছ থেকে উক্ত শাপাদি পাপ ক্ষালন করুক অর্থাৎ বিযুক্ত করুক। ১॥ বিদ্বেষীগণের আক্রোশরূপ যে শপথ, সহজাতদের যে শপথ, ব্রাহ্মণ ক্রোধে যে শাপ দেয়, এ ত্রিবিধ শাপ আমাদের স্পর্শ না করুক। ২॥ দ্যুলোক থেকে নিম্নমুখে মূলের মত অবস্থিত, পৃথিবীর উপরে ঊর্ধ্বদিকে বিস্তৃত সহস্রকাণ্ডের (অপরিমিত অনেক পর্বের) দ্বারা হে মণি, সকল শাপ থেকে আমাদের সর্বতোভাবে পালন কর। ৩॥ হে মণি, তুমি আমাকে রক্ষা কর, আমাদের পুত্র-পৌত্রাদিরূপ প্রজাদের রক্ষা কর

ও আমাদের ধন রক্ষা কর, ব্রাহ্মণাদির আক্রোশে এগুলি যেন নষ্ট না হয়। আমাদের শত্রু যেন আমাদের অতিক্রম না করে এবং হত্যা করতে ইচ্ছা করে পিশাচ রাক্ষস প্রভৃতি শত্রুরা যেন আমাদের হিংসা না করে। ৪ ॥ আমাদের যারা শাপ দেয়, সে শাপ তাদের দিকে প্রতিনিবৃত্ত হোক, যে আমাদের শোভন হৃদয় অনুকূলকারী, সেরূপ মিত্রের সাথে আমাদের সুখ হোক। মন্ত্র-গুপ্তির প্রকাশক পিশুন ক্রুর ব্যক্তির চক্ষু, পার্শ্বের অস্থি প্রভৃতি অবয়বের আমরা হিংসা করব। মন্ত্রের সাথে মণিবন্ধনের প্রভাবে লৌকিক বৈদিক আক্রোশ, ব্রাহ্মণের শাপ, ক্রুর চক্ষুর দর্শনাদি কৃত দোষসকল আমরা বিনাশ করব। ৫ ॥

টীকা : ১-৫। লৌকিক বৈদিক আক্রোশ, ব্রাহ্মণের শাপ, ক্রুরচক্ষু পুরুষের দৃষ্টিপাত, পিশাচ রাক্ষসাদির ভয় থেকে এ সূক্তের মন্ত্রগুলির দ্বারা যবমণি অভিমন্ত্রিত করে ধারণ করতে হবে। মহাশান্তিতে সহস্রকাণ্ড মণিবন্ধনে এ সূক্তগুলি পাঠের বিধান আছে।

তৃতীয় সূক্ত

উদগাতাং ভগবতী বিচৃতৌ নাম তারকে। বি ক্ষেত্রিয়স্য মুঞ্চতামধমং পাশমুত্তমম্ ॥ ১ ॥ অপেয়ং রাত্র্যুচ্ছত্বপোচ্ছন্ত্বভিকৃত্বরীঃ। বীরুৎ ক্ষেত্রিয়নাশন্যপ ক্ষেত্রিয়মুচ্ছতু ॥ ২ ॥ বভ্রোরর্জুনকাণ্ডস্য যবস্য তে পলাল্যা তিলস্য তিলপিঞ্জ্যা। বীরুৎ ক্ষেত্রিয়নাশন্যপ ক্ষেত্রিয়মুচ্ছতু ॥ ৩ ॥ নমস্তে লাঙ্গলেভ্যো নম ঈষাযুগেভ্যঃ। বীরুৎ ক্ষেত্রিয়নাশন্যপ ক্ষেত্রিয়মুচ্ছতু ॥ ৪ ॥ নমঃ সনিস্রসাক্ষেভ্যো নমঃ সংদেশ্যেভ্যঃ। নমঃ ক্ষেত্রস্য পতয়ে বীরুৎ ক্ষেত্রিয়নাশন্যপ ক্ষেত্রিয়মুচ্ছতু ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : তেজস্বী বন্ধনমোচনকারক মূল-নক্ষত্রদ্বয় (বিচৃত), তোমরা উদিত হও। বংশানুক্রমে আগত, উর্ধ্ব ও নিম্নভাগে পাশের মত বন্ধনকারী ক্ষয়-কুষ্ঠাদি রোগের বীজ মুক্ত কর। ১ ॥ উষাকালীন রাত্রি যেমন অন্ধকার নাশ করে, সেরূপ অন্ধকারের মত আবরক ক্ষেত্রিয়-ব্যাধি দূর হোক (অথবা কর্তনশীল অপস্মারাদি রোগকারিণী পিশাচসকল চলে যাক)। ক্ষেত্রিয়-ব্যাধির বিনাশকারিণী বীরুৎ উক্ত রোগ দূর করুক। ২ ॥ কপিলবর্ণ অর্জুনবৃক্ষের খণ্ড, যবের তুষ ও তিল-মঞ্জরীর দ্বারা কৃত মণি, হে রুগ্ন, তোমার রোগ দূর করুক। ক্ষেত্রিয়ব্যাধির বিনাশকারীণী বীরুৎ উক্ত রোগ দুর করুক। ৩ ॥ হে রুগ্ন, তোমার রোগ উপশমের জন্য বৃষভযুক্ত লাঙ্গলের উদ্দেশে নমস্কার, হলাবয়ব ঈষা ও যুগের উদ্দেশে নমস্কার। (পীড়াকর রোগের নিবর্তকত্বরূপে পূজ্যত্ব আরোপ করে নমস্কার করা হয়েছে। অথবা হলাদি অচেতন হলেও তদভিমানী দেবতাদের উদ্দেশে নমস্কার করা হয়েছে)। ক্ষেত্রিয়-ব্যাধি-নাশিনী বীরুৎ ক্ষয়-কুষ্ঠাদি রোগ দূর করুক। ৪ ॥ শূন্যগৃহের উদ্দেশে নমস্কার, মৃত্তিকা গ্রহণ করে যারা চলে যায় সে জরদ্গার্তদের উদ্দেশে নমস্কার এবং শূন্য-গৃহাদিরূপ ক্ষেত্রের অধিপতি দেবতাদের উদ্দেশে নমস্কার, তোমাদের প্রসাদে রোগশান্তি হোক। ক্ষেত্রিয়-নাশিনী বীরুৎ ক্ষয়-কুষ্ঠাদি রোগ দূর করুক। ৫ ॥

টীকা : ১-৫ কুলপরম্পরাগত কুষ্ঠ, ক্ষয় গ্রহণী প্রভৃতি রোগের শান্তির জন্য জলপূর্ণ ঘট এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে ব্যাধিগ্রস্থকে গৃহের বাইরে সিঞ্চন করাতে হবে। উক্ত ব্যাধি শান্তির জন্য রাত্রির শেষে উষাকালে উক্তপ্রকারে অভিষেক করতে হবে। অর্জুনকাষ্ঠের খণ্ড, যবের তুষ ও তিলের মঞ্জরী একত্র করে এ সূক্তের মন্ত্রদ্বারা অভিমন্ত্রিত করে রোগীকে বেঁধে দিতে হবে। এ ঋকের দ্বারা ক্ষেত্রমৃত্তিকা বা বল্মীক-মৃত্তিকা জীবপশুর চর্মে আবেষ্টন করে বেঁধে দিতে হবে। 'নমস্তে লাঙ্গলেভ্যঃ' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা জলপূর্ণ ঘট অভিমন্ত্রিত করে বৃষভযুক্ত হলের নীচে রোগীকে রেখে সে জলের দ্বারা

অভিষিক্ত করতে হবে। 'ক্ষেত্রিয়'—শব্দে মাতা-পিতা থেকে পুত্র পৌত্রাদিতে আগত ক্ষয়, কুষ্ঠ অপস্মার প্রভৃতি রোগকে বুঝান হয়েছে। পঞ্চম সূক্তে—'সনিস্রসাক্ষেভ্যঃ'—শব্দে যাদের গবাক্ষাদি দ্বারসকল বিশীর্ণ হয়েছে—এরূপ শূন্যগৃহ অর্থ ভাষ্যকার করেছেন।

চতুর্থ সূক্ত

দশবৃক্ষ মুঞ্চেমং রক্ষসো গ্রাহ্যা অধি যৈনং জগ্রাহ পর্বসু। অথো এনং বনস্পতে জীবানাং লোকমুন্নয় ॥ ১ ॥ আগাদুদগাদয়ং জীবানাং ব্রাতমপ্যগাৎ। অভূদু পুত্রাণাং পিতা নৃণাং চ ভগবত্তমঃ ॥ ২ ॥ অধীতীরধ্যগাদয়মধি জীবপুরা অগন্। শতং হ্যস্য ভিষজঃ সহস্রমুত বীরুধঃ ॥ ৩ ॥ দেবাস্তে চীতিমবিদন্ ব্রহ্মাণ উত বীরুধঃ। চীতিং তে বিশ্বে দেবা অবিদন্ ভূম্যামধি ॥ ৪ ॥ যশ্চকার স নিষ্করৎ স এব সুভিষক্তমঃ। স এব তুভ্যং ভেষজানি কৃণবদ্ ভিষজা শুচিঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : হে দশবৃক্ষ (পলাশ ঔদুম্বরাদি বৃক্ষখণ্ডের দ্বারা নির্মিত মণি), ব্রহ্মরাক্ষসীর দ্বারা গৃহীত এ পুরুষকে মুক্ত কর। যে ব্রহ্মরাক্ষসী অমাবস্যাদি পর্বে এ পুরুষকে গ্রহণ করেছে, তার কাছ থেকে একে মুক্ত কর। হে বনস্পতি (বনস্পতির বিকার মণি), এ গ্রহ-গৃহীত পুরুষকে জীবিত লোকে নিয়ে যাও (অর্থাৎ গ্রহাবেশে মৃতপ্রায় এ ব্যক্তিকে পুনর্জীবিত কর।) ১ ॥ হে মণি, তোমার প্রসাদে গ্রহ থেকে মুক্ত হয়ে এ-জন জীবলোকে আত্মীয়স্বজনের কাছে ফিরে এসেছে। মৃতপ্রায় ব্যক্তি আবার পুত্রাদির পিতা হয়েছে এবং মানুষের মধ্যে অতিশয় ভাগ্যযুক্ত হয়েছে। (মণিবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে অভিমত ফলসিদ্ধি বর্ণনা করে মণির প্রভাব দেখানো হয়েছে)। ২ ॥ এ ব্রহ্মগ্রহ থেকে বিমুক্ত পুরুষ পূর্ব অধীত বেদসমূহ স্মরণ করুক, এ ব্যক্তি আবার ভোগায়তন শরীর ও পুরগ্রামাদি আবাসস্থানসমূহ লাভ করুক। বহু বৈদ্য ও ঔষধগুলির যে ফল, তা এ সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রিত মণি বন্ধনের সামর্থে লাভ করুক। ৩ ॥ হে মণি, তোমার গ্রহবিকার থেকে রোগীর থেকে গ্রহণ অথবা গ্রহাদির আচ্ছাদন ইন্দ্রাদি দেবগণ জানে; সেরূপ ব্রাহ্মণগণ ও ওষধিগুলি তা জানে। বিশ্বদেবগণ (এতন্নামক বরুণ, মিত্র প্রভৃতি গণদেবগণ) ভূলোকে তোমার পরিচিতি জানে। (অথবা, হে রুগ্ন, মূর্চ্ছিত তোমার সংজ্ঞান ভূলোক দেবগণ জানুক, এরূপ ব্রাহ্মণ, ওষধিগুলি ও বিশ্বদেবগণ জানুক)। ৪ ॥ যে বিধানজ্ঞ পুরুষ বা অথর্ব নামক মহর্ষি এ মণিবন্ধন করেছিল, তিনি গ্রহবিকারের উপশম করুন। মণিবন্ধনকর্তা চিকিৎসক মন্ত্রসিদ্ধ পুরাতন বৈদ্যদের চিন্তা করবেন। অথবা, যে পরমেশ্বর এ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন, তিনি গ্রহবিকারের উপশম করুন। তিনি চিকিৎসকের উৎকৃষ্ট আদিবৈদ্য। হে রুগ্ন, সে শুচি ঈশ্বর ইদানীন্তন ভিষক্‌রূপে তোমার চিকিৎসা করুক। ৫ ॥

টীকা : ১-৫। 'দশবৃক্ষ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা ব্রহ্মগ্রহশান্তির জন্য পলাশ, ঔদুম্বর, জম্বু, কাম্পীল প্রভৃতি দশটি বৃক্ষের খণ্ড গ্রহণ করে তাদের সাথে লাক্ষা, হিরণ্য বেষ্টিত করে মণি তৈরী করত মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে বন্ধন করতে হবে। তারপর দশজন ব্রাহ্মণ ব্রহ্মগ্রহ-গৃহীত ব্যক্তিকে স্পর্শ করে এ সূক্তগুলি জপ করবেন।

পঞ্চম সূক্ত

ক্ষেত্রিয়াৎ ত্বা নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ। অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্। ॥ ১ ॥ শং তে অগ্নিঃ সহাদ্ভিরস্তু শং সোমঃ সহৌষধীভিঃ। এবাহং ত্বাং ক্ষেত্রিয়ান্নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্ ॥ ২ ॥

শং তে বাতো অন্তরিক্ষে বয়ো ধাচ্ছং তে ভবন্তু প্রদিশশ্চতস্রঃ এবাহং ত্বাং ক্ষেত্রিয়ান্নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ। অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্ ॥ ৩ ॥ ইমা যা দেবীঃ প্রদিশশ্চতস্রো বাতপত্নীরভি সূর্যো বিচষ্টে। এবাহং ত্বাং ক্ষেত্রিয়ান্নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ। অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্ ॥ ৪ ॥ তাসু ত্বান্তর্জরস্যা দধামি প্র যক্ষ্ম এতু নির্ঋতিঃ পরাচৈঃ। এবাহং ত্বাং ক্ষেত্রিয়ান্নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ। অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্ ॥ ৫ ॥ অমুক্থা যক্ষ্মাদ্ দুরিতাদবদ্যাদ্ দ্রুহঃ পাশাদ্ গ্রাহ্যাশ্চোদমুক্থাঃ। এবাহং ত্বাং ক্ষেত্রিয়ান্নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ। অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্ ॥ ৬ ॥ অহা অরাতিমবিদঃ স্যোনমপ্যভূর্ভদ্রে সুকৃতস্য লোকে। এবাহং ত্বাং ক্ষেত্রিয়ান্নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ। অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্ ॥ ৭ ॥ সূর্যমৃতং তমসো গ্রাহ্যা অধি দেবা মুঞ্চন্তো অসৃজন্নিরেণসঃ। এবাহং ত্বাং ক্ষেত্রিয়ান্নির্ঋত্যা জামিশংসাদ্ দ্রুহো মুঞ্চামি বরুণস্য পাশাৎ। অনাগসং ব্রহ্মণা ত্বা কৃণোমি শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : হে ক্ষেত্রিয়-ব্যাধি-পীড়িত পুরুষ, বংশপরম্পরাগত ক্ষয় কুষ্ঠাদি রোগ থেকে তোমাকে মুক্ত করছি। সেরূপ রোগের নিদানরূপ পাপ দেবতা নির্ঋতির কাছ থেকে, সহোদরা ভগিনী (জামি) প্রভৃতি বান্ধবের আক্রোশ-জনিত পাপ থেকে, গুরু, দেবতাদির দ্রোহ থেকে, পাপীদের নিগ্রহকারক বরুণদেবের পাশ থেকে তোমাকে মুক্ত করছি। এ মন্ত্রের দ্বারা তোমাকে অপরাধরহিত করছি। হে রোগগ্রস্থ, দ্যাবাপৃথিবী তোমার কল্যাণকারিণি হোক। (ভৌম ও দিব্য অপরাধ থেকে সকল রোগের উৎপত্তি জন্য, 'দ্যুলোক পিতা, পৃথিবী মাতা'—এ শ্রুতিনির্দেশে তাদের প্রসাদে সকল রোগের শান্তি ও সকল দেবতার প্রীতি হবে বলে তাদের কাছে প্রার্থনা জানান হয়েছে)। ১ ॥ হে রুগ্ন, অগ্নি চতুষ্পথে হূয়মান পৃথিবীস্থান, অভিমন্ত্রিত জলাভিমানী দেবতাদের সাথে সকল ব্যাধির উপশমের দ্বারা তোমার সুখকর হোক। ওষধিদের রাজা সোম কাম্পীলাদি ওষধিগণের সাথে তোমার সুখকর হোক। সেরূপ আমিও তোমার সুখবিধান করেছি। (ক্ষেত্রিয়াৎ নির্ঋত্যা' প্রভৃতির অর্থ পূর্ববৎ)। ২ ॥ হে রুগ্ন, অন্তরিক্ষলোকে পক্ষীদের ধারক বা অন্নের পোষক অন্তরিক্ষাধিপতি বায়ু তোমার সুখকর হোক। পূর্বাদি চার দিক তোমার সুখকর হোক। সেরূপ আমিও তোমার সুখবিধান করছি। অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ)। ৩ ॥ এ পরিদৃশ্য দ্যোতমানা বায়ুপত্নী চার প্রদিক্ ও সকলের প্রেরক দ্যু-স্থানের অধিপতি সবিতা সব কিছু দেখছে, তাদের সাথে সূর্য তোমার সুখকর হোক। সেরূপ আমিও তোমার সুখবিধান করছি। (অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ)। ৪ ॥ পূর্ব মন্ত্রোক্ত দিক্সকলের মধ্যে, হে রুগ্ন, তোমাকে জরা পর্যন্ত রোগাদি পরিহারের দ্বারা শতবর্ষ জীবিত করছি, তোমার বংশাগত রাজ-যক্ষ্মাদি রোগ তোমাকে পরিত্যাগ করুক, তোমার রোগের কারণরূপিণী পাপ দেবতা নির্ঋতি পরাঙ্মুখী হয়ে দূরে যাক। আমিও তোমার সুখবিধান করছি। (ক্ষেত্রিয়াৎ প্রভৃতি পূর্ববৎ)। ৫ ॥ হে রাগ্ন, কুলাগত ব্যাধি যক্ষ্মারোগ থেকে তুমি মুক্ত হয়েছ, কোন সংশয় করো না। সেরূপ রোগের নিদানভূত পাপ থেকে, ভগিনী প্রভৃতির আক্রোশরূপ নিন্দা থেকে, দেবতাদির দ্রোহ থেকে, পাপীদের নিগ্রহকারী বরুণের পাশ থেকে এবং ব্রহ্মরাক্ষস্যাদি পিশাচীদের বন্ধন থেকে তুমি উন্মুক্ত হয়েছ। আমিও তোমার সুখবিধান করছি। (অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ)। ৬ ॥ হে রুগ্ন, শত্রুর মত বাধক রোগকে তুমি ত্যাগ করেছ, সুখলাভ করেছ, কল্যাণকর পুণ্যের ফলরূপ এ ভূলোকে তোমার চিরকাল নিবাস হয়েছে। আমিও তোমার সুখবিধান করছি। (অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ)। ৭ ॥ সত্যরূপ সূর্যকে স্বর্ভানুরূপ গ্রহ থেকে ইন্দ্রাদি দেবগণ মুক্ত করায় সে তার কারণরূপ পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিল। অর্থাৎ দেবগণ সূর্যকে রাহুগ্রহ থেকে যেমন মুক্ত করেছিল, সেরূপ আমিও মন্ত্রপ্রভাবে বংশাগত রোগ ও তার নিদানভূত পাপাদি থেকে তোমাকে মুক্ত করছি। (অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ)। ৮ ॥

টীকা : ১-৮। 'ক্ষেত্রিয়াৎ ত্বা' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা পূর্বোক্ত বংশানুক্রমিক রোগশান্তির জন্য চতুষ্পথে জলপূর্ণ ঘট অভিমন্ত্রিত করে রোগীর অঙ্গে কাম্পীলখণ্ডবন্ধন করে জলের দ্বারা অভিষিক্ত করতে হবে। অষ্টম সূক্তে 'তমসো গ্রাহ্যাৎ' সম্বন্ধে তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে—"সুবর্ভানুরাসুরঃ সূর্যং তমসাবিধ্যৎ, তস্মৈ দেবাঃ প্রায়শ্চিত্তিম্ ঐচ্ছন্"—অর্থাৎ স্বর্ভানু (রাহু) নামক অসুর সূর্যকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করেছিল, তা থেকে দেবগণ সূর্যকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

দূষ্যা দূষিরসি হেত্যা হেতিরসি মেন্যা মেনিরসি। আপ্নুহি শ্রেয়াংসমতি সমং ক্রাম॥ ১ ॥ স্রক্ত্যোহসিপ্রতিসরোহসি আপ্নুহি শ্রেয়াংসমতি সমংক্রাম॥ ৩ ॥ সূরিরসি বর্চোধা অসি তনূপানোহসি। আপ্নুহি শ্রেয়াংসমতি সমং ক্রাম ॥ ৪ ॥ শুক্রোহসি ভ্রাজোহসি স্বরসি জ্যোতিরসি। আপ্নুহি শ্রেয়াংসমতি সমং ক্রাম ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : হে তিলকমণি, তুমি পরকৃত কৃত্যার নিবারক, পরপ্রেরিত প্রক্ষেপক হেতি নামক আয়ুধের প্রতিহর্তা, পরের উচ্চারিত মর্মচ্ছেদী মন্ত্রাত্মক বাগ্বজ্রের নিবারক! যেহেতু তুমি শত্রুকৃত অভিচারাদিজনিত সকল অরিষ্টের নিবারক, অতএব অধিক বল-শালী আমাদের শত্রুদের নিরোধ করে বিনাশ কর এবং সমানবল শত্রুদের অতিক্রম করে নিবারণ কর। (ন্যূনবল শত্রুদের মন্ত্রপ্রভাব ভিন্ন নিজের দ্বারা জয় করা যাবে বলে তার উল্লেখ করা হয় নি)। ১ ॥ হে মণি, তুমি তিলকবৃক্ষ থেকে নির্মিত হয়েছ, হননের জন্য আগত শত্রুকৃত কৃত্যাদির তুমি নিবারক, অভিমন্ত্রিত রক্ষাসূত্র তুমি। তুমি প্রত্যভিচরণ অর্থাৎ পরকৃত অভিচার-জনিত কৃত্যার নিবারক, অতয়েব আমাদের অধিকবলশালী শত্রুদের নিরোধ করে বিনাশ কর এবং সমান বলশালী শত্রুদের অতিক্রম করে নিবারণ কর। ২ ॥ যে শত্রু আমাদের হিংসা করে এবং আমরা যাকে বিদ্বেষ করি, সে উভয়বিধ দ্বেষ্টা ও দ্বেষ্য শত্রুকে, হে মণি, শত্রুকৃত কৃত্যার প্রতিনিবর্তন করে তাকেও বিনাশ কর। আমাদের অধিক বলশালী শত্রুদের নিরোধ করে বিনাশ কর এবং সমান বলশালী শত্রুদের অতিক্রম করে নিবারণ কর। ৩ ॥ হে মণি, তুমি শত্রুকৃত অভিচার-নিবর্তনে অভিজ্ঞ, তেজের ধারক এবং পরকৃত অভিচার থেকে আমাদের শরীরের তুমি পালক। আমাদের অধিক বলশালী শত্রুদের নিরোধ করে বিনাশ কর এবং সমান বলশালী শত্রুদের অতিক্রম করে নিবারণ কর। ৪ ॥ হে মণি, তুমি শত্রুদের শোকপ্রদ, দীপ্যমান ও জ্বরাদি রোগের উৎপাদনের দ্বারা তাপক, অথবা অদিত্যের মত কৃত্যাদির অভিভবকারী এবং অগ্নি প্রভৃতি জ্যোতির মত অস্পৃষ্ট, শত্রুকৃত অভিচারাদির তুমি অনাধর্ষণীয়। আমাদের অধিকবলশালী শত্রুদের নিরোধ করে বিনাশ কর এবং সমান বলশালীদের অতিক্রম করে নিবারণ কর। ৫ ॥

টীকা : ১-৫। তৃতীয় অনুবাকে সপ্ত সূক্ত, তার মধ্যে 'দূষ্যা দূষিরসি' ইত্যাদি প্রথম সূক্ত। ভাষ্যানুক্রমণিকায় বলা হয়েছে—স্ত্রী, শূদ্র, রাজা ব্রাহ্মণ, কাপালিক, অন্ত্যজ, শাকিনী প্রভৃতির কৃত আভিচারিক কর্মে আত্মরক্ষার জন্য ও কৃত্যা-পরিহারের জন্য এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা তিলক মণি অভিমন্ত্রিত করে ধারণ করতে হবে। নক্ষত্রকল্পে উক্ত হয়েছে—বার্হস্পত্য নামক মহাশান্তি কার্যে তিলকবৃক্ষ (স্রক্তি) মণি বন্ধনে এ সূক্তের মন্ত্রগুলির

দ্বারা অভিমন্ত্রিত করার বিধান আছে। 'স্রক্ত্য'—শব্দের অর্থ তিলক নামক বৃক্ষের দ্বারা নির্মিত। "প্রত্যভিচরণঃ—প্রত্যভিচর্যাতে নিবার্যাতে পরকৃতাভিচার-জনিতা কৃত্যা অনেন ইতি"—যার দ্বারা শত্রুকৃত অভিচার-জনিত কৃত্যার নিবারণ হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

দ্যাবাপৃথিবী উর্বন্তরিক্ষং ক্ষেত্রস্য পত্ন্যুরুগায়োহদ্ভুতঃ। উতান্তরিক্ষমুরু বাতগোপং ত ইহ তপ্যন্তাং ময়ি তপ্যমানে ॥১॥ ইদং দেবাঃ শৃণুত যে যজ্ঞিয়া স্থ ভরদ্বাজো মহ্যমুক্থানি শংসতি। পাশে স বদ্ধো দুরিতে নি যুজ্যতাং যো অস্মাকং মন ইদং হিনস্তি ॥২॥ ইদমিন্দ্র শৃণুহি সোমপ যৎ ত্বা হৃদা শোচতা জোহবীমি। বৃশ্চামি তং কুলিশেনেব বৃক্ষং যো অস্মাকং মন ইদং হিনস্তি ॥৩॥ অশীতিভিস্তিসৃভিঃ সামগেভিরাদিত্যেভির্বসুভিরঙ্গিরোভিঃ। ইষ্টাপূর্তমবতু নঃ পিতৄণামামুং দদে হরসা দৈব্যেন ॥৪॥ দ্যাবাপৃথিবী অনু মা দীধীথাং বিশ্বে দেবাসো অনু মা রভধ্বম্। অঙ্গিরসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ পাপমার্ছত্বপকামস্য কর্তা ॥৫॥ অতীব যো মরুতো মন্যতে নো ব্রহ্ম বা যো নিন্দিষৎ ক্রিয়মাণম্। তপূংষি তস্মৈ বৃজিনানি সন্তু ব্রহ্মদ্বিষং দ্যৌরভিসংতপাতি ॥৬॥ সপ্ত প্রাণানষ্টৌ মন্যস্তাংস্তে বৃশ্চামি ব্রহ্মণা। অয়া যমস্য সাদনমগ্নিদূতো অরংকৃতঃ ॥৭॥ আ দধামি তে পদং সমিদ্ধে জাতবেদসি। অগ্নিঃ শরীরং বেবেষ্ট্বসুং বাগপি গচ্ছতু ॥৮॥

অনুবাদ : দ্যুলোক, ভূলোক ও তার মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষলোকের অগ্নি, বায়ু ও সূর্যরূপে যিনি অধিপতি, ত্রিবিক্রমরূপে সবলোক ব্যাপ্ত করায় যিনি আশ্চর্যরূপ, মহানুভাবের দ্বারা বহুরূপে যিনি স্তুত, সকল লোকের পালক বিষ্ণু এবং সূত্রাত্মা বায়ু যা'র রক্ষক ও বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষলোকের যে অধিপতিগণ, তারা এ অভিচারকর্মে দীক্ষা, নিয়মন ও উপবাসাদির দ্বারা ক্লিশ্যমান আমার সাথে সন্তপ্ত হোক অর্থাৎ আমি যেমন দেবধ্যাকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছি, তারাও সেরূপ হোক। ১॥ হে যাগযজ্ঞ দেবগণ, তোমরা আমার কথা শোন—বষট্‌কারে হবিরূপ অন্নের দ্বারা দেবগণের পোষক (ভরদ্বাজ নামক মহর্ষি), আমার অভিলাষ সিদ্ধির জন্য উক্থ-শস্ত্র অথবা অভিচার কর্মোচিত দেবতা-স্তুতি পর মন্ত্র পাঠ করেছেন। যে শত্রু অনভিমত কার্যের দ্বারা ইষ্টবিঘাত করে আমাদের সন্মার্গপ্রবৃত্ত মনকে বিক্ষিপ্ত করছে, সে শত্রু আমার কৃত অভিচারকর্মরূপ পাশে বদ্ধ হয়ে মরণরূপ দুর্গতি লাভ করুক অর্থাৎ এ কর্মের দ্বারা সে মৃত্যু প্রাপ্ত হোক—এ তোমরা শোন। ২॥ সোমপানে সন্তুষ্টচিত্ত হে ইন্দ্র, আমার কথা শোন—শত্রুকৃত অপকারের দ্বারা শোকার্ত চিত্তে যে তোমাকে বারবার আহ্বান করছি, আর্ত অনন্যগতি আমার বাক্য উপেক্ষা করো না। বজ্রসদৃশ কুঠারের দ্বারা বৃক্ষের মত সে শত্রুকে ছেদন করছি, যে আমার সন্মার্গপ্রবৃত্ত মনকে বিক্ষিপ্ত করেছে। ৩॥ ত্রিসংখ্যক অশীতি ঋকের দ্বারা প্রতিপাদ্য ইন্দ্রদেবতা, সামগানকারী উদ্গাতাদের প্রযুক্ত স্তোত্রের দ্বারা, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু ও অঙ্গিরাগণের (দীর্ঘ সত্রানুষ্ঠানকারী মহর্ষিগণ অথবা ব্যাপক রাম্রগণের) সাথে আমাদের পূর্বপুরুষের কৃত ইষ্ট (শ্রুতিবিহিত কর্ম) ও পূর্ত (স্মৃত্যুক্ত কূপারামমণ্ডপাদি কর্ম) সুকৃত কর্ম শত্রুর কাছ থেকে আমাদের রক্ষা করুক। আমাদের অপকর্তা অমুক নামক শত্রুকে মৎকৃত অভিচার জনিত কৃত্যা রূপ দেবতার কৃত ক্রোধের দ্বারা নিগৃহীত করছি। ৪॥ হে দ্যাবাপৃথিবী, শত্রুনিরসনের জন্য দীপ্ত আমাকে তোমরাও দীপ্তকর অর্থাৎ শত্রুজয়ের জন্য আমার আনুকূল্য কর। হে বিশ্বদেবগণ (এতন্নামক গণদেবতাগণ), শত্রু জয়ের জন্য উদ্যুক্ত আমার সাথে তোমরাও শত্রুনিগ্রহের জন্য উদ্যত হও। হে সোমযোগ্য (সোম্যাস) অঙ্গিরস পিতৃগণ, তোমরাও শত্রু নিগ্রহের জন্য উদ্যত হও। অনভিমত দ্রোহ কার্যের কর্তা শত্রু মৃত্যুরূপ পাপ প্রাপ্ত হোক। ৫॥ হে মরুদ্গণ, যে শত্রু আমাদের অতিক্রম করতে চায় এবং যে শত্রু আমাদের অনুষ্ঠীয়মান মন্ত্রসাধ্য কর্মের নিন্দা করে, সে উভয়বিধ শত্রুর প্রতি তাপক বাধাগুলি আসুক। দ্যুলোকস্থ আদিত্য আমার কর্মের দ্বেষকারী শত্রুকে সকল প্রকারে সন্তপ্ত করুক। ৬॥ হে শত্রু, তোমার সপ্তসংখ্যক প্রাণ (শীর্ষদেশে স্থিত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের ছিদ্রগুলিকে লক্ষ্য করে সপ্তসংখ্যা), অষ্ট ধমনী (কণ্ঠদেশ গত নাড়ীবিশেষ) এবং তোমার অবশিষ্ট অবয়বগুলি মন্ত্রের দ্বারা (অথবা মন্ত্রসাধ্য আভিচারিক কর্মের দ্বারা) ছিন্ন করছি। এ মন্ত্র প্রভাবে সর্বাঙ্গ ছিন্ন হয়ে অগ্নিরূপ অনুচরের সাথে অলঙ্কৃত হয়ে অর্থাৎ দাহার্থে শবালঙ্কারে বিভূষিত হয়ে যমসদনে গমন কর। ৭॥ হে শত্রু, তোমার পা (ছিন্নপত্রে পতিত পাদ পাংশু) প্রজ্বলিত অগ্নিতে আমি নিক্ষেপ করছি (তপ্ত কড়াই এ ভাজছি)। অগ্নি তোমার শরীরকে বেষ্টন করুক (পাদপাংশু দ্বারা প্রবেশ করে সকল অঙ্গ ব্যাপ্ত করুক অর্থাৎ দহন করুক)। তোমার বাগিন্দ্রিয় প্রাণ লাভ করুক অর্থাৎ সকল ইন্দ্রিয় ব্যবহারশূন্য হোক। ৮॥

টীকা : ১-৮। "দ্যাবাপৃথিবী উরু" ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা অভিচার কর্মে দীক্ষার জন্য বংশদণ্ড ছেদন করতে হয়। এ সূক্তের বিদ্বেষকারীর পরাভবকর্মে দক্ষিণ দিকে ধাবমান শত্রুর পায়ে বৃক্ষপত্র নিক্ষেপ করে, তা কুঠার দ্বারা ছেদন করে ধূলির সাথে ছিন্ন পত্রগুলিকে বধকপাত্রে নিক্ষেপ করে এনে উত্তপ্ত কড়ায়ে ভাজতে হবে। অষ্টমসূক্তে—'জাতবেদা' শব্দের ভাষ্যকার সুন্দর অর্থ করেছেন—জাত প্রাণীদের যে জানে, তাদের দ্বারা যিনি বিদিত অথবা সকল জাত প্রাণীর ভেতর বৈশ্বানর রূপে যিনি বিদ্যমান।

তৃতীয় সূক্ত

আয়ুর্দা অগ্নে জরসং বৃণানো ঘৃতপ্রতীকো ঘৃতপৃষ্ঠো অগ্নে। ঘৃতং পীত্বা মধু চারু গব্যং পিতেব পুত্রানভি রক্ষতাদিমম্ ॥১॥ পরি ধত্ত ধত্ত নো বর্চসেমং জরামৃত্যুং কৃণুত দীর্ঘমায়ুঃ। বৃহস্পতিঃ প্রায়চ্ছদ্ বাস এতৎ সোমায় রাজ্ঞে পরিধাতবা উ ॥২॥ পরীদং বাসো অধিথাঃ স্বস্তয়েহভূর্গৃষ্টীনামভিশস্তিপা উ। শতং চ জীব শরদঃ পুরূচী রায়শ্চ পোষমুপসংব্যয়স্ব ॥৩॥ এহ্যশ্মানমা তিষ্ঠাশ্মা ভবতু তে তনূঃ। কৃণ্বন্তু বিশ্বে দেবা আয়ুষ্টে শরদঃ শতম্ ॥৪॥ যস্য তে বাসঃ প্রথমবাস্যং হরামস্তং ত্বা বিশ্বেহবন্তু দেবাঃ। তং ত্বা ভ্রাতরঃ সুবৃধা বর্ধমানমনু জায়ন্তাং বহবঃ সুজাতম্ ॥৫॥

অনুবাদ : হে অগ্নি, তুমি (মাণবকের) জরাপর্যন্ত আয়ুর দাতা অর্থাৎ শত বছর পর্যন্ত দীর্ঘ আয়ু তাকে দাও। হে অগ্নি, তুমি ঘৃতপ্রতীক (ঘৃতাহুতির দ্বারা উদ্ধৃত জ্বালা-রূপ) ঘৃতপৃষ্ঠ (ঘৃতোপাদানক তোমার শরীর); অতএব আমাদের আহৃত মধুর নির্মল ঘৃত পান করে তুষ্ট হয়ে পিতা যেমন পুত্রের রক্ষা করে, সেরূপ তুমি এ মাণবকের রক্ষা কর। ১॥ হে দেবগণ, এ মানবককে কাপড় পরিয়ে দাও, তেজস্বী কর, এর অকালমৃত্যু যেন না হয় এবং একে দীর্ঘায়ু কর; বৃহস্পতি রাজা সোমকে পরিধানের জন্য এ বস্ত্র দিয়েছিলেন। ২॥ হে মাণবক, এ বস্ত্র মঙ্গলের জন্য পরিধান করেছ, এর দ্বারা গাভীর ভীতি দূর করে তাদের পালক হও। বহুকাল ধরে পুত্রপৌত্রাদি পর্যন্ত শত বছর বেঁচে থাক এবং ধনপুষ্টি লাভ কর। (বস্ত্র পরিধানের দ্বারা ধনাদি-সমৃদ্ধ হয়) ৩॥ হে মাণবক, এস, ডান পা দিয়ে প্রস্তরখণ্ড আক্রমণ কর। তোমার শরীর রোগাদি বিনির্মুক্ত হয়ে পাথরের মত শক্ত হোক। বিশ্বদেবগণ তোমাকে শতবছর পরমায়ু দিক। ৪॥ হে মাণবক, তুমি বস্ত্র পরিধান করেছ, তোমার পূর্ব পরিহিত বস্ত্র গ্রহণ করেছি। সেরূপ তোমাকে সকল দেবগণ রক্ষা করুক। পশু পুত্র ধনাদির দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, সংস্কার বিশেষের দ্বারা শোভন জন্মযুক্ত তোমার পশ্চাৎ বহু ভ্রাতা জন্ম গ্রহণ করুক। ৫॥

টীকা ঃ ১-৫। 'আয়ুর্দাঃ' ইত্যাদি গোদানাখ্য সংস্কার কর্মে শান্তিজল দিতে বলতে হয়। এ কর্মে এ সূক্তের দ্বারা আজ্যাহুতি দিয়ে ব্রহ্মচারীর মাথায় জলের ছিটে দিতে হয়। 'পরি ধত্ত' ইত্যাদি মন্ত্রে নূতন বস্ত্র মাণবককে দেবার বিধান ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

৩য় মন্ত্রে 'অভিশস্তিপা'—'অভিতো বিশসনং হিংসা। তন্নিমিত্তাৎ ভয়াৎ পালকো ভূঃ'—হিংসার ভয় থেকে গাভীগণের পালক হও। ভাষ্যকার শতপথ ব্রাহ্মণের ৩য় কান্ডের দীক্ষা প্রকরণ থেকে একটি আখ্যান উদ্ধৃত করে বলেন—পূর্বকালে দেবগণ মানুষের শক্ত ত্বক্ ছিন্ন করে গাভীগণে স্থাপন করেছিল, কারণ গাভীগণ দুগ্ধদান, ভূমিকর্ষণ, ভারবহন প্রভৃতি বহুবিধ উপকার করত। গাভীগণ সে চামড়া দিয়ে নিজেদের গাত্র আচ্ছন্ন করে শীত, বর্ষা, তাপ প্রভৃতি সহ্য করতে সমর্থ হত। এজন্য নগ্ন পুরুষকে দেখলে 'আমদের কাছ থেকে তাদের চামড়া নিতে এসেছে' মনে করে গাভীরা ভীত হয় অতএব 'নগ্ন হয়ে গাভীর নিকট যাবে না'—এরূপ বিধান দেখা যায়।

চতুর্থ সূক্ত

নিঃসালাং ধৃষ্ণুং ধিষণমেকবাদ্যাং জিঘৎস্বম্। সর্বাশ্চণ্ডসা নপ্ত্যো নাশয়ামঃ সদান্বাঃ ॥ ১ ॥ নির্বো গোষ্ঠাদজামসি নিরক্ষান্নিরুপানসাৎ। নির্বো মগুন্দ্যা দুহিতরো গৃহেভ্যশ্চাতয়ামহে॥ ২ ॥ অসৌ যো অধরাদ্ গৃহস্তত্র সন্ত্বরায্যঃ। তত্র সেদিন্যুচ্যতু সর্বাশ্চ যাতুধান্যঃ ॥ ৩ ॥ ভূতপতির্নিরজত্বিন্দ্রশ্চেতঃ সদান্বাঃ। গৃহস্য বুধ্ন আসীনাস্তা ইন্দ্রো বজ্রেণাধি তিষ্ঠতু॥ ৪ ॥ যদি স্থ ক্ষেত্রিয়াণাং যদি বা পুরুষেষিতাঃ। যদি স্থ দস্যুভ্যো জাতা নশ্যতেতঃ সদান্বাঃ ॥ ৫ ॥ পরি ধামান্যাসামাশুর্গাষ্ঠামিবাসরন্। অজৈষং সর্বান্ আজীন্ বো নশ্যতেতঃ সদান্বাঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ ঃ উন্নতগাত্রী, ধর্ষণশীলা, পরাভবকারিণী, কঠোরভাষিণী, সর্বদা ভক্ষণশীলা, চণ্ড নামক ক্রুদ্ধ পাপগ্রহের অপত্যরূপ সকল আক্রোশকারিণী পিশাচীদের বিনাশ করছি। ১ ॥ হে মগুন্দী নামক পিশাচীর পুত্রীগণ, তোমাদের গোষ্ঠ (গোশালা) ও দ্যূতক্রীড়া স্থান থেকে দরে সরিয়ে দিচ্ছি। সেরূপ ধান্যগৃহ (অথবা ধান্যপূর্ণ শকট) ও বাসগৃহ থেকে তোমাদের দূর করে বিনাশ করব। ২ ॥ এ লোকের নিম্নে যে পাতাল লোক আছে, দানাদি নিখিল শ্রেয়ের বিঘ্নকারিণী পিশাচীগণ সেখানে যাক। নাশকারিণী নির্ঋতি সে পাতালে বাস করুক এবং প্রাণিগণের যাতনাদায়ক যাতুধানী নামক পিশাচীগণ সেখানে বাস করুক। ৩ ॥ ভূতপতি (প্রাণিগণের পালক) রুদ্র সর্বদা আক্রোশকারিণী পিশাচীদের আমাদের এ স্থান থেকে সরিয়ে দিক। আমাদের গৃহের অধোভাগে যে-সকল পিশাচী থাকে, ভূমির দারক ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা তাদের আক্রমণ করুক, যাতে তারা আর উপরে উঠতে না পারে। ৪ ॥ হে পিশাচীগণ, যদি তোমরা মাতা-পিতার শরীর থেকে আগত-কুষ্ঠ, অপস্মার, গ্রহণী প্রভৃতি রোগের কারণস্বরূপ হয়ে থাক, কিংবা শত্রুর দ্বারা প্রেরিত হয়ে থাক, অথবা উপক্ষয়কারী চোরাদির কাছ থেকে এসে থাক, তাহলে এ-স্থান থেকে নির্গত হয়ে বিনষ্ট হও। ৫ ॥ শীঘ্রগামী অশ্ব যেমন গন্তব্য স্থানে যায়, সেরূপ আমি এ পিশাচীদের নিবাসস্থানসকল সর্বতোভাবে অক্রমণ করেছি। হে পিশাচীগণ, তোমাদের সকল সংগ্রাম আমি জয় করেছি। তোমাদের সকল বাসস্থান আমাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে বলে তোমরা নিরাশ্রয় হয়ে বিনষ্ট হও। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। যে স্ত্রীর অপত্য মারা যায়, তার অপত্যনাশ পরিহারের জন্য তিনটি মণ্ডপে এক একটি জলপাত্রে সীসা রেখে এ সূক্তের মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে সে জলের দ্বারা সে স্ত্রীকে স্নান করাতে হবে, তারপর তাকে নিজগৃহে এনে শান্তিজলের দ্বারা অভিষিক্ত করে পুরোডাশ, কন্দুক, অলঙ্কার অভিমন্ত্রিত করে তাকে দিতে হবে। অথবা একটি মণ্ডপেই এ

সূক্তের দ্বারা ঔদুম্বর সমিধ স্থাপন করে পূর্বের মত শান্তিজল প্রভৃতির দ্বারা অভিষেক করতে হবে। যার গৃহে গবাদি পশু বন্ধ্যা হয়, সে গৃহ দৈবহত, সে দোষ নিবৃত্তির জন্য এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা যাগাদি করতে হয়।

পঞ্চম সূক্ত

যথা দ্যৌশ্চ পৃথিবী চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ। এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ ১ ॥ যথাহশ্চ রাত্রী চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ। এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ ২ ॥ যথা সূর্যশ্চ চন্দ্রশ্চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ। এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ ৩ ॥ যথা ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ। এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ ৪ ॥ যথা সত্যং চানৃতং চ ন বিভীতো ন রিষ্যতঃ। এবা মে প্রাণ মা বিভেঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ দেবাদির আশ্রয়রূপ দ্যুলোক ও মনুষ্যাদির আশ্রিত ভূলোক, দেব ও মনুষ্যের উপজীব্য বলে যেমন ভীত হয় না বা বিনষ্ট হয় না, সেরূপ হে আমার প্রাণ, শত্রু, গ্রহ ও রোগাদি হতে ভয় বা মরণাশঙ্কা করো না। (এ মন্ত্রসামর্থে দ্যাবাপৃথিবীর মত চিরকাল অবস্থানযুক্ত হও)। ১ ॥ যেরূপ দিন ও রাত কল্পান্তস্থায়ী বলে ভীত বা বিনষ্ট হয় না, সেরূপ হে প্রাণ, এ মন্ত্রসামর্থে তুমি ভয় বা মরণের আশঙ্কা করো না। ২ ॥ যেমন সূর্য ও চন্দ্র ভয় পায় না বা বিনষ্ট হয় না, সেরূপ হে আমার প্রাণ, এ মন্ত্রের সামর্থে শত্রু, গৃহ ও রোগাদি হতে তুমি ভীত হয়ো না বা মরণের আশঙ্কা করো না। ৩ ॥ যেমন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি (জাতিত্ব নিত্য বলে) ভয় পায় না বা বিনষ্ট হয়, সেরূপ হে প্রাণ, ঐ মন্ত্রের প্রভাবে তুমি শত্রু প্রভৃতি থেকে ভীত বা মরণশঙ্কা করো না। ৪ ॥ যেমন সত্য ও মিথ্যা ভাষণের (লোকব্যবহারের প্রবাহের মত নিত্য বলে অথবা তাদের অভিমানী দেবতার) ভয় বা বিনাশ নেই, সেরূপ হে প্রাণ, এ মন্ত্রের প্রভাবে তুমি ভয় বা মরণের আশঙ্কা করো না। ৫ ॥ ভূত (সত্ত্বা-প্রাপ্ত বস্তুসকল) ও ভবিষ্যৎ (উৎপত্তি লাভ করবে যে বস্তুগুলি) ভয় বা বিনাশ প্রাপ্ত হয় না (প্রবাহরূপে নিত্য বলে), সেরূপ হে প্রাণ, এ মন্ত্রের সামর্থে শত্রু, গ্রহ ও রোগাদি থেকে তুমি ভীত হয়ো না বা মরণের আশঙ্কা করো না। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। আয়ুষ্কাম ব্যক্তি থালায় পাক করা অন্ন শান্তিজলের দ্বারা প্রোক্ষণ করে এ মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে ভোজন করবে।

ষষ্ঠ সূক্ত

প্রাণাপানৌ মৃত্যোর্মা পাতং স্বাহা ॥ ১ ॥ দ্যাবাপৃথিবী উপশ্রুত্যা মা পাতং স্বাহা ॥ ২ ॥ সূর্য চক্ষুষা মা পাহি স্বাহা ॥ ৩ ॥ অগ্নে বৈশ্বানর বিশ্বৈর্মা দেবৈঃ পাহি স্বাহা ॥ ৪ ॥ বিশ্বম্ভর বিশ্বেন মা ভরসা পাহি স্বাহা ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ হে প্রাণ ও অপানের অভিমানী দেবতাদ্বয়, তোমরা আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা কর। তোমাদের উদ্দেশে 'স্বাহা' মন্ত্রে এ হবি আহুতি দিচ্ছি। (আমার প্রদত্ত হবি গ্রহণ করে তুষ্ট হয়ে তোমরা চিরকাল অবস্থান করলে আমি দীর্ঘায়ু লাভ করব—এ হচ্ছে প্রার্থনার অভিপ্রায়)। ১ ॥ হে দ্যাবাপৃথিবী, শব্দশ্রবণ শক্তি প্রদান করে আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর। তোমার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে হবি অর্পণ করছি। ২ ॥ হে চক্ষুর অভিমানী দেবতা সূর্য, তুমি রূপদর্শন শক্তির দ্বারা মৃত্যু থেকে আমাকে রক্ষা কর। তোমার উদ্দেশে স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৩ ॥ হে বৈশ্বানর অগ্নি, সকল দেবতার সাথে আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা

কর। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহূতি দিচ্ছি। ৪॥ হে বিশ্বম্ভর (সকল প্রাণীর ভেতর প্রবেশ করে ভোজন, পান ও পচনের দ্বারা যিনি পোষণ করেন, জঠরাগ্নি), সকল পোষণ শক্তির দ্বারা আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। ৫॥

টীকা: ১-৫। 'প্রাণাপানে, প্রভৃতি সূক্তের দ্বারা আয়ুস্কাম ব্যক্তি আজ্য, সমিৎ, পুরোডাশ, দুগ্ধ, অন্ন, পশু, ব্রীহি, যব, তিল, ধান, করম্ভ, ও শঙ্কল প্রভৃতি তেরটি দ্রব্যের দ্বারা হোম করবে। 'স্বাহা'—শব্দের ভাষ্যে বহু অর্থ দৃষ্ট হয়। কৌশিতকী শ্রুতিতে বলা হয়েছে—স্বাহা ও বষট্‌কারের দ্বারা দেবতাদের এবং স্বধা ও নমস্কারের দ্বারা পিতৃ-পুরুষের তর্পণ করতে হয়। যাস্কাচার্য নিরুক্তে বলেন—'স্বাহেত্যতৎ সু আহেতি বা স্বা বাগাহেতি বা সং প্রাহেতি বা স্বাহুতং হবি র্জুহোতীতি বা' (নিরুক্ত—৮।২০) 'বৈশ্বানর'—শব্দের বিবিধ অর্থ সায়ণভাষ্যে দৃষ্ট হয়। সকল নরের ঐহিক ও আমুষ্মিক সকল কর্মফল যিনি আনয়ন করেন, অথবা সকল লোকের দ্বারা যাগাদি কর্মফল সিদ্ধির জন্য যিনি নীত হন, অথবা সকল প্রাণীর ভেতর যিনি প্রবিষ্ট বিশ্বানর, প্রাণাখ্য বায়ু, তাঁর দ্বারা উৎপন্ন অগ্নি বৈশ্বানর। কিংবা সকল নর যার পোষ্য, সে বিশ্বানর—বিদ্যুৎ, অগ্নি ও আদিত্য, তাদের মধ্যে জায়মান এ পার্থিব অগ্নি।

সপ্তম সূক্ত

ওজোইস্যোজো মে দাঃ স্বাহা ॥ ১॥ সহোঽসি সহো মে দাঃ স্বাহা ॥ ২॥ বলমসি বলং মে দাঃ স্বাহা ॥ ৩॥ আয়ুরস্যায়ুর্মে দাঃ স্বাহা ॥ ৪॥ শ্রোত্রমসি শ্রোত্রং মে দাঃ স্বাহা ॥ ৫॥ চক্ষুরসি চক্ষুর্মে দাঃ স্বাহা ॥ ৬॥

অনুবাদ: হে অগ্নি, তুমি ওজ-রূপ (শরীরস্থিতির কারণ অষ্টম ধাতু), অতএব আমাকে ওজ দাও, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ১॥ হে অগ্নি, তুমি সহ-রূপ (শত্রুদের অভিভূত করতে সমর্থ তেজোরূপ), আমাকে সহ (তেজ) দাও, স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ২॥ হে অগ্নি, তুমি বলস্বরূপ, আমাকে বল দাও। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৩॥ হে অগ্নি, তুমি আয়ুরূপ (চিরকাল জীবন-রূপ), আমাকে আয়ু (শতায়ু) দাও। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৪॥ হে অগ্নি, তুমি শ্রোত্ররূপ, আমাকে শ্রোত্র (শ্রবণেন্দ্রিয় শক্তি) দাও। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৫॥ হে অগ্নি, তুমি চক্ষুরূপ, আমাকে চক্ষু (দর্শনেন্দ্রিয় শক্তি) দাও। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৬॥ হে অগ্নি, তুমি পরিপালক, আমাকে সকল দিক থেকে পালনশক্তি দাও। স্বাহা মন্ত্রে আহুতি দিচ্ছি। ৭॥

টীকা: ১-৭। 'ওজোইসি' ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা আয়ুস্কাম ব্যক্তি পূর্বোক্ত তেরটি দ্রব্যের দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দেবে। সূত্রে কোন দেবতাবিশেষের উল্লেখ না থাকায় আচার্য সায়ণ হোমাধাররূপ অগ্নি বা হূয়মান দ্রব্য সম্বোধ্য—এরূপ বলেছেন।

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ভ্রাতৃব্যক্ষয়ণমসি ভ্রাতৃব্যচাতনং মে দাঃ স্বাহা ॥ ১॥ সপত্নক্ষয়ণমসি সপত্নচাতনং মে দাঃ স্বাহা ॥ ২॥ অরায়ক্ষয়ণমস্যরায়চাতনং মে দাঃ স্বাহা ॥ ৩॥ পিশাচক্ষয়ণমসি পিশাচচাতনং মে দাঃ স্বাহা ॥ ৪॥ সদান্বাক্ষয়ণমসি সদান্বাচাতনং মে দাঃ স্বাহা ॥ ৫॥

অনুবাদ: হে অগ্নি, তুমি শত্রু-বিনাশক, অতএব আমাকে শত্রুনাশন শক্তি দাও। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। ১॥ হে অগ্নি, তুমি সপত্নদের (অনাত্মীয় শত্রুদের) বিনাশক, আমাকে তাদের বিনাশের শক্তি দাও। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। ২॥ হে অগ্নি, তুমি দানাদি শ্রেয়োবিঘ্নক রাঁদের বিনাশক, আমাকে তাদের বিনাশের শক্তি দাও। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। ৩॥ হে অগ্নি, তুমি মাংস-ভক্ষণকারী পিশাচদের বিনাশক, আমাকে তাদের বিনাশের শক্তি দাও। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। ৪॥ হে অগ্নি, সর্বদা আক্রোশকারিণী পিশাচীদের তুমি বিনাশক, আমাকে তাদের বিনাশের শক্তি দাও। স্বাহা মন্ত্রে তোমাকে আহুতি দিচ্ছি। ৫॥

টীকা: ১-চতুর্থ অনুবাকে ন-টি সূক্ত আছে, তার মধ্যে 'ভ্রাতৃব্যক্ষয়ণং' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা অভিচারকর্মে শর সমিধ আধান এবং কৃষ্ণব্রীহি, যব, তিলাদির আবপন করিতে হয়। 'ভ্রাতৃব্য' ও 'সপত্ন'—শব্দ এক শত্রুপর্যায় হলেও আত্মীয় ও অনাত্মীয়রূপে উভয়ের ভেদ বুঝতে হবে—সায়ণ। এ অনুবাকেও পূর্বের মত হোমাধার অগ্নি বা হোমদ্রব্য সম্বোধ্য।

দ্বিতীয় সূক্ত

অগ্নে যৎ তে তপস্তেন তং প্রতি তপ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ॥ ১॥ অগ্নে যৎ তে হরস্তেন তং প্রতি হর যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ২॥ অগ্নে যৎ তেঽর্চিস্তেন তং প্রত্যর্চ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৩॥ অগ্নে যৎ তে শোচিস্তেন তং প্রতি শোচ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৪॥ অগ্নে যৎ তে তেজস্তেন তমতেজসং কৃণু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৫॥

অনুবাদ: হে অগ্নি, তোমার যে সন্তাপন শক্তি আছে, তা দিয়ে সে শত্রুর প্রতি প্রজ্বলিত হও, যে শত্রু আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ১॥ হে অগ্নি, তোমার যে সংহরণ সামর্থ (বা ক্রোধ) আছে, তা দিয়ে সে শত্রুকে সংহার কর, যে শত্রু আমাদের দ্বেষ করে এবং আমরা যাকে বিদ্বেষ করি। ২॥ হে অগ্নি, তোমার যে দীপ্তি আছে, তা দিয়ে তাকে দগ্ধ করার জন্য দীপ্ত হও যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৩॥ হে অগ্নি, তোমার যে শোকজনন সামর্থ আছে, তা দিয়ে তাকে শোকযুক্ত কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৪॥ হে অগ্নি, পরকে অভিভব করার তোমার যে তেজ আছে, তা দিয়ে তাকে নিস্তেজ কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৫॥

টীকা: ১-৫। 'অগ্নে যৎ তে' ইত্যাদি পাঁচটি সূক্তের দ্বারা অভিচার কর্মে আজ্যের দ্বারা হোম করতে হয়। অভিচার ও প্রত্যাভিচার উভয়বিধ কর্মে এ মন্ত্রগুলির সামর্থ্য আছে। যদিও এ সূক্তগুলিতে যথাক্রমে তপ, হর, অর্চি, শোচি, তেজ—যাস্কাচার্য-জ্বলন অর্থে পাঠ করেছেন, তথাপি এখানে ধাত্বর্থ ভেদে পৃথক অর্থ বুঝতে হবে—সায়ণাচার্য।

তৃতীয় সূক্ত

বায়ো যৎ তে তপস্তেন তং প্রতি তপ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ॥ ১॥ বায়ো যৎ তে হরস্তেন তং প্রতি হর যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ২॥ বায়ো যৎ তেঽর্চিস্তেন তং প্রত্যর্চ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৩॥ বায়ো যৎ তে শোচিস্তেন তং প্রতি শোচ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৪॥ বায়ো যৎ তে তেজস্তেন তমতেজসং কৃণু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৫॥

অনুবাদ : হে বায়ু, তোমার যে সন্তাপক শক্তি আছে, তা দিয়ে তাকে তাপ দাও যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাদের বিদ্বেষ করি। ১ ॥ হে বায়ু, তোমার যে সংহারক শক্তি আছে, তা দিয়ে তাকে সংহার কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাদের দ্বেষ করি। ২ ॥ হে বায়ু, তোমার যে দীপ্তি আছে, তা দিয়ে তাকে শোকযুক্ত কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৪ ॥ হে বায়ু, তোমার যে পরকে পরাভব করার তেজ আছে, তা দিয়ে তাকে নিস্তেজ কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৫ ॥

টীকা : ৩য় সূক্ত থেকে ষষ্ঠ সূক্ত পর্যন্ত বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, আপ—এগুলির সম্বোধন করে 'অগ্নে যৎ'—এ সূক্তের মত ব্যাখ্যা। আপ-শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত বলে বহুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে।

চতুর্থ সূক্ত

সূর্য যৎ তে তপস্তেন তং প্রতি তপ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ১ ॥ সূর্য যৎ তে হরস্তেন তং প্রতি হর যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ২ ॥ সূর্য যৎ তেঽর্চিস্তেন তং প্রতার্চ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৩ ॥ সূর্য যৎ তে শোচিস্তেন তং প্রতি শোচ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৪ ॥ সূর্য যৎ তে তেজস্তেন তমতেজসং কৃণু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : হে সূর্য, তোমার যে সন্তাপক শক্তি আছে, তা দিয়ে সে শত্রুকে তাপ দাও যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ১ ॥ হে সূর্য, তোমার যে সংহারক শক্তি আছে, তা দিয়ে তাকে সংহার কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাদের দ্বেষ করি। ২ ॥ হে সূর্য, তোমার যে দীপ্তি আছে, তা দিয়ে দগ্ধ করার জন্য তাকে দীপ্ত কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৩ ॥ হে সূর্য, তোমার যে শোক দেবার সামর্থ আছে, তা দিয়ে তাকে শোকযুক্ত কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৪ ॥ হে সূর্য, তোমার যে অন্যকে পরাভূত করার তেজ আছে, তা দিয়ে তাকে নিস্তেজ করে দাও যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৫ ॥

পঞ্চম সূক্ত

চন্দ্র যৎ তে তপস্তেন তং প্রতি তপ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ১ ॥ চন্দ্র যৎ তে হরস্তেন তং প্রতি হর যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ২ ॥ চন্দ্র যৎ তেঽর্চিস্তেন তং প্রতার্চ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৩ ॥ চন্দ্র যৎ তে শোচিস্তেন তং প্রতি শোচ যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৪ ॥ চন্দ্র যৎ তে তেজস্তেন তমতেজসং কৃণু যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : হে চন্দ্র, তোমার যে সন্তাপক শক্তি আছে, তা দিয়ে সে শত্রুকে তাপ দাও যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ১ ॥ হে চন্দ্র, তোমার যে সংহারক শক্তি আছে, তা দিয়ে তাকে সংহার কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ২ ॥ হে চন্দ্র, তোমরা যে দীপ্তি আছে, তা দিয়ে দগ্ধ করার জন্য তাকে দীপ্ত কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৩ ॥ হে চন্দ্র, তোমার যে শোকজনন সামর্থ আছে, তা দিয়ে তাকে শোকযুক্ত কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৪ ॥ হে চন্দ্র, অন্যকে পরাভব করার তোমার তেজ আছে, তা দিয়ে নিস্তেজ কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৫ ॥

ষষ্ঠ সূক্ত

আপো যদ্ বস্তপস্তেন তং প্রতি তপত যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ১ ॥ আপো যদ্ বো হরস্তেন তং প্রতি হরত যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ২ ॥ আপো যদ বঃ বোঽর্চিস্তেন তং প্রতার্চত যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৩ ॥ আপো যদ্ বস্তেজস্তেন তমতেজসং কৃণুত যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ : হে জলসমূহ (জলাভিমানী দেবীগণ), তোমাদের যে সন্তাপকর শক্তি আছে, তা দিয়ে তাকে তাপ দাও যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ১ ॥ হে জলসমূহ, তোমাদের যে সংহারক শক্তি আছে, তা দিয়ে তাকে সংহার কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ২ ॥ হে জলসমূহ, তোমাদের যে দীপ্তি আছে, তা দিয়ে তাকে দগ্ধ করার জন্য দীপ্ত হও যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৩ ॥ হে জলসমূহ, তোমাদের যে শোক দেবার সামর্থ আছে, তা দিয়ে তাকে শোকযুক্ত কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৪ ॥ হে জলসমূহ, তোমাদের যে পরকে পরাভূত করার শক্তি আছে, তা দিয়ে তাকে নিস্তেজ কর যে আমাদের বিদ্বেষ করে এবং আমরা যাকে দ্বেষ করি। ৫ ॥

সপ্তম সূক্ত

শেরভক শেরভ পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনঃ। যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা স্বা মাংসান্যত্ত ॥ ১ ॥ শেবৃধক শেবৃধ পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনঃ। যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা মাংসান্যত্ত ॥ ২ ॥ ম্রোকানুম্রোক পুনর্বো যন্তু যা বঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনঃ। যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা। মাংসান্যত্ত ॥ ৩ ॥ সর্পানুসর্প পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনঃ। যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা মাংসান্যত্ত ॥ ৪ ॥ জূর্ণি পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনীঃ। যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা মাংসান্যত্ত ॥ ৫ ॥ উপব্দে পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনীঃ। যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা মাংসান্যত্ত ॥ ৬ ॥ অর্জুনি পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনীঃ। যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা মাংসান্যত্ত ॥ ৭ ॥ ভরূজি পুনর্বো যন্তু যাতবঃ পুনর্হেতিঃ কিমীদিনীঃ। যস্য স্থ তমত্ত যো বঃ প্রাহৈৎ তমত্ত স্বা স্বা মাংসান্যত্ত ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : হে শেরভ (যাতুধানাধিপতি), হে শেরভক (যাতুধানাধিপতির অমাত্য), তোমাদের প্রেরিত রাক্ষসরা আমাদের কাছ থেকে ফিরে যাক, সেরূপ তোমাদের হেতিনামক অস্ত্র প্রতিনিবৃত্ত হোক, তোমাদের অনুচরেরা আমাদের কাছ থেকে চলে যাক। হে শেরভাদি, তোমরা আমাদের বিরোধীদের কাছে থাক, তাদের ভক্ষণ কর। যে আমাদের কাছে তোমাদের পাঠিয়েছে, তাকে ভক্ষণ কর, সে শত্রুর মাংস খাও। ১ ॥ হে আশ্রিতজনের সুখদায়ক শেবৃধ ও শেবৃধক, তোমাদের প্রেরিত রাক্ষসগণ আমাদের কাছ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হোক। (অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ) ২ ॥ হে ধনাদি অপহরণ করে ছদ্মরূপে গমনকারী ম্রোক ও অনুম্রোক, তোমাদের প্রেরিত রাক্ষসরা আমাদের কাছ থেকে ফিরে যাক। (অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ) । ৩ ॥ হে সর্প ও অনুসর্প (কুটিলগমনকারী সর্পনামক যাতুধানাধিপতি ও তার অনুচর), তোমাদের প্রেরিত রাক্ষসগণ আমাদের কাছ থেকে প্রতিনিবৃত্ত হোক। (অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ) । ৪ ॥ হে জূর্ণি (প্রাণিশরীরের জীর্ণ-কারিণী রাক্ষসী), তোমাদের প্রেরিত রাক্ষসীগণ আমাদের কাছ থেকে ফিরে যাক। (অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ) । ৫ ॥ হে ক্রূরকর্মকারী (উপব্দে), তোমাদের প্রেরিত রাক্ষসগণ আমাদের কাছ

থেকে চলে যাক (অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ) ! ৬ ।। হে অর্জুনি, তোমাদের প্রেরিত রাক্ষসগণ আমাদের নিকট থেকে প্রতিনিবৃত্ত হোক। (অন্যান্য অর্থ পূর্ববৎ)। ৭ ।। হে ভরূচি (শরীর অপহরণ করে গমনকারী), তোমাদের প্রেরিত রাক্ষসরা আমাদের কাছ থেকে চলে যাক। (অন্যানা অর্থ পূর্ববৎ)। ৮ ।।

টীকা : ১-৮। সপ্তম সূক্তের মন্ত্রগুলি অলক্ষ্মী-বিনাশকর্মে প্রযুক্ত হয়। সমুদ্রমধ্যে শাপেটস্থ অগ্নির আহুতি দিয়ে চরু পাক করে এ মন্ত্রগুলির দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে ভক্ষণ করতে হয়। এরূপ অন্যান্য বিধান ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

অষ্টম সূক্ত

শং নো দেবী পৃশ্নিপর্ণ্যশং নির্ঋত্যা অকঃ। উগ্রা হি কণ্বজম্ভনী তামভক্ষি সহস্বতীম্ ॥ ১ ॥ সহমানেয়ং প্রথমা পৃশ্নিপর্ণ্যজায়ত। তয়াহং দুর্ণাম্নাং শিরো বৃশ্চামি শকুনেরিব ॥ ২ ॥ অরায়মসৃক্পাবানং যশ্চ স্ফাতিং জিহীর্ষতি। গর্ভাদং কণ্বং নাশয় পৃশ্নিপর্ণি সহস্ব চ ॥ ৩ ॥ গিরিমেনাঁ আ বেশয় কণ্বান্ জীবিতযোপনান্। তাংস্ত্বং দেবী পৃশ্নিপর্ণ্যগ্নিরিবানুদহন্নিহি ॥ ৪ ॥ পরাচ এনান্ প্র ণুদ কণ্বান্ জীবিতযোপনান্। তমাংসি যত্র গচ্ছন্তি তৎ ক্রব্যাদো অজীগমম্

অনুবাদ : দ্যোতমান পৃশ্নিপর্ণী ওষধি কুষ্ঠাদি রোগ দূর করে আমাদের সুখবিধান করুক। রোগের নিদানরূপ নির্ঋতি দুঃখ লাভ করুক। যেহেতু উগ্র, পাপনাশক, রোগ, দূর করতে সামর্থযুক্ত পৃশ্নিপর্ণীর অনুলেপনাদির দ্বারা আমি সেবা করেছি। ১ ।। রোগের অভিভবকারি এ পৃশ্নিপর্ণী ওষধির মধ্যে মুখ্যরূপে উৎপন্ন হয়েছে। এ পৃশ্নিপর্ণীর দ্বারা আমি পক্ষীর মস্তকের মত শ্বিত্রাদি কুষ্ঠরোগের মস্তক ছিন্ন করছি অর্থাৎ অনায়াসে যেমন পক্ষীর মস্তক ছিন্ন করা যায় সেরূপ পৃশ্নিপর্ণী লেপন মাত্র সমূলে কুষ্ঠরোগের উৎপাটন করছি। ২ ।। হে পৃশ্নিপর্ণী, যে কুষ্ঠাদিরোগ শরীরের শুদ্ধ রক্ত দূর করে, যে গ্রহণী প্রভৃতি রোগ শরীরের বৃদ্ধিনাশক, যে রোগের নিদানরূপ পাপ গর্ভের ভক্ষক, তাদের তুমি নাশ কর এবং গর্ভধ্বংসক শত্রুদের পরাভূত কর। ৩ ।। হে পৃশ্নিপর্ণী, প্রাণের বিমোহক কুষ্ঠাদি রোগের নিদানরূপ পাপদের সঞ্চাররহিত করে পর্বতে পাঠিয়ে দাও এবং দাবাগ্নি যেমন অরণ্যস্থ সর্পমৃগাদি দগ্ধ করে, সেরূপ পর্বতস্থিত সে পাপদের দগ্ধ করতে করতে এখানে এস। ৪ ।। হে পৃশ্নিপর্ণী, প্রাণবিমোহক এ পাপদের পরাঙ্মুখ করে পাঠিয়ে দাও। সূর্যোদয়ের পর সূর্যরশ্মির সঞ্চাররহিত যে প্রদেশে অন্ধকারগুলি প্রবেশ করে, সেরূপ নিঃসূর্য স্থানে কুষ্ঠাদি রোগদের তোমার লেপনের দ্বারা আমি পাঠিয়ে দেব। ৫ ।।

টীকা : ১-৫। শান্ত্যুদককর্মে 'শং নো দেবী পৃশ্নিপর্ণী' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। কুষ্ঠাদি রোগের ঔষধরূপে এ সূক্তের দ্বারা পৃশ্নিপর্ণীর পেষণ করে লেপন করতে হয়। 'পৃশ্নিপর্ণী' হচ্ছে চিত্রপর্ণী ওষধি-বিশেষ।

নবম সূক্ত

এহ যন্তু পশবো যে পরেয়ুর্বায়ুর্যেষাং সহচারং জুজোষ। ত্বষ্টা যেষাং রূপধেয়ানি বেদাস্মিন্ তান্ গোষ্ঠে সবিতা নি যচ্ছতু ॥ ১ ॥ ইমং গোষ্ঠং পশবঃ সং স্রবন্তু বৃহস্পতিরা নয়তু প্রজানন্। সিনীবালী নয়ত্বাগ্রমেষামাজগ্মুষো অনুমতে নি যচ্ছ ॥ ২ ॥ সং সং স্রবন্তু পশবঃ সমশ্বাঃ সমু পূরুষাঃ। সং ধান্যস্য যা স্ফাতিঃ সংস্রাব্যেণ হবিষা জুহোমি ॥ ৩ ॥ সং সিঞ্চামি গবাং ক্ষীরং সমাজ্যেন বলং রসম্। সংসিক্তা অস্মাকং বীরা ধ্রুবা গাবো ময়ি গোপতৌ ॥ ৪ ॥ আ হরামি গবাং ক্ষীরমাহার্ষং ধান্যং রসম্। আহৃতা অস্মাকং বীরা আ পত্নীরিদমস্তকম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : যে পশুরা পরাঙ্মুখ হয়ে চলে গিয়েছিল, তারা এ গোষ্ঠে ফিরে আসুক। বায়ু সহচররূপে যাদের রক্ষক, ত্বষ্টা দেব যে পশুদের গর্ভগত বৎসের আকৃতি বিধান করে, সকলের প্রেরক সবিতা দেব তাদের এ গোষ্ঠে স্থাপন করুক, যাতে তারা আর না যায়। ১ ।। গবাদি পশুরা আমাদের এ গোষ্ঠ প্রাপ্ত হোক, দেব বৃহস্পতি তাদের আনয়নপ্রকার জেনে গোষ্ঠে নিয়ে আসুক। সিনীবালী নামক দেবপত্নী এ পশুদের পূর্বভাগে আনুক। আগমনকারী পশুদের অনুগমনকারী হে দেবপত্নী অনুমতি, তুমি তাদের স্থাপন কর। ২ ।। গবাদি পশুগণ সম্যক্‌রূপে আসুক, অশ্ব ও পুরুষরা আসুক ; ব্রীহি যবাদি ধান্যের অভিবৃদ্ধি হোক, আমি বর্ধিত হবির দ্বারা যাগ করি। ৩ ।। গাভীর অভিনব দুগ্ধ আজ্যের দ্বারা সিক্ত করছি, আজ্যের সাথে বলকারক অন্ন ও জল যুক্ত করছি, আমাদের পুত্রগণ ঘৃতাদির দ্বারা দৃঢ়শরীর লাভ করুক এবং গাভীদের অধিপতি আমাতে গাভীগণ স্থির হোক। ৪ ।। গাভীর দুগ্ধ সংগ্রহ অর্থাৎ আমি গোসম্পত্তির দ্বারা বহুতর দুগ্ধ-সম্পন্ন হবো। সেরূপ ধান্য ও জল সংগ্রহ করছি, পুত্রাদি ও পত্নীযুক্ত হয়েছি, গো, ধান্য ও পুত্রাদির দ্বারা আমাদের গৃহ পূর্ণ হোক। ৫ ।।

টীকা : ১-৫। গাভীর পুষ্টিকামনায় বৎসের লালামিশ্রিত দুগ্ধ এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা জলপাত্র অভিমন্ত্রিত করে গাভীকে দিতে হবে। সেরূপ এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা জলপাত্র অভিমন্ত্রিত করে গোষ্ঠমধ্যে আনতে হবে ইত্যাদি বহু প্রক্রিয়া ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়। ৫-ম মন্ত্রে—'অস্তকং' শব্দের গৃহ অর্থ। 'অস্তং ইতি গৃহনাম, স্বার্থে কঃ'—ইতি সায়ণাচার্য।

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

নেচ্ছত্রুঃ প্রাশং জয়াতি সহমানাভিভূরসি। প্রাশং প্রতিপাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে ॥ ১ ॥ সুপর্ণস্ত্বান্ববিন্দৎ সূকরস্ত্বাখনন্নসা। প্রাশং প্রতিপাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে ॥ ২ ॥ ইন্দ্রো হ চক্রে ত্বা বাহাবসুরেভ্যস্তরীতবে। প্রাশং প্রতিপাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে ॥ ৩ ॥ পাটামিন্দ্রো ব্যাশ্নাদসুরেভ্যস্তরীতবে। প্রাশং প্রতিপাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে ॥ ৪ ॥ তয়াহং শত্রূন্‌ৎসাক্ষ ইন্দ্রঃ সালাবৃকাঁ ইব। প্রাশং প্রতিপাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে ॥ ৫ ॥ রুদ্র জলাষভেষজ নীলশিখণ্ড কর্মকৃৎ। প্রাশং প্রতিপাশো জহ্যরসান্ কৃণ্বোষধে ॥ ৬ ॥ তস্য প্রাশং ত্বং জহি যো ন ইন্দ্রাভিদাসতি। অধি নো ব্রূহি শক্তিভিঃ প্রাশি মামুত্তরং কৃধি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : হে ওষধি, প্রতিবাদী শত্রুবাদী আমাকে যেন জয় না করে। তুমি শত্রুর পরাভবকারী। অতএব প্রতিবাদী শত্রুদের পরাভব কর অর্থাৎ অতিশয় বীর্যযুক্ত তোমার সেবার দ্বারা আমাকে শত্রু যেন জয় না করে। প্রশ্নকর্তা বাদী আমার উদ্দেশে প্রতিকূল প্রশ্নকর্তা প্রতিবাদীদের পরাজিত কর। হে ওষধি, প্রতিবাদীদের কণ্ঠ শুষ্ক করে দাও যাতে কথা বলতে না পারে (অথবা তাদের অসঙ্গতপ্রলাপী কর)। ১ ।। বৈনতেয় সুপর্ণ (শোভন পক্ষ বিশিষ্ট গরুড়) বিষাদি অপহরণের জন্য অন্বেষণ করে তোমাকে পেয়েছিল। আদিবরাহ দাঁতের দ্বারা তোমাকে বিদীর্ণ করেছিল অর্থাৎ ভূমির অন্তরস্থিত তোমাকে লোকের উপকারের জন্য উপরে তুলেছিল। হে ওষধি, তুমি আমার প্রতিবাদীদের পরাজিত কর, তাদের কণ্ঠ শুষ্ক করে দাও। ২ ।। হে ওষধি, ত্রিলোকের অধিপতি ইন্দ্র অসুরদের বিনাশের জন্য দক্ষিণ বাহুতে তোমাকে ধারণ করেছিল, সেরূপ আমিও প্রতিবাদীদের জয়ের জন্য তোমাকে ধারণ করছি। হে ওষধি, তুমি আমার প্রতিবাদীদের

পরাজিত কর, তাদের কণ্ঠ নীরস কর। ৩।। অসুরদের হিংসার জন্য ইন্দ্র পাঠা-নামক ওষধি ভক্ষণ করেছিল। হে ওষধি, তুমি আমার প্রতিবাদীদের পরাজিত কর, তাদের অসঙ্গত প্রলাপী কর। ৪।। অসাধারণ প্রভাব-সম্পন্ন পাঠা-নামক ওষধির ধারণ ও ভক্ষণের দ্বারা আমি প্রতিবাদীদের নিরুত্তর করে দেব, ইন্দ্র যেমন অরণ্যাশ্ব-তুল্য অসুরদের পরাভূত করেছিল। হে ওষধি, তুমি আমার প্রতিবাদীদের পরাজিত কর, তাদের শুষ্ককণ্ঠ করে দাও। ৫।। হে রুদ্র, তোমার স্মরণে জলও ঔষধরূপে পরিণত হয়, তুমি নীলবর্ণ কপর্দযুক্ত নিত্যতরুণ, উপাসকদের দুষ্কর্ম-ছেদনকারী, তুমি আমার প্রতিবাদীদের পরাজিত কর, তাদের শুষ্ককণ্ঠ করে দাও। ৬।। হে ইন্দ্র, যে প্রতিবাদী আমাদের যুক্তি দ্বারা তিরস্কার করে, তার প্রতিকূল প্রশ্নরূপ বাক্য তুমি বিনাশ কর। তোমার শক্তির দ্বারা আমাদের গ্রহণীয় বাক্যযুক্ত কর এবং বাদী আমাকে প্রতিবাদী থেকে উৎকৃষ্টতর কর। ৭।।

টীকা : ১-৭। পঞ্চম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত আছে, তার মধ্যে প্রথম সূক্তের দ্বারা বিবাদজয়কর্মে পাঠা-নামক ওষধির মূল অভিমন্ত্রিত করে ভক্ষণ করে সভাস্থানে প্রবেশ করতে হয়। এরূপ পাঠা-নামক ওষধির মূল এ মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে ধারন করতে হয়। এ সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রিত সাতটি পত্রের দ্বারা বিরচিত পাঠা মালা মস্তকে ধারণ করতে হয়। এরূপ অপরাজিতা নামক মহাশান্তিকর্মে পাঠামূল মণিবন্ধনে এ-সূক্তের প্রয়োগ সম্বন্ধে ভাষ্যানুক্রমণিকায় বলা হয়েছে। ষষ্ঠ মন্ত্রে 'রুদ্র'—শব্দের সায়ণাচার্য বহু অর্থ করেছেন। 'জলাষভেষজ'—শব্দের অর্থ সুখকর ঔষধ যার অথবা সামান্য জলও যার স্মরণে ঔষধ হয়, সে রুদ্র। এখানে রুদ্রের বহু নাম দেখা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় সূক্ত

ত্বভ্যমেব জরিমন্ বর্ধতাময়ং মেমমন্যো মৃত্যবো হিংসিষুঃ শতং যে। মাতেব পুত্রং প্রমনা উপস্থে মিত্র এনং মিত্রিয়াৎ পাত্বংহসঃ ॥ ১॥ মিত্র এনং বরুণো বা রিশাদা জরামৃত্যুং কৃণুতাং সংবিদানৌ। তদগ্নির্হোতা বয়ুনানি বিদ্বান্ বিশ্বা দেবানাং জনিমা বিবক্তি ॥ ২॥ ত্বমীশিষে পশূনাং পার্থিবানাং যে জাতা উত বা যে জনিত্রাঃ। মেমং প্রাণো হাসীন্মো অপানো মেমং মিত্রা বধিষুর্মো অমিত্রাঃ ॥ ৩॥ দৌষ্টা পিতা পৃথিবী মাতা জরামৃত্যুং কৃণুতাং সংবিধানে। যথা জীবা অদিতেরুপস্থে প্রাণাপানাভ্যাং গুপিতঃ শতং হিমাঃ ॥ ৪॥ ইমমগ্ন আয়ুষে বর্চসে নয় প্রিয়ং রেতো বরুণ মিত্ররাজন্। মাতেবাস্মা অদিতে শর্ম যচ্ছ বিশ্বে দেবা জরদষ্টির্যথাসৎ ॥ ৫॥

অনুবাদ : হে স্তূয়মান অগ্নি, তোমার পরিচর্যার জন্য এ কুমার রোগাদিরহিত হয়ে বৃদ্ধি লাভ করুক। অপরিমিত রাক্ষস, পিশাচ, রোগাদি মৃত্যুতুল্য হিংসকেরা এ বালককে যেন হিংসা না করে। আনন্দিত চিত্ত মিত্রদেব মাতা যেমন পুত্রকে ক্রোড়ে করে, সেরূপ নিকট প্রদেশ থেকে বন্ধুজনের দ্রোহজনিত পাপ থেকে এ বালককে রক্ষা করুক। ১।। দিনের অভিমানী দেবতা মিত্র ও রাতের অভিমানী দেবতা বরুণ, হিংসকদের ভক্ষণকারী তারা দুজন একমত হয়ে এ বালকের জরামৃত্যু (অর্থাৎ বৃদ্ধবয়সে মৃত্যুকাল) প্রদান করুক। দেবগণের আহ্বানকারী, প্রজ্ঞানযুক্ত অগ্নিদেব দেবগণের সকল প্রাদুর্ভাবস্থান লাভ করে এ বালকের দীর্ঘ আয়ু বলুক অর্থাৎ অগ্নিপ্রমুখ সকল দেবতারা এ বালককে দীর্ঘায়ু করুক। ২।। হে অগ্নি, পৃথিবীতে উৎপন্ন জাত ও জনিষ্যমাণ সকল প্রাণিগণের তুমি অধিপতি; তোমার প্রসাদে প্রাণ ও অপান বায়ু যেন এ বালককে পরিত্যাগ না করে, সেরূপ মিত্র ও অমিত্র কেউ যেন এ কুমারকে হিংসা না করে। ৩।। হে মাণবক, পিতৃরূপ দ্যুলোক ও মাতৃরূপ ভূলোক একমত হয়ে তোমাকে দীর্ঘায়ু করুক। অখণ্ডিত পৃথিবীর (অদিতির)

ক্রোড়ে প্রাণ ও অপানের দ্বারা রক্ষিত হয়ে শত বছর তুমি জীবিত থাক। ৪।। হে অগ্নি, এ বালককে শতায়ু ও তেজ দাও। হে রাজা মিত্র ও বরুণ, এ বালককে প্রিয় (পুত্রাদি-জনন-সমর্থ) রেত দাও। হে দেবমাতা অদিতি, মায়ের মত এ বালককে সুখ দাও। হে বিশ্বদেবগণ, এ বালক যাতে জরাপর্যন্ত সকল ব্যাপারে সমর্থ হয়, সেরূপ দীর্ঘায়ু সম্পন্ন কর। ৫।।

টীকা : ১-৫। 'ত্বভ্যমেব জরিমন্' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা গোদান ও চৌলকর্মে মাতা-পিতা পরস্পর তিনবার পুত্রকে প্রত্যর্পণ করবে। সে কর্মে এ সূক্তের দ্বারা তিনটি ঘৃতপিণ্ড অভিমন্ত্রিত করে পুত্রকে ভক্ষণ করাতে হবে। ৫ম মন্ত্রে 'জরদষ্টিঃ' শব্দের অর্থ—জরা পর্যন্ত জীবনের ব্যাপ্তি যার, অথবা জীর্ণ হলেও সর্বব্যাপারে যার ব্যাপ্তি অর্থাৎ প্রসার আছে, সেরূপ দীর্ঘায়ু হও।

তৃতীয় সূক্ত

পার্থিবস্য রসে দেবা ভগস্য তন্বো বলে। আয়ুষ্যমস্মা অগ্নিঃ সূর্যো বর্চ আ ধাদ্ বৃহস্পতিঃ ॥ ১॥ আয়ুরস্মৈ ধেহি জাতবেদঃ প্রজাং ত্বষ্টরধিনিধেহ্যস্মৈ। রায়স্পোষং সবিতরা সুবাস্মৈ শতং জীবাত শরদস্তবায়ম্ ॥ ২॥ আশীর্ণ উর্জমুত সৌপ্রজাস্ত্বং দক্ষং ধত্তং দ্রবিণং সচেতসৌ। জয়ং ক্ষেত্রাণি সহসায়মিন্দ্র কৃণ্বানো অন্যানধরান্ত্‌সপত্নান্ ॥ ৩॥ ইন্দ্রেণ দত্তো বরুণেন শিষ্টো মরুদ্ভিরুগ্রঃ প্রহিতো ন আগন্। এষ বাং দ্যাবাপৃথিবী উপস্থে মা ক্ষুধন্মা তৃষৎ ॥ ৪॥ উর্জমস্মা উর্জস্বতী ধত্তং পয়ো অস্মৈ পয়স্বতী ধত্তম্। উর্জমস্মৈ দ্যাবাপৃথিবী অধাতাং বিশ্বে দেবা মরুত উর্জমাপঃ ॥ ৫॥ শিবাভিষ্টে হৃদয়ং তর্পয়াম্যনমীবো মোদিষীষ্ঠাঃ সুবর্চাঃ সবাসিনৌ পিবতাং মন্থমেতমশ্বিনো রূপং পরিধায় মায়াম্ ॥ ৬॥ ইন্দ্র এতাং সসৃজে বিদ্ধো অগ্র উর্জাং স্বধামজরাং সা ত এষা। তয়া ত্বং জীব শরদঃ সুবর্চা মা ত আ সুস্রোদ্ ভিষজস্তে অক্রন্ ॥ ৭॥

অনুবাদ : ইন্দ্রাদি দেবগণ এ পুরুষকে ভগদেবতার মত শারীরিক বলযুক্ত করুক (অথবা পার্থিব ব্রীহি যজ্ঞাদির সারাংশে ও বলে এ পুরুষকে যুক্ত করুক)। অগ্নি এ পুরুষের শত বছর পরমায়ু দিক, সকলের প্রেরক আদিত্য ও মন্ত্রের পালক বৃহস্পতিদেব এ পুরুষের শারীরিক কান্তি ও বেদাধ্যয়ন-জনিত তেজ প্রদান করুক। ১।। হে জাত প্রাণিগণের বেত্তা অগ্নি, এ পুরুষকে শত বছর আয়ু দাও। হে ত্বষ্টা, এ পুরুষে পুত্রপৌত্রাদি অধিক স্থাপন কর। হে সকলের প্রেরক সবিতা দেব, এ পুরুষের কাছে গবাদি ধনসমৃদ্ধি প্রেরণ কর। হে দেবগণ, তোমাদের অনুগ্রহে এ ব্যক্তি শত বছর জীবিত থাকুক। ২।। হে দ্যাবাপৃথিবী, আমাদের ধনধান্যাদি সম্পত্তি দাও (অথবা আমাদের ফলপ্রার্থনারূপ আশীর্বাদ সত্য হোক)। আমাদের অন্ন ও শোভন পুত্র-যুক্ত কর। তোমরা এক মত হয়ে বল ও ধন আমাদের দাও। হে ইন্দ্র, তোমার প্রসাদে এ পুরুষ বলের দ্বারা শত্রুজয় ও তাদের ক্ষেত্রাদি আত্মসাৎ করে অপর শত্রুদের পরাজিত করুক। ৩।। তৃষ্ণাগৃহীত পুরুষ ইন্দ্রের দ্বারা জীবন লাভ করে, অনিষ্টনিবারক বরুণের দ্বারা অনুজ্ঞাত হয়ে, মরুদগণের দ্বারা বলযুক্ত হয়ে প্রেরিত হয়েছে। হে দ্যাবাপৃথিবী, তোমাদের ক্রোড়ে বর্তমান এ পুরুষ ক্ষুধায় পীড়িত ও তৃষ্ণায় আর্ত যেন না হয়। ৪।। হে বলবতী দ্যাবাপৃথিবী, তোমরা এ তৃষ্ণারোগযুক্ত পুরুষকে বলকর অন্ন দাও। হে পয়স্বতী, তোমরা একে জল দাও। দ্যাবাপৃথিবী একে প্রার্থিত অন্ন (বা বল) দিয়েছে। বিশ্বদেবগণ, মরুদগণ ও জলদেবতারা একে বল দিয়েছে। ৫।। হে তৃষ্ণারোগগ্রস্ত পুরুষ, তোমার নীরস হৃদয় সুখকর জলে তর্পণ করছি। তুমি তৃষ্ণারোগরহিত ও শোভন তেজযুক্ত হয়ে আনন্দিত হও। এক বস্ত্র পরিধানকারী (অথবা এক স্থানে অবস্থানকারী ব্যাধিত ও অব্যাধিত) তোমরা দুজন দেব-চিকিৎসক অশ্বিনীদ্বয়ের মায়াময় রূপ ধারণ করে এ মন্থ পান কর। ৬।। পুরাকালে

ইন্দ্র বৃত্রাদি অসুরের দ্বারা তাড়িত হয়ে তৃষ্ণানিবৃত্তির জন্য এ বলকারক, অন্নের মত পুষ্টিকর, জরানিবর্তক মন্থ সৃষ্টি করেছিল। হে তৃষ্ণারোগগ্রস্ত পুরুষ; তোমাকে তা দেয়া হচ্ছে, এ মন্থ তোমার শরীর থেকে যেন প্রচ্যুত না হয় অর্থাৎ শরীরে থেকে তোমাকে বলযুক্ত করুক। আদি বৈদ্যগণ তোমার এ ঔষধ বিধান করেছেন। ৭ ॥

টীকা : ১-৭। 'পার্থিবস্য' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা তৃষ্ণারোগে আর্ত পুরুষের চিকিৎসা কর্মে সূর্যোদয় কালে সূক্তোক্ত-প্রকারে ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষকে বসিয়ে মথিত সক্তুদক অভিমন্ত্রিত করে পান করাতে হবে। এ সূক্তের মন্ত্র দ্বারা নদী প্রভৃতিতে জল অভিমন্ত্রিত করে তা নিয়ে 'সবাসিনৌ' (৬) এই অর্ধ ঋকের দ্বারা ব্যাধিত ও অব্যাধিত পুরুষকে একাসনে বসিয়ে একবস্ত্র পরিধান করিয়ে উভয়কে মন্থ পান করাতে হবে—ইত্যাদি প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ সূক্ত

যথেদং ভূম্যা অধি তৃণং বাতো মথায়তি। এবা মথ্নামি তে মনো যথা মাং কামিন্যসো যথা মন্নাপগা অসঃ ॥ ১ ॥ সং চেন্নয়াথো অশ্বিনা কামিনা সং চ বক্ষথঃ। সং বাং ভগাসো অগ্মত সং চিত্তানি সমু ব্রতা ॥ ২ ॥ যৎ সুপর্ণা বিবক্ষবো অনমীবা বিবক্ষবঃ। তত্র মে গচ্ছতাদ্ধবং শল্য ইব কুল্মলং যথা ॥ ৩ ॥ যদন্তরং তদ্ বাহ্যং যদ্ বাহ্যং তদন্তরম্। কন্যানাং বিশ্বরূপাণাং মনো গৃভায়ৌষধে ॥ ৪ ॥ এয়মগন্ পতিকামা জনিকামোহহমাগমম্। অশ্বঃ কনিক্রদদ্ যথা ভগেনাহং সহাগমম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : ভূমির উপর পরিদৃশ্যমান এ তৃণকে বায়ু (ঝড়রূপ) যেমন আলোড়িত করছে, হে স্ত্রী, সেরূপ আমি তোমার মনকে মথিত করছি, যাতে তুমি আমার প্রতি অভিলাষিণী হও, যাতে আমার কাছ থেকে অন্যত্র না যেতে পার। ১ ॥ হে অশ্বিনীদ্বয়, তোমরা আমার অভিলষিত স্ত্রীকে আমার কাছে এনে দাও ও আমার সাথে যুক্ত কর। তোমাদের ভাগ্য, জ্ঞান ও কর্মসকল আমার সাথে যুক্ত হোক। ২ ॥ শোভন পক্ষবিশিষ্ট পারাবতগুলি যে স্ত্রী-বিষয়ক বাক্য বলতে ইচ্ছা করে, নীরোগ দৃপ্ত কামী জন যা বলতে চায়, স্ত্রী-বিষয়ক আমার সে বাক্য শুনে স্ত্রী আমার বশীভূত হোক। ৩ ॥ অন্তরে মন যে অর্থ গ্রহণ করে, তা বাইরে বাক্যের বিষয়ীভূত হয় এবং বাইরে যা প্রকাশ পায়, তা অন্তরের বিষয় হয়। হে তৃণাদিরূপ ওষধি, তুমি অনবদ্য সম্পূর্ণাবয়ব কন্যাদের সেরূপ মন গ্রহণ কর অর্থাৎ তোমার অনুলেপনের দ্বারা তাকে আমার অনুরক্তচিত্ত কর। ৪ ॥ পতির অভিলাষ করে স্ত্রী আমার কাছে এসেছে, আমিও স্ত্রীর অভিলাষ করে তাকে লাভ করেছি। হ্রেষাশব্দকারী অশ্ব যেমন বড়বার সাথে মিলিত হয়, সেরূপ আমি স্ত্রীর সাথে মিলিত হবো। ৫ ॥

টীকা : ১-৫। এ সূক্তের মন্ত্রগুলি স্ত্রীবশীকরণ কর্মে বিনিযুক্ত হয়েছে। বৃক্ষের ত্বক্, শরখণ্ড, রাঞ্জনকুষ্ঠ-দ্রব্যাদি পেষণ করে ঘৃতের দ্বারা মিশ্র করে স্ত্রীর অঙ্গে লেপন করতে হবে—ইত্যাদি বিধান ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

পঞ্চম সূক্ত

ইন্দ্রস্য যা মহী দৃষৎ ক্রিমের্বিশ্বস্য তর্হণী। তয়া পিনষ্মি সং ক্রিমীন্ দৃষদা খল্বাঁ ইব ॥ ১ ॥ দৃষ্টমদৃষ্টমতৃহমথো কুরূরুমতৃহম্। অল্গণ্ডূন্ৎসর্বান্ছলুনান্ ক্রিমীন্ বচসা জম্ভয়ামসি ॥ ২ ॥ অল্গণ্ডূন্ হন্মি মহতা বধেন দূনা অদূনা অরসা অভূবন্। শিষ্টানশিষ্টান্ নি তিরামি বাচা যথা ক্রিমীণাং নকিরুচ্ছিষাতৈ ॥ ৩ ॥ অন্বান্ত্র্যং শীর্ষণ্যমথো পার্ষ্টেয়ং ক্রিমীন্। অবস্কবং ব্যধ্বরং ক্রিমীন্ বচসা জম্ভয়ামসি ॥ ৪ ॥ যে ক্রিময়ঃ পর্বতেষু বনেষ্বোষধীষু পশুষ্বপ্স্বন্তঃ। যে অস্মাকং তন্বমাবিবিশুঃ সর্বং তদ্ধন্মি জনিম ক্রিমীণাম্ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ : ইন্দ্রদেবের সকল ক্রিমির নাশক যে মহৎ শিলা আছে, তা দিয়ে শরীরান্তর্গত সকল ক্রিমি আমি চূর্ণ করছি, যেমন পেষণী দিয়ে চণক পেষণ করা হয়। ১ ॥ দৃষ্ট, অদৃষ্ট, সকল ক্রিমি বিনাশ করছি। শরীরের মধ্যস্থিত সকল ক্রিমিকুলকে নাশ করছি। সেরূপ অল্গণ্ডু, শলুন নামক অন্যান্য ক্রিমিদের এ মন্ত্রের দ্বারা নাশ করছি। ২ ॥ রক্ত ও মাংসের দূষক অল্গণ্ডু নামক ক্রিমিদের হননসাধক মহৎ মন্ত্র ও ওষধির দ্বারা বিনাশ করছি। আমার ওষধি প্রভৃতির দ্বারা যারা তপ্ত এবং যারা তপ্ত হয় নি, তারা সকলে শুষ্ক হোক। শিষ্ট ও অশিষ্ট (পূর্বে যারা হত হয় নি) সকল ক্রিমি এ মন্ত্রের দ্বারা বিনাশ করছি। ক্রিমিদের মধ্যে যারা শুষ্ক হতে চায় না, তাদের এ মন্ত্রের প্রভাবে বিনাশ করছি। ৩ ॥ অন্ত্রের মধ্যে জাত, মস্তকে জাত, শরীরের অবয়বে (পার্ষ্ণিতে) জাত, ভেতরে প্রবেশ করে স্থিত, নানা ছিদ্র তৈরী করে গমনকারী সকল ক্রিমিদের এ মন্ত্রে বিনাশ করছি। ৪ ॥ যে ক্রিমি পর্বতে, বনে, ওষধিতে, পশু ও জলে জাত, যারা আমাদের শরীরের মধ্যে ব্রণ বা অন্নপানাদি দ্বারা প্রবিষ্ট, সে সকল ক্রিমিদের উৎপত্তি আমি নাশ করছি। ৫ ॥

টীকা : ১-৫। 'ইন্দ্রস্য যা মহী' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা শরীরগত বিবিধ ক্রিমিরোগের শান্তির জন্য ঘৃতমিশ্রিত কৃষ্ণচণক (ছোলা) দ্বারা হোম করতে হয়। সেরূপ গাভীর লোম বেষ্টিত শরকাণ্ড অগ্নিতে তপ্ত করে ধারণ করতে হয়। এরূপ রাস্তার (চৌ-মাথার) ধূলি বাম হাতে নিয়ে ডান হাতে ঘষে দক্ষিণ মুখ হয়ে এ সূক্তগুলি জপ করে ব্যাধিগ্রস্তের উপর ছিটিয়ে দিতে হয়। সেরূপ এ সূক্তের মন্ত্রগুলি জপ করে রোগী দু-হাতে সে ধূলি মর্দন করবে—ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগবিধি দৃষ্ট হয়।

ষষ্ঠ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

উদ্যন্নাদিত্যঃ ক্রিমীন্ হন্তু নিম্রোচন্ হন্তু রশ্মিভিঃ। যে অন্তঃ ক্রিময়ো গবি ॥ ১ ॥ বিশ্বরূপং চতুরক্ষং ক্রিমিং সারঙ্গমর্জুনম্। শৃণাম্যস্য পৃষ্টীরপি বৃশ্চামি যচ্ছিরঃ অত্রিবদ্বঃ ক্রিময়ো হন্মি কণ্ববজ্জমদগ্নিবৎ। অগস্ত্যস্য ব্রহ্মণা সং পিনষ্ম্যহং ক্রিমীন্ ॥ ৩ ॥ হতো রাজা ক্রিমীণামুতৈষাং স্থপতির্হতঃ। হতো হতমাতা ক্রিমির্হতভ্রাতা হতস্বসা ॥ ৪ ॥ হতাসো অস্য বেশসো হতাসঃ পরিবেশসঃ। অথো যে ক্ষুল্লকা ইব সর্বে তে ক্রিময়ো হতাঃ ॥ ৫ ॥ প্র তে শৃণামি শৃঙ্গে যাভ্যাং বিতুদায়সি। ভিনদ্মি তে কুষুম্ভং যস্তে বিষধানঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : আদিত্য উদয় লাভ করে তার কিরণের দ্বারা ক্রিমিদের বিনাশ করুক এবং অস্তগমনকালে ব্যাপনশীল রশ্মির দ্বারা ক্রিমিদের বিনাশ করুক, যে ক্রিমিগুলি গাভীর শরীরের মধ্যে আছে। ১ ॥ নানা আকার বিশিষ্ট, চতুর্নেত্র, শবলবর্ণ, শুভ্রবর্ণ, এরূপ বহু আকারের ক্রিমি নাশ করছি; যে সকল ক্রিমি পার্শ্বের অবয়ব ও শরীরান্তর্গত মাংসাদির ভক্ষক, তাদের প্রধান অঙ্গ (মস্তক) এ মন্ত্রে ছিন্ন করছি। ২ ॥ হে ক্রিমিসকল, তোমাদের আমি অত্রি, কণ্ব ও জমদগ্নির মত মন্ত্রপ্রভাবে বিনাশ করছি। সেরূপ মহর্ষি অগস্ত্যের মন্ত্রের দ্বারা সকল ক্রিমির নাশ করছি। ৩ ॥ আমাদের প্রযুক্ত মন্ত্রৌষধির দ্বারা ক্রিমিদের রাজা, মন্ত্রী, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীর সাথে সকল ক্রিমি নষ্ট হয়েছে। ৪ ॥ এ ক্রিমিকুলের মুখ্য নিবাস স্থান নষ্ট হয়েছে সমীপবর্তী গৃহও নষ্ট হয়েছে। আর যারা ক্ষুদ্র বীজাবস্থা-প্রাপ্ত ও যারা সূক্ষ্ম দুর্লক্ষণীয় ক্রিমি আছে, সে সকল ক্রিমি (এ মন্ত্র-প্রভাবে) নষ্ট হয়েছে। ৫ ॥ হে ক্রিমি, তোমার শৃঙ্গ-দুটি ভগ্ন করছি, যা দিয়ে তুমি ব্যথা দাও। তোমার কুষুম্ভ (অবয়ব-বিশেষ) বিদীর্ণ করছি, যা তোমার বিষস্থান। ৬ ॥

টীকা ঃ ১-৬। বর্গ অনুসারে পাঁচটি সূক্ত। তার মধ্যে 'উদগাদিত্যা'—ইত্যাদি প্রথম সূক্তের দ্বারা গাভীর ক্রিমি-চিকিৎসা কর্মে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। এ মন্ত্র পাঠ করে ত্রি-সন্ধ্যা ক্রিমিযুক্ত স্থানে মুখ দর্ভের দ্বারা তাড়না করতে হয়। এ সূক্তের মন্ত্র সাতটি বৃক্ষ চূর্ণকের দ্বারা প্রলেপাদি করতে হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

[illegible]

অনুবাদ ঃ হে যক্ষ্মা-গৃহীত পুরুষ, তোমার চক্ষু-দুটি থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। এরূপ তোমার নাসিকা, কর্ণ, ওষ্ঠের অধোভাগ, মস্তক, মস্তিষ্ক ও জিহ্বাদেশ থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। ১ ॥ হে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি, তোমার গ্রীবাদেশ থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। এরূপ তোমার উর্দ্ধ নাড়ী থেকে, বক্ষের ধমনী থেকে, সাযুক্ত অস্থি থেকে, উভয় হস্ত, বাহু ও স্কন্ধভাগ থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। ২ ॥ হে রুগ্ন, তোমার হৃদয় পুণ্ডরীক থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। এরূপ তোমার ক্লোম ও হলীক্ষ (হৃদয় সমীপস্থ মাংসপিণ্ড) থেকে, উভয় পার্শ্ব ও তার নিকটবর্তী পিত্তাধার পাত্র থেকে, প্লীহা ও যকৃৎ থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। ৩ ॥ হে যক্ষ্মারোগগ্রস্ত ব্যক্তি, তোমার অন্ত্র ও গুহ্যদেশ থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। এরূপ তোমার স্থবির অন্ত্র, জঠর, কুক্ষিদ্বয়, প্লাশ (মলপাত্র) ও নাভিমণ্ডল থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। ৪ ॥ হে রোগার্ত, তোমার উরু, জানু, পায়ের তল ও অগ্রভাগ থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। এরূপ তোমার কটি, শ্রোণি ও কটির নিম্নভাগ থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। ৫ ॥ হে রোগার্ত, তোমার অস্থি, মজ্জা, স্নায়ু, ধমনি, পাণিদ্বয়, অঙ্গুলি ও নখগুলি থেকে যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। ৬ ॥ হে রুগ্ন, তোমার সকল ত্বক ও চক্ষুরাদি সকল অবয়ব থেকে মহর্ষি কশ্যপের বিবর্হ (পৃথক্-করণ) সূক্তের দ্বারা যক্ষ্মারোগ পৃথক করছি। (মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নামোল্লেখ দ্বারা এখন পর্যন্ত প্রযুজ্যমান মন্ত্রের অমোঘ শক্তি সূচিত হয়েছে)। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। 'অক্ষিভ্যাং' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা অক্ষি, নাসিকা, কর্ণ, শির, জিহ্বা, গ্রীবাদি সকল অবয়বে যক্ষ্মাদি রোগের চিকিৎসাকর্মে রোগার্ত পুরুষের সকল অঙ্গে অভিমন্ত্রিত জল নিক্ষেপ করার বিধি দেখা যায়। সকল রোগের চিকিৎসা-বিষয়ে এ মন্ত্রগুলি বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। সেরূপ অশ্বমেধাদি যজ্ঞে দীক্ষিত যজমানের চিকিৎসা-কর্মে এ সূক্তের বিনিয়োগ বৈতানসূত্রে দেখা যায়।

তৃতীয় সূক্ত

য ঈশে পশুপতিঃ পশুনাং চতুষ্পদামুত যো দ্বিপদাম্। নিষ্ক্রীতঃ স যজ্ঞিয়ং ভাগমেতু রায়স্পোষা যজমানং সচন্তাম্ ॥ ১ ॥ প্রমুঞ্চন্তো ভুবনস্য রেতো গাতুং ধত্ত যজমানায় দেবাঃ। উপাকৃতং শশমানং যদস্থাৎ প্রিয়ং [illegible] ॥ ২ ॥ [illegible] ॥ ৩ ॥ [illegible] ॥ ৪ ॥ [illegible] ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ যে পশুপতি রুদ্র গবাদি চতুষ্পদ পশুদের ও দ্বিপদ মনুষ্যাদির নিয়ামক, তার কাছ থেকে নিষ্ক্রীত এ বধ্যরূপ পশু যজ্ঞিয়ভাগ হোক, আর যজমানের পশুস্থিরত্বাদি সমৃদ্ধি হোক। ১ ॥ যাগের দ্বারা সকল প্রাণীর উৎপত্তির কারণরূপ এ হন্যমান পশুকে পরিত্যাগ করে গমনকারী হে চক্ষুরাদি দেবগণ, তোমরা এ যজমানের পুণ্যলোক গমনের পথ করে দাও। উপাকরণের দ্বারা সংস্কৃত, সে লোক থেকে গমনকারী এ পশুর যে মাংসরূপ অন্ন আছে, তা দেবতাদের প্রিয়। (অথবা, হে অশ্বাদি দেবগণ, সকল প্রাণীর পুষ্টিরূপ জল বর্ষণ করে গমনকারী তোমরা এ যজমানের পুণ্যলোকগমনের পথ করে দাও)। ২ ॥ সম্মুখের যে পশুগণ এ বধ্যমান পশুর জন্য অনুতপ্ত হয়ে স্নেহবশতঃ মন ও চক্ষু দ্বারা দেখছে, সে সকল পশুদের অগ্নিদেব প্রথমে স্নেহপাশ মুক্ত করুক এবং বিশ্বকর্মা ত্বষ্টা প্রজার সাথে শব্দে করে দানের জন্য একমত হোক। ৩ ॥ যে গ্রাম্য গবাদি পশুগণ বিবিধরূপ ও বহু হয়েও যজ্ঞে বধ্যমান পশুর প্রতি একস্বভাব প্রাপ্ত হয়েছে, বায়ু সে-সকল পশুদের প্রথমে স্নেহপাশ মুক্ত করুক এবং প্রজাপতি নিজ প্রজার সাথে দানের জন্য একমত হোক। ৪ ॥ এ যাগের উপযুক্ত তোমার মহিমা জেনে পূর্বে অন্তরিক্ষলোকে স্থিত দেবগণ, তোমার শরীর থেকে নিষ্ক্রান্ত আত্মাকে গ্রহণ করুক। তারপর তুমি দেবগণের দ্বারা পরিগৃহীত হয়ে অন্তরিক্ষে যাও এবং সেখানে দিব্য ভোগযোগ্য শরীরে প্রতিষ্ঠিত হও। পরে দেবযান পথে স্বর্গলোকে গমন কর। ৫ ॥

টীকা ঃ ১-৫। 'য ঈশে পশুপতিঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা সর্বলোকের আধিপত্য কামনায় ইন্দ্র ও অগ্নির যাগের বিনিয়োগ দেখা যায়। এ সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রিত অন্ন ব্রাহ্মণকে দান করতে হয়। পশুযাগে এ সূক্তের মন্ত্র দ্বারা যূপ থেকে বিমুক্ত পশুর অনুমন্ত্রণের বিধি বৈতান সূত্রে দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ সূক্ত

যে ভক্ষয়ন্তো ন বসূন্যানৃধুর্যানগ্নয়ো অন্বতপ্যন্ত ধিষ্ণ্যাঃ। যা তেষামবয়া দুরিষ্টিঃ স্বিষ্টিং নস্তাং কৃণবদ্ বিশ্বকর্মা ॥ ১ ॥ যজ্ঞপতিমৃষয় এনসাহুর্নির্ভক্তং প্রজা অনুতপ্যমানম্। মথব্যান্ত্‌স্তোকানপ যান্ ররাধ সং নষ্টেভিঃ সৃজতু বিশ্বকর্মা ॥ ২ ॥ অদান্যান্ত্‌সোমপান্ মন্যমানো যজ্ঞস্য বিদ্বান্ত্‌সময়ে ন ধীরঃ। যদেনশ্চকৃবান্ বদ্ধ এষ তং বিশ্বকর্মন্ প্র মুঞ্চা স্বস্তয়ে ॥ ৩ ॥ ঘোরা ঋষয়ো নমো অস্ত্বেভ্যশ্চক্ষুর্যদেষাং মনসশ্চ সত্যম্। বৃহস্পতয়ে মহিষ দ্যুমন্নমো বিশ্বকর্মন্ নমস্তে পাহ্যস্মান্ ॥ ৪ ॥ যজ্ঞস্য চক্ষুঃ প্রভৃতির্মুখং চ বাচা শ্রোত্রেণ মনসা জুহোমি। ইমং যজ্ঞং বিততং বিশ্বকর্মণা দেবা যন্তু সুমনস্যমানাঃ ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ঃ অযাগের জন্য ব্যয় করে আমরা সমৃদ্ধ হই নি, আহবনীয়াদি স্থানে স্থিত অগ্নি আমাদের উদ্দেশ্য করে অনুতপ্ত হয়েছে। যাগাদিতে দক্ষিণাদি না দিলে যাগবৈকল্যের ফলে ধনীদের জন্ম বৃথা, অতএব এরা শোচনীয়। এরূপ অযাগ ও দুষ্টযাগকারী আমাদের অনিষ্টি ও দুরিষ্টি দোষ পরিহারের জন্য বিশ্বকর্মা স্বিষ্টি (শোভন যাগ) করাক। ১ ॥ অতীন্দ্রিয় দ্রষ্টা ঋষিগণ সে যজমানকে পাপযুক্ত বলে অর্থাৎ দুর্ভাগ্যবশতঃ যার যাগবৈকল্যের ফলে প্রজাগণ অনুতপ্ত এবং তাদের সাথে যে অনুতপ্ত, সেরূপ যজমানকে পাপযুক্ত বলে। বিশ্বকর্মা প্রজাপতি মধুর রসের বিন্দুর দ্বারা আমাদের

যজ্ঞপতিকে যুক্ত করুক। ২॥ সংগ্রামে স্বভুজবলাভিমানী যোদ্ধা অপর প্রতিযোদ্ধাকে যেমন তিরস্কার করে, সেরূপ আমি যজ্ঞের স্বরূপ জানি—এরূপ বিদ্যামদে বিমোহিত হয়ে অন্য সোমযাগকারী পণ্ডিতকে দানের অযোগ্যমনে করে যে পাপ করেছি, হে বিশ্বকর্মা, সে পাপ থেকে আমাকে মুক্ত কর। ৩॥ ক্রূর প্রাণগুলির উদ্দেশ্যে নমস্কার; প্রাণ, মন অন্তঃকরণের মধ্যে যথার্থদর্শী যে চক্ষু, তার উদ্দেশ্যে নমস্কার। দেবপতি বৃহস্পতির উদ্দেশ্যে মহৎ শোভন ও দীপ্তিযুক্ত নমস্কার। হে বিশ্বকর্মা, তোমার উদ্দেশে নমস্কার, ক্রূর চক্ষুরাদির দোষ পরিহার করে আমাদের রক্ষা কর। ৪॥ যজ্ঞের চক্ষুরূপ আদিভূত মুখের মত মুখ্য অগ্নিকে শ্রোত্রাদি যুক্ত অন্তঃকরণের দ্বারা যাগ করছি; বিশ্বকর্মার দ্বারা বিস্তৃত এ অনুষ্ঠীয়মান যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণ শোভন মন নিয়ে (অনুগ্রহ বুদ্ধিতে) আসুক। ৫॥

টীকা : ১-৫। 'যে ভক্ষয়ন্তঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা বহুজনের মধ্যে ভোজনকারী ব্যক্তি দৃষ্টিদোষ নিবারণের জন্য অন্ন অভিমন্ত্রিত্য করে ভোজন করবে। সেরূপ সর্বলোকের আধিপত্য কামনা করে এ সূক্তের দ্বারা ইন্দ্র ও অগ্নির যাগ বা অন্নদান, করতে হয়। চতুর্থ সূক্তে 'ঋষয়ঃ'—শব্দে যেখানে আচার্য সায়ণ 'চক্ষুরাদি প্রাণ' অর্থ করেছেন, ''ঋষয়ঃ প্রাণাশ্চক্ষুরাদ্যাঃ''। ঋষি শব্দের দ্বারা সামান্য ভাবে চক্ষুরাদি গৃহীত হলেও প্রাধান্য দ্যোতনা করার জন্য চক্ষু-শব্দের পৃথক গ্রহণ করা হয়েছে।

পঞ্চম সূক্ত

আ নো অগ্নে সুমতিং সম্ভলো গমেদিমাং কুমারীং সহ নো ভগেন। জুষ্টা বরেষু সমনেষু বল্গুরোষং পত্যা সৌভগমস্ত্বস্যৈ ॥ ১ ॥ সোমজুষ্টং ব্রহ্মজুষ্টমর্যম্ণা সংভৃতং ভগম্। ধাতুর্দেবস্য সত্যেন কৃণোমি পতিবেদনম্ ॥ ২ ॥ ইয়মগ্নে নারী পতিং বিদেষ্ট সোমো হি রাজা সুভগাং কৃণোতি। সুবানা পুত্রান্ মহিষী ভবাতি গত্বা পতিং সুভগা বি রাজতু ॥ ৩ ॥ যথাখরো মঘবংশ্চারুরেষ প্রিয়ো মৃগাণাং সুষদা বভূব। এবা ভগস্য জুষ্টেয়মস্তু নারী সংপ্রিয়া পত্যাবিরাধয়ন্তী ॥ ৪ ॥ ভগস্য নাবমা রোহ পূর্ণামনুপদস্বতীম্। তয়োপপ্রতারয় যো বরঃ প্রতিকাম্যঃ ॥ ৫ ॥ আ ক্রন্দয় ধনপতে বরমামনসং কৃণু। সর্বং প্রদক্ষিণং কৃণু যো বরঃ প্রতিকাম্যঃ ॥ ৬ ॥ ইদং হিরণ্যং গুল্গুল্বয়মৌক্ষো অথো ভগঃ। এতে পতিভ্যস্ত্বামদুঃ প্রতিকামায় বেত্তবে ॥ ৭ ॥ আ তে নয়তু সবিতা নয়তু পতির্যঃ প্রতিকাম্যঃ। ত্বমস্যৈ ধেহ্যোষধে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : হে অগ্নি, সম্ভাষক কন্যার্থী পুরুষ শোভন বুদ্ধি নিয়ে কন্যাপক্ষের (আমাদের) কাছে আসুক (অথবা পূর্বে কন্যাকে অপছন্দ করেছে যে পুরুষ, সে এখন কন্যার কামনাযুক্ত কল্যাণী বুদ্ধি নিয়ে কন্যা বরণ করতে আমাদের কাছে আসুক)। কন্যা বরণ করতে আগত বরপক্ষীয়ের এ কন্যা রুচিরা ও প্রীতিজননী হোক। পতির সাথে নিবাসের সৌভাগ্য এ কন্যা লাভ করুক। ১॥ সোমদেব, গন্ধর্ব ও অগ্নিদেবের দ্বারা স্বীকৃত এ কন্যা ধাতৃ-দেবের অনুজ্ঞানুসারে মনুষ্যপতি লাভ করুক। (সোমদেব, গন্ধর্ব ও অগ্নির ভোগের পর কন্যার মনুষ্যপতি লাভ শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়)। ২॥ হে অগ্নি, আমাদের এ কুমারী (কন্যা) পতি লাভ করুক, যেহেতু রাজা সোম একে সৌভাগ্যযুক্ত করেছে। পতি লাভের পর এ কন্যা পুত্র উৎপন্ন করে শ্রেষ্ঠ (মহিষী) ভার্যা হোক। এভাবে পতি লাভ করে সৌভাগ্যযুক্ত হয়ে এ কন্যা বিরাজ করুক। ৩॥ ভোগ্যপদার্থযুক্ত শোভন নিজবাস-প্রদেশ যেমন সুখে অবস্থান-যোগ্য হয়, সেরূপ এ নারী পতির সাথে সম্যক্ প্রীতিকর পুত্র ও অশ্বাদির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে সৌভাগ্যবতী হোক। ৪॥ ভাগের প্রাপ্তিসাধক, অভিমতফলের পরিপূরক ক্ষয়রহিত এ নৌকায় হে কন্যা, তুমি ওঠ। এর দ্বারা যে পতি তুমি প্রতিনিয়ত কামনা কর, তার নিকট নিজেকে নিয়ে যাও। ৫॥ হে ধনপতি (বৈশ্রবণ), বরকে এ কন্যার

অভিমুখে ডাক, তাকে এর অভিমুখ-মনস্ক কর। বিবাহের অনুকূল ব্যাপার-রূপ সকল প্রাণীর প্রদক্ষিণ আচার কর। যে বর অভিলষিত, তার উদ্দেশে সকলকে প্রদক্ষিণ কর। ৬॥ এ সোনার অলঙ্কার, গুগ্‌গুল, ঔক্ষ (প্রলেপন দ্রব্য) ও এদের অধিষ্ঠাতা ভগ-নামক দেবতা এ-সকলের ধারণ, ধূপন ও অনুলেপনের দ্বারা, হে কুমারি, তোমাকে সোম, গন্ধর্ব ও অগ্নির কাছ থেকে প্রতিনিয়ত তোমার কামনাকারী মানুষ পতিকে লাভ করার জন্য প্রদান করুক। ৭॥ হে কন্যা, তোমার উদ্দেশে সকলের প্রেরক সবিতা দেব বর এনে দিক। সে পতিও তোমাকে বিবাহ করে নিজ গৃহে নিয়ে যাক। হে ওষধি, তুমিও এ কুমারীর জন্য পতি দাও। ৮॥

টীকা : ১-৮। 'আ নো অগ্নে'—ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা পতি লাভ কর্মে কুমারীর অলঙ্কার, গুগ্‌গুল, ঔক্ষ (প্রলেপন দ্রব্যবিশেষ) সম্পাদিত করে ক্রমে বন্ধন, ধূপন ও প্রলেপন করতে হবে। এ সূক্তের দ্বারা সম্পাতিত নৌকায় কুমারীকে উঠায়ে 'ভগস্য নাবং' (৫) মন্ত্রের দ্বারা পার করাতে হবে। সেরূপ পতিলাভ-বিজ্ঞান কর্মে সপ্তরজ্জুর দ্বারা সপ্ত বৎস বেঁধে কুমারীর দ্বারা খোলাতে হবে, সে কুমারী যদি প্রদক্ষিণ ক্রমে খোলে, তবে পতিলাভ হবে—ইত্যাদি প্রয়োগবিধি ভাষ্যে দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় কান্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

অগ্নির্নঃ শত্রূন প্রত্যেতু বিদ্বান্ প্রতিদহন্নভিশস্তিমরাতিম্। স সেনাং মোহয়তু পরেষাং নির্হস্তাংশ্চ কৃণবজ্জাতবেদাঃ ॥ ১ ॥ যূয়মুগ্রা মরুত ঈদৃশে স্থাভি প্রেত মৃণত সহধ্বম্। অমীমৃণন্ বসবো নাথিতা ইমে অগ্নির্হ্যেষাং দূতঃ প্রত্যেতু বিদ্বান্ ॥ ২ ॥ অমিত্রসেনাং মঘবন্নস্মান্ শত্রূয়তীমভি। যুবং তানিন্দ্র বৃত্রহন্নগ্নিশ্চ দহতং প্রতি। ৩ ॥ প্রসূত ইন্দ্র প্রবতা হরিভ্যাং প্র তে বজ্রঃ প্রমৃণন্নেতু শত্রূন্। জহি প্রতীচো অনূচঃ পরাচো বিষ্বক্সত্যং কৃণুহি চিত্তমেষাম্ ॥ ৪ ॥ ইন্দ্র সেনাং মোহয়ামিত্রাণাম্। অগ্নের্বাতস্য ধ্রাজ্যা তান্ বিষূচো বি নাশয় ॥ ৫ ॥ ইন্দ্রঃ সেনাং মোহয়তু মরুতো ঘ্নন্ত্বোজসা। চক্ষূংষ্যগ্নিরা দত্তাং পুনরেতু পরাজিতা ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : অগ্নি জয়ের উপায় জেনে আমাদের শত্রুর প্রতি গমন করুক। আমাদের শ্রেয়োবিঘাতক শত্রুর পত্যঙ্গ ভস্মসাৎ করে তাদের প্রতি যাক। সে অগ্নি অধিপতির সাথে বর্তমান চতুরঙ্গবলযুক্ত শত্রুসেনাকে বিমোহিত করুক। জাতপ্রাণীদের বেত্তা সর্বজ্ঞ এ অগ্নি শত্রুদের হস্ত অস্ত্রগ্রহণে অসমর্থ করে দিক। ১ ॥ হে উগ্র মরুদ্গণ, এ সংগ্রামে তোমরা আমাদের সহায়ক হয়ে আমাদের সন্নিহিত হও, তারপর শত্রুর প্রহারের জন্য যাও ও হিংসক যুধ্যমান শত্রুদের অভিভূত কর। এ বসুগণ (তন্নামক গণদেবতাগণ) আমাদের দ্বারা প্রার্থিত হয়ে শত্রুদের আঘাত করুক। এ জেনে এ বসুদের দূতের মত প্রধান অগ্নি শত্রুদের প্রতি এগিয়ে যাক। ২॥ হে মঘবান (ধনযুক্ত) ইন্দ্র, তোমার পরিচর্যাকারী নিরপরাধ আমাদের প্রতি শত্রুর মত আচরণকারী শত্রুসেনার দিকে গমন কর। হে বৃত্রাসুর-বিনাশক ইন্দ্র, তুমি ও অগ্নি, তোমরা দুজনে সে শত্রুসেনা দগ্ধ কর। ৩ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার রথ অপ্রতিবন্ধক হয়ে হরি নামক অশ্বদ্বয়ে যুক্ত হয়ে সুন্দরভাবে শত্রুসেনার প্রতি যাক। তোমার বজ্র আমাদের হিংসাকারী শত্রুর প্রতি যাক। সামনে ও পেছন থেকে আগমনকারী এবং পরাঙ্মুখ গমনকারী শত্রুদের তুমি বিনাশ কর। আর এ শত্রুদের ব্যবস্থিত চিত্তকে সকল দিকে অব্যবস্থিত (কার্যাকার্যরূপ জ্ঞানশূন্য) করে দাও। ৪ ॥ হে ইন্দ্র, তোমার নিজ-মায়ায় শত্রুসেনা বিমোহিত কর। তারপর অগ্নি ও বায়ুর গতিতে শত্রুসেনাদের চারদিকে সরায়ে দিয়ে তাদের বিনাশ কর। ৫ ॥ দেবগণের অধিপতি ইন্দ্র শত্রুসেনাদের মোহিত করুক, তার মিত্র-স্থানীয় মরুদ্গণ বলপূর্বক তাদের আঘাত করুক এবং অগ্নিদেব শত্রুদের চক্ষু অপহরণ করুক। এরূপে পরাজিত হয়ে তারা ফিরে যাক। ৬ ॥

টীকা : ১-৬। তৃতীয় কান্ডে ছ-টি অনুবাক, তার মধ্যে প্রথম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত। 'অগ্নির্নঃ শত্রূন' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা শত্রুসেনা বিমোহিত করতে ফলীকরণ বা কর্ণিকিকা মিশ্রিত অথবা ওদনপিন্ডের দ্বারা সাংগ্রামিক অগ্নিতে হোম করতে হবে। এ কর্মে একবিংশতি শর্করা কুলায় করে শত্রুসেনার প্রতি উড়িয়ে দিতে হবে। তারপর অশ্ব-নামক দেবতার উদ্দেশে এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা চরু হোম করতে হবে। প্রথম সূক্তে আচার্য সায়ণ 'অগ্নি' শব্দের নিরুক্ত প্রভৃতি থেকে বহু অর্থ করেছেন। যে গমন করে, যে সব কিছু

ব্যেপে থাকে সে অগ্নি। অগ্নি অগ্রণী, সকল দেবতার প্রধানভূত। দেবাসুর সংগ্রামে দেবসেনার অগ্রে নেয়ার জন্য অগ্নিকে অগ্রণী বলা হয়। অগ্নি দেবগণের সেনানী। যজ্ঞকর্মে প্রথম নেয়া হয় জন্য অগ্নি নাম। শত্রুসেনার অঙ্গ দাহের দ্বারা ভস্মসাৎ করে জন্য অগ্নি নাম। স্বসম্বন্ধ পদার্থকে যে অনার্দ্র করে, সে অগ্নি। আহবনীয়াদি স্থানে প্রজ্বলিত হয়ে দেবতাদের প্রতি হবি নিয়ে যাওয়ার জন্য অগ্নি নাম। হবি প্রাপ্তিমাত্র তা দগ্ধ করে দেবতাদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য অগ্নি নাম। 'এতেঃ অক্তে দহতে র্বা নয়তেশ্চ যথাক্রমং অকারদীংস্ত্রীন্ বর্ণান্ উদ্ধৃত্য অগ্নিঃ শব্দো বুৎপাদ্যঃ'।

দ্বিতীয় সূক্ত

অগ্নির্নো দূতঃ প্রত্যেতু বিদ্বান্ প্রতিদহন্নভিশস্তিমরাতিম্। স চিত্তানি মোহয়তু পরেষাং নির্হস্তাংশ্চ কৃণবজ্জাতবেদাঃ ॥ ১ ॥ অয়মগ্নিরমূমুহদ্ যানি চিত্তানি বো হৃদি। বি ধমত্বোকসঃ প্র বো ধমতু সর্বতঃ ॥ ২ ॥ ইন্দ্র চিত্তানি মোহয়ন্নর্বাঙাকূত্যা চর। অগ্নের্বাতস্য ধ্রাজ্যা তান্ বিষূচো বি নাশয় ॥ ৩ ॥ ব্যাকূতয় এষামিতাথো চিত্তানি মুহ্যত। অথো যদদ্যৈষাং হৃদি তদেষাং পরি নির্জহি ॥ ৪ ॥ অমীষাং চিত্তানি প্রতিমোহয়ন্তী গৃহাণাঙ্গান্যপ্বে পরেহি। অভি প্রেহি নির্দহ হৃৎসু শোকৈর্গ্রাহ্যামিত্রাংস্তমসা বিধ্য শত্রূন্ ॥ ৫ ॥ অসৌ যা সেনা মরুতঃ পরেষামস্মানৈত্যভ্যোজসা স্পর্ধমানা। তাং বিধ্যত তমসাপব্রতেন যথৈষামন্যো অন্যং ন জানাৎ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : অঙ্গনাদিগুণযুক্ত, দেবগণের দূতরূপ, অগ্রগামী, বিদ্বান অগ্নি আমাদের হিংসক শত্রুদের প্রতি যাক এবং আমাদের মঙ্গলবিঘাতক শত্রুদের দগ্ধ করুক। সে অগ্নি শত্রুর চিত্ত বিমোহিত করুক। জাতবেদা অগ্নি শত্রুদের হস্ত ব্যাপারশূন্য (অস্ত্রধারণে অসমর্থ) করে দিক। ১ ॥ হে শত্রুগণ, তোমাদের হৃদয়ে আমাদের আক্রমণ বিষয়ে যে জ্ঞান আছে, তা হূয়মান অগ্নি মোহিত করুক, তারপর তোমাদের নিজ নিজ নিবাস স্থান থেকে নিঃসারিত করুক এবং সব দিক দিয়ে তোমাদের স্থানচ্যুত করুক। ২॥ হে ইন্দ্র, শত্রুদের মন মোহিত করে তাদের সংহারবুদ্ধি নিয়ে শত্রুসেনার অভিমুখী হও। অগ্নি ও বায়ুর গতিতে তাদের চারদিক বিচ্ছিন্ন করে বিনাশ কর। ৩ ॥ হে দেবগণ, তোমরা এ শত্রুদের বিবিধ আকুতির উৎপাদক হয়ে তাদের কাছে যাও এবং তাদের চিত্ত মোহিত কর। হে ইন্দ্র, যুদ্ধে প্রবৃত্ত শত্রুদের হৃদয়ে এখন যা চিকীর্ষিত আছে, সেগুলি সর্বতোভাবে বিনাশ কর। ৪ ॥ হে অপ্বে (সুখ ও প্রাণ অপহরণকারী পাপ দেবতা), আমাদের শত্রুদের মন মোহিত করে তাদের অঙ্গ গ্রহণ কর। এ উপযুক্ত কালে আমাদের কাছ থেকে পরাঙ্মুখী হয়ে শত্রুর দিকে গিয়ে তাদের শরীরে প্রবেশ কর এবং হৃদয়ে থেকে রোগ ভয়াদির দ্বারা তাদের দগ্ধ কর। তারপর তমোরূপ পিশাচীর দ্বারা শত্রুদের তাড়না কর। ৫ ॥ হে মরুদ্গণ, ঐ পরিদৃশ্যমান শত্রুদের যে সেনা, যারা নিজেদের বলাতিশয্যে স্পর্ধাযুক্ত হয়ে যুদ্ধ করার জন্য আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে, তাদের তুমি সকল কর্ম-নাশক মায়াময় অন্ধকারের দ্বারা তাড়না কর (আচ্ছন্ন কর), যাতে একে অপরকে না জানতে পারে। (তারা পরস্পরের বার্তা অনভিজ্ঞ, তাদের তুমি বিনাশ কর)। ৬ ॥

টীকা : ১-৬। শত্রুসেনার মোহন-কর্মে পূর্ব সূক্তের মত এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ষষ্ঠ সূক্তে 'অপব্রতেন তমসা'—পদে সায়ণ বলেন, "ব্রতং ইতি কর্মনাম্। অপগতকর্মণা সর্বব্যাপারবিঘাতকেন তমসা ভবদ্ভিঃ প্রেরিতেন মায়াময়েন অন্ধকারেণ" —অর্থাৎ ব্রত শব্দের অর্থ কর্ম, সকল ব্যাপার-বিঘাতক তোমাদের প্রেরিত মায়াময় অন্ধকারের দ্বারা।

তৃতীয় সূক্ত

অচিক্রদৎ স্বপা ইহ ভুবদগ্নে ব্যচস্ব রোদসী উরূচী। যুঞ্জন্তু ত্বা মরুতো বিশ্ববেদস আমুং নয় নমসা রাতহব্যম্ ॥ ১ ॥ দূরে চিৎ সন্তমরুষাস ইন্দ্রমা চ্যাবয়ন্তু সখ্যায় বিপ্রম্। যদ্ গায়ত্রীং বৃহতীমর্কমস্মৈ সৌত্রামণ্যা দধৃষন্ত দেবাঃ ॥ ২ ॥ অদ্ভ্যস্ত্বা রাজা বরুণো হ্বয়তু সোমস্ত্বা হ্বয়তু পর্বতেভ্যঃ। ইন্দ্রস্ত্বা হ্বয়তু বিড্ভ্য আভ্যঃ শ্যেনো ভূত্বা বিশ আ পতেমাঃ ॥ ৩ ॥ শ্যেনো হব্যং নয়ত্বা পরস্মাদন্যক্ষেত্রে অপরুদ্ধং চরন্তম্। অশ্বিনা পন্থাং কৃণুতাং সুগং ত ইমং সজাতা অভিসংবিশধ্বম্ ॥ ৪ ॥ হ্বয়ন্তু ত্বা প্রতিজনাঃ প্রতি মিত্রা অবৃষত। ইন্দ্রাগ্নী বিশ্বে দেবাস্তে বিশি ক্ষেমমদীধরন্ ॥ ৫ ॥ যস্তে হবং বিবদৎ সজাতো যশ্চ নিষ্ট্যঃ। অপাঞ্চমিন্দ্র তং কৃত্বাথেমমিহাব গময় ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : হে অগ্নি, স্বরাষ্ট্র থেকে প্রচ্যুত রাজা আবার নিজ-রাজ্যে প্রবেশের জন্য তোমার আহ্বান করছে। সে রাজা তোমার অনুগ্রহে স্বরাষ্ট্রে নিজ প্রজাদের পালক হোক। তাদের রক্ষার জন্য তুমি ব্যাপনশীল দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত হও। হে অগ্নি, সকল বিষয়ে জ্ঞানযুক্ত মরুদ্গণ তোমাকে লাভ করুক অর্থাৎ তোমার সহায়ক হোক। নমস্কারের সাথে হবি-প্রদানকারী সে রাজাকে আবার নিজ-রাষ্ট্র পাইয়ে দাও। ১ ॥ দীপ্যমান ঋত্বিক্গণ দূরে (স্বর্গে) অবস্থানকারী মেধাবী ইন্দ্রকে এ রাজার সাহায্যের জন্য আনুক। যেহেতু দেবগণ এ ইন্দ্রের উদ্দেশে গায়ত্রীর বৃহতী ছন্দে অর্চনসাধনভূত মন্ত্রাত্মক শস্ত্র সৌত্রামণির সাথে ধারণ করেছিল অর্থাৎ গায়ত্রী প্রভৃতির দ্বারা ইন্দ্রকে অতিশয় বীর্যবান (সামর্থ্যযুক্ত) করেছিল। ২ ॥ হে রাজ্যভ্রষ্ট রাজা, রাজা বরুণ তোমাকে জলের কাছ থেকে ডাকুক, সোম পর্বত থেকে তোমাকে ডাকুক এবং ইন্দ্র, যে প্রজাদের সাথে এখন তুমি বাস করছ, সে প্রজাদের কাছ থেকে তোমাকে আবার স্বরাজ্যে প্রবেশের জন্য ডাকুক (রাজ্যভ্রষ্ট রাজার সম্ভাব্য তিনটি নিবাসস্থান—সমুদ্রমধ্য, পর্বত বা অন্য কোন দেশ, বরুণ প্রভৃতি সে সকল নিজ নিজ স্থান থেকে তোমাকে আবার রাজ্য লাভের জন্য ডাকুক)। সে দেবতাদের দ্বারা আহূত হয়ে তুমি তোমার পূর্বপালিত প্রজাদের কাছে শ্যেন পক্ষীর মত দ্রুত ও অন্যের অনাধৃষ্ট হয়ে আস। ৩ ॥ দ্যুলোকস্থ দেবতা (শ্যেন) শত্রুর দ্বারা নিরুদ্ধ হয়ে পররাষ্ট্রে বিচরণকারী এ রাজাকে নিজরাজ্যে নিয়ে আসুক। হে রাজা, অশ্বিনীদ্বয় তোমার আগমন পথ শত্রুশূন্য করে সুগম করুক। হে সজাতি বান্ধবগণ, তোমরা স্বরাষ্ট্রে প্রবিষ্ট এ রাজার চারদিকে উপবেশন করে সেবা কর। ৪ ॥ হে রাজা, প্রতিজন তোমাকে সব সময় সেবা করুক এবং প্রতিকূল মিত্রেরা বিরোধ পরিত্যাগ করে তোমাকে বরণ করুক। ইন্দ্র, অগ্নি ও বিশ্বদেবগণ তোমাকে প্রজাগণের রক্ষক করুক। ৫ ॥ হে রাজা, তোমার স্বরাষ্ট্রে প্রবেশ-বিষয়ক আহ্বান যে সমবল ও হীনবল সজাতি মেনে নেয় না, হে ইন্দ্র, তুমি সেরূপ উভয়বিধ শত্রুকে বহিষ্কৃত করে এ রাজ্যের এ প্রকৃত রাজা বলে ঘোষণা কর। ৬ ॥

টীকা : ১-৬। 'অচিক্রদৎ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা শত্রুর দ্বারা রাজ্যভ্রষ্ট রাজা আবার স্বরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য শত্রুসেনার আকার পুরোডাশ জলে দর্ভ বিস্তার করে তার উপর নিক্ষেপ করবে। তারপর তা ডোবানোর জন্য লোষ্ট্র স্থাপন করবে। সেরূপ এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা নিজ রাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য ক্ষীরৌদন অভিমন্ত্রিত করে রাজাকে খাওয়াতে হবে।

চতুর্থ সূক্ত

আ ত্বা গন্ রাষ্ট্রং সহ বর্চসোদিহি প্রাঙ্ বিশাং পতিরেকরাট্ ত্বং বি রাজ। সর্বাস্ত্বা রাজন্ প্রদিশো হ্বয়ন্তূপসদ্যো নমস্যো ভবেহ ॥ ১ ॥ ত্বাং বিশো বৃণতাং রাজ্যায় ত্বামিমাঃ প্রদিশঃ পঞ্চ দেবীঃ। বর্ষ্মন্ রাষ্ট্রস্য ককুদি শ্রয়স্ব ততো

ন উগ্রো বি ভজা বসূনি ॥ ২ ॥ অচ্ছ ত্বা যন্তু হবিনঃ সজাতা অগ্নির্দূতো অজিরঃ সং চরাতৈ। জায়াঃ পুত্রাঃ সুমনসো ভবন্তু বহুং বলিং প্রতি পশ্যাসা উগ্রঃ ॥ ৩ ॥ অশ্বিনা ত্বাগ্রে মিত্রাবরুণোভা বিশ্বে দেবা মরুতস্ত্বা হ্বয়ন্তু। অধা মনো বসুদেয়ায় কৃণুষ্ব ততো ন উগ্রো বি ভজা বসূনি ॥ ৪ ॥ আ প্র দ্রব পরমস্যাঃ পরাবতঃ শিবে তে দ্যাবাপৃথিবী উভে স্তাম্। তদয়ং রাজা বরুণস্তথাহ স ত্বায়মহ্বৎ স উপেদমেহি ॥ ৫ ॥ ইন্দ্রেন্দ্র মনুষ্যাঃ পরেহি সং হ্যজ্ঞাস্থা বরুণৈঃ সংবিদানঃ। স ত্বায়মহ্বৎ স্বে সধস্থে স দেবান্ যক্ষৎ স উ কল্পয়াদ্ বিশঃ ॥ ৬ ॥ পথ্যা রেবতীর্বহুধা বিরূপাঃ সর্বাঃ সংগত্য বরীয়স্তে অক্রন্। তাস্ত্বা সর্বাঃ সংবিদানা হ্বয়ন্তু দশমীমুগ্রঃ সুমনা বশেহ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : হে রাজা, শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত নিজ রাজ্যে আবার এসে স্ববলে উদিত হও। তারপর পূর্ব প্রজাদের পালক হয়ে একচ্ছত্র রাজা রূপে বিরাজ কর। হে রাজা, পূর্বাদি সকল দিক (সেখানকার অভিমানী দেবতারা অথবা লোকেরা) তোমাকে প্রভু বলে মেনে নিক। তুমি তোমার এ স্বরাজ্যে সকলের সেব্য ও নমস্য হও। ১ ॥ হে রাজা, প্রজাগণ রাজকর্মে তোমার সেবা করুক। এ পরিদৃশ্যমান পূর্বাদি (ঊর্ধ্বসহ) পঞ্চ দিকের অভিমানী দেবতা তোমাকে বরণ করুক। তারপর রাষ্ট্রে শরীরে ককুদের মত উন্নত স্থানে (অথবা সিংহাসনে) উপবেশন করে শত্রুর দ্বারা অনভিভূত হয়ে সেবক আমাদের যথাযোগ্য ধন দাও। ২ ॥ হে রাজা, সকল রাজারা তোমার আজ্ঞার বশবর্তী হোক। তোমার প্রেরিত দূত অগ্নির মত অপ্রধৃষ্য হয়ে বিচরণ করুক। তোমার পত্নী-পুত্রাদি সকল বান্ধব রাজ্যপ্রাপ্তিতে শোভনচিত্ত হোক। তুমি বলশালী হয়ে তোমার সামনে আগত অধিক উপায়ন (অথবা কর) দেখ। ৩ ॥ হে রাজা, প্রথমে অশ্বিনীদ্বয় ও উভয় মিত্রাবরুণ তোমাকে আহ্বান করুক, তারপর বিশ্বদেবগণ ও মরুদ্গণ তোমাকে রাজ্যে প্রবেশ করাক। তোমার মন প্রার্থীদের ধন প্রদান করুক, তারপর শত্রুর অনভিভূত বলযুক্ত হয়ে সেবক আমাদের যথাযোগ্য ধন দাও। ৪ ॥ হে দূরদেশস্থিত রাজা, অত্যন্ত দূরদেশ থেকে স্বরাষ্ট্রাভিমুখে শীঘ্র এস। স্বরাষ্ট্রে প্রবেশকারী তোমার দ্যাবাপৃথিবী মঙ্গলকারী হোক। তোমার আগমন বিষয়ে রাজা বরুণ পূর্বের মত আহ্বান করছে। তুমি বরুণের দ্বারা আহূত হয়ে স্বরাষ্ট্রে এসে উপস্থিত হও। ৫ ॥ হে পরমৈশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্র, তুমি বরুণের সাথে একমত হয়ে মানুষ আমাদের কাছে এস। হে রাজা, বরুণের সাথে একমত হয়ে সে ইন্দ্র তোমাকে আহ্বান করছে, তুমি স্বরাষ্ট্রে প্রবেশ কর। স্বরাজ্যে এসে সে রাজা ইন্দ্রাদি দেবগণের যাগ করুক এবং প্রজাদের নিজ নিজ ব্যাপারে নিযুক্ত করুক। ৬ ॥ পথের হিতকারিণী রেবতী নামক জলদেবীগণ বহুপ্রকারে বিবিধ আকারে মিলিত হয়ে হে রাজা, তোমার মঙ্গল করুক। তারা একমত হয়ে তোমাকে স্বরাষ্ট্রে প্রবেশের জন্য আহ্বান করুক। তাদের দ্বারা আহূত হয়ে সবল ও সন্তুষ্টচিত্তে জরা পর্যন্ত নিজ নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর। ৭ ॥

টীকা : ১-৭। 'আ ত্বা গন্' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা প্রবেশ কর্মে পূর্বে সূক্তের মত কর্মগুলি করতে হবে।

পঞ্চম সূক্ত

আয়মগন্ পর্ণমণির্বলী বলেন প্রমৃণন্ সপত্নান্। ওজো দেবানাং পয় ওষধীনাং বর্চসা মা জিন্বত্বপ্রযাবন্ ॥ ১ ॥ ময়ি ক্ষত্রং পর্ণমণে ময়ি ধারয়তাদ্ রয়িম্। অহং রাষ্ট্রস্যাভীবর্গে নিজো ভূয়াসমুত্তমঃ ॥ ২ ॥ যং নিদধুর্বনস্পতৌ গুহ্যং দেবাঃ প্রিয়ং মণিম্। তমস্মভ্যং সহায়ুষা দেবা দদতু ভর্তবে ॥ ৩ ॥ সোমস্য পর্ণঃ সহ উগ্রমাগন্নিন্দ্রেণ দত্তো বরুণেন শিষ্টঃ। তং প্রিয়াসং বহু রোচমানো দীর্ঘায়ুত্বায় শতশারদায় ॥ ৪ ॥ আ মারুক্ষৎ পর্ণমণির্মহ্যা অরিষ্টতাতয়ে। যথাহমুত্তরোহসান্যর্যম্ণ উত সংবিদঃ ॥ ৫ ॥ যে ধীবানো রথকারাঃ কর্মারা যে মনীষিণঃ। উপস্তীন্ পর্ণ মহ্যং ত্বং সর্বান্ কৃণ্বভিতো জনান্ ॥ ৬ ॥ যে রাজানো রাজকৃতঃ সূতা গ্রামণ্যশ্চ যে। উপস্তীন্ পর্ণ মহ্যং ত্বং সর্বান্ কৃণ্বভিতো জনান্ ॥ ৭ ॥ পর্ণোহসি তনূপানঃ সয়োনির্বীরো বীরেণ ময়া। সংবৎসরস্য তেজসা তেন বধ্নামি ত্বা মণে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : সম্পদের জন্য আমাদের দ্বারা ধৃত অতি বলবান্ অভিমত ফলদানে সমর্থ এ পর্ণমণি (পলাশবৃক্ষ) নিজ সামর্থে শত্রুদের হিংসা করতে করতে আসুক। ইন্দ্রাদি দেবগণের বলরূপ, ওষধি সকলের সারভূত, সর্বদা ধার্যমাণ হে মণি, আমাকে তেজের দ্বারা প্রীত কর (অর্থাৎ আমাকে তেজস্বী কর)। ১ ॥ হে পলাশ-নির্মিত মণি, তোমার ধারণে আমি স্ববাহুবলে সকল রাষ্ট্র ধারক আমাতে বল ও ধন স্থাপন কর। তোমার ধারণে আমি স্ববাহুবলে সকল রাষ্ট্র বশীভূত করে সর্বশ্রেষ্ঠ হবো। ২ ॥ ইন্দ্রাদি দেবগণ অভীষ্ট ফলপ্রদ, প্রিয়, অতি গোপনীয় যে মণি পলাশ বৃক্ষে (বনস্পতিতে) নিহিত করেছিল, ভরণের জন্য আয়ুর সাথে সেরূপ মণি আমাদের প্রদান করুক। ৩ ॥ দ্যুলোকস্থ সোমলতার আহরণ সময়ে ভূমিতে পতিত পর্ণ থেকে উদ্ভূত, পরাভিভবনে সক্ষম, বলযুক্ত মণি আমার কাছে আসুক। ইন্দ্রদেবের দ্বারা প্রদত্ত ও বরুণের অনুজ্ঞাত বহুরূপে রোচমান সে পর্ণমণি শত বছর দীর্ঘায়ু লাভের জন্য আমি ধারণ করব। ৪ ॥ এ পর্ণমণি মহৎ অরিষ্টনাশের জন্য চিরকাল আমাতে থাক, যাতে (মণির ধারক) আমি শত্রুদের পরাভবকর অধিক বল ও ধনযুক্ত হয়ে উৎকৃষ্টতর হতে পারি। ৫ ॥ যারা ধীবর, রথকার (রথ নির্মাতা), কর্মকার ও মনীষী—তাদের সকলকে হে পর্ণমণি, সেবার জন্য আমার কাছে রাখ। ৬ ॥ অন্য দেশের যারা রাজা, মন্ত্রী, সূত গ্রামণী—তাদের সকলকে হে পর্ণমণি,সেবার জন্য আমার কাছে, রাখ। ৭ ॥ হে মণি, তুমি অমৃতময় সোমপর্ণের বিকাররূপ বলে শরীরের রক্ষক। বীর তুমি, বীর্যবত্তার কারণে আমার সমানজন্মা, অতএব সংবৎসরাদি কালের নির্বাহক আদিত্যের তেজোযুক্ত তোমাকে (তোমার তেজ-লাভের জন্য) ধারণ করছি। ৮ ॥

টীকা : ১-৮। 'আয়মগন্ পর্ণমণিঃ'—ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা তেজ, বল, আয়ু ও ধনাদি পুষ্টির জন্য পলাশ বৃক্ষ নির্মিত মণি বাসিত করে অভিমন্ত্রিত করে ধারণ করতে হবে। সেরূপ মহাশান্তি কর্মে পলাশমণি বন্ধনেও এ সূক্তের প্রয়োগবিধি দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

পুমান্ পুংসঃ পরিজাতোঽশ্বত্থঃ খদিরাদধি। স হন্তু শত্রূন্ মামকান্ যানহং দ্বেষ্মি যে চ মাম্ ॥ ১ ॥ তানশ্বত্থ নিঃ শৃণীহি শত্রূন্ বৈবাধদোধতঃ। ইন্দ্রেণ বৃত্রঘ্না মেদী মিত্রেণ বরুণেন চ ॥ ২ ॥ যথাশ্বত্থ নিরভনোঽন্তর্মহত্যর্ণবে। এবা তান্ত্সর্বান্নির্ভঙ্গ্ধি যানহং দ্বেষ্মি যে চ মাম্ ॥ ৩ ॥ যঃ সহমানশ্চরসি সাসহান ইব ঋষভঃ। তেনাশ্বত্থ ত্বয়া বয়ং সপত্নান্ত্সহিষীমহি ॥ ৪ ॥ সিনাত্বেনান্ নির্ঋতির্মৃত্যোঃ পাশৈরমোক্যৈঃ। অশ্বত্থ শত্রূন্ মামকান্ যানহং দ্বেষ্মি যে চ মাম্ ॥ ৫ ॥ যথাশ্বত্থ বানস্পত্যানারোহন্ কৃণুষেঽধরান্। এবা মে শত্রোর্মূর্ধানং বিষ্বগ্ভিন্দ্ধি সহস্ব চ ॥ ৬ ॥ তেঽধরাঞ্চঃ প্র প্লবন্তাং ছিন্না নৌরিব বন্ধনাৎ। ন বৈবাধপ্রণুত্তানাং পুনরস্তি নিবর্তনম্ ॥ ৭ ॥ প্রৈণান্ নুদে মনসা প্র চিত্তেনোত ব্রহ্মণা। প্রৈণান্ বৃক্ষস্য শাখয়াশ্বত্থস্য নুদামহে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : খদিরোৎপন্ন অশ্বত্থ মণিরূপে ধার্যমাণ হয়ে আমাদের সে শত্রুদের বিনাশ করুক, আমি যাদের দ্বেষ করি এবং আমাকে যে শত্রুরা বিদ্বেষ করে। ১ ॥ হে খদিরোৎপন্ন অশ্বত্থের বিকার মণি, কম্পমান বিবিধ শত্রুদের নিঃশেষে বিনাশ কর। বৃত্রহন্তা ইন্দ্র, মিত্র ও বরুণ এ মণিতে শত্রুহননসামর্থ দিয়েছে। ২ ॥ হে অশ্বত্থ, বিস্তীর্ণ অন্তরিক্ষে

খদির-বৃক্ষের ভেদ করে যেমন উৎপন্ন হয়েছে, সেরূপ উভয়বিধ শত্রু নিঃশেষে বিদীর্ণ কর, আমি যাদের দ্বেষ করি এবং যারা আমাকে বিদ্বেষ করে ৩ ॥ নিজ দর্পে সজাতীয় অন্যদের অভিভবকারী ঋষভের মত শত্রুদের পরাভব করে অশ্বত্থ বর্তমান। হে অশ্বত্থ, তোমার বিকারভূত মণি ধারণ করে আমরা শত্রু নাশ করব। ৪ ॥ পাপদেবতা নির্ঋতি অমোচনকারী মৃত্যুপাশে (প্রাণহননকারী রজ্জুর দ্বারা) এ শত্রুদের বন্ধন করুক। হে অশ্বত্থ, আমাদের শত্রুদের নাশ কর, যাদের আমি দ্বেষ করি এবং যারা আমাকে দ্বেষ করে। ৫ ॥ হে অশ্বত্থ, যেমন বৃক্ষে উঠে তাদের নীচ করেছ, সেরূপ আমাদের শত্রুদের মস্তক ছিন্ন কর ও তাদের বিনাশ কর। ৬ ॥ তীরবৃক্ষাদি থেকে রজ্জুবন্ধন-ছিন্ন নৌকা যেমন তীর না পেয়ে নদীপ্রবাহে নিম্নগামী হয়, সেরূপ পূর্বোক্ত দ্বিবিধ শত্রু অধোমুখে গমন করে নদীপ্রবাহের উপর ভেসে যাক, কখন যেন পার না পায়। খদিরোৎপন্ন অশ্বত্থের দ্বারা নিম্নমুখে প্রেরিত শত্রুদের পুনরাগমন হয় না। ৭ ॥ এ শত্রুদের মনের দ্বারা (শত্রুনিরসন বিষয়ক জ্ঞানযুক্ত অন্তঃকরণের দ্বারা) স্থান থেকে উচ্চাটন করছি। মন্ত্রার্থচিন্তনরূপ মনোবৃত্তির দ্বারা, মন্ত্রের এবং শত্রুচ্ছেদনসমর্থ অশ্বত্থবৃক্ষের অভিমন্ত্রিত শাখার দ্বারা শত্রুদের আমরা উচ্ছেদ করছি। ৮ ॥

টীকা : ১-৮। দ্বিতীয় অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'তত্র পুমান্ পুংস' ইত্যাদি প্রথম সূক্তের দ্বারা অভিচার কর্মে খদিরাশ্বত্থ মণি অভিমন্ত্রিত করে বন্ধন করতে হয়। এ সূক্তের দ্বারা পাশা অভিমন্ত্রিত করে শত্রুর মর্মস্থলে নিক্ষেপ করতে হয়। সেরূপ অভিমন্ত্রিত পাশা নদীপ্রবাহে নিক্ষেপ করতে হয় ইত্যাদি বিবিধ পক্রিয়া ভাষ্যানুক্রমে দৃষ্ট হয়। 'অশ্বত্থ'—বৃক্ষ সম্বন্ধে বলা হয়েছে অগ্নি অশ্বরূপ ধরে সংবৎসরকাল এ বৃক্ষে ছিল জন্য এর অশ্বত্থ নাম। অতএব অগ্নির সম্বন্ধে অশ্বত্থের শত্রুহনন-সামর্থ আছে।

দ্বিতীয় সূক্ত

হরিণস্য রঘুষ্যদোঽধি শীর্ষণি ভেষজম্। স ক্ষেত্রিয়ং বিষাণয়া বিষূচীনমনীনশৎ ॥ ১ ॥ অনু ত্বা হরিণো বৃষা পদ্ভিশ্চতুর্ভিরক্রমীৎ। বিষাণে বি ষ্য গুষ্পিতং যদস্য ক্ষেত্রিয়ং হৃদি ॥ ২ ॥ অদো যদবরোচতে চতুষ্পক্ষমিব চ্ছদিঃ। তেনা তে সর্বং ক্ষেত্রিয়মঙ্গেভ্যো নাশয়ামসি ॥ ৩ ॥ অমূ যে দিবি সুভগে বিচৃতৌ নাম তারকে। বি ক্ষেত্রিয়স্য মুঞ্চতামধমং পাশমুত্তমম্ ॥ ৪ ॥ আপ ইদ্ বা উ ভেষজীরাপো অমীবচাতনীঃ। আপো বিশ্বস্য ভেষজীস্তাস্ত্বা মুঞ্চন্তু ক্ষেত্রিয়াৎ ॥ ৫ ॥ যদাসুতেঃ ক্রিয়মাণায়াঃ ক্ষেত্রিয়ং ত্বা ব্যানশে। বেদাহং তস্য ভেষজং ক্ষেত্রিয়ং নাশয়ামি ত্বৎ ॥ ৬ ॥ অপবাসে নক্ষত্রাণামপবাস উষসামুত। অপাস্মৎ সর্বং দুর্ভূতমপ ক্ষেত্রিয়মুচ্ছতু ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : শীঘ্রগমনকারী হরিণের (কৃষ্ণমৃগের) মস্তিষ্কে রোগনিবর্তক শৃঙ্গরূপ ঔষধ আছে। সে হরিণ নিজ শৃঙ্গের দ্বারা ক্ষেত্রিয় ক্ষয়, কুষ্ঠ ও অপস্মারাদি রোগ সব দিক দিয়ে নাশ করুক। ১ ॥ হে শৃঙ্গ, ক্ষেত্রিয় রোগ বিনাশের জন্য মণিরূপে ধৃত তোমাকে সেচনসমর্থ যুবা হরিণ তার চার পা দিয়ে আক্রমণ করেছিল অর্থাৎ পাদপ্রহারে পীড়িত করেছিল। তুমিও এ রুগ্নের হৃদয়ে গুল্ফের মত গ্রথিত ক্ষেত্রিয় (বংশানুক্রমে আগত) রোগ বিনাশ কর। ২ ॥ ঐ দূরে চন্দ্রমণ্ডলে হরিণের মত যে বস্তু শোভা পাচ্ছে, অথবা ভূমিতে পরিদৃশ্যমান যে হরিণের চর্ম চতুষ্কোণ ছাদের মত শোভিত হচ্ছে, তার দ্বারা হে রুগ্ন, ক্ষয়কুষ্ঠাদি ক্ষেত্রিয় রোগসকল তোমার সকল অঙ্গ থেকে আমরা বিনাশ করব। ৩ ॥ দ্যুলোকে পরিদৃশ্যমান শোভন ভাগ্যযুক্ত বিচৃত নামক তারকাদ্বয় শরীরের ঊর্ধ্ব ও

নিম্নভাগে পাশের মত বন্ধক ক্ষেত্রিয়রোগের বীজ মুক্ত করুক। ৪॥ জল হচ্ছে স্নানপানাদি দ্বারা রোগাপনোদক সুখকর ঔষধরূপ। জলই ওষধিরূপে রোগনাশক ও সমস্ত রোগের ঔষধ। উক্ত সামর্থযুক্ত জল হে ব্যাধিগ্রস্থ, তোমাকে কুলাগত রোগ থেকে মুক্ত করুক। ৫॥ হে রুগ্ন, অযথোপযুক্ত অন্ন (আসুতি) থেকে যে ক্ষেত্রিয় কুষ্ঠাদি রোগ তোমাকে বোপে আছে, যবাদি হচ্ছে তার ঔষধ; আমি চিকিৎসকরূপে তা জানি। অতএব তোমার সে ক্ষেত্রিয় (বংশাগত) রোগ আমি নাশ করব। ৬॥ উষার প্রারম্ভে বা প্রভাতকালে অভিষেকাদি দ্বারা সকল রোগের নিদানরূপ দুষ্কৃত আমাদের কাছ থেকে চলে যাক। তারপর কুলাগত কুষ্ঠাদি রোগ সকারণ নিবৃত হোক। ৭॥

টীকা: ১-৭। 'হরিণস্য' ইত্যাদি সূক্তের ক্ষেত্রিয় ব্যাধির ঔষধরূপে হরিণের শৃঙ্গের মণিবন্ধন, তার শৃঙ্গের সাথে জল পান, হরিণশৃঙ্গের শঙ্কুচ্ছিন্নভাগ প্রজ্বালিত করে জলে নিক্ষেপ করে সে জলের দ্বারা উষাকালে ব্যাধিত ব্যক্তির স্নান এবং যবহোম করে অভিমন্ত্রিত অন্ন তাকে ভক্ষণ করাতে হবে।

তৃতীয় সূক্ত

আ যাতু মিত্র ঋতুভিঃ কল্পমানঃ সংবেশয়ন পৃথিবীমুস্রিয়াভিঃ। অথাস্মভ্যং বরুণো বায়ুরগ্নিবৃহদ্ রাষ্ট্রং সংবেশ্যং দধাতু ॥ ১॥ ধাতা রাতিঃ সবিতেদং জুষন্তামিন্দ্রস্ত্বষ্টা প্রতি হর্যন্তু মে বচঃ। হুবে দেবীমদিতিং শূরপুত্রাং সজাতানাং মধ্যমেষ্ঠা যথাসানি ॥ ২॥ হুবে সোমং সবিতারং নমোভির্বিশ্বানাদিত্যাঁ অহমুত্তরত্বে। অয়মগ্নির্দীদায়দ্ দীর্ঘমেব সজাতৈরিদ্ধোঽপ্রতিব্রুবদ্ভিঃ ॥ ৩॥ ইহেদসাথ ন পরো গমাথের্যো গোপাঃ পুষ্টপতির্ব আজৎ। অস্মৈ কামায়োপ কামিনীর্বিশ্বে বো দেবা উপসংযন্তু ॥ ৪॥ সং বো মনাংসি সং ব্রতা সমাকূতীর্নমামসি। অমী যে বিব্রতা স্থন তান্ বঃ সং নময়ামসি ॥ ৫॥ অহং গৃভ্ণামি মনসা মনাংসি মম চিত্তমনু চিত্তেভিরেত। মম বশেষু হৃদয়ানি বঃ কৃণোমি মম যাতমনুবর্ত্মান এত ॥ ৬॥

অনুবাদ: মৃত্যুর হাত থেকে ত্রাণকর্তা (অথবা মিত্রের মত উপকারক) মিত্র নামক দেবতা তার কিরণের দ্বারা বিস্তীর্ণ পৃথিবী ব্যাপ্ত করে বসন্তাদি ঋতুর সাথে আমাদের রক্ষার জন্য আসুক অর্থাৎ আমাদের দীর্ঘ আয়ু দিক। তারপর বরুণ, বায়ু ও অগ্নিদেব আমাদের অবস্থানযোগ্য মহৎ রাষ্ট্র দিক। ১॥ সকলের বিধাতা দানশীল অর্যমা ও সকলের প্রেরক সবিতাদেব আমাদের এ হবি গ্রহণ করুক। ইন্দ্র আমাদের বাক্য (স্তুতি) সাদরে শ্রবণ করুক। বীর জননী দানাদিগুণযুক্ত দেবমাতা অদিতিদেবীকে আহ্বান করছি, যাতে আমি সমানজাত বন্ধুদের মধ্যে অবস্থান করি। ২॥ সোম, সবিতা ও সকল আদিত্যদের (অন্য অদিতি পুত্রদের) নমস্কারযুক্ত স্তুতিমন্ত্রের দ্বারা যজমানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য আহ্বান করছি। আহুতির আধাররূপ এ অগ্নি সেভাবে দীপ্ত হোক, যাতে অপ্রতিকূলবাদী সমানজাত পুরুষদের সাথে চিরকাল বর্ধিত হয়ে থাকতে পারি। ৩॥ হে কামিনীগণ, এখানেই (কন্যার সমীপদেশেই) থাক, নেতৃহীন হয়ে যেয়ো না। পথের প্রেরক, পালক ও পোষক পূষাদেব তোমাদের প্রেরণ করুক। সকল দেবগণ এ বরের কামনার জন্য তার কাছে তোমাদের পাঠিয়ে দিক। ৪॥ হে বিমনস্ক জন, তোমাদের পরস্পর বিরুদ্ধ মন, কর্ম সংকল্পগুলি আমরা এক অবিসংবাদী করে দেব। বিমনস্ক যে তোমরা পূর্বে বিরুদ্ধকর্মযুক্ত (বিব্রত) ছিলে, এখন তোমাদের একমত করে দিচ্ছি। ৫॥ হে বিমনস্ক জন, তোমাদের বিপ্রতিপন্ন মন আমার মনের সাথে আমি গ্রহণ করেছি (অর্থাৎ আমার অধীন করে নিচ্ছি) তোমরাও আমার চিত্ত তোমাদের চিত্তের সাথে যুক্ত কর। আমার বশে (ইচ্ছায়) তোমাদের হৃদয় যুক্ত কর, আমার অনুসরণ করে তোমরা এস। ৬॥

টীকা: ১-৬। 'আ যাতু মিত্র' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা উপনয়ন কালে মাণবকের নাভিদেশ স্পর্শ করে অনুমন্ত্রণ করতে হয়। সেরূপ মেধা ও আয়ুবৃদ্ধি প্রভৃতি কার্যেও এ-সূক্তের মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। পঞ্চম সূক্তে 'ব্রত'—শব্দের কর্ম অর্থ, 'বিব্রত' বলতে যারা বিরুদ্ধকর্মযুক্ত—সায়ণ।

চতুর্থ সূক্ত

কর্শফস্য বিশফস্য দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা যথাভিচক্র দেবাস্তথাপ কৃণুতা পুনঃ ॥ ১॥ অশ্রেষ্মাণো অধারয়ন্ তথা তন্মনুনা কৃতম্। কৃণোমি বধ্রি বিষ্কন্ধং মুষ্কাবর্হো গবামিব ॥ ২॥ পিশঙ্গে সূত্রে খৃগলং তদা বধ্নন্তি বেধসঃ। শ্রবস্যুং শুষ্মং কাববং বধ্রিং কৃণ্বন্তু বন্ধুরঃ ॥ ৩॥ যেনা শ্রবস্যবশ্চরথ দেবা ইবাসুরমায়য়া। শুনাং কপিরিব দূষণো বন্ধুরা কাববস্য চ ॥ ৪॥ দুষ্ট্যৈ হি ত্বা ভৎস্যামি দূষয়িষ্যামি কাববম্। উদাশবো রথা ইব শপথেভিঃ সরিষ্যথ ॥ ৫॥ একশতং বিষ্কন্ধানি বিষ্ঠিতা পৃথিবীমনু। তেষাং ত্বামগ্র উজ্জহরুর্মণিং বিষ্কন্ধদূষণম্ ॥ ৬॥

অনুবাদ: শ্বাপদ ব্যাঘ্রাদি, বিগতশফ পুরুষ কালসর্পাদি অথবা ক্রূর গোমহিষাদি—এ উভয়বিধ বিঘ্নকারীর দ্যুলোক পিতা (বৃষ্ট্যাদির দ্বারা উৎপাদক) এবং আধাররূপে পৃথিবী মাতা। (এর দ্বারা এ সকল বিঘ্নকারণের দৃঢ়মূলত্ব জন্য তার নিবারণ অল্পপ্রয়াসসাধ্য নয় তা সূচিত হয়েছে। এ সকল বিঘ্নকারণের অপনোদনের জন্য তাদের প্রেরক দেবতাদের প্রার্থনা করা হচ্ছে)—হে দেব, যেভাবে উক্ত বিঘ্নসমূহ আমাদের কাছে পাঠিয়েছ, সেভাবে আবার আমাদের কাছ থেকে ফিরিয়ে নাও। ১॥ বিঘ্নের জন্য অভিমত ফললাভে বঞ্চিত জনেরা (অথবা শ্লেষ্মাদি দোষরহিত দেবতারা) বিঘ্ন বিনাশের জন্য অরলুবৃক্ষের বিকাররূপ মণি ও দণ্ডাদি ধারণ করেছিল। সেরূপ স্বায়ম্ভুব মনু এ মণি ধারণের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি মণি প্রভৃতি ধারণের দ্বারা কার্যপ্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক বিঘ্নসকলকে পাশবদ্ধ করব, যেমন ষাঁড়দের নির্বীর্য করা হয়। ২॥ পিঙ্গলবর্ণ সূত্রে গ্রথিত তনুত্রাণ কবচের মত পরকৃত বিঘ্ন অপনোদনের দ্বারা রক্ষক অরলুমণি সাধকরা শরীরে ধারণ করে আমাদের ধৃত এ মণি অন্ন গ্রাহক, শোষক, কর্বুরবর্ণের ক্রূর প্রাণীদের বিঘ্ন সকল নির্বীর্য করুক। ৩॥ হে নরগণ, শত্রুজয়ের আকাঙ্ক্ষা করে তোমরা, দেবতারা যেমন আসুরিক মায়ায় মোহিত হয়েছিল, সেরূপ শত্রুকৃত মায়ারূপ বিঘ্নের দ্বারা মোহিত হয়েছ। বানররা যেমন কুকুরদের বিতাড়িত করে, সেরূপ তোমরা এ মণিধারণ করে সে আসুরিক ও ক্রূর প্রাণীদের বিঘ্নসকল দূর কর। ৪॥ হে মণি, শত্রুকৃত বিঘ্ননাশের জন্য তোমাকে ধারণ করেছি। (অথবা—হে বিঘ্নগৃহীত জন, সকল বিঘ্ন নিবারণের জন্য ফলীকরণের দ্বারা তোমাকে দীপ্ত করছি।) তার ফলে ক্রূর প্রাণীদের বিঘ্ন নাশ করব। গমনোন্মুখ অশ্বযুক্ত রথের মত তোমরা শত্রুকৃত বিঘ্ননিমিত্ত আক্রোশ হতে বিযুক্ত হয়ে যথেষ্ট বিচরণ কর। ৫॥ একশ একটি বিঘ্ন পৃথিবীতে বোপে আছে। সে বিঘ্নগুলির নিবৃত্তির জন্য হে মণি, তোমাকে পূর্বে দেবগণ ধারণ করেছিল। অতএব অরলুবৃক্ষের বিকার এ মণি আমি ধারণ করছি। ৬॥

টীকা: ১-৬। 'কর্শফস্য' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা বিঘ্ননাশের জন্য অরলুমণি বন্ধন করতে হবে। সেরূপ সর্পাদির বিঘ্ন দূর করতে সম্পাতযুক্ত বেণুদণ্ডধারণ ও সংগ্রামে শত্রুকৃত মায়াদিরূপ বিঘ্ন নিবারণের জন্য সম্পাতযুক্ত আয়ুধ ধারণ করতে হবে। প্রথম সূক্তে—'কর্শফস্য' শব্দে কৃশ শফ অথবা শ্বাপদ অর্থ।

পঞ্চম সূক্ত

প্রথমা হ ব্যুবাস সা ধেনুরভবদ্ যমে। সা নঃ পয়স্বতী দুহামুত্তরামুত্তরাং সমাম্ ॥ ১ ॥ যাং দেবাঃ প্রতিনন্দন্তি রাত্রিং ধেনুমুপায়তীম্। সংবৎসরস্য যা পত্নী সা নো অস্তু সুমঙ্গলী ॥ ২ ॥ সংবৎসরস্য প্রতিমাং যাং ত্বা রাত্র্যুপাস্মহে। সা ন আয়ুষ্মতীং প্রজাং রায়স্পোষেণ সং সৃজ ॥ ৩ ॥ ইয়মেব সা যা প্রথমা ব্যৌচ্ছদাস্বিতরাসু চরতি প্রবিষ্টা। মহান্তো অস্যাং মহিমানো অন্তর্বধূর্জিগায় নবগজ্জনিত্রী ॥ ৪ ॥ বানস্পত্যা গ্রাবাণো ঘোষমক্রত হবিষ্কৃন্বন্তঃ পরিবৎসরীণম্। একাষ্টকে সুপ্রজসঃ সুবীরা বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণাম্ ॥ ৫ ॥ ইড়ায়াস্পদং ঘৃতবৎ সরীসৃপং জাতবেদঃ প্রতি হব্যা গৃভায়। যে গ্রাম্যাঃ পশবো বিশ্বরূপাস্তেষাং সপ্তানাং ময়ি রন্তিরস্তু ॥ ৬ ॥ আ মা পুষ্টে চ পোষে চ রাত্রি দেবানাং সুমতৌ স্যাম। পূর্ণা দর্বে পরা পত সুপূর্ণা পুনরা পত। সর্বান্ যজ্ঞান্ত্সংভুঞ্জতীষমূর্জং ন আ ভর ॥ ৭ ॥ আয়মগন্ত্সংবৎসরঃ পতিরেকাষ্টকে তব। সা ন আয়ুষ্মতীঃ প্রজাঃ রায়স্পোষেণ সং সৃজ ॥ ৮ ॥ ঋতূন্ যজ ঋতুপতীনার্তবানুত হায়নান্। সমাঃ সংবৎসরান্ মাসান্ ভূতস্য পতয়ে যজে ॥ ৯ ॥ ঋতুভ্যষ্ট্বার্তবেভ্যো মাদ্ভ্যঃ সংবৎসরেভ্যঃ। ধাত্রে বিধাত্রে সমৃধে ভূতস্য পতয়ে যজে ॥ ১০ ॥ ইড়য়া জুহ্বতো বয়ং দেবান্ ঘৃতবতা যজে। গৃহানলুভ্যতো বয়ং সং বিশেমোপ গোমতঃ ॥ ১১ ॥ একাষ্টকা তপসা তপ্যমানা জজান গর্ভং মহিমানমিন্দ্রম্। তেন দেবা ব্যসহন্ত শত্রূন্ হন্তা দস্যূনামভবচ্ছচীপতিঃ ॥ ১২ ॥ ইন্দ্রপুত্রে সোমপুত্রে দুহিতাসি প্রজাপতেঃ। কামানস্মাকং পূরয় প্রতি গৃহ্ণাহি নো হবিঃ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদ : সৃষ্টির প্রথম উৎপন্ন একাষ্টকার (মাঘ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথির) উষা অন্ধকার দূর করেছিল। সে একাষ্টকা পিতৃ-পুরুষদের ধেনুর মত প্রিতীপ্রদা। (একাষ্টকা তিথি পিত্রাকর্মে অক্ষয় ফলসাধক বলে এখানে ধেনুত্ব ব্যপদেশ।) সে একাষ্টকা ধেনু দুগ্ধের মত ভোগাবস্তুযুক্ত হয়ে পরপর বছরগুলিতে অভিমত ফল প্রদান করুক। ১ ॥ ধেনুরূপা একাষ্টকার রাত্রি আসতে দেখে দেবগণ আনন্দিত হন। যে একাষ্টকা সংবৎসরের পত্নীরূপা, সে আমাদের শোভন মঙ্গলরূপ হোক। ২ ॥ হে রাত্রি, সংবৎসরের প্রতিকৃতিরূপ যে তোমাকে আমরা সেবা করি, সে তুমি আমাদের পুত্রপৌত্রাদিকে আয়ুষ্মান করে গবাদি ধনে পুষ্টি বিধান কর। ৩ ॥ আজকের এ একাষ্টকা সে উষা, যে সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন হয়ে অন্ধকার দূর করেছিল। সে একাষ্টকা উষা আমাদের পরিদৃশ্যমান অন্য উষার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে বিচরণ করছে। এ উষার মধ্যে অপরিমিত মাহাত্ম্য বিদ্যমান (অথবা মহান মুখ্য সূর্য, সোম ও অগ্নি এর মধ্যে বর্তমান)। এ উষা সূর্যের বধূরূপা, প্রতিদিন উদীয়মান সূর্যের সাথে গমন করে (অথবা অভিনব উৎপদ্যমান প্রাণিদের ব্যেপে থাকে, কিংবা প্রতিদিন উদিত হলেও উৎকৃষ্ট একরূপ লাভ করে)। এরূপ উষা প্রকাশদানে সকল জনের জনয়িত্রী হয়ে সর্বোৎকর্ষে অবস্থান করছে। ৪ ॥ হে একাষ্টকে, তোমার জন্য উদূখল, মুষলাদি ও দৃষদ্ উপলাদি বছরের ধান, করম্ভ, চরু, পুরোডাশ প্রভৃতি অবহনন ও পেষণাদির দ্বারা উৎপন্ন করে প্রীতিকর শব্দ করছে। হে একাষ্টকে, তোমার অনুগ্রহে আমরা শোভন পুত্র-পৌত্রাদি ও সুভৃত্য যুক্ত হয়ে ধনের অধিপতি হবো। ৫ ॥ ইড়ার (গাভীর) পা ঘৃতযুক্ত হয়ে গমন করছে। হে জাতবেদা অগ্নি, (তা থেকে উৎপন্ন) হব্য ধান, করম্ভাদি এবং হবি তুমি গ্রহণ কর। তোমার প্রসাদে যে নানা আকারের গ্রাম্য (গো, অশ্ব, অজা, অবি, পুরুষ, গর্দভ ও উষ্ট্র) পশু আছে, তাদের সাতটির আমাতে প্রীতি থাক অর্থাৎ তাদের দ্বারা আমার সমৃদ্ধি হোক। ৬ ॥ হে রাত্রি, আমাকে ধন ও পুত্র-পৌত্রাদির সমৃদ্ধিতে স্থাপন কর, তোমার প্রসাদে আমরা ইন্দ্রাদি দেবগণের কল্যাণ বুদ্ধিতে থাকব। হে সোমসাধনভূত দর্বি, তুমি হবির দ্বারা পূর্ণ হয়ে দেবতাদের প্রতি যাও, তারপর অভিমত ফলে পরিপূর্ণ হয়ে আবার আমাদের কাছে এস। সকল যজ্ঞ হবির দ্বারা পালন করে আমাদের জন্য অন্ন ও বল আন। ৭ ॥ হে একাষ্টকা, তোমার পতি এ সংবৎসর এসেছে। তুমি পতির সাথে আমাদের পুত্র-পৌত্রাদি আয়ুষ্মান করে ধনপুষ্টির সাথে যুক্ত কর ৮ ॥ বসন্তাদি ঋতু, তাদের

অধিপতি অগ্ন্যাদি দেবতা, ঋতুর অবয়ব কলা, কাষ্ঠাদি ও সংবৎসরের যাগ করি অর্ধমাস, সংবৎসর, চৈত্রাদি দ্বাদশ মাস এবং চরাচরাত্মক জগতের যিনি পতি, অনবচ্ছিন্ন কালাত্মক অন্তর্যামী, সোভূতপতিকে হবির দ্বারা তুষ্ট করছি (অথবা ভূতপতির প্রীতির জন্য ঋতুপ্রভৃতির যাগ করছি)। ৯ ॥ হে একাষ্টকে, তোমাকে বসন্তাদি ঋতুর প্রীতির জন্য যাগ করছি। সেরূপ অহোরাত্র, মাস, সংবৎসর, ধাতা, বিধাতা, সমৃদ্ধদেব ও ভূতপতির উদ্দেশে হবির দ্বারা তুষ্ট করছি। ১০ ॥ হবির দ্বারা দেবতাদের প্রীতি করছি, তাদের অনুগ্রহে আমরা সম্পূর্ণ হয়ে বহু গো-যুক্ত গৃহে সুখে বাস করব। ১১ ॥ সকলের নিয়ামক একাষ্টকা দেবী সন্তাপকর কর্মের দ্বারা মহান ইন্দ্রকে উৎপন্ন করেছিল (অথবা বন্দনীয় ঐশ্বর্যযুক্ত আদিত্যকে প্রকাশ করেছিল)। সে ইন্দ্রের দ্বারা দেবগণ অসুরদের পরাভূত করেছিল। শচীপতি সে ইন্দ্র দস্যুদের বিনাশক হোক। ১২ ॥ ইন্দ্র ও সোম যার পুত্র, এরূপ একাষ্টকা, তুমি দেব-মনুষ্যাদির স্রষ্টা প্রজাপতির দুহিতা। তুমি আমাদের কামনা পূর্ণ কর এবং আমাদের হবি গ্রহণ কর। ১৩ ॥

টীকা : ১-১৩। 'প্রথমা হ ব্যুবাস' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা পুষ্টির জন্য অষ্টকাকর্মে আজ্যমাংসস্থালী পাকের প্রত্যেকটি তিনবার করে হোম করতে হবে। ন'বার সূত্রের আবৃত্তি হবে। মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিকে অষ্টকা বলা হয়। দ্বাদশ মন্ত্রে 'শচীপতিঃ'—পদের সায়ণাচার্য দু-রকম অর্থ করেছেন—এক শচীদেবীর পতি, দ্বিতীয় 'শচীতি কর্মনাম। শচীনাং কর্মণাং পতিঃ স্বামী' অর্থাৎ কর্মের অধিপতি।

তৃতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

মুঞ্চামি ত্বা হবিষা জীবনায় কমজ্ঞাতযক্ষ্মাদুত রাজযক্ষ্মাৎ। গ্রাহির্জগ্রাহ যদ্যেতদেনং তস্যা ইন্দ্রাগ্নী প্র মুমুক্তমেনম্ ॥ ১ ॥ যদি ক্ষিতায়ুর্যদি বা পরেতো যদি মৃত্যোরন্তিকং নীত এব। তমা হরামি নির্ঋতেরুপস্থাদস্পার্শমেনং শতশারদায় ॥ ২ ॥ সহস্রাক্ষেণ শতবীর্যেণ শতায়ুষা হবিষাহার্ষমেনম্। ইন্দ্রো যথৈনং শরদো নয়াত্যতি বিশ্বস্য দুরিতস্য পারম্ ॥ ৩ ॥ শতং জীব শরদো বর্ধমানঃ শতং হেমন্তান্ছতমু বসন্তান্। শতং ত ইন্দ্রো অগ্নিঃ সবিতা বৃহস্পতিঃ শতায়ুষা হবিষাহার্ষমেনম্ ॥ ৪ ॥ প্র বিশতং প্রাণাপানাবনড্বাহাবিব ব্রজম্। ব্যহন্যে যন্তু মৃত্যবো যানাহুরিতরাঞ্ছতম্ ॥ ৫ ॥ ইহৈব স্তং প্রাণাপানৌ মাপ গাতমিতো যুবম্। শরীরমস্যাঙ্গানি জরসে বহতং পুনঃ ॥ ৬ ॥ জরায়ৈ ত্বা পরি দদামি জরায়ৈ নি ধুবামি ত্বা। জরা ত্বা ভদ্রা নেষ্ট ব্যহন্যে যন্তু মৃত্যবো যানাহুরিতরাঞ্ছতম্ ॥ ৭ ॥ অভি ত্বা জরিমাহিত গামুক্ষণমিব রজ্জ্বা যস্ত্বা মৃত্যুরভ্যধত্ত জায়মানং সুপাশয়া। তং তে সত্যস্য হস্তাভ্যামুদমুঞ্চদ্ বৃহস্পতিঃ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : হে ব্যাধিগ্রস্ত পুরুষ, তোমাকে অজ্ঞাত (রাজযক্ষ্মা ছাড়া অন্য) যক্ষ্মারোগ থেকে পৃথক করছি। এরূপ রাজযক্ষ্মা (যক্ষ্মারোগের রাজা ক্ষয়রোগ অথবা রাজা সোম প্রথম যাকে গ্রহণ করেছিল) থেকে তোমাকে ইহলোকে চিরকাল অবস্থানের জন্য মুক্ত করছি। গ্রহণশীলা পিশাচী যদি এ বালককে গ্রহণ করে থাকে, তা হলে তার কাছ থেকে, হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা দুজন একে মুক্ত কর। ১ ॥ এ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির যদি রোগের দ্বারা আয়ু শেষ হয়ে থাকে, কিংবা সে যদি এ লোক থেকে চলে গিয়ে থাকে, অথবা মৃত্যুর নিকট নীত হয়ে থাকে, এরূপ পুরুষকে মৃত্যুর ক্রোড় থেকে আমি এ লোকে নিয়ে আসব। এনে শত বছর পর্যন্ত প্রবল করব। ২ ॥ সহস্র চক্ষুর দর্শনশক্তি যুক্ত, শত শ্রবণাদি শক্তি-বিশিষ্ট, শত

বৎসর জীবন-প্রদায়ক অগ্ন্যাদির দ্বারা এ ব্যাধিগৃহীত পুরুষকে মৃত্যুর কাছ থেকে নিয়ে আসব। শত বছর পর্যন্ত আয়ুনাশক সকল পাপের যাতে অবসান হয়, সেভাবে হবির দ্বারা ইন্দ্রের প্রীতিবিধান করছি। ৩ ॥ হে রোগমুক্ত পুরুষ, তুমি প্রতিদিন বৃদ্ধি পেয়ে শত শরৎ ঋতু বেঁচে থাক। সেরূপ শত হেমন্ত ও শত বসন্ত বেঁচে থাক। (আজীবন সে সে ঋতুর শীত উষ্ণাদি কৃত দুঃখ যেন না হয়)। ইন্দ্র, অগ্নি, সকলের প্রেরক সবিতা ও বৃহস্পতি দেব তোমাকে শতায়ু করুক। শত বছর জীবন-প্রদায়ক অগ্ন্যাদির দ্বারা এ ব্যাধিগ্রস্ত জনকে মৃত্যুর কাছ থেকে নিয়ে আসব। ৪ ॥ হে প্রাণ ও আপান, শকটের বহনকারী বলীবর্দদ্বয় যেমন স্বনিবাসস্থান গোষ্ঠে প্রবেশ করে, এরূপ শরীরের ধারক তোমরা দুজন এ যক্ষ্মাগৃহীত ব্যক্তির শরীরে (আবার) প্রবেশ কর। অন্য মৃত্যুর হেতুরূপ রোগসকল বিমুখ হয়ে চলে যাক, যারা শতসংখ্যক (অপরিমিত) বলে অভিজ্ঞেরা বলে থাকেন। ৫ ॥ হে প্রাণ ও অপান, তোমরা এ শরীরেই থাক, এ শরীর থেকে শীঘ্র অকালে চলে যেয়ো না। কিন্তু এ রোগগ্রস্ত ব্যক্তির শরীর জরাপর্যন্ত ধারণ কর। ৬ ॥ হে ব্যাধি-নির্মুক্ত পুরুষ, অবসান কাল পর্যন্ত যাতে রক্ষা করে, সেজন্য তোমাকে জরার কাছে দিচ্ছি, জরাপর্যন্ত রোগাদি থেকে তোমাকে রক্ষা করব। সে জরা তোমাকে কল্যাণ এনে দিক। যারা অপরিমিত বলে অভিজ্ঞেরা বলে থাকেন, সে মৃত্যুর কারণরূপ রোগগুলি তোমার কাছ থেকে বিমুখ হয়ে চলে যাক। ৭ ॥ হে ব্যাধিনির্মুক্ত পুরুষ, জরা তোমাকে বদ্ধ করুক, যেমন সেচন-সমর্থ গরুকে রজ্জুর দ্বারা বাঁধা হয়। যে মৃত্যু তোমাকে অকালে শোভন পাশযুক্ত রজ্জুর দ্বারা বেঁধেছে, তোমার সে মৃত্যুপাশ, অবিনাশী ব্রহ্মের দুটি হাত দিয়ে বৃহস্পতি উন্মুক্ত করুক। ৮ ॥

টীকা : ১-৮। তৃতীয় অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'মুঞ্চামি ত্বা' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা বালগ্রহ রোগ ও নিরন্তর স্ত্রীসঙ্গ-জনিত যক্ষ্মারোগে পুতিগন্ধ মৎস্যের সাথে অন্ন অভিমন্ত্রিত করে ভোজন কালে রোগীকে খাওয়াতে হবে। এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা অরণ্যতিলের সাথে ঈষৎ গরম জলের দ্বারা উষাকালে অরণ্যে বা গৃহে রোগীকে সিঞ্চন করতে হবে, গাত্রাদি মার্জনা করাতে হবে এবং আচমন করাতে হবে। সেরূপ অরণ্য শণ, অরণ্যগোময় ও চিত্ত্যাদি শান্তৌষধির দ্বারা প্রত্যেকটি গরম জলে উষাকালে রোগীকে সেক মার্জন ও অচমন করাতে হবে। সকল ব্যাধির নিরাময়ের জন্য এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তিকে স্পর্শ করে অভিমন্ত্রন করতে হবে। সেরূপ ক্রতুমধ্যে অসুস্থ যজমানের চিকিৎসা ব্যাপারেও এ সূক্তের মন্ত্রাদি পাঠ করতে হবে।

দ্বিতীয় সূক্ত

ইহৈব ধ্রুবাং নি মিনোমি শালাং ক্ষেমে তিষ্ঠাতি ঘৃতমুক্ষমাণা। তাং ত্বা শালে সর্ববীরাঃ সুবীরা অরিষ্টবীরা উপ সং চরেম ॥ ১ ॥ ইহৈব ধ্রুবা প্রতি তিষ্ঠ শালেঽশ্বাবতী গোমতী সূনৃতাবতী। ঊর্জস্বতী ঘৃতবতী পয়স্বত্যুচ্ছ্রয়স্ব মহতে সৌভগায় ॥ ২ ॥ ধরুণ্যসি শালে বৃহচ্ছন্দাঃ পূতিধান্যা। আ ত্বা বৎসো গমেদা কুমার আ ধেনবঃ সায়মাস্পন্দমানাঃ ॥ ৩ ॥ ইমাং শালাং সবিতা বায়ুরিন্দ্রো বৃহস্পতির্নি মিনোতু প্রজানন্। উক্ষন্তূদ্না মরুতো ঘৃতেন ভগো নো রাজা নি কৃষিং তনোতু ॥ ৪ ॥ মানস্য পত্নি শরণা স্যোনা দেবী দেবেভির্নিমিতাস্যগ্রে। তৃণং বসানা সুমনা অসস্ত্বমথাস্মভ্যং সহবীরং রয়িং দাঃ ॥ ৫ ॥ ঋতেন স্থূণামধি রোহ বংশোগ্রো বিরাজন্নপ বৃঙ্ক্ষ্ব শত্রূন্। মা তে রিষন্নুপসত্তারো গৃহাণাং শালে শতং জীবেম শরদঃ সর্ববীরাঃ ॥ ৬ ॥ এমাং কুমারস্তরুণ আ বৎসো জগতা সহ। এমাং পরিস্রুতঃ কুম্ভ আ দধ্নঃ কলশৈরগুঃ ॥ ৭ ॥ পূর্ণং নারি প্র ভর কুম্ভমেতং ঘৃতস্য ধারামমৃতেন সম্ভৃতাম্। ইমাং পাতৄনমৃতেনা সমঙ্গ্ধীষ্টাপূর্তমভি রক্ষাত্যেনাম্ ॥ ৮ ॥ ইমা আপঃ প্র ভরাম্যযক্ষ্মা যক্ষ্মনাশনীঃ। গৃহানুপ প্র সীদাম্যমৃতেন সহাগ্নিনা ॥ ৯ ॥

অনুবাদ : এ প্রদেশে গৃহের স্থির ভিত খনন করছি, এ নির্মিত গৃহ অভিমত ফল প্রদান করে অগ্ন্যাদির বাধারহিত হয়ে মঙ্গলরূপে অবস্থিত হোক। হে গৃহ, শোভনগুণ রোগাদিরহিত অনেক পুত্রাদি যুক্ত হয়ে তোমাকে আমরা ব্যবহার করব। ১ ॥ হে গৃহ, এ প্রদেশে তুমি স্থির হয়ে থাক। তুমি অশ্ব, গাভী, বালকদের প্রিয়সত্য বাক্য, প্রভূত অন্ন, ঘৃত ও ক্ষীরযুক্ত হয়ে আমাদের মহান সৌভাগ্যের জন্য উন্নত হও। ২ ॥ হে গৃহ, তুমি প্রশস্ত স্তম্ভযুক্ত হয়ে ভোগসকলের ধারক-রূপে বিদ্যমান হও। সেরূপ তুমি প্রভূত আচ্ছাদন যুক্ত (অথবা ছন্দের সাথে বেদযুক্ত) ও বহুবিধ ভোগ দানাদির দ্বারা অক্ষয় ধান্যযুক্ত হও। এরূপ গৃহে গাভী ও স্ত্রীগণ বৎস ও পুত্রাদি যুক্ত হোক। দুগ্ধবতী গাভী সন্ধ্যাকালে দুগ্ধ ক্ষরণ করতে করতে তোমাতে (গৃহে) আসুক। ৩ ॥ সকলের প্রেরক সবিতা দেব, বায়ু, ইন্দ্র ও প্রজাপতি শালানির্মাণ প্রকার জেনে স্তম্ভাদি স্থাপনের দ্বারা নির্মাণ করুক। মরুদ্গণ ক্ষরণশীল জলের দ্বারা শালাভূমি সিক্ত করুক। তারপর আমাদের রাজমান ভগ দেব শালাভূমির কর্ষণ করুক। ৪ ॥ মাননীয় বাস্তুপতির জায়ারূপ হে শালা (গৃহ), তুমি রক্ষিত্রী, সুখকরী ও দ্যোতমান হয়ে সৃষ্টির আদিতে দেবতাদের দ্বারা প্রাণীর উপভোগের জন্য নির্মিত হয়েছ। তুমি তৃণাচ্ছন্ন হয়ে শোভনমনস্ক হও। তারপর তোমাতে বাসকারী আমাদের জন্য পুত্রাদির সাথে ধন দাও। ৫ ॥ হে বংশ (বাঁশ দণ্ড), তুমি অবাধারূপে (সোজা হয়ে) শালার মধ্য স্তম্ভ পর্যন্ত দাড়িয়ে থাক। তারপর সবলে দীপ্যমান হয়ে আমাদের শত্রুদের বাধা দাও। হে শালা, তোমার গৃহে বাসকারীদের হিংসা করো না। তোমাতে বাস করে আমরা অভিলষিত পুত্র-পৌত্রাদির সাথে শত বছর বেঁচে থাকব। ৬ ॥ এ শালাতে যুবা পুত্র আসুক, গমনশীল গাভীর সাথে বৎস আসুক। সেরূপ প্রসবণশীল মধুকুম্ভ ও দধিপূর্ণ ঘটগুলি আসুক। ৭ ॥ হে নারী, জলপূর্ণ এ কুম্ভ সুধাময় জল মধু ঘৃতাদির ধারা দিতে দিতে শালায় নিয়ে যাও। এ কলশ সুধারূপ উদকের দ্বারা সন্দীপ্ত কর। এ শালাতে ক্রিয়মাণ শ্রৌত ও স্মার্ত কর্ম (ইষ্টাপূর্ত) চোর, অগ্ন্যাদি ভয় থেকে রক্ষা করুক। ৮ ॥ যক্ষ্মারহিত, তার সেবকদের যক্ষ্মানাশক এ কলশস্থ জলগুলি শালাতে নিয়ে যাচ্ছি। আমিও অবিনাশী অগ্নির সাথে গৃহে অবস্থান করছি। ৯ ॥

টীকা : ১-৯। 'ইহৈব ধ্রুবাং' ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা নূতন গৃহনির্মাণ, বাস্তুসংস্কার প্রভৃতি কর্মে গৃহভূমি হলের দ্বারা কর্ষণ করতে হবে। সেরূপ যেখানে যেখানে চতুর্গণী মহাশান্তি কর্মে শান্ত্যুদকাদি প্রযুক্ত হয়, সেখানে এ মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। নবগৃহের গর্তে উষ্ণীয় মণিস্থূণা এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করতে হয়।

তৃতীয় সূক্ত

যদদঃ সংপ্রয়তীরহাবনদতা হতে। তস্মাদা নদ্যো নাম স্থ তা বো নামানি সিন্ধবঃ ॥ ১ ॥ যৎ প্রেষিতা বরুণেনাচ্ছীভং সমবল্গত। তদাপ্নোদিন্দ্রো বো যতীস্তস্মাদাপো অনু ষ্ঠন ॥ ২ ॥ অপকামং স্যন্দমানা অবীবরত বো হি কম্। ইন্দ্রো বঃ শক্তিভির্দেবীস্তস্মাদ্ বার্নাম বো হিতম্ ॥ ৩ ॥ একো বো দেবোঽপ্যতিষ্ঠৎ স্যন্দমানা যথাবশম্। উদানিষুর্মহীরিতি তস্মাদুদকমুচ্যতে ॥ ৪ ॥ আপো ভদ্রা ঘৃতমিদাপ আসন্নগ্নীষোমৌ বিভ্রত্যাপ ইৎ তাঃ। তীব্রো রসো মধুপৃচামরংগম আ মা প্রাণেন সহ বর্চসা গমেৎ ॥ ৫ ॥ আদিৎ পশ্যাম্যুত বা শৃণোম্যা মা ঘোষো গচ্ছতি বাঙ্ মাসাম্। মন্যে ভেজানো অমৃতস্য তর্হি হিরণ্যবর্ণা অতৃপং যদা বঃ ॥ ৬ ॥ ইদং ব আপো হৃদয়ময়ং বৎস ঋতাবরীঃ। ইহেত্থমেত শক্বরীর্যত্রেদং বেশয়ামি বঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : হে জলসকল, ঐ মেঘেতাড়িত হয়ে তোমরা মিলিত হয়ে ইতস্তত গমন করতে করতে শব্দ করে থাক বলে তোমাদের নদী নাম। হে সিন্ধু, স্যন্দনশীল জলসকল, তোমাদের উদক প্রভৃতি নামগুলিও যথার্থনামা। ১ ॥ রাজা বরুণের দ্বারা প্রেরিত হয়ে

তোমরা একত্র নৃত্য করতে করতে যখন যাচ্ছিলে, তখন ইন্দ্র তোমাদের প্রাপ্ত হয়েছিল, এজন্য তোমাদের নাম 'আপ'। ২ ॥ কামনাহীন সর্বদা স্যন্দমান তোমাদের ইন্দ্র বরণ করতে চেয়েছিল। হে দেবগণ, এজন্য তোমাদের 'বারি' নাম। ৩ ॥ এক অসহায় ইন্দ্রদেব যথেচ্ছ ইতস্ততঃ স্যন্দনশীল তোমাদের সম্মান করেছিল। তাতে 'আমরা মহতী হয়েছি' বলে তোমরা উচ্ছ্বসিত হয়েছিলে, এজন্য তোমাদের 'উদক' নাম। ৪ ॥ ভন্দনীয় জল তৃণাদি নিষ্পাদনের দ্বারা ঘৃতরূপ হয়েছিল (অথবা অগ্নিতে আহুত ঘৃত জলরূপ হয়েছিল)। এ জল অন্নাদি হবির নিষ্পত্তির দ্বারা অগ্নিকে এবং রশ্মি বৃদ্ধির দ্বারা সোমকে ধারণ করে। মধুযুক্ত জলের তীব্র উদ্ভূত রস পর্যাপ্তরূপে চক্ষুরাদি প্রাণ ও বলের সাথে আমাদের কাছে আসুক। ৫ ॥ জলের রস প্রাণের সাথে আমার কাছে এলে আমি দেখতে পাই ও শুনতে পাই; তখন উচার্যমাণ শব্দ ও বাগিন্দ্রিয় আমার কাছে আসে। তখন আমি অমৃতের সেবা করছি বলে মনে করি, যখন হে হিত রমণীয়বর্ণ জলসকল, তোমাদের সেবার দ্বারা আমি তৃপ্ত হই। ৬ ॥ হে জলসকল, এ হিরণ্য তোমাদের হৃদয়স্থানীয় (অথবা লোকে যেমন হৃদয় ছাড়া শরীর ক্ষণকালও থাকে না, সেরূপ তোমরাও হৃদয়রূপ হিরণ্যের প্রতি এস)। হে সত্যবতী জলসকল, এ খাতে প্রক্ষিপ্যমাণ মণ্ডূক তোমাদের বৎসস্থানীয়। (অথবা লোকে গাভীগণ যেমন বৎসের অনুগমন করে, সেরূপ তোমরাও বৎসতুল্য মণ্ডূকের অনুগমন কর)। হে শক্বরী (অভিমত ফলপ্রদান সমর্থা) জলসকল, এ খাতে এসে তোমরা স্থির প্রবাহযুক্ত হও, যে খাতে এখন তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি। ৭ ॥

টীকা : ১-৭। 'যদদঃ সম্প্রয়তীঃ'—ইত্যাদি সূক্তের স্বাভিমতপ্রদেশে নদীপ্রবাহকার্যে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। যে পথে জল নিতে হবে, সে দেশ প্রথমে খনন করে এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা জল সেচন করে যেতে হবে ইত্যাদি বিধি ভাষ্যে দৃষ্ট হয়। মন্ত্রের নদী, সমুদ্র, উদক, আপ প্রভৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সায়ণভাষ্যে দৃষ্ট হয়। ৫ম সূক্তে 'বনস্পতি' থেকে ঘৃতাদির উৎপত্তির কথা দেখা যায়।

চতুর্থ সূক্ত

সং বো গোষ্ঠেন সুষদা সং রয্যা সং সুভূত্যা। অহর্জাতস্য যন্নাম তেনা বঃ সং সৃজামসি ॥ ১ ॥ সং বঃ সৃজত্বর্যমা সং পূষা সং বৃহস্পতিঃ। সমিন্দ্রো যো ধনঞ্জয়ো ময়ি পুষ্যত যদ্ বসু ॥ ২ ॥ সংজগ্মানা অবিভ্যুষীরস্মিন্ গোষ্ঠে করীষিণীঃ। বিভ্রতীঃ সোম্যং মধ্বনমীবা উপেতন ॥ ৩ ॥ ইহৈব গাব এতনেহো শকেব পুষ্যত। ইহৈবোত প্র জায়ধ্বং ময়ি সংজ্ঞানমস্তু বঃ ॥ ৪ ॥ শিবো বো গোষ্ঠো ভবতু শারিশাকেব পুষ্যত। ইহৈবোত প্র জায়ধ্বং ময়া বঃ সং সৃজামসি ॥ ৫ ॥ ময়া গাবো গোপতিনা সচধ্বময়ং বো গোষ্ঠ ইহ পোষয়িষ্ণুঃ। রায়স্পোষেণ বহুলা ভবন্তীর্জীবা জীবন্তীরুপ বঃ সদেম ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : হে গাভীগণ, তোমাদের সুখনিবাসযোগ্য গোশালায় যুক্ত করছি। সেরূপ আহারাদি-রূপ ধন ও সমৃদ্ধির সাথে তোমাদের যুক্ত করছি। 'অহর্জাত' এ নামের সাথে তোমাদের যুক্ত করছি। (প্রতিদিন যে জন্মে সে 'অহর্জাত' প্রাণিবিশেষ, তার নামের সাথে যুক্ত করলে গাভীদের পুত্র-পৌত্রাদি উৎপন্ন হয়—এ প্রসিদ্ধি আছে)। ১ ॥ হে গাভীগণ, অর্যমাদেব তোমাদের উৎপন্ন করুক। এরূপ সমৃদ্ধিকর পোষক পূষাদেব, বৃহস্পতি ও ধনঞ্জয় ইন্দ্র তোমাদের উৎপন্ন করুক। হে গাভীগণ, তোমরা অর্যমা প্রভৃতির দ্বারা উৎপন্ন ও সংবর্ধিত হয়ে তোমাদের ক্ষীর-ঘৃতাদি যে ধন আছে, তা দিয়ে আমার পুষ্টি সাধন কর। ২ ॥ হে গাভীগণ, চোর ব্যাঘ্রাদি থেকে ভীত না হয়ে আমাদের এ গোষ্ঠে পুত্র-পৌত্রাদির সাথে মিলিত হও। তারপর দীর্ঘকাল প্রভূত করীষ যুক্ত ও রোগরহিত হয়ে

মধুর রসযুক্ত ক্ষীর ধারণ করে (অর্থাৎ পীনোধ্নী হয়ে) আমাদের কাছে এস। ৩ ॥ হে গাভীগণ, তোমরা আমাদের এ গোষ্ঠে এস। মক্ষিকা যেমন অল্পকালে সমৃদ্ধ হয়ে অসংখ্য হয়, সেরূপ তোমরা বহু হও। এ গোষ্ঠেই পুত্র-পৌত্রাদিরূপে জন্মগ্রহণ কর। আমার প্রতি তোমাদের যেন প্রীতি থাকে, আমাকে ছেড়ে যেয়ো না। ৪ ॥ হে গাভীগণ, তোমাদের বাসস্থান (গোষ্ঠ) সুখকর হোক। তোমরা শারিশাকের (অল্পকালে হাজার হাজার উৎপন্ন প্রাণিবিশেষের) মত সমৃদ্ধ হও। এখানেই তোমরা পুত্র-পৌত্রাদিরূপে জন্মগ্রহণ কর এবং আমার সাথে তোমাদের সংযোগ থাক। ৫ ॥ হে গাভীগণ, তোমাদের পালক আমার সাথে মিলিত হও। আমাদের গৃহে এ গোষ্ঠ তোমাদের পোষক। ধনসমৃদ্ধির দ্বারা অসংখ্য দীর্ঘজীবী তোমাদের চিরজীবী হয়ে আমরা যেন লাভ করি। ৬ ॥

টীকা : ১-৬। 'সং বো গোষ্ঠেন' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা গাভীর পুষ্টিকামনায় বাছুরের ফেন মিশ্রিত দুগ্ধ অভিমন্ত্রিত করে পান করতে হয়। এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা গাভী অভিমন্ত্রিত করে দান করতে হয়। এ সূক্তের দ্বারা জলপূর্ণ পাত্র অভিমন্ত্রিত করে গোশালায় নিতে হয় ইত্যাদি বিধান ভাষ্যানুক্রমে দৃষ্ট হয়।

পঞ্চম সূক্ত

ইন্দ্রমহং বণিজং চোদয়ামি স ন ঐতু পুরএতা নো অস্তু। নুদন্নরাতিং পরিপন্থিনং মৃগং স ঈশানো ধনদা অস্তু মহ্যম্ ॥ ১ ॥ যে পন্থানো বহবো দেবযানা অন্তরা দ্যাবাপৃথিবী সঞ্চরন্তি। তে মা জুষন্তাং পয়সা ঘৃতেন যথা ক্রীত্বা ধনমাহরাণি ॥ ২ ॥ ইধ্মেনাগ্ন ইচ্ছমানো ঘৃতেন জুহোমি হব্যং তরসে বলায়। যাবদীশে ব্রহ্মণা বন্দমান ইমাং ধিয়ং শতসেয়ায় দেবীম্ ॥ ৩ ॥ ইমামগ্নে শরণিং মীমৃষো নো যমধ্বানমগাম দূরম্। শুনং নো অস্তু প্রপণো বিক্রয়শ্চ প্রতিপণঃ ফলিনং মা কৃণোতু। ইদং হব্যং সংবিদানৌ জুষেথাং শুনং নো অস্তু চরিতমুত্থিতং চ ॥ ৪ ॥ যেন ধনেন প্রপণং চরামি ধনেন দেবা ধনমিচ্ছমানঃ। তন্মে ভূয়ো ভবতু মা কনীয়োঽগ্নে সাতঘ্নো দেবান্ হবিষা নি ষেধ ॥ ৫ ॥ যেন ধনেন প্রপণং চরামি ধনেন দেবা ধনমিচ্ছমানঃ। তস্মিন্ ম ইন্দ্রো রুচিমা দধাতু প্রজাপতিঃ সবিতা সোমো অগ্নিঃ ॥ ৬ ॥ উপ ত্বা নমসা বয়ং হোতর্বৈশ্বানর স্তুমঃ। স নঃ প্রজাস্বাত্মসু গোষু প্রাণেষু জাগৃহি ॥ ৭ ॥ বিশ্বাহা তে সদমিদ্ভরেমাশ্বায়েব তিষ্ঠতে জাতবেদঃ। রায়স্পোষেণ সমিষা মদন্তো মা তে অগ্নে প্রতিবেশা রিষাম ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : আমি (ব্যবসায়ী) পরমৈশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্রদেবকে বাণিজ্যকর্তা হিসাবে প্রেরণ করছি। বণিকরূপে প্রেরিত ইন্দ্র আমাদের কাছে আসুক; এসে আমাদের পুরগামী হোক। বাণিজ্যবিঘাতক শত্রু, পরিপন্থী মার্গনিরোধক চোর ও ব্যাঘ্রাদিকে বিনাশ করে নিয়ামক সে ইন্দ্র আমার (বাণিজ্যলাভরূপ) ধনের দাতা হোক। ১ ॥ দেবতার আনুকূল্যযুক্ত (অথবা বণিকেরা যে পথ দিয়ে যায় সেরূপ) বহু পথ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে আছে। সে পথগুলি দুধ ঘি দিয়ে আমার সেবা করুক অর্থাৎ পথশ্রমনিবর্তক ক্ষীর ঘৃতাদি অন্নপানযুক্ত হোক, যাতে আমি পণ্য বিক্রয় করে লাভের সাথে মূলধন ঘরে আনতে পারি। ২ ॥ হে অগ্নি, বাণিজ্যলাভ কামনা করে শীঘ্রগমন ও শরীরসামর্থ্যের জন্য সমিৎ ও ঘৃতের সাথে হব্য অর্পণ করছি। যাতে আমি স্তোত্ররূপ মন্ত্রের দ্বারা তোমার স্তুতি করে অপরিমিত ধনলাভের জন্য ব্যবহারকুশল বুদ্ধি লাভ করতে পারি। (অথবা, যাতে আমি ধনাঢ্য হতে পারি, সেজন্য স্তোত্রের দ্বারা তোমার স্তুতি করে বাণিজ্যলাভনিমিত্ত হোম করছি)। ৩ ॥ হে অগ্নি, আমাদের দূরপথ গমনজনিত ব্রতলোপরূপ হিংসা তুমি ক্ষমা কর। পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ ও তার সলাভে বিক্রয় যেন আমাদের সুখকর হয়, প্রতিপণ অর্থাৎ পরদ্রব্যের পরিমাণ কল্পনা, তা প্রভূত লাভযুক্ত হোক। হে ইন্দ্র ও অগ্নি, তোমরা দুজনে একমত হয়ে আমার

প্রদত্ত এ হব্য গ্রহণ কর, তোমাদের প্রসাদে আমাদের বিক্রয়াদি ও লাভযুক্ত ধন সুখকর হোক। ৪ ॥ হে দেবগণ, যে মূলধনের দ্বারা আমরা বৃদ্ধিযুক্ত ধন কামনা করছি এবং যে ধনের দ্বারা পরিমাণ কল্পনা করছি, তা আমাদের সুখকর হোক। হে অগ্নি, লাভ-প্রতিবন্ধক দেবতাদের হবির দ্বারা (আহুতি দিয়ে) তুষ্ট করে নিবারণ কর। হে দেবগণ, তোমাদের প্রসাদে আমাদের বহুতর ধন হোক, তা যেন অল্পতর (কম) না হয়। ৫ ॥ যে মূলধনের দ্বারা আমরা বৃদ্ধিযুক্ত ধন কামনা করি ও যে ধনের দ্বারা পরিমাণ কল্পনা করি, আমার সে ধনে সর্বজনপ্রীতি (অর্থাৎ ধন প্রদানের দ্বারা তা গ্রহনের ইচ্ছা) ইন্দ্র স্থাপন করুক। সেরূপ প্রজাপতি, সবিতা, সোম ও অগ্নি সে ধনে সকলজনের প্রীতিবিধান করুক। ৬ ॥ হে দেবগণের আহ্বাতা, বিশ্বজনের হিতকারী অগ্নি, হবিরূপ অন্নের সাথে তোমার কাছে গিয়ে স্তুতি করছি। তুমি স্তুত হয়ে আমাদের পুত্র পৌত্রাদি, গবাদি পশু ও প্রাণবিষয়ে জাগরূক হও অর্থাৎ পুত্রাদি যাতে দুঃখলেশও না পায়, সেরূপ রক্ষা করে অবহিত হও। ৭ ॥ হে জাত প্রাণীদের জ্ঞাতা (জাতবেদা) অগ্নি, স্বগৃহে বর্তমান তোমার উদ্দেশে প্রতিদিন সব সময় হবি আহরণ করছি, যেমন অশ্বশালায় বর্তমান অশ্বকে কালে কালে ঘাস (খাদ্য) দিতে হয়। হে অগ্নি, পরিচর্যার দ্বারা তোমার কাছে আগত আমরা ধনপুষ্টি ও অভিলষিত অন্নের দ্বারা হৃষ্ট হয়ে যেন বিনষ্ট না হই। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। 'ইন্দ্রং অহং বণিজং' ইত্যাদি সূক্ত বাণিজ্য লাভের জন্য বিনিযুক্ত হয়। বিক্রয়ের জন্য বণিক পণ্যদ্রব্য বাজারে নেবার সময় লাভের জন্য এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা বস্ত্র, পুগীফল, অশ্ব, হস্তী অথবা বস্ত্রাদি অভিমন্ত্রিত করে সেখান থেকে রওনা হবে। এ সূক্তের দ্বারা ইন্দ্রের যাগ বা পূজা করতে হবে।

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

[illegible]

অনুবাদ ঃ প্রাতঃকালে [illegible] ফললাভের জন্য অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনীদ্বয়, ভগদেব, পূষাদেব, ব্রহ্মণস্পতি, সোম ও রুদ্রদেবকে আহ্বান করছি। ১ ॥ প্রাতঃকালে শক্তিযুক্ত ফলদায়ক, জয়শীল, দেবমাতা অদিতির পুত্র ভগদেবকে বৃষ্টি প্রভৃতি ফলের কামনা করে আমরা আহ্বান করছি। যে আদিত্য ভগদেব বৃষ্ট্যাদি প্রদানের দ্বারা সকলের পোষক, দরিদ্র, দস্যু এমন কি রাজাও শক্তিযুক্ত ফলদায়ক জেনে যে ভগদেবকে ভজনা করছি—এ কথা বলে, আমরা তাঁকে আহ্বান করছি। (অথবা সকল জন যে ভগদেবকে স্তুতি করে, 'ভজনীয় ধন আমাদের দাও' এ প্রার্থনা জানায়, আমরা সে

ভগদেবকে আহ্বান করছি)। ২ ॥ সকল জগতের নায়ক, সত্যরাধ (অনশ্বর ধনযুক্ত); হে ভগদেব, মেধাজননাদি ফল দিয়ে আমাদের এ স্তুতি সফল কর। হে ভগ, গাভী ও অশ্বের দ্বারা আমাদের প্রভূত কর। হে ভগ, পুত্র-পৌত্রাদি ও ভৃত্যাদির দ্বারা আমরা জনযুক্ত হব। ৩ ॥ এখন এ কর্মানুষ্ঠানকালে আমরা দেবতার সাথে (অথবা ধন ও সৌভাগ্যের সাথে) যুক্ত হবো। সায়াহ্নে, মধ্যাহ্নে (ও উদয়কালে) হে মঘবন, আমরা সূর্য ও অগ্ন্যাদি দেবতাদের শোভন (অনুগ্রহাত্মিকা) বুদ্ধি লাভ করব অর্থাৎ দেবগণও আমাদের অনুগ্রহ করুক। ৪ ॥ ভগদেব ধনযুক্ত হোক, তার ধনে আমরাও ধনবান হবো। হে ভগ, তাদৃশ তোমাকে সকল লোক বারবার আহ্বান করছে। হে ভগ, তুমি এ ব্যাপারে আমাদের পুরোগামী হও। ৫ ॥ উষাদেবীগণ যজ্ঞের জন্য মিলিত হোক। অশ্ব যেমন শুদ্ধ গমনের জন্য সন্নদ্ধ হয়, এরূপ সন্নত উষাদেবীগণ ধনপ্রাপক ভগদেবকে আমার অভিমুখে আনুক, বেগবান অশ্বগুলি যেমন রথ বহন করে, সেরূপ। ৬ ॥ উষাদেবীগণ বহু অশ্ব, গাভী ও পুত্রাদি যুক্ত হয়ে মঙ্গলকারী রূপে আমাদের জন্য সব সময় প্রকাশিত হোক। হে উষাদেবীগণ, জল বহন করে সকল গুণের দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে তোমরা অনশ্বর মঙ্গলের সাথে সব সময় আমাদের রক্ষা কর। ৭ ॥

টীকা ঃ ১-৭। ৪র্থ অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'প্রাতরগ্নিং' ইত্যাদি প্রথম সূক্তের দ্বারা মেধা কামনায় সকালে ঘুম থেকে উঠে হাত দিয়ে মুখ ধুতে হবে। সেরূপ তেজ কামনা করে এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা দধি ও মধু অভিমন্ত্রিত করে ব্রাহ্মণকে খাওয়াতে হবে, সেরূপ ক্ষত্রিয়কে দধি মধু মিশ্রিত অন্ন এবং বৈশ্যকে কেবল অন্ন খাওয়াতে হবে। অন্যান্য বহু প্রয়োগ বিধি কৌশিকসূত্রে দ্রষ্টব্য দৃষ্ট হয়। ষষ্ঠ সূক্তে—'দধিক্রাবা' শব্দের অর্থ অশ্ব, ধারক হয়ে যে পাদবিক্ষেপ করে, 'দধিঃ ধারয়িতা সং ক্রামতীতি দধিক্রাবা অশ্বঃ'—সায়ণাচার্য।

দ্বিতীয় সূক্ত

[illegible]

অনুবাদ ঃ মেধাবী জনেরা কর্ষণের জন্য লাঙ্গলগুলি যুক্ত করছে। যারা ধীমান, তারা দেববিষয়ে সুখকর যজ্ঞের ইচ্ছায় বলীবর্দদের স্কন্ধে যুগগুলি প্রসারিত করছে (অথবা সুখকর হবিরূপ অন্নের বাহক বলীবর্দদ্বয় যুক্ত করছে)। ১ ॥ হে কৃষকগণ, লাঙ্গলগুলি যুগের সাথে যুক্ত কর। যুগগুলি বলীবর্দদের স্কন্ধে প্রসারিত কর। অঙ্কুরোৎপত্তি যোগ্য এ কর্ষণ ভূমিতে ব্রীহি যবাদি বীজ বপন কর। আশুপ্রাপক ভূম্যাদি ফলভার যুক্ত হোক। সকল ব্রীহি প্রভৃতি অল্প সময়ে পক্ক হোক ও তেমন দাত্রাদির সাথে যুক্ত হোক। ২ ॥ বজ্রের মত নিশিতধার লাঙ্গলের অগ্রভাগগুলি কৃষকের সুখকর ব্রীহি প্রভৃতি সম্পাদনের দ্বারা সোমযাগ নিষ্পাদক হয়ে ভূমিতে প্রকৃষ্টভাবে গমন করছে। কর্ষণের দ্বারা যবাদি

সমৃদ্ধির ফলে গমনসমর্থ গাভী ও অবি, রথবাহনসমর্থ অশ্ব বলীবর্দাদি ও স্থূল সর্বকামসমর্থ প্রথমবয়স্ক কন্যাদের (প্রফর্বী) সমৃদ্ধি হোক। ৩॥ ইন্দ্রদেব লাঙ্গলপদ্ধতি নীচের দিকে করুক এবং পোষক পূষাদেব সব দিক দিয়ে তা রক্ষা করুক। সে লাঙ্গলপদ্ধতি পরপর বর্ষগুলিতে আমাদের অভিমত ফল দিক॥ ৪॥ লাঙ্গলের মুখগুলি (ফালা) আমাদের যাতে সুখ হয়, সেভাবে ভূমি কর্ষণ করুক। কৃষকরা সুখে বলীবর্দের অনুগমন করুক। হে বায়ু ও আদিত্যদেব, তোমরা দুজন আমাদের প্রদত্ত হবির দ্বারা তুষ্ট হয়ে এ যজমানকে ব্রীহিযবাদি শোভন ফলযুক্ত কর। ৫॥ বলীবর্দগুলি সুখকর হোক, কৃষকরা সুখী হোক, লাঙ্গলগুলি সুখে কর্ষণ করুক, রজ্জুগুলি সুখেবন্ধনযুক্ত হোক, হে শুন (বায়ুদেব অথবা সুখাভিমানী দেবতা), প্রতোদ সুখে প্রেরণ কর। ৬॥ হে শুনাসীর (বায়ু ও আদিত্য) দেবদ্বয়, তোমরা এ ক্ষেত্রে আমার হবির সেবা কর। তোমরা আকাশে যে জল করেছ, সে বৃষ্টিজলের দ্বারা এ কৃষ্যমাণ ভূমি সিক্ত কর। ৭॥ হে সীতা (লাঙ্গলপদ্ধতি), তোমাকে নমস্কার করছি, হে সুভগে (সীতাভিমানী দেবতা) তুমি যেভাবে আমাদের প্রতি শোভনমনস্ক হও ও যেভাবে শোভন ফলযুক্ত হও, সেভাবে আমাদের অভিমুখী হও। ৮॥ জল ও মধুর রসে লিপ্ত, বিশ্বদেবগণ ও মরুদ্গণের দ্বারা অনুমত হে সীতা (লাঙ্গলপদ্ধতি), সবলে ঘৃতযুক্ত অন্ন সেচনকারী রূপে তুমি জলের সাথে আমাদের অভিমুখী হও। ৯॥

টীকা: ১-৯। 'সীরা যুঞ্জন্তি' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা কৃষিকার্যে মাঠে গিয়ে যুগলাঙ্গল বাঁধতে হয়। এ সূক্তের দ্বারা দক্ষিণ দিকে বলদ যুগে যুক্ত করাতে হয়। এ সূক্তের দ্বারা কর্ষণাদি কার্য বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়। ৫ম সূক্তে—'শুনং' শব্দের অর্থ সুখ, 'কীনাশাঃ'—অর্থ কৃষক। 'শুনাসীর' বলতে বায়ু ও আদিত্য অথবা সুখকর দেবতা ও লাঙ্গলাভিমানী দেবতা—সায়ণ।

তৃতীয় সূক্ত

ইমাং খনাম্যোষধিং বীরুধাং বলবত্তমাম্। যয়া সপত্নীং বাধতে যয়া সংবিন্দতে পতিম্॥ ১॥ উত্তানপর্ণে সুভগে দেবজূতে সহস্বতি। সপত্নীং মে পরা ণুদ পতিং মে কেবলং কৃধি॥ ২॥ নহি তে নাম জগ্রাহ নো অস্মিন্ রমসে পতৌ। পরামেব পরাবতং সপত্নীং গময়ামসি॥ ৩॥ উত্তরাহমুত্তর উত্তরেদুত্তরাভ্যঃ। অধঃ সপত্নী যা মমাধরা সাধরাভ্যঃ॥ ৪॥ অহমস্মি সহমানাথো ত্বমসি সাসহিঃ। উভে সহস্বতী ভূত্বা সপত্নীং মে সহাবহৈ॥ ৫॥ অভি তেঽধাং সহমানামুপ তেঽধাং সহীয়সীম্। মামনু প্র তে মনো বৎসং গৌরিব ধাবতু পথা বারিব ধাবতু॥ ৬॥

অনুবাদ: লতারূপ ওষধির মধ্যে অত্যন্ত বলশালী ও পাঠা-নামক ওষধি খনন করছি, যার দ্বারা সপত্নীকে (সতীনকে) হিংসা করা যায় ও পতিকে সাম্যকরূপে লাভ করা যায়। ১॥ উত্তানপর্ণ (ঊর্ধ্বমুখে পত্র যার), সৌভাগ্যের কারণরূপ, দেবতার (স্রষ্টার) দ্বারা প্রেরিত, পরাভবকারী হে পাঠা-নামক ওষধি, আমার সপত্নীকে পরাঙ্মুখী কর অর্থাৎ পতির কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দাও এবং তারপর আমার পতিকে কেবল (অসাধারণ) কর। ২॥ হে সপত্নী, তোমার নামও আমি গ্রহণ করি না, তুমি সন্নিহিত আমার পতিতে রমণ করো না। তোমাকে অতি দূরদেশে পাঠিয়ে দেব। ৩॥ হে উৎকৃষ্টতর পাঠা-নামক ওষধি, তোমার প্রসাদে আমি উৎকৃষ্টতর হবো, লোকে যেগুলি উৎকৃষ্ট আছে, তাদের থেকেও আমি উৎকৃষ্ট হবো। আর আমার যে সপত্নী, সে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর হোক। ৪॥ হে পাঠা-নামক ওষধি, তোমার প্রসাদে আমি সপত্নীর পরাভবকারী, তুমিও শত্রুদের পরাভবকারী হও। আমরা দুজনে একত্র হয়ে সপত্নীর পরাভব করব। ৫॥ হে সপত্নী, তোমার শয়নস্থানের নীচে ও উপরে পরাভবকারী এ পাঠা-নামক ওষধি স্থাপন করছি। দুগ্ধবতী গাভী যেমন ইতস্ততঃ ধাবমান স্বকীয় বৎসের অনুধাবন করে, জল যেমন নিম্নপথে স্বভাবতঃ গমন করে, সেরূপ হে সপত্নী, তোমার মন ওষধিপ্রভাবে বশীভূত হয়ে আমার অনুসরণ করুক। ৬॥

টীকা: ১-৬। 'ইমাং খনামি' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা সপত্নী-জয়কর্মে বাণপর্ণীপত্রচূর্ণ লোহিতবর্ণজায়া দধি ও জলের সাথে মিশিয়ে অভিমন্ত্রিত করে সপত্নীর শয়নস্থানের নীচে ও উপরে ছড়িয়ে দিতে হয়। এরূপ বিবাদ-জয়কর্মে 'অহমস্মি সহমানা' ইত্যাদি সূক্ত জপ করে ঈশান দিক থেকে সভাস্থলে যেতে হয়।

চতুর্থ সূক্ত

সংশিতং ম ইদং ব্রহ্ম সংশিতং বীর্যং বলম্। সংশিতং ক্ষত্রমজরমস্তু জিষ্ণুর্যেষামস্মি পুরোহিতঃ॥ ১॥ সমহমেষাং রাষ্ট্রং স্যামি সমোজো বীর্যং বলম্। বৃশ্চামি শত্রূণাং বাহূননেন হবিষাহম্॥ ২॥ নীচৈঃ পদ্যন্তামধরে ভবন্তু যে নঃ সূরিং মঘবানং পৃতন্যান্। ক্ষিণামি ব্রহ্মণামিত্রানুন্নয়ামি স্বানহম্॥ ৩॥ তীক্ষ্ণীয়াংসঃ পরশোরগ্নেস্তীক্ষ্ণতরা উত। ইন্দ্রস্য বজ্রাত্তীক্ষ্ণীয়াংসো যেষামস্মি পুরোহিতঃ॥ ৪॥ এষামহমায়ুধা সং স্যাম্যেষাং রাষ্ট্রং সুবীরং বর্ধয়ামি। এষাং ক্ষত্রমজরমস্তু জিষ্ণ্বেষাং চিত্তং বিশ্বেঽবন্তু দেবাঃ॥ ৫॥ উদ্ধর্ষন্তাং মঘবন্ বাজিনান্যুদ্বীরাণাং জয়তামেতু ঘোষঃ। পৃথগ্ঘোষা উলুলয়ঃ কেতুমন্ত উদীরতাম্। দেবা ইন্দ্রজ্যেষ্ঠা মরুতো যন্তু সেনয়া॥ ৬॥ প্রেতা জয়তা নর উগ্রা বঃ সন্তু বাহবঃ। তীক্ষ্ণেষবোঽবলধন্বনো হতোগ্রায়ুধা অবলানুগ্রবাহবঃ॥ ৭॥ অবসৃষ্টা পরা পত শরব্যে ব্রহ্মসংশিতে। জয়ামিত্রান্ প্র পদ্যস্ব জহ্যেষাং বরংবরং মামীষাং মোচি কশ্চন॥ ৮॥

অনুবাদ: আমার এ ব্রাহ্মণত্ব (জাতিভ্রংশকর দোষ পরিহার করে) তীক্ষ্ণীকৃত হোক (অথবা আমার পযুজ্যমান মন্ত্রাত্মক এ বেদ অমোঘ ফল দিক)। আমার বীর্য (মন্ত্র প্রভাব জনিত শারীরিক বল) তীক্ষ্ণকৃত হোক। আমার ক্ষাত্রিয় জাতি মন্ত্রপ্রভাবে তীক্ষ্ণকৃত ও জরারহিত হয়ে জয়শীল হোক। (এখানে জরা শব্দে শরীরাবয়ব ও সেনাঙ্গ হস্তী, অশ্ব প্রভৃতির ক্ষয় বোঝাচ্ছে, তদ্রহিত)। যে ক্ষত্রিয়ের আমি পুরোহিত (অর্থাৎ ঐহিক আমুষ্মিক সকল মঙ্গলবিষয়ে যার দ্বারা পৌরোহিত্যে আমি বৃত হয়েছি), সে রাজার জয়ের জন্য এরূপ প্রার্থনা করা হচ্ছে। ১॥ যে রাজাদের দেশে আমি বাস করি, এদের রাষ্ট্র তীক্ষ্ণ করব অর্থাৎ ধন-কনক-সমৃদ্ধ করব। এদের ওজ, বীর্য ও বল মন্ত্রসামর্থে দৃঢ় করব। আমার রাজার শত্রুদের বাহু হূয়মান এ হবির দ্বারা ছিন্ন করব অর্থাৎ তাদের অস্ত্র ধারণ সামর্থ নষ্ট করে দেব। ২॥ আমাদের শত্রুরা অবাঙ্মুখ হয়ে পতিত হোক ও নিকৃষ্ট হয়ে পদাক্রান্ত হোক। কার্যাকার্য-বিভাবজ্ঞ প্রভূতধনযুক্ত আমাদের রাজাকে জয় করার জন্য যে শত্রুগণ সেনা ইচ্ছা করছে, তারা পদাক্রান্ত হোক। আমি অমোঘ বীর্যযুক্ত এ মন্ত্রের দ্বারা শত্রুদের হিংসা করছি ও স্বকীয় রাজাদের উৎকৃষ্ট জয় এনে দিচ্ছি। ৩॥ আমি যে রাজাদের পুরোহিত, তারা কুঠারের নিশিতধারা থেকেও তীক্ষ্ণ হোক অর্থাৎ শত্রুসৈন্যের ছেদনসমর্থ হোক। বিশ্বদহনসমর্থ অগ্নি থেকেও অতিশয় তীক্ষ্ণ হোক (ক্ষণমাত্রে শত্রুবল দগ্ধ করাতে সমর্থ হোক)। সেরূপ বজ্র থেকেও তীক্ষ্ণ হোক অর্থাৎ তারা অপ্রতিহত গতিসম্পন্ন হোক। ৪॥ আমার রাজাদের আয়ুধগুলি তীক্ষ্ণ করব, এদের রাষ্ট্র শোভন বীরযুক্ত করে সমৃদ্ধ করব। এ রাজাদের ক্ষাত্র বল অজর ও জয়শীল হোক এবং এদের যুদ্ধোন্মুখ মন সকল দেবতারা রক্ষা করুক। ৫॥ হে ধনযুক্ত ইন্দ্র (মঘবন্), তোমার প্রসাদে হস্তী, অশ্ব, রথাদি যুদ্ধবিষয়ে উৎকৃষ্ট হর্ষযুক্ত হোক। তারপর জয়লাভকারী আমাদের বীরদের জয়ধ্বনি উত্থিত হোক—উলুলুরূপ জয়প্রযুক্ত শব্দ ইতস্তত উঠুক। ইন্দ্রমুখ্য মরুদ্গণ যুদ্ধে আমাদের

সাহায্য করবার জন্য নিজ নিজ সেনার সাথে আসুক। ৬ ॥ হে আমাদের নেতৃগণ, তোমরা পরাক্রমের সাথে যুদ্ধভূমিতে যাও, তারপর দেবতাদের অনুগ্রহে শত্রুদের জয় কর। তোমাদের তীক্ষ্ণ বাণাদি অস্ত্রযুক্ত বাহুগুলি উগ্র হোক অর্থাৎ শত্রুপ্রহরণে সমর্থ হোক। তোমরা নিশিত অস্ত্রাদিযুক্ত, অথএব উগ্রবাহু হয়ে বলরহিত ধনু প্রভৃতি আয়ুধযুক্ত বলশূন্য শত্রুদের বিনাশ কর। ৭ ॥ হে মন্ত্রের দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃত হিংসাকুশল বাণ, তুমি আমাদের দ্বারা ধনু থেকে বিমুক্ত হয়ে শত্রুসেনার দিকে যাও ও তাদের জয় কর। প্রথমে শত্রুর ভেতর প্রবেশ কর এবং তারপর শ্রেষ্ঠ হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক সৈন্য বিনাশ কর, দূরে দৃশ্যমান শত্রুদের মধ্যে কোন বীর যেন মুক্ত না হয়, অর্থাৎ সকলকেই তুমি বধ কর। ৮ ॥

টীকা : ১-৮। 'সংশিতং মে' ইত্যাদি ৪র্থ সূক্তের দ্বারা শত্রুসেনার উদ্বেজন কর্মে আজ্যাহুতি দিয়ে শ্বেতপদ-বিশিষ্ট অজা বা অবি অভিমন্ত্রিত করে শত্রুর সেনার দিকে পাঠিয়ে দিতে হবে। সংগ্রাম জয়ের জন্য এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা আজ্যহোম, সক্তুহোম, ধনুর্ম্লানধান, ইষু-সমিদাধান করে রাজাকে অভিমন্ত্রিত ধনু প্রদান করতে হবে।

পঞ্চম সূক্ত

অয়ং তে যোনির্ঋত্বিয়ো যতো জাতো অরোচথাঃ। তং জানন্নগ্ন আ রোহাধা নো বর্ধয়া রয়িম্ ॥ ১ ॥ অগ্নে অচ্ছা বদেহ নঃ প্রত্যঙ্ নঃ সুমনা ভব। প্র ণো যচ্ছ বিশাং পতে ধনদা অসি নস্ত্বম্ ॥ ২ ॥ প্র ণো যচ্ছত্বর্যমা প্র ভগঃ প্র বৃহস্পতিঃ। প্র দেবীঃ প্রোত সূনৃতা রয়িং দেবী দধাতু মে ॥ ৩ ॥ সোমং রাজানমবসেঽগ্নিং গীর্ভির্হবামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্যং ব্রহ্মাণং চ বৃহস্পতিম্ ॥ ৪ ॥ ত্বং নো অগ্নে অগ্নিভির্ব্রহ্ম যজ্ঞং চ বর্ধয়। ত্বং নো দেব দাতবে রয়িং দানায় চোদয় ॥ ৫ ॥ ইন্দ্রবায়ূ উভাবিহ সুহবেহ হবামহে। যথা নঃ সর্ব ইজ্জনঃ সঙ্গত্যাং সুমনা অসদ্ দানকামশ্চ নো ভুবৎ ॥ ৬ ॥ অর্যমণং বৃহস্পতিমিন্দ্রং দানায় চোদয়। বাতং বিষ্ণুং সরস্বতীং সবিতারং চ বাজিনম্ ॥ ৭ ॥ বাজস্য নু প্রসবে সং বভূবিমেমা চ বিশ্বা ভুবনান্যন্তঃ। উতাদিৎসন্তং দাপয়তু প্রজানন্ রয়িং চ নঃ সর্ববীরং নি যচ্ছ ॥ ৮ ॥ দুহ্রাং মে পঞ্চ প্রদিশো দুহ্রামুর্বীর্যথাবলম্। প্রাপেয়ং সর্বা আকূতীর্মনসা হৃদয়েন চ ॥ ৯ ॥ গোসনিং বাচমুদেয়ং বর্চসা মাভ্যুদিহি। আ রুন্ধাং সর্বতো বায়ুস্ত্বষ্টা পোষং দধাতু মে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : হে অগ্নি, এ অরণি (অথবা যজমান) তোমার গর্ভ গ্রহণকালে উৎপত্তি কারণ যেখান থেকে উৎপন্ন হয়ে তুমি দীপ্তি পাচ্ছ, সে উৎপত্তি কারণ জেনে তাতে প্রবেশ কর, পরিত্যাগ করো না। তারপর আমাদের ধন বর্ধন কর। ১ ॥ হে অগ্নি, এ প্রাপ্তব্য ফলে আমাদের সামনে প্রিয় বল এবং আমাদের অভিমুখী হয়ে শোভন-মনস্ক হও। হে বৈশ্বানররূপে সকল প্রজার পালক অগ্নি আমাদের অপেক্ষিত ধন দাও, যেহেতু তুমি আমাদের ধনদাতা, ধন দিতে তুমিই সমর্থ। ২ ॥ অর্যমাদেব আমাদের যা দেবার, তা দিক অর্থাৎ দাতব্য সকল ধন দিক। ভগ ও বৃহস্পতিদেব আমাদের ধন দিক। ইন্দ্রাণী প্রভৃতি দেবীগণ আমাদের ধন দিক। প্রিয়বাক্যরূপা দেবী সরস্বতী আমাকে ধন দিক। ৩ ॥ রাজা সোম ও অগ্নিকে অভিমত ফল প্রদানের দ্বারা রক্ষণের জন্য স্তুতিবাক্যে আহ্বান করছি। সেরূপ আদিত্য (অদিতির পুত্র মিত্র ও বরুণ), সর্বব্যাপী বিষ্ণু, সকলের প্রেরক মণ্ডলান্তরবর্তী হিরণ্ময় পুরুষরূপ সূর্যদেব, এদের স্রষ্টা প্রজাপতি ব্রহ্মা ও বৃহস্পতিদেবকে অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য আহ্বান করছি। ৪ ॥ হে অগ্নি, তুমি তোমার বিভূতিরূপ অন্য অগ্নির সাথে আমাদের মন্ত্রময় স্তোত্র ও যজ্ঞ ফলসমৃদ্ধ কর। হে দেব, চরু পুরোডাশাদি হবির দাতা যজমানের উদ্দেশে দানের জন্য ধন প্রেরণ কর। ৫ ॥ ইন্দ্র ও বায়ু দেবতাকে এ কর্মে আহ্বান করছি, যেহেতু যজ্ঞবিষয়ে দেবতাদের মধ্যে এরা দুজন সুখে আহ্বানযোগ্য। তাতে সকল লোক মিলন বিষয়ে শোভন মনস্ক হয় এবং সকলে আমাদের দান করতে অভিলাষী হয়,

সেজন্য আহ্বান করছি। ৬ ॥ হে স্তোতা, অর্যমা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র নাদরূপা সরস্বতী, বিষ্ণু, ও অন্নযুক্ত সবিতাদেবকে আমাদের অভিমত ফল দানের জন্য স্তুতির দ্বারা প্রেরণ কর (অর্থাৎ যাতে তারা তুষ্ট হয়ে আমাদের ধন দেয় সেরূপ স্তুতি-বাক্যের দ্বারা তাদের তুষ্ট কর)। ৭ ॥ অন্নের উৎপত্তি বিষয়ে (অথবা তার হেতুভূত কর্মে কিংবা বৃষ্ট্যাদি দ্বারা অন্নের উৎপাদক দেবের সাথে) আমরা শীঘ্র মিলিত হব। এ পরিদৃশ্যমান সকল প্রাণী অন্নোৎপাদক দেবের মধ্যে বর্তমান। সে অন্নের উৎপাদক দেব সকল প্রাণীর হৃদয়গত অভিপ্রায় জেনে দানে অনিচ্ছুক ব্যক্তিকেও বুদ্ধি প্রেরণের দ্বারা আমাদের উদ্দেশে দানে প্রবৃত্ত করাক এবং পুত্রাদিযুক্ত ধন আমাদের দিক। ৮ ॥ পূর্বাদি (মধ্য সহ) পাঁচ মহা দিক আমার অভিমত ফল দিক। সেরূপ দ্যাবাপৃথিবী প্রভৃতি ছয় উর্বী যথাশক্তি আমাদের অভিলষিত ধন দিক। তা হলে আমি সকল সংকল্প লাভ করব। মন (সংকল্প ও বিকল্পের হেতুভূত অন্তঃকরণ বৃত্তি) ও হৃদয়ের দ্বারা যে যে সংকল্প করব, সে সকল ফল মনো ব্যাপারে পাব। ৯ ॥ গবাদি ধনপ্রদ বাক্য যেন আমি বলি। হে বাগ্‌দেবতা, তুমি বেদের সাথে অভিমত ফল দেবার জন্য আমার কাছে এস। সূত্রাত্মা বায়ু সকল দিক থেকে প্রাণাত্মারূপে আবৃত করুক এবং ত্বষ্টাদেব আমার শরীরাদির পুষ্টিবিধান করুক। ১০ ॥

টীকা :—'অয়ং তে যোনিঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা নির্ঋতি-কর্মে শর্করা-মিশ্র ব্রীহি যাগ করতে হয়। সেরূপ বিঘ্ননাশ কর্মে এ সূক্তের দ্বারা আজ্য, সমিৎ প্রভৃতি ত্রয়োদশ দ্রব্যের দ্বারা হোম করতে হয়। এ কর্মে এ সূক্তের মন্ত্রগুলি জপ করতে হয়।

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

যে অগ্নয়ো অপ্স্বন্তর্যে বৃত্রে যে পুরুষে যে অশ্মসু। য আবিবেশৌষধীর্যো বনস্পতীংস্তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ ॥ ১ ॥ যঃ সোমে অন্তর্যো গোষ্বন্তরাবিষ্টো বয়ঃসু যো মৃগেষু। য আবিবেশ দ্বিপদো যশ্চতুষ্পদস্তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ ॥ ২ ॥ য ইন্দ্রেণ সরথং যাতি দেবো বৈশ্বানর উত বিশ্বদাব্যঃ। যং জোহবীমি পৃতনাসু সাসহিং তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ ॥ ৩ ॥ যো দেবো বিশ্বাদ্ যমু কামমাহুর্যং দাতারং প্রতিগৃহ্ণন্তমাহুঃ। যো ধীরঃ শক্রঃ পরিভূরদাভ্যস্তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ ॥ ৪ ॥ যং ত্বা হোতারং মনসাভি সংবিদুস্ত্রয়োদশ ভৌবনাঃ পঞ্চ মানবাঃ। বর্চোধসে যশসে সূনৃতাবতে তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ ॥ ৫ ॥ উক্ষান্নায় বশান্নায় সোমপৃষ্ঠায় বেধসে। বৈশ্বানরজ্যেষ্ঠেভ্যস্তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ ॥ ৬ ॥ দিবং পৃথিবীমন্বন্তরিক্ষং যে বিদ্যুতমনুসংচরন্তি। যে দিক্ষ্বন্তর্যে বাতে অন্তস্তেভ্যো অগ্নিভ্যো হুতমস্ত্বেতৎ ॥ ৭ ॥ হিরণ্যপাণিং সবিতারমিন্দ্রং বৃহস্পতিং বরুণং মিত্রমগ্নিম্। বিশ্বান্ দেবানঙ্গিরসো হবামহ ইমং ক্রব্যাদং শময়ন্ত্বগ্নিম্ ॥ ৮ ॥ শান্তো অগ্নিঃ ক্রব্যাচ্ছান্তঃ পুরুষরেষণঃ। অথো যো বিশ্বদাব্যস্তং ক্রব্যাদমশীশমম্ ॥ ৯ ॥ যে পর্বতাঃ সোমপৃষ্ঠা আপ উত্তানশীবরীঃ। বাতঃ পর্জন্য আদগ্নিস্তে ক্রব্যাদমশীশমন্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : জলের মধ্যে বাড়বাদিরূপে যে সকল অগ্নি আছে, আবরণ-স্বভাব মেঘে (বৃত্রে) বিদ্যুৎ রূপে যে অগ্নি আছে, সেরূপ মানুষের শরীরে বৈশ্বানর রূপে, সূর্যকান্তাদি শিলাতে, ব্রীহিযবাদি ওষধিতে ও বনস্পতিতে যে সকল অগ্নি আছে, সকল জগতের অনু-

গ্রাহক সে সকল অগ্নির উদ্দেশে এ হবি প্রদত্ত হোক। (একই অগ্নি নিজ বিভূতিরূপ অন্য অগ্নির দ্বারা সমগ্র জগতে প্রবেশ করে পালন করছে বলে তার বহুত্বরূপে স্তুতি)। ১ ॥ অমৃতময় রস পরিপাকের জন্য লতারূপ সোমের ভেতর যে অগ্নি প্রবিষ্ট, যে অগ্নি গবাদি গ্রাম্য পশুর ভেতর প্রবিষ্ট হয়ে পক্ক দুগ্ধ করছে, সেরূপ যে অগ্নি পক্ষী ও হরিণাদিতে অনুপ্রবিষ্ট, দ্বিপদ মনুষ্যাদি ও চতুষ্পদ অন্য প্রাণীর ভেতর জঠরাগ্নি-রূপে প্রবেশ করেছে, সকল জগতের অনুগ্রাহক সে সকল অগ্নির উদ্দেশে এ হবি প্রদত্ত হোক। ২ ॥ যে দেব (দানাদি-গুণ-যুক্ত) অগ্নি ইন্দ্রের সাথে এক রথে আরোহণ করে যায়, যে অগ্নি বিশ্বের হিতকারী ও বিশ্বের দাহক এবং সংগ্রামে পরাভবকারী যার সাহায্যের জন্য বার বার আহ্বান করে থাকি, সকল জগতের অনুগ্রাহক সে অগ্নির উদ্দেশে এ হবি প্রদত্ত হোক। ৩ ॥ যে দানাদিগুণযুক্ত অগ্নি সব কিছুর ভক্ষক, যে অগ্নিকে কামনাফলরূপ বলা হয়, যে অগ্নি ইষ্টফলের দাতা ও প্রতিগ্রহীতারূপে কথিত, যে অগ্নি ধীর, সকল কাজে শক্ত, শত্রুদের পরাভবকারী ও অপরের অহিংসিত, সকল জগতের উপকারক, সে সকল অগ্নির উদ্দেশে এ হবি প্রদত্ত হোক। ৪ ॥ হে অগ্নি, ত্রয়োদশ মাস ও পাঁচটি ঋতু (অথবা নিষাদাদি পঞ্চ বর্ণ কিংবা গন্ধর্বাদি পাঁচটি মনুসৃষ্ট প্রাণী) যে তোমাকে দেবতাদের আহ্বাতা বলে মনে মনে জানে, যে তুমি তেজের ধারক ও প্রদাতা, যশস্বী ও সুনৃতাযুক্ত (প্রিয় ও সত্যাত্মক বাক্যযুক্ত), সকল জগতের উপকারক সে সকল অগ্নির উদ্দেশে এ হবি প্রদত্ত হোক। ৫ ॥ সেচন-সমর্থ বৃষ ও বন্ধ্যা গাভী যার হবিরূপ অন্ন, হূয়মান সোম যার পৃষ্ঠে, আহুতির দ্বারা সকল জগতের যিনি বিধাতা, সকল প্রাণীর হিতকারক জঠরাগ্নিরূপে যিনি জ্যেষ্ঠ, সকল জগতের অনুগ্রাহক সে সকল অগ্নির উদ্দেশে এ হবি প্রদত্ত হোক। ৬ ॥ দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরিক্ষলোকে অনুপ্রবেশ করে যে-সকল অগ্নি বিচরণ করে মেঘস্থিত বিদ্যুতের মধ্যে অথবা বিদ্যোতমান জ্যোতিশ্চক্রে অনুপ্রবেশ করে যে-সকল অগ্নি বিচরণ করে, যে-সকল অগ্নি ত্রিলোক-ব্যাপক দিক-সকলের মধ্যে বর্তমান এবং যে-সকল অগ্নি সকল জগতের আধাররূপ সূত্রাত্মক বায়ুর মধ্যে বিচরণ করে, সকল জগতের অনুগ্রাহক সে-সকল অগ্নির উদ্দেশে এ হবি প্রদত্ত হোক। ৭ ॥ হিতরমণীয় হস্ত, সকলের প্রেরক সবিতা দেব, ইন্দ্র, বৃহস্পতি, বরুণ, মিত্র, অগ্নি ও সকল দেবতাদের অঙ্গিরস-গোত্রোৎপন্ন আমরা আহ্বান করছি। তারা আহূত হয়ে এ ক্রব্যাদ (মাংসভক্ষক দুষ্ট) অগ্নিকে শান্ত করুক। ৮ ॥ যে ক্রব্যাদ অগ্নি, সে সবিতা প্রভৃতির অনুগ্রহে শান্ত (সুখকর) হোক, পুরুষের হিংসক যে অগ্নি, সে সুখকর হোক। যে সকলের দাহক, সে দাবাগ্নি এবং মাংসভক্ষক (ক্রব্যাদ) অগ্নিকে শান্ত করছি। ৯ ॥ সোমপৃষ্ঠ (সোম যাদের উপরিভাগে বর্তমান) মুঞ্জবত প্রভৃতি পর্বত-সকল, উত্তানস্বভাব জল-সকল, বাত, পর্জন্য সকলে মিলে মাংসভক্ষক উপদ্রবকারী ক্রব্যাদ অগ্নিকে শান্ত করেছে। (এরপর আমাদের কোন ভয়ের আশঙ্কা নেই)। ১০ ॥

টীকা : ১-১০। ৫ম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'যে অগ্নয়ঃ' ইত্যাদি প্রথম সূক্তের ১ম ৭টি মন্ত্র ক্রব্যাদোপহত গৃহ, গোষ্ঠ ক্ষেত্রাদির শান্তিবিধানে তথা মণিধারণ ও হোমাদি কর্মে বিনিযুক্ত হয়। ৫ম মন্ত্রে 'ভৌবনাঃ' শব্দে প্রাণিগণ যেখানে সত্তা লাভ করে, সে সংবৎসর-সম্বন্ধি চৈত্রাদি তেরটি মাসকে বোঝাচ্ছে; অধিমাসের সাথে তের মাস বলা হয়েছে। 'পঞ্চ মানবাঃ'—বলতে সৃষ্টির আদিতে মনু কর্তৃক কল্পিত পাঁচটি ঋতু (হেমন্ত-শিশিরের একতা করে), অথবা নিষাদ সহ ব্রাহ্মণাদি পাঁচটি বর্ণ, কিংবা গন্ধর্ব, অপ্সরা, দেব, অসুর ও রাক্ষস—এ পাঁচজনকে বলা হয়েছে—সায়ণ।

দ্বিতীয় সূক্ত

হস্তিবর্চসং প্রথতাং বৃহদ্ যশো অদিত্যা যৎ তন্বঃ সম্বভূব। তৎ সর্বে সমদুর্মহ্যমেতদ্ বিশ্বে দেবা অদিতিঃ সজোষাঃ ॥ ১ ॥ মিত্রশ্চ বরুণশ্চেন্দ্রো রুদ্রশ্চ চেততু। দেবাসো বিশ্বধায়সস্তে মাঞ্জন্তু বর্চসা ॥ ২ ॥ যেন হস্তী বর্চসা সম্বভূব যেন রাজা মনুষ্যেষ্বপ্স্বন্তঃ। যেন দেবা দেবতামগ্র আয়ন্ তেন মামদ্য বর্চসাগ্নে বর্চস্বিনং কৃণু ॥ ৩ ॥ যৎ তে বর্চো জাতবেদো বৃহদ্ ভবত্যাহুতেঃ। যাবৎ সূর্যস্য বর্চ আসুরস্য চ হস্তিনঃ। তাবন্মে অশ্বিনা বর্চ আ ধত্তাং পুষ্করস্রজা ॥ ৪ ॥ যাবচ্চতস্রঃ প্রদিশশ্চক্ষুর্যাবৎ সমশ্নুতে। তাবৎ সমৈত্বিন্দ্রিয়ং ময়ি তদ্ধস্তিবর্চসম্ ॥ ৫ ॥ হস্তী মৃগাণাং সুষদামতিষ্ঠাবান্ বভূব হি। তস্য ভগেন বর্চসাভি ষিঞ্চামি মামহম্ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : হস্তীর তেজের মত তেজ হোক, তা অদিতির শরীর থেকে উৎপন্ন মহৎ যশ-রূপ। সকল দেবতার সাথে সমান প্রীতি-সম্পন্ন অদিতি সে যশ আমাকে দিক। ১ ॥ মিত্র (দিনের অভিমানী দেবতা), বরুণ (রাতের অভিমানী দেবতা), পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্র এবং সংহারকর্তা রুদ্র আমাকে তাদের অনুগ্রাহ্য বলে জানুক। বিশ্বের পোষক সে দেবগণ তেজস্কামী আমাকে তেজের দ্বারা লিপ্ত করুক। ২ ॥ যে বলকর তেজ হস্তী লাভ করেছে, যে তেজের দ্বারা মানুষের মধ্যে রাজা তেজস্বী হয়েছে, যে তেজের দ্বারা অন্তরিক্ষলোকে সঞ্চারী যক্ষ-গন্ধর্বগণ তেজস্বী হয়েছে, সৃষ্টির আদিতে যে তেজের দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণ দেবত্ব লাভ করেছে, হে অগ্নি, সে সকল তেজের দ্বারা আজ আমাকে তেজস্বী কর। ৩ ॥ জাত প্রাণিগণের জ্ঞাতা, আহুতির দ্বারা হূয়মান হে অগ্নি, তোমার যে বৃহৎ তেজ, সর্বপ্রেরক সূর্যের যে তেজ, সেরূপ অসুরের ও হস্তীর যে তেজ, পদ্মমালাধারী অশ্বিনীদ্বয় সে তেজ আমাকে প্রদান করুক। ৪ ॥ পূর্বাদি চারদিক যতদূর ব্যেপে আছে, রূপগ্রাহক চক্ষুরিন্দ্রিয় যতদূর পর্যন্ত ব্যেপে থাকে, সে পরিমাণ পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্রের অসাধারণ চিহ্ন আমাদের প্রাপ্ত হোক। সেরূপ পূর্বোক্ত হস্তীতুল্য তেজ আমার হোক। ৫ ॥ অরণ্যে স্বেচ্ছায় বর্তমান হরিণাদির মধ্যে হস্তী বলাতিশয্যে সকলকে অতিক্রম করে অবস্থান করে, সেরূপ হস্তীর ভজনীয় তেজের দ্বারা আমি আমাকে অভিষিক্ত করছি। ৬ ॥

টীকা : ১-৬। 'হস্তিবর্চসং' এ সূক্তের দ্বারা তেজস্কাম ব্যক্তি হস্তী-দন্ত স্পর্শ করে অবস্থান করবে। সেরূপ হস্তীদন্তমণি এ মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে ধারণ করবে। এ সূক্তের মন্ত্রে পুরোহিত প্রাতঃ হস্তীকে অভিমন্ত্রিত করে রাজাকে দেবে। ব্রাহ্ম্যাখ্য মহাশান্তিতে হস্তীদন্ত মণিবন্ধনে এ সূক্তের বিনিয়োগ দেখা যায়। ষষ্ঠ সূক্তে 'মাং অহম্ অভিষিঞ্চামি'—আমি আমাকে অভিষিক্ত করছি, এখানে একই অস্মৎ-শব্দের শরীরাদি উপাধিভেদে ভেদবশতঃ কর্ম-কর্তৃ-ভাব-সায়ণ।

তৃতীয় সূক্ত

যেন বেহদ্ বভূবিথ নাশয়ামসি তৎ ত্বৎ। ইদং তদন্যত্র ত্বদপ দূরে নি দধ্মসি ॥ ১ ॥ আ তে যোনিং গর্ভ এতু পুমান্ বাণ ইবেষুধিম্। আ বীরোহত্র জায়তাং পুত্রস্তে দশমাস্যঃ ॥ ২ ॥ পুমাংসং পুত্রং জনয় তং পুমাননু জায়তাম্। ভবাসি পুত্রাণাং মাতা জাতানাং জনয়াশ্চ যান্ ॥ ৩ ॥ যানি ভদ্রাণি বীজান্যৃষভা জনয়ন্তি চ। তৈস্ত্বং পুত্রং বিন্দস্ব সা প্রসূর্ধেনুকা ভব ॥ ৪ ॥ কৃণোমি তে প্রাজাপত্যমা যোনিং গর্ভ এতু তে। বিন্দস্ব ত্বং পুত্রং নারি যস্তুভ্যং শমসচ্ছমু তস্মৈ ত্বং ভব ॥ ৫ ॥ যাসাং দ্যৌঃ পিতা পৃথিবী মাতা সমুদ্রো মূলং বীরুধাং বভূব। তাস্ত্বা পুত্রবিদ্যায় দৈবীঃ প্রাবন্ত্বোষধয়ঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : যে পাপ বা রোগাদির দ্বারা হে নারী, তুমি বন্ধ্যা হয়েছ, তোমার কাছ থেকে সে পাপাদি আমি নাশ করছি। এ পাপ রোগাদি আর যাতে তোমার না হয়, সেজন্য অতিদূরদেশে তা নিক্ষেপ করছি। ১ ॥ হে স্ত্রী, তোমার প্রজননস্থানে পুংত্বযুক্ত গর্ভ আসুক

যেমন বাণ বক্ষোদেশ নিক্ষ আবাসস্থান ইষুধিতে (নিষঙ্গে) আসে। তোমার সে গর্ভ (পুত্ররূপে পরিণত) দশমাস কাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ ও সবল হয়ে প্রসূতিকালে জন্মলাভ করুক। ২ ॥ হে নারী, তুমি পুত্র সন্তান উৎপন্ন কর, সে উৎপন্ন পুত্রের পরও পুত্র উৎপন্ন কর। এরূপ অবিচ্ছেদে জাতপুত্রদের তুমি মাতা হও। এর পরও যে পুত্রের জন্ম দেবে, তাদেরও তুমি মাতা হও। ৩ ॥ যে আমোঘবীর্য ঋষভগণ গাভীতে বৎস উৎপন্ন করে, হে নারী, সেরূপ আমোঘ বীর্যের দ্বারা তুমি পুত্র লাভ কর। সে তুমি প্রসূতা ধেনুর মত পুত্রের সাথে পূজিতা ও হও। ৪ ॥ হে নারী, তোমার প্রাজাপত্য (প্রজাপতি ব্রহ্মার নির্মিত প্রজোৎপত্তিকর) কর্ম করছি। তোমার গর্ভাশয় স্থানে গর্ভ আসুক। তারপর তুমি পুত্রলাভ কর, যে পুত্র তোমার সুখহেতু হবে এবং সে পুত্রের তুমিও সুখকারণ হবে। ৫ ॥ যে ওষধিগুলির দ্যুলোক পিতা (বৃষ্টিজল রূপ রেতঃ সেক করেছিল), এবং পৃথিবী মাতা। সমুদ্র (সমুদ্ভবশীল জলরাশি যাদের উৎপত্তি বিষয়ে এবং উৎপন্নদের বৃদ্ধি বিষয়ে) যাদের মূল কারণ, সে দেবতারূপ ওষধিগুলি পুত্রলাভের জন্য তোমাকে সব দিক দিয়ে রক্ষা করুক। ৬ ॥

টীকা : ১-৬। 'যেন বেহৎ বভূবিথ' ইত্যাদি ৩য় সূক্তের দ্বারা পুংসবনকর্মে বাণ অভিমন্ত্রিত করে স্ত্রীর মস্তকে ধারণ করতে হবে। এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা আজ্যাহুতি দিয়ে শর মণি অভিমন্ত্রিত করে বন্ধন করতে হয় ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়। ১ম সূক্তে 'বেহৎ' শব্দের গর্ভঘাতিনী বন্ধ্যা অর্থ।

চতুর্থ সূক্ত

পয়স্বতীরোষধয়ঃ পয়স্বন্মামকং বচঃ। অথো পয়স্বতীনামা ভরেঽহং সহস্রশঃ ॥ ১ ॥ বেদাহং পয়স্বন্তং চকার ধান্যং বহু। সংভৃত্বা নাম যো দেবস্তং বয়ং হবামহে যো যো অযজ্বনো গৃহে ॥ ২ ॥ ইমা যাঃ পঞ্চ প্রদিশো মানবীঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ। বৃষ্টে শাপং নদীরিবেহ স্ফাতিং সমাবহান্ ॥ ৩ ॥ উদুৎসং শতধারং সহস্রধারমক্ষিতম্। এবাস্মাকেদং ধান্যং সহস্রধারমক্ষিতম্ ॥ ৪ ॥ শতহস্ত সমাহর সহস্রহস্ত সং কির। কৃতস্য কার্যস্য চেহ স্ফাতিং সমাবহ ॥ ৫ ॥ তিস্রো মাত্রা গন্ধর্বাণাং চতস্রো গৃহপত্ন্যাঃ। তাসাং যা স্ফাতিমত্তমা তয়া ত্বাভি মৃশামসি ॥ ৬ ॥ উপোহশ্চ সমূহশ্চ ক্ষত্তারৌ তে প্রজাপতে। তাবিহা বহতাং স্ফাতিং বহুং ভূমানমক্ষিতম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : ব্রীহি যবাদি ওষধিগুলি সারবতী (পয়স্বতী) হোক, সেরূপ আমার বাক্য সারযুক্ত (সকলের উপাদেয়) হোক এবং আমি সারযুক্ত ওষধিদের ধান্য অনেক প্রকারে সম্পন্ন করব। ১ ॥ সারবান দেবকে আমি জানি, সে দেব ব্রীহি যবাদি ধান্য অধিক স্ফীত করেছিল। সর্বত্রস্থিতাসারাংশের মধুকরের মত সংগ্রহকর্তা সম্ভর্তা নামক দেবের আমরা স্তুতির সাথে আহ্বান করছি। সে দেব, যারা যাগ করে না এমন ধনীর গৃহ থেকে ব্রীহি যব গো হিরণ্যাদি এনে আমাদের প্রদান করুক। ২ ॥ এ পরিদৃশ্যমান পূর্বাদি পাঁচ দিক ও পাঁচ প্রকার (নিষাদ সহ চার বর্ণের) মানুষেরা এ যজমানের ধনধান্য সমৃদ্ধ করুক, যেমন বৃষ্টি হলে নদীপ্রবাহ-মধ্যস্থ প্রাণীকে বেগে অন্য দেশে নিয়ে যায়। ৩ ॥ উৎসস্থল (জলের উৎপত্তিস্থান) শত সহস্র অপরিমিত ধারাযুক্ত ক্ষয়রহিত হয়ে উদ্ভুত হয়, সেরূপ আমাদের পরিদৃশ্যমান ধান্য সহস্রধারায় বহুপ্রকার উপায়ে বৃদ্ধি পেয়ে ক্ষয়-রহিত হোক। ৪ ॥ হে শতহস্তযুক্ত দেব, তোমার বহু হস্তে ধনধান্য সংগ্রহ করে প্রদান কর। হে সহস্রহস্ত, তোমার হস্তের দ্বারা আমাদের প্রতি ধন ছড়িয়ে দাও। তাহলে কৃত ও করণীয় ধন ধান্যাদির সমৃদ্ধি আমি লাভ করব। ৫ ॥ বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্বদের সমৃদ্ধিহেতু তিনটি কলা আছে, সেরূপ তাদের গৃহপত্নী অপ্সরাদের সমৃদ্ধিহেতু চারটি অংশ আছে, তাদের মধ্যে যা অতিশয় সমৃদ্ধিযুক্ত, তা দিয়ে হে ধান্য, তোমাকে আমি স্পর্শ করছি, তুমি বর্ধিত হও। ৬ ॥ উপোহ

(সমীপে ধান্যাদির প্রাপক) এবং সমূহ (প্রাপ্ত ধনের অভিবর্ধক) দেব, হে প্রজাপতি, তোমার অভিমত কার্যসম্পাদক সারথিদ্বয়। তারা এ স্থানে সমৃদ্ধি প্রাপ্ত করাক, যা বহু, ধনধান্যাদিবিষয়ক ও ক্ষয়রহিত। ৭ ॥

টীকা : ১-৭। 'পয়স্বতী' ইত্যাদি সূক্ত ধান্য-সমৃদ্ধি কর্মে বিনিযুক্ত হয়। সেরূপ পিতৃমেধ কর্মে শবদাহের পর এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা স্নান করার বিধান দৃষ্ট হয়।

পঞ্চম সূক্ত

উত্তুদস্ত্বোত্তুদতু মা ধৃথাঃ শয়নে স্বে। ইষুঃ কামস্য যা ভীমা তয়া বিধ্যামি ত্বা হৃদি ॥ ১ ॥ আধীপর্ণাং কামশল্যামিষুং সংকল্পকুল্মলাম্। তাং সুসংনতাং কৃত্বা কামো বিধ্যতু ত্বা হৃদি ॥ ২ ॥ যা প্লীহানং শোষয়তি কামস্যেষুঃ সুসংনতা। প্রাচীনপক্ষা ব্যোষা তয়া বিধ্যামি ত্বা হৃদি ॥ ৩ ॥ শুচা বিদ্ধা ব্যোষয়া শুষ্কাস্যাভি সর্প মা। মৃদুর্নিমন্যুঃ কেবলী প্রিয়বাদিন্যনুব্রতা ॥ ৪ ॥ আজামি ত্বাজন্যা পরি মাতুরথো পিতুঃ। যথা মম ক্রতাবসো মম চিত্তমুপায়সি ॥ ৫ ॥ ব্যস্যৈ মিত্রাবরুণৌ হৃদশ্চিত্তান্যস্যতম্। অথৈনামক্রতুং কৃত্বা মমৈব কৃণুতং বশে ॥ ৬ ॥

অনুবাদ : ঊর্ধ্বমুখে বাধাদানকারী উত্তুদ-নামক দেবতা তোমাকে কামার্তা করুক। মদনবিকারে উদ্ব্যথিত হয়ে তুমি শয়নবিষয়ে আগ্রহ কর নি। কামের যে ভয়ঙ্কর বাণ আছে তা দিয়ে তোমার হৃদয়ে তাড়না করছি। ১ ॥ মনঃপীড়ার পত্রগুলি কামরূপ বাণের অগ্রে যুক্ত মর্মভেদক লৌহখণ্ডতুল্য, তা ভোগবিষয়ক সংকল্পে যুক্ত হয়েছে, সেরূপ বাণ দিয়ে কাম তোমার হৃদয়ে তাড়না করুক। ২ ॥ কামের ঋজুগামী যে ইষু হৃদয়ে প্রবেশ করে প্লীহা (প্রাণাশ্রয় মাংসখণ্ড) শোষণ করে, যার ঋজু পক্ষগুলি দগ্ধ করছে, তা দিয়ে হে কামিনি, তোমার হৃদয়ে তাড়না করছি। ৩ ॥ দাহযুক্ত শোককর ইষুর দ্বারা বিদ্ধ হয়ে শুষ্ক কণ্ঠে আমার কাছে এস। তারপর প্রণয় কলহ দূরকরে মৃদু প্রিয়বাদিনী হয়ে আমার অনুকূল আচরণ কর। ৪ ॥ হে কামিনি, তোমাকে কশার দ্বারা তাড়না করে আমার অভিমুখী করব। মাতা, পিতার কাছে অথবা যে কোন স্থানে স্থিত তোমাকে আকর্ষণ করে আনব, যাতে আমার কর্মে ও বুদ্ধিতে তুমি যুক্ত হও। ৫ ॥ হে মিত্র ও বরুণ, স্ত্রীর হৃদয় থেকে চিত্ত বিক্ষিপ্ত কর, তারপর একে কার্যাকার্য-জ্ঞানশূন্য করে আমার অধীন কর। ৬ ॥

টীকা : ১-৬। 'উত্তুদস্ত্বা' ইত্যাদি সূক্ত জপ করে স্ত্রীর বশীকরণ কামনায় তাকে অঙ্গুলির দ্বারা তাড়না করতে হবে। এ সূক্তের দ্বারা একবিংশতি বদরী কণ্টক ঘৃত সিক্ত করে তার প্রান্তভাগ সূতা দিয়ে বেঁধে একবার হোম করতে হবে। স্ত্রীর বশীকরণ কার্যে বিবিধ প্রয়োগ ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

ষষ্ঠ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

যেঽস্যাং স্থ প্রাচ্যাং দিশি হেতয়ো নাম দেবাস্তেষাং বো অগ্নিরিষবঃ। তে নো মৃড়ত তে নোঽধি ব্রূত তেভ্যো বো নমস্তেভ্যো বঃ স্বাহা ॥ ১ ॥ যেঽস্যাং স্থ দক্ষিণায়াং দিশ্যবিষ্যবো নাম দেবাস্তেষাং বঃ কাম ইষবঃ। তে নো মৃড়ত তে নোঽধি ব্রূত তেভ্যো বো নমস্তেভ্যো বঃ স্বাহা ॥ ২ ॥ যেঽস্যাং স্থ প্রতীচ্যাং দিশি বৈরাজা নাম দেবাস্তেষাং ব আপ

ইষবঃ। তে নো মৃড়ত তে নোঽধি ব্রূত তেভ্যো বো নমস্তেভ্যো বঃ স্বাহা॥৩॥ যেঽস্যাং স্থোদীচ্যাং দিশি প্রবিধ্যন্তো নাম দেবাস্তেষাং বো বাত ইষবঃ। তে নো মৃড়ত তে নোঽধি ব্রূত তেভ্যো বো নমস্তেভ্যো বঃ স্বাহা॥৪॥ যেঽস্যাং স্থ ধ্রুবায়াং দিশি নিলিম্পা নাম দেবাস্তেষাং ব ওষধীরিষবঃ। তে নো মৃড়ত তে নোঽধি ব্রূত তেভ্যো বো নমস্তেভ্যো বঃ স্বাহা॥৫॥ যেঽস্যাং স্থোর্ধ্বায়াং দিশ্যবস্বন্তো নাম দেবাস্তেষাং বো বৃহস্পতিরিষবঃ। তে নো মৃড়ত তে নোঽধি ব্রূত তেভ্যো বো নমস্তেভ্যো বঃ স্বাহা॥৬॥

অনুবাদ : হে দানাদিগুণযুক্ত গন্ধর্বগণ, যে তোমরা আমাদের আবাসস্থলের পূর্বদিকে উপদ্রবকারীদের নাশকরূপে অবস্থান করছ, সে তোমাদের শর অগ্নিতুল্য (অথবা অগ্নিই শররূপে বর্তমান)। সে তোমরা আমাদের সুখী কর, তাদৃশ বাণের দ্বারা শত্রু, সর্প, বৃশ্চিকাদি বিনাশ করে অমাদের সুখকর হও এবং আমাদের অধিক বল অর্থাৎ 'এরা আমাদের' এ-কথা অধিক বল। তোমাদের নমস্কার, তোমাদের উদ্দেশে এ হবি আহুত হোক। ১॥ হে গন্ধর্বদেবগণ, যে তোমরা আমাদের আবাসস্থলের দক্ষিণদিকে 'অবস্যব' নামে (পালনেচ্ছুক হয়ে) অবস্থান করছ, সে তোমাদের শরগুলি কামপ্রাপক। (সে তোমরা আমাদের সুখী কর ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ২॥ হে দেবগণ, যে তোমরা পশ্চিমদিকে 'বৈরাজ' নামে (অন্নপ্রদাতারূপে) অবস্থান করছ, সে তোমাদের বৃষ্টির জলগুলি ইষুস্থানীয়। (সে তোমরা আমাকে সুখী কর ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৩॥ হে দেবগন্ধর্বগণ, যে তোমরা আমাদের আবাসস্থলের উত্তর দিকে 'প্রবিধ্যন্ত' নাম (আমাদের শত্রুদের তাড়নাকারীরূপে) অবস্থান করছ, সে তোমাদের বাণগুলি বায়ুর মত বেগশালী (অথবা বায়ু তোমাদের ইষুরূপে বর্তমান)। (সে তোমরা আমাকে সুখী কর ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৪॥ হে দেবগণ, যে তোমরা এ ভূমির নীচে 'নিলিম্পা' নামে (নিতরাং লিপ্ত হয়ে) অবস্থান করছ, সে তোমাদের ওষধিগুলি বাণরূপ। (সে তোমরা আমাকে সুখী কর ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৫॥ হে দেবগণ, যে তোমরা আমাদের আবাসস্থলের উর্ধ্বদিকে 'অবস্বন্ত' নামে (রক্ষকরূপে) অবস্থান করছ, সে তোমাদের দেবতা অথবা মন্ত্রের অধিপতি বৃহস্পতি বাণরূপে বর্তমান অর্থাৎ তার মত অমোঘবীর্য হচ্ছে তোমাদের বাণগুলি। (সে তোমরা আমাকে সুখী কর ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৬॥

টীকা : ১-৬। 'যেঽস্যাং স্থঃ' ইত্যাদি সূক্ত নিজ সেনাদের উৎসাহ কর্মে বিনিযুক্ত হয়। সেরূপ স্বস্ত্যয়ন কর্মে এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা আজ্যপলাশাদি ত্রয়োদশ দ্রব্য হোম করতে হয়। সেরূপ সর্প, বৃশ্চিকাদির ভয় নিবৃত্তির জন্য গৃহভূমিতে এ সূক্তের মন্ত্র দ্বারা সিকতা অভিমন্ত্রিত করে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে হবে। তৃণমালা অভিমন্ত্রিত করে গৃহ নগরাদির দ্বারে বেঁধে দিতে হয়। গোময় অভিমন্ত্রিত করে গৃহে ছড়ান, দ্বারদেশে পোঁতা ও অগ্নিতে হোম করতে হবে ইত্যাদি বিবিধ প্রয়োগ ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

প্রাচী দিগগ্নিরধিপতিরসিতো রক্ষিতাদিত্যা ইষবঃ। তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ॥১॥ দক্ষিণা দিগিন্দ্রোঽধিপতিস্তিরশ্চিরাজী রক্ষিতা পিতর ইষবঃ। তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ॥২॥ প্রতীচী দিগ্ বরুণোঽধিপতিঃ পৃদাকূ রক্ষিতান্নমিষবঃ। তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ॥৩॥ উদীচী দিক্ সোমোঽধিপতিঃ স্বজো রক্ষিতাশনিরিষবঃ। তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ॥৪॥ ধ্রুবা দিগ্

বিষ্ণুরধিপতিঃ কল্মাষগ্রীবো রক্ষিতা বীরুধ ইষবঃ। তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ॥৫॥ ঊর্ধ্বা দিগ্ বৃহস্পতিরধিপতিঃ শ্বিত্রো রক্ষিতা বর্ষমিষবঃ। তেভ্যো নমোঽধিপতিভ্যো নমো রক্ষিতৃভ্যো নম ইষুভ্যো নম এভ্যো অস্তু। যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি যং বয়ং দ্বিষ্মস্তং বো জম্ভে দধ্মঃ॥৬॥

অনুবাদ : পূর্ব দিক আমাদের অনুগ্রহের জন্য হোক। সে দিকের অধিপতি অগ্নি, কৃষ্ণবর্ণ সর্প সে দিকে জগতের রক্ষার জন্য অবস্থিত; ধাত্রী অর্যমা প্রভৃতি অদিতির পুত্রগণ সে দিকের আয়ুধসকল। সে পূর্বদিগ্‌বর্তী অধিপতিদের নমস্কার, সেখানকার রক্ষকদের নমস্কার, সেখানকার ইষুরূপ আদিত্যদের নমস্কার, এদের সকলের উদ্দেশে আমাদের নমস্কার (অথবা এদের উদ্দেশে যে নমস্কার করা হল, তা এদের প্রীতিকর হোক)। যে শত্রু আমাদের দ্বেষ করে এবং আমরা যাকে বিদ্বেষ করি, হে অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ, তাকে তোমাদের দন্তে নিক্ষেপ করছি, তাকে ভক্ষণ কর। ১॥ দক্ষিণ দিক আমাদের অনুগ্রহের জন্য হোক। ইন্দ্র সে দিকের অধিপতি, তির্যকরূপে অবস্থিত সর্প সে দিকের রক্ষক, পিতৃদেবগণ সেখানকার দুষ্ট নিগ্রহকারক আয়ুধতুল্য। (সে দক্ষিণদিগ্‌বর্তী অধিপতিদের নমস্কার ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ২॥ পশ্চিম দিক আমাদের অনুগ্রহের জন্য হোক। বরুণ সে দিকের অধিপতি, পৃদাকু (কুৎসিত শব্দকারী) নামক সর্প সেখানকার রক্ষক, ব্রীহি যবাদি রূপ অন্ন সেখানকার দুষ্টনিগ্রহকারক আয়ুধতুল্য। (সে পশ্চিম দিগ্‌বর্তী অধিপতিদের নমস্কার ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৩॥ উত্তর দিক আমাদের অনুগ্রহের জন্য হোক। সোম সে দিকের অধিপতি, স্বজ (নিজে যে উৎপন্ন হয়) নামক সর্প সেখানকার রক্ষক, অশনি সেখানকার দুষ্টনিগ্রহকারক আয়ুধতুল্য। (সে উত্তর দিগ্‌বর্তী অধিপতিদের নমস্কার ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৪॥ অধোদিক আমাদের অনুগ্রহ করুক। বিষ্ণু সে দিকের অধিপতি, কল্মাষগ্রীব (কৃষ্ণবর্ণগ্রীবা-বিশিষ্ট) নামক সর্প সেখানকার রক্ষক, ওষধিগুলি সেখানকার দুষ্টনিগ্রহকারক আয়ুধতুল্য। (সে অধোদিকের অধিপতিদের নমস্কার ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৫॥ উর্ধ্ব দিক আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করুক, বৃহস্পতিদেব সে দিকের অধিপতি, শ্বিত্র (শ্বেতবর্ণ) নামক সর্প সেখানকার রক্ষক, মেঘনির্মুক্ত বর্ষার জল সেখানকার দুষ্টনিগ্রহকারক আয়ুধতুল্য। (সে উর্ধ্বদিকের অধিপতিদের নমস্কার ইত্যাদি অর্থ পূর্ববৎ)। ৬॥

টীকা : ১-৬। নিজের সেনার উৎসাহদানকর্মে ও স্বস্ত্যয়ন কর্মাদিতে 'প্রাচী দিক্' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত।

তৃতীয় সূক্ত

একৈকয়ৈষা সৃষ্ট্যা সং বভূব যত্র গা অসৃজন্ত ভূতকৃতো বিশ্বরূপাঃ। যত্র বিজায়তে যমিন্যপর্তুঃ সা পশূন্ ক্ষিণাতি রিফতী রুশতী॥১॥ এষা পশূন্ৎসং ক্ষিণাতি ক্রব্যাদ্ ভূত্বা ব্যদ্বরী। উতৈনাং ব্রহ্মণে দদ্যাৎ তথা স্যোনা শিবা স্যাৎ॥২॥ শিবা ভব পুরুষেভ্যো গোভ্যো অশ্বেভ্যঃ শিবা। শিবাস্মৈ সর্বস্মৈ ক্ষেত্রায় শিবা ন ইহৈধি॥৩॥ ইহ পুষ্টিরিহ রস ইহ সহস্রসাতমা ভব। পশূন্ যমিনি পোষয়॥৪॥ যত্রা সুহার্দঃ সুকৃতো মদন্তি বিহায় রোগং তন্বঃ স্বায়াঃ। তং লোকং যমিন্যভিসংবভূব সা নো মা হিংসীৎ পুরুষান্ পশূংশ্চ॥৫॥ যত্রা সুহার্দাং সুকৃতামগ্নিহোত্রহুতাং যত্র লোকঃ। তং লোকং যমিন্যভিসংবভূব সা নো মা হিংসীৎ পুরুষান্ পশূংশ্চ॥৬॥

অনুবাদ : বিধাতার সৃষ্টির সাধারণ নিয়ম হচ্ছে—একেক বারে একটি করে সন্তান হবে কিন্তু যমজ উৎপত্তি সেরূপ নয়। যেখানে এক একটি শুভসৃষ্টিবিষয়ে ভূতকৃৎ

(পুষ্টিকারিণী প্রাণিগণের স্রষ্টা) নামক ঋষিগণ নানাবর্ণের পশ্বাদি সৃষ্টি করেছেন, সেখানে এটী সার্থকী সৃষ্টি। ঔৎপত্তিক সৃষ্টিতে অপকৃষ্ট বীজযুক্ত হয়ে যে গাভী যমজ বৎস প্রসব করে, সে যমজসৃষ্টি যজমানের গবাদি পশুর ক্ষয়কারক, হিংসা ও চোর রাক্ষসাদির দ্বারা নাশকারক হয়। ১॥ এ যমজ-প্রসবকারী গাভী যজমানের গবাদির বিনাশসাধন করে, তা মাংসভক্ষণশীলা ও দুঃখহেতু দুষ্টমার্গাবলম্বী হয়। এরূপ দোষপরিহারের জন্য এ যমজবৎস-জননী গাভী ব্রাহ্মণকে দান করতে হয়; তা হলে সে গাভী সুখকরী ও মঙ্গলাত্মিকা হয়। ২॥ হে যমজবৎস-প্রসবিনী, তুমি মানুষের পক্ষে সুখকরী হও, সেরূপ গাভী ও অশ্বের পক্ষে সুখহেতু হও। সকল শালিগোধূমাদি ক্ষেত্রের জন্য সুখকরী হও। এ দেশে আমাদের সকল বিষয়ে সুখপ্রদা হও। ৩॥ এ যজমানগৃহে গবাদি সকল ধনের পুষ্টি হোক, তারপর দুগ্ধঘৃতাদি সমৃদ্ধ হোক। হে যমজবৎস-জননী, এ যজমানগৃহে সহস্র সংখ্যক ধনের প্রদাতা হও এবং যজমানের পশুদের বর্ধন কর। ৪॥ যে লোকে সুহৃদয় ও শোভনকর্মা পুরুষেরা নিজশরীর থেকে রোগ দূর করে হৃষ্ট হয়, সে লোকে যমজবৎস-প্রসবিনী গাভী মিলিত হোক। সে গাভী আমাদের পুরুষ ও পশুদের হিংসা না করুক। ৫॥ যে লোকে শোভনহৃদয় ও শোভনকর্মকারীদের অগ্নিহোত্রাদি কর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, সে লোকে যমজ-বৎস-প্রসবিনী গাভী মিলিত হোক। সে গাভী আমাদের পুরুষ ও পশুদের যেন হিংসা না করে। ৬॥

টীকা ঃ ১-৬। 'একৈকয়ৈষা সৃষ্ট্যা' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা গাভী, অশ্বা, গর্দভী ও মানুষীদের যমজ সন্তান হলে তার শান্তির জন্য আজ্যাহুতি দিয়ে মাতা ও পুত্রের মস্তকে সম্পাত এনে উদকপাত্রে উত্তর সম্পাত দিয়ে সে জলের দ্বারা আচমন ও প্রোক্ষণ করতে হয়।

চতুর্থ সূক্ত

যদ্ রাজানো বিভজন্ত ইষ্টাপূর্তস্য ষোড়শং যমস্যামী সভাসদঃ। অবিস্তস্মাৎ প্র মুঞ্চতি দত্তঃ শিতিপাৎ স্বধা॥ ১॥ সর্বান্ কামান্ পূরয়ত্যাভবন্ প্রভবন্ ভবন্। আকূতিপ্রোঽবির্দত্তঃ শিতিপান্নোপ দস্যতি॥ ২॥ যো দদাতি শিতিপাদমবিং লোকেন সংমিতম্। স নাকমভ্যারোহতি যত্র শুল্কো ন ক্রিয়তে অবলেন বলীয়সে॥ ৩॥ পঞ্চাপূপং শিতিপাদমবিং লোকেন সংমিতম্। প্রদাতোপ জীবতি পিতৄণাং লোকেঽক্ষিতম্॥ ৪॥ পঞ্চাপূপং শিতিপাদমবিং লোকেন সংমিতম্। প্রদাতোপ জীবতি সূর্যামাসয়োরক্ষিতম্॥ ৫॥ ইরেব নোপ দস্যতি সমুদ্র ইব পয়ো মহৎ। দেবৌ সবাসিনাবিব শিতিপান্নোপ দস্যতি॥ ৬॥ ক ইদং কস্মা অদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ। কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমা বিবেশ। কামেন ত্বা প্রতি গৃহ্ণামি কামৈতৎ তে॥ ৭॥ ভূমিষ্ট্বা প্রতি গৃহ্ণাত্বন্তরিক্ষমিদং মহৎ। মাহং প্রাণেন মাত্মনা মা প্রজয়া প্রতিগৃহ্য বি রাধিষি॥ ৮॥

অনুবাদ ঃ ঐ দক্ষিণ দিকে দ্যুলোকে পরিদৃশ্যমান ধর্মরাজ যমের দুষ্টনিগ্রহ ও শিষ্টপালন কর্মে নিযুক্ত সভাসদগণ ইষ্টাপূর্ত কর্মের ষোড়শকলা পাপ পরিশোধন করেন। (শ্রুতিবিহিত যাগাদি কর্ম ইষ্ট এবং স্মৃত্যুক্ত বাপী কূপ তড়াগাদি নির্মাণ কর্ম পূর্ত, এসকল কর্ম অনুষ্ঠীয়মান হলে প্রমাদ আলস্য প্রভৃতি দ্বারা পাপের ষোল ভাগের একাংশ উৎপন্ন হয়, তা যমের সভাসদগণ পরিশোধন করেন)। সে সভাসদগণের ভাগ করে গৃহীত পাপ থেকে এ সবযজ্ঞে দত্ত অবি আমাদের মুক্ত করুক। শ্বেতপদ-বিশিষ্ট যজ্ঞে প্রদত্ত সে অবি যমের সভাসদদের অন্নরূপ হোক। ১॥ সর্বব্যাপক ফলদানে সমর্থ, বর্ধিষ্ণু, ক্রিয়মাণ এ যজ্ঞ আমাদের পুত্রাদি-বিষয়ে সকল কামনা পূর্ণ করছে। সংকল্প-পূরক, শ্বেতপদ-বিশিষ্ট, যজ্ঞে প্রদত্ত সে অবি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। ২॥ যে যজমান শ্বেতপদ-বিশিষ্ট, ভূলোকের মত সর্বফলপ্রদ অবি প্রদান করে, সে দুঃখরহিত স্বর্গে যায়, যে স্বর্গে দুর্বলদের বলবানকে শুল্ক

(কর) দিতে হয় না। ৩॥ পঞ্চ অপূপ-যুক্ত (পশুর চারপায়ে ও নাভিতে স্থিত), শ্বেতপদবিশিষ্ট পৃথিব্যাদি লোকের মত অবস্থিত অবির প্রদাতা (যজমান প্রাপ্ত) পিতৃগণের লোকে (সোমলোক নামক স্থানে) অক্ষয় ফল ভোগ করে। ৪॥ পঞ্চ অপূপযুক্ত, শ্বেতপদ-বিশিষ্ট, পৃথিব্যাদি লোকের মত অবস্থিত অবির প্রদাতা সূর্য ও চন্দ্রলোকে অক্ষয় ফল ভোগ করে। ৫॥ শ্বেতপদ-বিশিষ্ট, যজ্ঞে প্রদত্ত অবি ভূমির মত ক্ষয় পায় না, সমুদ্রের মত অক্ষয় মহৎ ক্ষীরাম্বুরূপে পরিণত হয়। এ অবি অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের মত সর্বফলপ্রদরূপে অক্ষয় হয়। ৬॥ প্রজাপতি প্রজাপতিকে দক্ষিণারূপে এ দ্রব্য দিয়েছিল (দাতা ও প্রতিগ্রহীতা এখানে প্রজাপতি)। কাম কামকে দিয়েছিল (কর্মবিষয়ে অভিলাষ কাম, আমুষ্মিক কাম ফলাভিলাষী দাতা, ঐহিক ফলাভিলাষী প্রদাতা)। কাম দাতা এবং প্রতিগ্রহীতা। দেবতারূপ কাম সমুদ্রের মত নিরবধিক রূপ পেয়েছিল অর্থাৎ সমুদ্রের মত তার শেষ নেই। তাদৃশ কামের দ্বারা হে দক্ষিণাদ্রব্য, তোমাকে গ্রহণ করছি। হে কাম, এ প্রতিগৃহীত দ্রব্য তোমার জন্য। ৭॥ হে দেয় দ্রব্য, তোমাকে ভূমিদেবতা গ্রহণ করুক, সেরূপ বিস্তীর্ণ এ অন্তরিক্ষ তোমাকে গ্রহণ করুক। তাহলে আমি প্রতিগ্রহ করে তজ্জনিত দোষে প্রাণ, শরীর ও পুত্রাদি থেকে বঞ্চিত হবো না।

টীকা ঃ ১-৮। 'যদ রাজানঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা ওদনসব কর্মে পশুর অবয়বে পাঁচটি অপূপ স্থাপন ও নিকৃষ্ট হবির অভিমর্শনাদি করতে হয়। 'ক ইদং কস্মা'—ইত্যাদি দুটি মন্ত্রের দ্বারা দুষ্ট ও অদুষ্ট প্রতিগ্রহ ও তার দোষশান্তির জন্য প্রতিগ্রাহ্য পদার্থ অভিমন্ত্রিত করে গ্রহণ করতে হয়।

পঞ্চম সূক্ত

সহৃদয়ং সাংমনস্যমবিদ্বেষং কৃণোমি বঃ। অন্যো অন্যমভি হর্যত বৎসং জাতমিবাঘ্ন্যা॥ ১॥ অনুব্রতঃ পিতুঃ পুত্রো মাত্রা ভবতু সংমনাঃ। জায়া পত্যে মধুমতীং বাচং বদতু শন্তিবাম্॥ ২॥ মা ভ্রাতা ভ্রাতরং দ্বিক্ষন্মা স্বসারমুত স্বসা। সম্যঞ্চঃ সব্রতা ভূত্বা বাচং বদত ভদ্রয়া॥ ৩॥ যেন দেবা ন বিযন্তি নো চ বিদ্বিষতে মিথঃ। তৎ কৃণ্মো ব্রহ্ম বো গৃহে সংজ্ঞানং পুরুষেভ্যঃ॥ ৪॥ জ্যায়স্বন্তশ্চিত্তিনো মা বি যৌষ্ট সংরাধয়ন্তঃ সধুরাশ্চরন্তঃ। অন্যো অন্যস্মৈ বল্গু বদন্ত এত সধ্রীচীনান্ বঃ সংমনসস্কৃণোমি॥ ৫॥ সমানী প্রপা সহ বোঽন্নভাগঃ সমানে যোক্ত্রে সহ বো যুনজ্মি। সম্যঞ্চোঽগ্নিং সপর্যতারা নাভিমিবাভিতঃ॥ ৬॥ সধ্রীচীনান্ বঃ সংমনসস্কৃণোম্যেকশ্নুষ্টীন্ৎসংবননেন সর্বান্। দেবা ইবামৃতং রক্ষমাণাঃ সায়ংপ্রাতঃ সৌমনসো বো অস্তু॥ ৭॥

অনুবাদ ঃ হে বিবদমান জনগণ, অবিদ্বেষাপন্ন, সহৃদয় ও সমানপ্রীতিযুক্ত মানুষের কর্মে তোমাদের যুক্ত করছি। অবধ্য গাভীর মত জাত বৎসকে তোমরা পরস্পর কামনা কর। ১॥ পুত্র পিতার অনুকূল কর্ম করুক, মাতা পুত্রের সমানমনস্কা হোক, ভার্যা পতির উদ্দেশে মিষ্ট সুখকর বাক্য বলুক। ২॥ ভাই যেন ভাইয়ের অপ্রিয় না করে, বোন যেন বোনের বিদ্বেষ না করে। তারা সকলে সমানগতি ও সমানকর্মা হয়ে কল্যাণকর বাক্য বলুক। ৩॥ যে মন্ত্রের দ্বারা দেবগণ বিমত হয় না ও পরস্পর বিদ্বেষ করে না, সে ঐকমত্যাপাদক মন্ত্রাত্মক সমপ্রীতিযুক্ত মানুষের কর্ম তোমাদের গৃহে পুরুষদের জন্য করছি। ৪॥ জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠভাবে পরস্পর অনুসরণকারী, সমানচিত্তযুক্ত, সমানকার্যকারী ও সমান কার্যের বাহক তোমরা বিযুক্ত হয়ো না। তোমরা পরস্পর শোভন প্রিয়বাক্য বলে এগিয়ে এস। হে জনগণ, আমিও সমান কার্যে প্রবৃত্ত তোমাদের সমানমনস্ক করছি। ৫। সমানপ্রীতিযুক্ত কর্মে অভিলাষী হে জনগণ, তোমাদের সমান পানীয়শালা (প্রপা) হোক এবং অন্নভাগও সমান হোক অর্থাৎ পরস্পর অনুরাগ-বশে একত্র অবস্থিত অন্নপানাদি তোমরা ভোগ কর। সেজন্য আমি তোমাদের এক স্নেহপাশে বদ্ধ করছি। যেমন রথচক্রের

নাভির সাথে অরগুলি (চক্রের অবয়ব কীলকগুলি) বেষ্টন করে থাকে, সেরূপ এক অগ্নির চারদিকে থেকে তোমরা তার পরিচর্যা কর। ৬॥ একসঙ্গে এক কার্য করতে উদ্যত তোমাদের সমানমনস্ককরছি, সেরূপ তোমাদের একবিধ অন্নের ভোক্তা করছি। এ কর্মে তোমাদের আমি বশীভূত করছি। দেবগণ যেমন একমত হয়ে অমৃত রক্ষা করে, সেরূপ তোমরা সকাল সন্ধ্যা সব সময় শোভনমনস্ক হও। ৭॥

টীকা : ১-৭। 'সহৃদয়ং সাংমনস্যং' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা সাংমনস্যকর্মে গ্রামমধ্যে সম্পাতিত জলকুম্ভ আনতে হয়। সেরূপ উপাকর্মে আজ্যহোমে এ সূক্তের বিনিয়োগ দেখা যায়। এর প্রয়োগ-বিষয়ে ভাষ্যে বহু বলা হয়েছে। 'সাংমনুষ্যম'—পাঠান্তরের অর্থ পরস্পর প্রীতিযুক্ত মানুষের নিবর্তিত কর্ম। 'মিথঃ সম্প্রীতিযুক্তাঃ মনুষ্যাঃ সংমনুষ্যাঃ, তৈর্নিবর্তিতং সাংমনুষ্যম্'—সায়ণ।

ষষ্ঠ সূক্ত

বি দেবা জরসাবৃতন্ বি ত্বমগ্নে অরাত্যা। ব্যাহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা॥ ১॥ ব্যার্ত্যা পবমানো বি শক্রঃ পাপকৃত্যয়া। ব্যাহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা॥ ২॥ বি গ্রাম্যাঃ পশব আরণ্যৈর্ব্যাপস্তৃষ্ণয়াসরন্। ব্যাহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা॥ ৩॥ বীইমে দ্যাবাপৃথিবী ইতো বি পন্থানো দিশংদিশম্। ব্যাহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা॥ ৪॥ ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং যুনক্তীতীদং বিশ্বং ভুবনং বি যাতি। ব্যাহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা॥ ৫॥ অগ্নিঃ প্রাণান্ত্সং দধাতি চন্দ্রঃ প্রাণেন সংহিতঃ। ব্যাহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা॥ ৬॥ প্রাণেন বিশ্বতোবীর্যং দেবাঃ সূর্যং সমৈরয়ন্। ব্যাহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা॥ ৭॥ আয়ুষ্মতামায়ুষ্কৃতাং প্রাণেন জীব মা মৃথাঃ। ব্যাহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা॥ ৮॥ প্রাণেন প্রাণতাং প্রাণেহৈব ভব মা মৃথাঃ। ব্যাহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা॥ ৯॥ উদায়ুষা সমায়ুষোদোষধীনাং রসেন। ব্যাহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা॥ ১০॥ আ পর্জন্যস্য বৃষ্ট্যোদস্থামামৃতা বয়ম্। ব্যাহং সর্বেণ পাপ্মনা বি যক্ষ্মেণ সমায়ুষা॥ ১১॥

অনুবাদ : হে অশ্বিনীদ্বয়, এ উপনীত বালককে জরা থেকে বিযুক্ত কর। হে অগ্নি, তুমি একে শত্রু হতে বিযুক্ত কর। আমিও রোগাদি দুঃখজনক সকল পাপ ও যক্ষ্মারোগ থেকে এ বালককে বিযুক্ত করছি, আর আয়ুর সাথে চিরকাল যুক্ত করছি। ১॥ সর্বত্র সঞ্চরমাণ বায়ু রোগাদিজনিত পীড়া থেকে একে বিযুক্ত করুক। সর্বকার্যে সমর্থ ইন্দ্র পাপকাজ থেকে এ ব্রহ্মচারীকে বিযুক্ত করুক। (আমিও রোগাদি দুঃখজনক ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ২॥ গোমহিষাদি গ্রাম্য পশুগণ যেমন আরণ্য শ্বাপদাদি দুষ্ট মৃগের দ্বারা বিগত হয়, জল যেমন তৃষ্ণার দ্বারা বিগত হয় (জলব্যতিরিক্ত প্রাণীরই পিপাসা হয়); সেরূপ আমি সকল পাপ ও যক্ষ্মারোগ থেকে এ ব্রহ্মচারীকে বিযুক্ত করছি এবং আয়ুর সাথে একে যুক্ত করছি,। ৩॥ এ পরিদৃশ্যমান দ্যাবাপৃথিবী যেমন স্বভাবত বিযুক্ত, এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামের পথ যেমন স্বভাবত পৃথক, সেরূপ এ মাণবককে সকল পাপ ও যক্ষ্মা থেকে আমি স্বভাবত বিযুক্ত করছি এবং আয়ুর সাথে একে যুক্ত করছি। ৪॥ ত্বষ্টাদেব বিবাহকালে কন্যার প্রীতির জন্য বস্ত্র অলঙ্কারাদি পাঠিয়ে থাকেন—এ বুদ্ধিতে অবকাশ দেবার জন্য এ পৃথিবী অন্তরিক্ষাদি পরস্পর বিযুক্ত হয়েছে। (সেরূপ এ মাণবককে ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৫॥ জঠরাগ্নি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের স্ব-স্ব-কার্যক্ষম করে এবং চন্দ্র প্রাণবায়ু ও মনের সাথে মিলিত হয়ে অমৃতময় রসের দ্বারা সমগ্র আত্মা পোষণ করে। (সেরূপ এ মাণবককে ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৬॥ সব দিক দিয়ে বীর্যভূত সকল প্রাণীর প্রেরক আদিত্যকে জগতের প্রাণরূপে দেবগণ সর্বত্র প্রেরণ করে। সকল পাপও যক্ষ্মা থেকে মুক্ত করে এ মাণবকের আয়ুবৃদ্ধির জন্য সেরূপ প্রাণাত্মক সূর্যকে স্থাপন করছি। ৭॥ আয়ুষ্মান, তাদৃশ আয়ুর কর্তা

দেবগণের চিরকালস্থায়ী প্রাণবায়ুর দ্বারা,হে মাণবক, চিরকাল বেঁচে থাক; প্রাণত্যাগ করো না। আমি সকল পাপ ও যক্ষ্মা থেকে তোমাকে বিযুক্ত করছি ও আয়ুর সাথে তোমাকে যুক্ত করছি। ৮॥ শ্বাস-গ্রহণকারী সকল প্রাণীদের প্রাণবায়ুর সাথে হে মাণবক, প্রাণধারণ কর, এ লোকেই অবস্থান কর, প্রাণত্যাগ করো না। (আমি সকল পাপ ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ৯॥ চিরকাল অবস্থিত আয়ুর দ্বারা আমরা মৃত্যু উত্তীর্ণ হবো, সেরূপ আয়ুর দ্বারা এ লোকে অবস্থিত হবো এবং ব্রীহি-যবাদির আয়ুষ্কর রসের দ্বারা প্রবৃদ্ধ হবো। (আমি সকল পাপ ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ১০॥ সর্বত্র স্থিত পর্জন্যদেবের জগৎপ্রাণভূত বৃষ্টির দ্বারা আমরা অমৃতত্বলাভ করে উত্থিত হবো। আমি সকল পাপ ও যক্ষ্মা হতে তোমাকে বিযুক্ত করছি ও আয়ুর সাথে তোমাকে যুক্ত করছি। ১১॥

টীকা : ১-১১। 'বি দেবা জরসা' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা উপনয়নের পর আয়ুষ্কামনায় মাণবকের শরীর আচার্য অভিমন্ত্রিত করবে। পঞ্চম সূক্তে 'বহতু' শব্দের অর্থ পুরুষের দ্বারা জামাতার গৃহে প্রস্থাপনীয় বস্ত্র অলঙ্কারাদি দ্রব্য—সায়ণ।

চতুর্থ কান্ড

প্রথম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্ বি সীমতঃ সুরুচো বেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসতশ্চ বি বঃ ॥ ১ ॥ ইয়ং পিত্র্যা রাষ্ট্র্যেত্বগ্রে প্রথমায় জনুষে ভুবনেষ্ঠাঃ। তস্মা এতং সুরুচং হ্বারমহ্যং ঘর্মং শ্রীণন্তু প্রথমায় ধাস্যবে ॥ ২ ॥ প্র যো জজ্ঞে বিদ্বানস্য বন্ধুর্বিশ্বা দেবানাং জনিমা বিবক্তি। ব্রহ্ম ব্রহ্মণ উজ্জভার মধ্যান্নীচৈরুচ্চৈঃ স্বধা অভি প্র তস্থৌ ॥ ৩ ॥ স হি দিবঃ স পৃথিব্যা ঋতস্থা মহী ক্ষেমং রোদসী অস্কভায়ৎ। মহান্ মহী অস্কভায়দ্ বি জাতো দ্যাং সদ্ম পার্থিবং চ রজঃ ॥ ৪ ॥ স বুধ্ন্যাদাষ্ট্র জনুষোঽভ্যগ্রং বৃহস্পতির্দেবতা তস্য সম্রাট্। অহর্যচ্ছুক্রং জ্যোতিষো জনিষ্টাথ দ্যুমন্তো বি বসন্তু বিপ্রাঃ ॥ ৫ ॥ নূনং তদস্য কাব্যো হিনোতি মহো দেবস্য পূর্ব্যস্য ধাম। এষ জজ্ঞে বহুভিঃ সাকমিত্থা পূর্বে অর্ধে বিষিতে সসন্ নু ॥ ৬ ॥ যোঽথর্বাণং পিতরং দেববন্ধুং বৃহস্পতিং নমসাব চ গচ্ছাৎ। ত্বং বিশ্বেষাং জনিতা যথাসঃ কবির্দেবো ন দভায়ৎ স্বধাবান্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : সৎ চিৎ সুখাত্মক, অপরিচ্ছিন্ন, সকল জগতের কারণ যে পরব্রহ্ম সৃষ্টির পূর্বে প্রথম হিরণ্যগর্ভ সূর্যরূপে উৎপন্ন হয়েছেন, সে (পূর্বদিকে প্রাদুর্ভূত সূর্যরূপ পরম তেজে) দীপ্যমান বেন—(প্রকাশ প্রবর্ষণাদির কারণরূপ দেবতা দিক্‌প্রান্তভাগ থেকে প্রভামন্ডলের দ্বারা অন্ধকার দূর করে সকল জগৎ আচ্ছন্ন করেছেন। সে সূর্যাত্মক বেনদেব ব্রহ্মতেজে পরিচ্ছিন্ন বিবিধরূপে অবস্থিত অন্তরিক্ষলোকও ব্যাপ্ত করেছেন। তিনি সৎ (বিদ্যমান অভিব্যক্ত নামরূপাত্মক প্রপঞ্চের) ও অসতের (অনভিব্যক্ত নামরূপাত্মক প্রপঞ্চের) যোনি অর্থাৎ কারণরূপ সত্ত্ব-রজ-তম-গুণাত্মক মূল প্রকৃতিকে ব্যাপ্ত করেছেন। (পরব্রহ্ম স্বমায়শক্তিবশে আদিত্যনামক বেনরূপ হয়ে নিজের তেজের দ্বারা ভূত-ভৌতিকাত্মক সকারণ জগৎ ব্যাপ্ত করেছেন)। ১ ॥ সমগ্র জগতের উৎপাদক প্রজাপতি থেকে আগতা, প্রাণীমাত্রে নাদরূপে অবস্থিতা, পরিদৃশ্যমান শব্দ-ব্রহ্মাত্মিকা, সকল জগতের নিয়ন্ত্রী বাগ্দেবী প্রথম উৎপন্ন আদিত্যরূপ ব্রহ্মকে স্তুতিরূপে ব্যাপ্ত করুন। সে প্রথমজাত হবিরূপ অন্নের কামনাকারী দেবতার উদ্দেশে ঋত্বিক্‌গণ রোচমান, সুকৃতবিশেষের প্রাপ্য হবির সংস্কার করুক। ২ ॥ এ প্রপঞ্চ জগতের কারণরূপ, বন্ধুর মত হিতকারী, নিরাবরণ জ্ঞানের দ্বারা সকল জগতের জ্ঞাতা যে দেব প্রথম উৎপন্ন হয়েছেন, সে প্রথমজাত দেব অন্য ইন্দ্রাদি দেবগণের জন্ম অপরের কাছে বলে থাকেন। তিনি কারণরূপ পরব্রহ্মের মধ্য, নীচ ও উপরিভাগ থেকে ত্রয়ীরূপ ব্রহ্ম উদ্ধার করেছেন। তারপর চরু, পুরোডাশ, হবিরূপ অন্ন লক্ষ্য করে অগ্নি প্রভৃতি দেবতা এসেছিলেন (অথবা ঋত্বিক্‌দের প্রদত্ত বেদবাক্যবিহিত হবি দেবতাদের উদ্দেশে গিয়েছিল)। ৩ ॥ সে সূর্যাত্মক প্রথমজাত দেবতা দ্যুলোকের কারণভূত ঋত-শব্দ বাচ্য পরব্রহ্মরূপে অবস্থান করছেন। তিনি পৃথিবী-সম্বন্ধীয় সত্যরূপে স্থিত হয়ে মহান দ্যাবাপৃথিবীকে অবিনশ্বররূপে স্বস্থানে স্থাপন করেছেন। সে মহান ব্রহ্ম দ্যুলোক ও ভূলোক ব্যেপে অবস্থিত হয়ে তাদের স্থাপন করেছেন। তাদের মধ্যে সূর্যরূপে প্রাদুর্ভূত হয়ে দ্যুলোক-স্থান ও পৃথিবীলোক নিজের তেজে ব্যাপ্ত করেছেন। ৪ ॥ সে পরব্রহ্মাত্মক প্রথমজাত দেবতা উৎপন্ন লোকের (রসাতলাদি) মূলদেশ থেকে উপরিভাগ পর্যন্ত ব্যাপ্ত করেছেন। দেব বৃহস্পতি এ লোকের অধিপতি (অথবা সে প্রথমজাত দেবতার প্রসাদে অতিশয় দীপ্তিযুক্তরূপে বর্তমান)।

দীপ্যমান দিন দ্যোতমান সূর্য থেকে উৎপন্ন হয়েছে, এরপর দীপ্তিযুক্ত মেধাবী ঋত্বিক্‌গণ নিজ নিজ ব্যাপারে বর্তমান হোক অর্থাৎ দেবতাদের হবির দ্বারা পরিচর্যা করুক। ৫ ॥ ঋত্বিক্‌দের যজ্ঞ দৃশ্যমান মহান প্রথমজাত দেবতার তেজোরূপ ধাম লাভ করছে। এ সূর্য সহস্রসংখ্যক রশ্মির সাথে এ প্রকারে পূর্বদিকে হবিরূপ অন্নের উদ্দেশে দ্রুত উদিত হচ্ছে। ৬ ॥ যে দেব বৃহস্পতি, লোকের উৎপাদক দেবতাদের কারণরূপ প্রজাপতিকে (অথবা আমাদের পিতৃতুল্য দেববন্ধু অথর্বা মহর্ষিকে) সেভাবে জানুক, যাতে তুমি স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকল ভাবের জনয়িতা হও। ক্রান্তদর্শী দেব বৃহস্পতি অন্নযুক্ত হয়ে সকলকে অনুগ্রহ করেন। ৭ ॥

টীকা : ১-৭। চতুর্থ কাণ্ডে আটটি অনুবাক, তার মধ্যে প্রথম অনুবাকে 'ব্রহ্ম জজ্ঞানং' ইত্যাদি সূক্ত বেদ, কল্পাদি অধ্যয়নের পূর্বে বিঘ্ননাশের জন্য ও শাস্ত্রবিচারে প্রতিবাদীদের জয়ের জন্য জপ করতে হয়। সেরূপ গাভীর পুষ্টিকর্ম ও তাদের রোগ উপশমের জন্য এ সূক্তের মন্ত্রগুলি দ্বারা লবণ অভিমন্ত্রিত করে গাভীকে খাওয়ানো হয়। এ সূক্তের দ্বারা জলাশয়ের জল অভিমন্ত্রিত করে গাভীকে খাওয়ানো হয়। বিবাহাদি কর্মেও এ সূক্তের প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়। সূক্তটি জটিল, ব্রহ্ম-বিষয়ক—উপরে সায়াণানুসারে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় সূক্ত

য আত্মদা বলদা যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং যস্য দেবাঃ। যোঽস্যেশে দ্বিপদো যশ্চতুষ্পদঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১ ॥ যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বৈকো রাজা জগতো বভূব। যস্য ছায়ামৃতং যস্য মৃত্যুঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২ ॥ যং ক্রন্দসী অবতশ্চস্কভানে ভিয়সানে রোদসী অহ্বয়েথাম্। যস্যাসৌ পন্থা রজসো বিমানঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৩ ॥ যস্য দ্যৌরুর্বী পৃথিবী চ মহী যস্যাদ উর্বন্তরিক্ষম্। যস্যাসৌ সূরো বিততো মহিত্বা কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪ ॥ যস্য বিশ্বে হিমবন্তো মহিত্বা সমুদ্রে যস্য রসামিদাহুঃ। ইমাশ্চ প্রদিশো যস্য বাহূ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৫ ॥ আপো অগ্রে বিশ্বমাবন্ গর্ভং দধানা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ। যাসু দেবীষ্বধি দেব আসীৎ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৬ ॥ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দাধার পৃথিবীমুত দ্যাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৭ ॥ আপো বৎসং জনয়ন্তীর্গর্ভমগ্রে সমৈরয়ন্। তস্যোত জায়মানস্যোল্ব আসীদ্ধিরণ্যয়ঃ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : যে প্রজাপতি প্রাণিগণের প্রাণ ও বলদাতা, সকল প্রাণী যার শাসন মেনে চলে, দেবতারা যার উপাসনা করে, যিনি দ্বিপদ মনুষ্যাদি ও চতুষ্পদ গবাদি প্রাণীর নিয়ামক, সে প্রজাপতি দেবের উদ্দেশে হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। ১ ॥ যে প্রজাপতি স্বমহিমায় শ্বাস ও নিমেষগ্রহণকারী প্রাণীসমূহের এক অসাধারণ অধিপতি, যার অমৃতত্ব (মরণাভাব) ছায়ার মত স্বাধীন, সকল জনের মৃত্যু ছায়ার মত যার বশে অবস্থিত, সে প্রজাপতি দেবের উদ্দেশে হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। ২ ॥ যার রক্ষণের জন্য দ্যাবাপৃথিবী নিরাধারপ্রদেশে ধৃত হয়েছে, দ্যুলোক ও ভূলোক অধঃপতন থেকে ভীত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য যার আহ্বান করে, যার দ্যুলোকস্থ পথ বৃষ্টিরূপ জলের নির্মাতা, সে প্রজাপতি দেবের উদ্দেশে হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। ৩ ॥ যে দেবতার মহিমায় দ্যুলোক বিস্তীর্ণ হয়েছে, যার মাহাত্ম্যে পৃথিবী মহতী হয়েছে, যার মহিমায় অন্তরিক্ষলোক বিস্তীর্ণ হয়েছে, দ্যুলোকে দৃশ্যমান সূর্য যার মহিমায় বিস্তীর্ণরূপে জাত, সে প্রজাপতি দেবের উদ্দেশে হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। ৪ ॥ যে প্রজাপতি দেবের মহিমায় হিমালয় প্রভৃতি পর্বতগুলি উৎপন্ন হয়েছে, যার মহিমায় সমুদ্রে সকল নদী অন্তর্ভূত বলে কথিত (অর্থাৎ সমুদ্র ও নদী যার বিভূতিরূপ), এ দিক্‌সকল যার বাহুরূপ, সে প্রজাপতিদেবের উদ্দেশে

হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। ৫ ॥ সৃষ্টির আদিতে জলসকল কারণরূপে অবস্থিত সমগ্র জগৎ রক্ষা করেছিল। তারা জগদ্বিধানের জন্য গর্ভরূপে অবস্থিত হিরণ্যগর্ভের ধারক, অবিনাশী ও সত্য জগৎ কারণ ব্রহ্মের আত্মা (স্বরূপ)। দেবতারূপ সে জলে গর্ভভূত দেব বৃদ্ধি লাভ করেন। সে জলের গর্ভভূত প্রজাপতি দেবের উদ্দেশে আমরা হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। ৬ ॥ হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি সকল জগৎ সৃষ্টির আগে উৎপন্ন হয়েছিলেন। তিনি জাতমাত্র সমস্ত প্রপঞ্চের একমাত্র ঈশ্বর ছিলেন। তিনি এ পৃথিবী ও দ্যুলোকাদি সকল জগৎ সৃষ্টি করেন। সে প্রজাপতি দেবের উদ্দেশে আমরা হবির দ্বারা পরিচর্যা করছি। ৭ ॥ ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্ট জলগুলি পুত্ররূপ হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তির জন্য ঈশ্বর বিসৃষ্ট বীর্য (গর্ভাশয়) লাভ করেছিল। গর্ভে অবস্থিত জায়মান হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতির গর্ভবেষ্টন (উল্ব) হিরণ্ময় ছিল। সে প্রজাপতি দেবের উদ্দেশে আমরা পরিচর্যা করছি। ৮ ॥

টীকা : ১-৮। 'য আত্মদা' ইত্যাদি সূক্তের মন্ত্রগুলির বধ্যাগমন কার্যে, শান্তিজলকার্যে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। চাতুর্মাস্যে বরুণপ্রঘাস পর্বে এ সূক্তের দ্বারা হোম করার বিধান রয়েছে। হিরণ্ময় পুরুষের উপাসনে এ সূক্তের প্রয়োগ দেখা যায়। এ সূক্তটি হিরণ্যগর্ভের স্তুতিরূপ—এর বিশেষ ব্যাখ্যা মৎপ্রণীত যজুর্বেদের ২৫ অধ্যায় দেখুন।

তৃতীয় সূক্ত

উদিতস্ত্রয়ো অক্রমন্ ব্যাঘ্রঃ পুরুষো বৃকঃ। হিরুগ্ ঘি যন্তি সিন্ধবো হিরুগ্ দেবো বনস্পতির্হিরুঙ্ নমন্তু শত্রবঃ ॥ ১ ॥ পরেণৈতু পথা বৃকঃ পরমেণোত তস্করঃ। পরেণ দত্বতী রজ্জুঃ পরেণাঘায়ুরর্ষতু ॥ ২ ॥ অক্ষ্যৌ চ তে মুখং চ তে ব্যাঘ্র জম্ভয়ামসি। আৎ সর্বান্ বিংশতিং নখান্ ॥ ৩ ॥ ব্যাঘ্রং দত্বতাং বয়ং প্রথমং জম্ভয়ামসি। আদু ষ্টেনমথো অহিং যাতুধানমথো বৃকম্ ॥ ৪ ॥ যো অদ্য স্তেন আয়তি স সংপিষ্টো অপায়তি। পথামপধ্বংসেনৈত্বিন্দ্রো বজ্রেণ হন্তু তম্ ॥ ৫ ॥ মূর্ণা মৃগস্য দন্তা অপিশীর্ণা উ পৃষ্টয়ঃ। নিম্রুক্ তে গোধা ভবতু নীচায়চ্ছশয়ুর্মৃগঃ ॥ ৬ ॥ যৎ সংযমো ন বি যমো বি যমো যন্ন সংযমঃ। ইন্দ্রজাঃ সোমজা আথর্বণমসি ব্যাঘ্রজম্ভনম্ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : ব্যাঘ্র, চোর ও বৃক (প্রাণীঘাতক বন্য অশ্ব)—এ তিনজন এস্থান থেকে পলায়ন করুক। স্যন্দনশীল নদীগুলি যেমন অন্তর্হিত হয়ে প্রবাহিত হয়, বনস্পতি (বনের অধিষ্ঠাতা দেব) যেমন সেখানে অন্তর্হিত হয়ে থাকে, সেরূপ এরা অন্তর্হিত হোক। বিরোধী শত্রুরা এদের অন্তর্হিত করুক (অথবা হিংস্র ব্যাঘ্রাদি অন্তর্হিত হয়ে নম্র হোক)। ১ ॥ আমাদের সঞ্চরণপথ থেকে বৃকগুলি অন্যপথে যাক, চোর দূরতর পথে যাক ও রজ্জুর আকৃতি সর্পগুলি অন্য পথে যাক। এরূপ অন্য হিংস্র প্রাণী, যারা আমাদের যাতায়াতের পথে অবস্থান করছে, তারা অন্য পথে যাক। ২ ॥ হে ব্যাঘ্র, তোমার চোখমুখ নষ্ট করে দেব, তারপর তোমার বিশটি (পাঁচটি করে চার পায়ে) নখ বিনাশ করব। ৩ ॥ ভক্ষক হিংস্র জন্তুর মধ্যে প্রথমে ব্যাঘ্রকে বিনাশ করব, তারপর চোরদের, তারপর সর্প, যক্ষ, রক্ষ, প্রভৃতি গ্রহ (যাতুধান) ও বৃকদের বিনাশ করব। ৪ ॥ এখন যে চোর আসছে, সে পিষ্ট হয়ে পালিয়ে যাক, সে চোর কষ্টকর পথে যাক এবং সে পথে গমনকারী তাকে ইন্দ্রদেব বজ্রের দ্বারা বিনাশ করুক। ৫ ॥ হিংস্র ব্যাঘ্রাদির দন্তগুলি মূঢ় (ভক্ষণে অসমর্থ) হোক, মস্তকস্থ হিংসক শৃঙ্গগুলি ও পার্শ্ববর্তী অস্থিগুলি মূঢ় হোক। হে পথিক, গোধা (নামক প্রাণী) তোমার দৃষ্টির বিষয়ীভূত না হোক। শয়নশীল দুষ্ট মৃগ (শশয়ু) নীচ পথে চলে যাক। ৬ ॥ ইন্দ্র ও সোম থেকে জাত যে সংযম (মন্ত্রসামর্থ্যে ব্যাঘ্রাদির নিয়ন্ত্রণ কার্য) আছে তা করা হলে অন্যথা হয় না, আবার মন্ত্রের দ্বারা যা বিরুদ্ধ-প্রাপক কার্য করা হয়, তা নিয়ন্ত্রণ হয় না। কিন্তু আথর্বণের ক্রিয়াকলাপের কোথাও অন্যথা ভাব নেই। হে ক্রিয়াকলাপ, তুমি অথর্বা মহর্ষি কৃত (অথব

দুষ্ট) ব্যাঘ্রাদি দুষ্ট প্রাণীদের হিংসক হও। ৭ ॥

টীকা : ১-৭। 'উদিতস্ত্রয়ো অক্রমন' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা গবাদির ব্যাঘ্র, চোর প্রভৃতির ভয় নিবৃত্তির জন্য খদির শঙ্কু অভিমন্ত্রিত করে গোসঞ্চরণ ভূমিতে নিয়ে যেতে হবে। এ সূক্তের মন্ত্রের দ্বারা ইন্দ্রের উদ্দেশে হোমাদির বিধান ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ সূক্ত

যাং ত্বা গন্ধর্বো অখনদ্ বরুণায় মৃতভ্রজে। তাং ত্বা বয়ং খনামস্যোষধিং শেপহর্ষণীম্ ॥ ১ ॥ উদুষা উদু সূর্য উদিদং মামকং বচঃ। উদেজতু প্রজাপতির্বৃষা শুষ্মেণ বাজিনা ॥ ২ ॥ যথা স্ম তে বিরোহতোঽভিতপ্তমিবানতি। ততস্তে শুষ্মবত্তরমিয়ং কৃণোত্বোষধিঃ ॥ ৩ ॥ উচ্ছুষ্মৌষধীনাং সার ঋষভাণাম্। সং পুংসামিন্দ্র বৃষ্ণ্যমস্মিন্ধেহি তনূবশিন্ ॥ ৪ ॥ অপাং রসঃ প্রথমজোঽথো বনস্পতীনাম্। উত সোমস্য ভ্রাতাস্যুতার্শমসি বৃষ্ণ্যম্ ॥ ৫ ॥ অদ্যাগ্নে অদ্য সবিতরদ্য দেবি সরস্বতি। অদ্যাস্য ব্রহ্মণস্পতে ধনুরিবা তানয়া পসঃ ॥ ৬ ॥ আহং তনোমি তে পসো অধি জ্যামিব ধন্বনি। ক্রমস্বর্শ ইব রোহিতমনবগ্লায়তা সদা ॥ ৭ ॥ অশ্বস্যাশ্বতরস্যাজস্য পেত্বস্য চ। অথ ঋষভস্য যে বাজাস্তানস্মিন্ধেহি তনূবশিন্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : নষ্টবীর্য বরুণের আবার বীর্য উৎপাদনের জন্য হে ওষধি, তোমাকে গন্ধর্ব খনন করে উদ্ধার করেছিল, সেরূপ পুংস্ত্ব-জননের উন্নয়িত্রী ওষধি (কপিত্থকা নামক), তোমাকে আমরা খনন করছি। ১ ॥ সূর্যপত্নী উষাদেবী তোমাকে বলবান বীর্যের দ্বারা যুক্ত করুক, সূর্য তোমাকে উৎকৃষ্ট বীর্যযুক্ত করুক এবং আমার এ মন্ত্রাত্মক বাক্য তোমাকে বীর্যযুক্ত করুক। সকল জগতের স্রষ্টা প্রজাপতি দেব বীর্যের দ্বারা পুংস্ত্বজননক্ষেত্র কম্পিত করুক। ২ ॥ হে বীর্যকাম পুরুষ, তোমার পুত্র পৌত্রাদি রূপে বিরোহণের কারণরূপ পুংব্যঞ্জক অভিতপ্ত হয়ে যাতে কাজ করতে পারে, সেরূপ এ ওষধি তোমার পুংব্যঞ্জনকে অতিশয় বীর্যযুক্ত করুক। ৩ ॥ অন্যান্য ওষধির মধ্যে এ ওষধি অত্যন্ত বীর্যরূপা ও সেচনসমর্থ বীর্যবানদের সারভূতা। এরূপ ওষধি এ পুরুষকে বীর্যযুক্ত করুক। হে ইন্দ্র, পুষ্টিকর ওষধির যে বীর্য আছে, তা তুমি পুরুষের শরীরের অধীন করে স্থাপন কর। ৪ ॥ হে কপিত্থক-মূল, তুমি মথ্যমান জলের প্রথমোৎপন্ন অমৃতাত্মক রস, বনস্পতিদের সারভূত, ওষধির অধিপতি অমৃতময় সোমদেবের সহোদর ভ্রাতা (অমৃত-মন্থনকালে একসঙ্গে উৎপন্ন হয়েছিলে) এবং অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিদের মন্ত্রপ্রভাব-জনিত বীর্যরূপ। ৫ ॥ হে অগ্নি, সবিতা, দেবী সরস্বতী ও মন্ত্রের অধিপতিদেব (ব্রহ্মণস্পতি), তোমরা আজ এই বীর্যকাম পুরুষের পুংব্যঞ্জন বীর্যপ্রদানের দ্বারা ধনুতে আরোপিত জ্যার মত তোমার পুংব্যঞ্জন আমি মন্ত্রপ্রভাবে বীর্যযুক্ত করছি। তুমি সেচনসমর্থ ঋষভের মত মনে মনে নৃত্য করতে করতে ভার্যার প্রতি গমন কর। ৭ ॥ অশ্ব, অশ্বতর, ছাগ, মেষ ও বলদের যে বীর্য আছে, হে ওষধি, শরীরের যাতে অধীন হয় সেভাবে এ বীর্যকাম পুরুষের পুংব্যঞ্জনে স্থাপন কর। ৮ ॥

টীকা : ১-৮। 'যাং ত্বা গন্ধর্বঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা পুরুষের বীর্যকরণকার্যে কাপথক-মূল ওষধির মত খনন করে দুগ্ধে জ্বাল দিয়ে এ মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে এবং ধনুতে জ্যা আরোপণ করে তা পুরুষের ক্রোড়ে রেখে এ ওষধ পান করাতে হবে। এরূপ কীলক ও মুসলের উপর বসে পূর্বের মত অভিমন্ত্রিত করে পান করাতে হবে। ইত্যাদি প্রয়োগ ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

পঞ্চম সূক্ত

সহস্রশৃঙ্গো বৃষভো যঃ সমুদ্রাদুদাচরৎ। তেনা সহস্যেনা বয়ং নি জনান্ত্স্বাপয়ামসি ॥ ১ ॥ ন ভূমিং বাতো অতি বাতি নাতি পশ্যতি কশ্চন। স্ত্রিয়শ্চ সর্বাঃ স্বাপয় শুনশ্চেন্দ্রসখা চরন্ ॥ ২ ॥ প্রোষ্ঠেশয়াস্তল্পেশয়া নারীর্যা বহ্যশীবরীঃ। স্ত্রিয়ো যাঃ পুণ্যগন্ধয়স্তাঃ সর্বাঃ স্বাপয়ামসি ॥ ৩ ॥ একমেজদজগ্রভং চক্ষুঃ প্রাণমজগ্রভম্। অঙ্গান্যজগ্রভং সর্বা রাত্রীণামতিশর্বরে ॥ ৪ ॥ য আস্তে যশ্চরতি যশ্চ তিষ্ঠন্ বিপশ্যতি। তেষাং সং দধ্মো অক্ষীণি যথেদং হর্ম্যং তথা ॥ ৫ ॥ স্বপ্তু মাতা স্বপ্তু পিতা স্বপ্তু শ্বা স্বপ্তু বিশ্পতিঃ। স্বপন্ত্বস্যৈ জ্ঞাতয়ঃ স্বপ্ত্বয়মভিতো জনঃ ॥ ৬ ॥ স্বপ্ন স্বপ্নাভিকরণেন সর্বং নি ষ্বাপয়া জনম্। ওৎসূর্যমন্যান্ত্স্বাপয়াব্যুষং জাগৃতাদহমিন্দ্র ইবারিষ্টো অক্ষিতঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : সহস্ররশ্মি কামবর্ষী যে আদিত্য অন্তরিক্ষ প্রদেশ থেকে উদয় লাভ করে, সে আদিত্যের শত্রুপরাভবকারী শক্তির দ্বারা আমরা অবস্থিত জনদের নিদ্রাভিভূত করব। ১ ॥ বায়ু যেন ভূমিকে অতিক্রম না করে অর্থাৎ অত্যন্ত বায়ুপ্রবাহে যেন নিদ্রাভঙ্গ না হয়, সেখানকার কোন লোক যেন না দেখে অর্থাৎ তারা নিদ্রাভিভূত হোক। হে বায়ু, তুমি যেমন প্রাণবায়ুর সাথে একাত্মক হয়ে বিরচরণ করে দেহে অবস্থান কর, সেরূপ চারদিকের সকল স্ত্রী ও কুকুরদের ঘুম পাড়িয়ে দাও। ২ ॥ প্রাঙ্গনে, খট্টায় বা দোলনায় যে রমণীগণ শয়ন করে আছে এবং শোভনগন্ধযুক্ত যে-সকল স্ত্রী, তাদের সবাইকে ঘুমিয়ে রাখব। ৩ ॥ যে-সকল প্রাণী নড়ছিল, তাদের ঘুমিয়ে রেখেছি, তাদের চক্ষুপ্রাণ নিদ্রাকৃষ্ট হয়েছে, তাদের হস্তপদাদি সকল অঙ্গ অন্ধকার মধ্যরাত্রে নিদ্রাক্রান্ত করেছি। ৪ ॥ আমাদের অভিসারকালে যে থাকবে, যে বিচরণ করবে, যে বসে থাকবে, অথবা যে চারদিক দেখবে, তাদের সকলের চক্ষু আমরা দর্শনশক্তিশূন্য অট্টালিকার মত নিমীলিত করে দেব। (চক্ষুষ্মান্ প্রাণীরাও আমাদের দেখতে অসমর্থ হোক)। ৫ ॥ যে স্ত্রীকে নিদ্রার দ্বারা বশীভূত করতে চাই, তার মা নিদ্রাভিভূত হোক, সেরূপ তার পিতা, গৃহের পরিরক্ষণের জন্য দ্বারে নিযুক্ত কুকুর, গৃহপতি ও তার জ্ঞাতিগণ এবং বাইরে নিযুক্ত রক্ষক সকলে নিদ্রাভিভূত হোক। ৬ ॥ হে স্বপ্নাভিমানী দেবতা, স্বপ্নাধিকরণ শয্যাদিতে সূর্যোদয় পর্যন্ত মাতাদি সকলকে ঘুমিয়ে রাখ। আমি অহিংসিত ও ক্ষয়রহিত হয়ে ইন্দ্রের মত ভোগাসক্ত হয়ে উষাকাল পর্যন্ত জেগে থাকব। ৭ ॥

টীকা : ১-৭। 'সহস্রশৃঙ্গঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা স্ত্রীর প্রতি অভিগমনকালে তার পাশের লোকদের ঘুম পড়ানোর জন্য জলপাত্র অভিমন্ত্রিত করে শয়নগৃহে জল ছিটিয়ে অবশিষ্ট অভ্যন্তরের দ্বারে আনতে হবে। সেরূপ নগ্ন হয়ে এ সূক্তের দ্বারা উদূখল অভিমন্ত্রিত করতে হয়। সেরূপ গৃহের উত্তর দিকে স্ত্রীর খাটের দক্ষিণ পায়ে এ মন্ত্রগুলির দ্বারা অভিমন্ত্রিত করতে হবে। ৭ম মন্ত্রে—'স্বপ্নাভিকরণেন' এ পাঠান্তর আছে।

দ্বিতীয় অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ব্রাহ্মণো জজ্ঞে প্রথমো দশশীর্ষো দশাস্যঃ। স সোমং প্রথমঃ পপৌ স চকারারসং বিষম্ ॥ ১ ॥ যাবতী দ্যাবাপৃথিবী বরিম্ণা যাবৎ সপ্ত সিন্ধবো বিতষ্ঠিরে। বাচং বিষস্য দূষণীং তামিতো নিরবাদিষম্ ॥ ২ ॥ সুপর্ণস্ত্বা গরুত্মান্ বিষ প্রথমমাবয়ৎ। নামীমদো নারূরুপ উতাস্মা অভবঃ পিতুঃ ॥ ৩ ॥ যস্ত আস্যৎ পঞ্চাঙ্গুরির্বক্রাচ্চিদধি ধন্বনঃ। অপস্কম্ভস্য শল্যান্নিরবোচমহং বিষম্ ॥ ৪ ॥ শল্যাদ্ বিষং নিরবোচং প্রাঞ্জনাদুত পর্ণধেঃ। অপাষ্ঠাচ্ছৃঙ্গাৎ কুল্মলান্নিরবোচমহং বিষম্ ॥ ৫ ॥ অরসস্ত ইষো শল্যোথো তে অরসং বিষম্। উতারসস্য বৃক্ষস্য ধনুষ্টে অরসারসম্ ॥ ৬ ॥ যে অপীষন্ যে অদিহন্ য আস্যন্ যে অবাসৃজন্। সর্বে তে বধ্রয়ঃ কৃতা বধ্রির্বিষগিরিঃ কৃতঃ ॥ ৭ ॥ বধ্রয়স্তে খনিতারো বধ্রিস্ত্বমস্যোষধে। বধ্রিঃ স পর্বতো গিরির্যতো জাতমিদং বিষম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : সর্পজাতিদের মধ্যে প্রথম তক্ষক নামক ব্রাহ্মণজাতি (সর্প) উৎপন্ন হয়। তার দশ মাথা ও দশ মুখ। এ ব্রাহ্মণজাতীয় সর্প ক্ষত্রিয়াদি জাতীয় সর্পদের মধ্যে প্রথম বলে দ্যুলোকস্থ অমৃতময় সোম পান করেছিল। সে সোমপায়ী ব্রাহ্মণ সর্প কন্দমূলাদি জনিত এ বিষ নির্বীর্য করুক। ১ ॥ যতদূর দ্যাবাপৃথিবী বিস্তৃত থাকবে, যতদূর সপ্ত সমুদ্র বিস্তৃত থাকবে, ততদূর পর্যন্ত কন্দমূলাদি-জনিত বিষ-নাশক এ মন্ত্রাত্মক বাক্য উচ্চারণ করব। ২ ॥ সুপর্ণ (শোভনপত্রযুক্ত) বৈনতেয় গরুড়, হে বিষ, প্রথমে তোমাকে ভক্ষণ করেছে, অতএব বিষোপহত পুরুষকে মত্ত (জ্ঞানবিকল) করো না, তাকে বিমূঢ় করো না; সে পুরুষের কাছে তুমি অন্নের মত জীর্ণ হও। ৩ ॥ পাঁচটি অঙ্গুলিযুক্ত যে হস্ত বক্র জ্যাযুক্ত ধনু থেকে পুরুষের শরীরে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, বিষপ্রদ সে হস্ত ক্রমুক-বৃক্ষের খণ্ডের দ্বারা মন্ত্রের সাহায্যে নির্বীর্য করছি (অথবা বাণের লোহময় অগ্রভাগ থেকে যে বিষ প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল, তা আমি নির্বীর্য করছি)। ৪ ॥ বাণাদি শল্য থেকে সম্ভূত বিষ নির্গত হয়েছে-এ আমি বলছি। সেরূপ প্রলেপ থেকে, ইষুকান্ড (বিষময় পত্রযুক্ত বৃক্ষ) থেকে, অপাষ্ঠ নামক বিষোপদান থেকে, বিষাণ ও কুৎসিত প্রাণীর মল থেকে যে বিষ উদ্ভূত হয়েছে, তা আমি মন্ত্রের সামর্থে নির্গত করছি। ৫ ॥ হে বাণ, তোমার বিষদগ্ধ শল্য নির্বিষ হোক। তারপর তোমার বিষ নির্বীর্য হোক এবং নিঃসার বৃক্ষের তোমার ধনু নির্বীর্য হোক। ৬ ॥ যারা বিষযুক্ত ঔষধ চূর্ণ করে দেয়, যারা লেপন বিষ প্রয়োগ করে, যারা দূর থেকে বিষ প্রক্ষেপ করে এবং যারা নিকটে থেকে অন্নপানাদিতে বিষ সংযুক্ত করে, সে সকল লোক এ মন্ত্রের প্রভাবে নির্বীর্য হোক। কন্দমূলাদি বিষের উৎপত্তির কারণরূপ বিষপর্বত নির্বীর্য হোক। ৭ ॥ হে বিষযুক্ত ওষধি, তোমার কন্দমূলাদির খননকারীরা নির্বীর্য হোক, তুমিও মন্ত্রপ্রভাবে নির্বীর্য হও। যে পর্বতে কন্দমূলাদিরূপ বিষ উৎপন্ন হয়, সে বিষ পর্বত নির্বীর্য হোক। ৮ ॥

টীকা : ১-৭। 'ব্রাহ্মণো জজ্ঞে' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা কন্দ-বিষের চিকিৎসার জন্য জল অভিমন্ত্রিত করে বিষাবৃত পুরুষকে পান করাতে হবে এবং অভিমন্ত্রিত জলের ছিটে দিতে হবে। সেরূপ কৃমুক-বৃক্ষখণ্ড জলের সাথে অভিমন্ত্রিত করে পান করাতে হবে ও প্রক্ষেপ দিতে হবে ইত্যাদি বহুবিধ বিষ অপনোদনের উপায়বিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

বারিদং বারয়াতৈ বরণাবত্যামধি। তত্রামৃতস্যাসিক্তং তেনা তে বারয়ে বিষম্ ॥ ১ ॥ অরসং প্রাচ্যং বিষমরসং যদুদীচ্যম্। অথেদমধরাচ্যং করম্ভেণ বি কল্পতে ॥ ২ ॥ করম্ভং কৃত্বা তির্যং পীবস্পাকমুদারথিম্। ক্ষুধা কিল ত্বা দুষ্টনো জক্ষিবান্ত্স ন রূরুপঃ ॥ ৩ ॥ বি তে মদং মদাবতী শরমিব পাতয়ামসি। প্র ত্বা চরুমিব যেষন্তং বচসা স্থাপয়ামসি ॥ ৪ ॥ পরি গ্রামমিবাচিতং বচসা স্থাপয়ামসি। তিষ্ঠা বৃক্ষ ইব স্থাম্ন্যভ্রিখাতে ন রূরুপঃ ॥ ৫ ॥ পবস্তৈস্ত্বা পর্যক্রীণন্ দূর্শেভিরজিনৈরুত। প্রক্রীরসি ত্বমোষধেঽভ্রিখাতে ন রূরুপঃ ॥ ৬ ॥ অনাপ্তা যে বঃ প্রথমা যানি কর্মাণি চক্রিরে। বীরান্ নো অত্র মা দভন্ তদ্ ব এতৎ পুরো দধে ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : 'বরণা' নামক বৃক্ষস্থিত এ বিষহর জল আমাদের বিষ নিবারণ করুক। বরণা-বৃক্ষে দ্যুলোকের অমৃতের বিষ হরণ করার শক্তি প্রক্ষিপ্ত রয়েছে। সে অমৃতময় জলের দ্বারা তোমার কন্দমূলাদি-জনিত বিষ নিবারণ করছি। ১ ॥ পূর্বদিকে উৎপন্ন বিষ নির্বীর্য হোক। উত্তরদিগস্থ বিষ শক্তিহীন হোক। তারপর পৃথিবীর নিম্নদেশে উৎপন্ন বিষ এবং সকল দিকের বিষ করম্ভের দ্বারা সামর্থহীন হোক। (বিষহর-প্রয়োগে প্রযুজ্যমান মন্থকে করম্ভ বলে)। ২ ॥ হে দুষ্টশরীর বিষ, প্রচ্ছন্নরূপে, প্রযুক্ত ভেদপাক, আতিজনক

তোমাকে করম্ভরূপ মন্থ মনে করে ক্ষুধায় এ পুরুষ ভক্ষণ করেছে, এ পুরুষকে মূর্ছিত করো না। ৩॥ হে মূর্চ্ছাকর মত্তত্তাযুক্ত ও বিষরূপ ওষধি, তোমার মূর্চ্ছাকারক বিষ ধনু থেকে শরের মত এ পুরুষের শরীর থেকে বিযুক্ত করছি। হে বিষ, গূঢ়-বিচরণশীল দূতের মত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ব্যাপ্ত তোমাকে এ মন্ত্রের প্রভাবে দূর করছি। ৪॥ জনসমূহের মত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এ-বিষ মন্ত্রের দ্বারা পরিহার করে অন্যত্র স্থাপন করছি। অভ্রির দ্বারা খননের ফলে লব্ধ হে বিষ, তুমি নিজ বৃক্ষে যেমন স্থির থাক, সেরূপ এখানে স্থির হয়ে থাক, ব্যাপ্ত হয়ো না এবং এ পুরুষকে মোহিত করো না। ৫॥ হে বিষমূলিকা ওষধি, তোমাকে সম্মার্জনী তৃণের দ্বারা ও দুষ্ট বন্যামৃগের অজিনের দ্বারা মহর্ষিগণ তোমাকে ক্রয় করেছিল। এজন্য তুমি ক্রীত হয়েছ, এ সকল দ্রব্যের দ্বারা ক্রীত হয়ে তুমি এ স্থান থেকে চলে যাও। হে অভ্রি-খননের দ্বারা লব্ধ ওষধি, তুমি এ পুরুষকে বিমোহিত (মূর্চ্ছাপন্ন) করো না। ৬॥ হে জনগণ, তোমাদের প্রতিকূল যে শত্রুরা মুধা যোগাদি কর্ম করেছিল,-সে কর্মের দ্বারা সে শত্রুগণ আমাদের পুত্র-পৌত্রাদির যেন এ কর্মে হিংসা না করে। এ ক্রিয়মাণ ভৈষজ্যরূপ কর্ম তোমাদের সামনে রক্ষার জন্য ধারণ করছি। ৭॥

টীকা ঃ ১-৭। 'বারিদং বারয়াতৈ' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত।

তৃতীয় সূক্ত

ভূতো ভূতেষু পয় আ দধাতি স ভূতানামধিপতির্বভূব। তস্য মৃত্যুশ্চরতি রাজসূয়ং স রাজা রাজ্যমনু মন্যতামিদম্‌॥ ১॥ অভি প্রেহি মাপ বেন উগ্রশ্চেত্তা সপত্নহা। আ তিষ্ঠ মিত্রবর্ধন তুভ্যং দেবা অধি ব্রুবন্‌॥ ২॥ আতিষ্ঠন্তং পরি বিশ্বে অভূষঞ্ছ্রিয়ং বসানশ্চরতি স্বরোচিঃ। মহৎ তদ্ বৃষ্ণো অসুরস্য নামা বিশ্বরূপো অমৃতানি তস্থৌ॥ ৩॥ ব্যাঘ্রো অধি বৈয়াঘ্রে বি ক্রমস্ব দিশো মহীঃ। বিশস্ত্বা সর্বা বাঞ্ছন্ত্বাপো দিব্যাঃ পয়স্বতীঃ॥ ৪॥ যা আপো দিব্যাঃ পয়সা মদন্ত্যন্তরিক্ষ উত বা পৃথিব্যাম্‌। তাসাং ত্বা সর্বাসামপামভি ষিঞ্চামি বর্চসা॥ ৫॥ অভি ত্বা বর্চসাসিচন্নাপো দিব্যাঃ পয়স্বতীঃ। যথাসো মিত্রবর্ধনস্তথা ত্বা সবিতা করৎ॥ ৬॥ এনা ব্যাঘ্রং পরিষস্বজানাঃ সিংহং হিন্বন্তি মহতে সৌভগায়। সমুদ্রং ন সুভুবস্তস্থিবাংসং মর্মৃজ্যন্তে দ্বীপিনমপ্স্বন্তঃ॥ ৭॥

অনুবাদ ঃ অভিষেকের দ্বারা ঐশ্বর্য লাভ করে রাজা সমৃদ্ধ জনপদে সকল অনুজীবীদের অন্নপ্রদ হয়। অতএব সে অভিষিক্ত রাজা প্রাণিগণের অধিপতি। ধর্ম রাজ (মৃত্যু) ধর্ম ও অধর্ম প্রবিভাগের দ্বারা দুষ্ট নিগ্রহ ও শিষ্টপালন কর্ম করানোর জন্য রাজার রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করেন। (জগতের রক্ষণ-বিধিতে যে কর্মের দ্বারা রাজা অনুজ্ঞা লাভ করে, অভিষেক নামক এ কর্মকে রাজসূয় বলে)। সে অভিষিক্ত রাজা দুষ্টনিগ্রহ ও শিষ্টপালনরূপ তার কর্ম অঙ্গীকার করুক। ১॥ হে রাজা, সিংহাসন ও হস্তী অশ্ব রথাদি যান লক্ষ্য করে যাও, অনিচ্ছা প্রকাশ করো না। দুরাসদ, কার্যাকার্য-বিভাগজ্ঞ হয়ে শত্রুদের হন্তা হও। মিত্রদের বর্ধক হয়ে রাজসিংহাসনে আরোহন কর। ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমাকে অধিক বলুক অর্থাৎ 'আমাদের এ জন' এ বলে তোমাকে অনুগ্রহ করুক। ২॥ সিংহাসনে আরূঢ় রাজাকে সকল জন অলংকৃত করুক অর্থাৎ চারদিকে বর্তমান থেকে তার সেবা করুক। রাজা রাজলক্ষ্মী লাভ করে স্বীয় দীপ্তিতে রাজ্যপরিপালনে বর্তমান থাকেন। অভিষেক-জনিত রাজতেজে দশ দিকের ব্যাপক, শত্রুদের নিরাসক অভিষিক্ত রাজার অভিষেক-কালে কৃত নাম শ্রবণ করে শত্রুরা পলায়ন করে। একপ নামাঙ্কিত রাজা শত্রু মিত্র কলত্রাদিতে নানাবিধ রূপ হয়ে অমৃতত্ব-প্রাপক দণ্ড, যুদ্ধ ও অধ্যায়নাদির অনুষ্ঠান করুন। ৩॥ ব্যাঘ্রচর্মে উপবেশন করে ব্যাঘ্রের মত অপ্রধর্ষ হয়ে পূর্বাদি দিকসকল বিক্রমের (শৌর্যের) দ্বারা ব্যাপ্ত কর। হে রাজা, তুমি তেজস্বী, তোমাকে সকল প্রজারা নিজেদের প্রভুরূপে বাঞ্ছা করুক এবং দিব্য সারবান জল সকল তোমার বাঞ্ছা করুক, তোমার রাজ্যে

যেন অনাবৃষ্টি না হয়। ৪॥ দ্যুলোকস্থ যে জলগুলি স্বকীয় রসে প্রাণীদের তৃপ্ত করে, অন্তরিক্ষে ও পৃথিবীতে যে জল আছে, তিন লোকে ব্যাপ্ত জলের বর্চস্‌ সারের দ্বারা হে রাজা, তোমাকে অভিষিক্ত করছি। ৫॥ হে রাজা, পূর্বোক্ত দিব্য জলগুলি নিজ তেজে তোমার অভিমুখে উৎপন্ন হোক। যাতে তুমি মিত্রদের বর্ধক হও, সর্বপ্রেরক সবিতা দেব তোমাকে সেরূপ করুক। ৬॥ এ দিব্য জলগুলি ব্যাঘ্রের মত পরাক্রমযুক্ত রাজাকে আলিঙ্গন করে তৃপ্ত হচ্ছে, সিংহতুল্য পরাক্রান্ত রাজাকে মহান সৌভাগ্যের জন্য বীর্যপ্রদানের দ্বারা তুষ্ট করছে। নদীর জল যেমন সমুদ্রকে প্রীত করে, সেরূপ অভিষেকের জলগুলি রাজাকে প্রীত করছে। জলের মধ্যে অবস্থিত ব্যাঘ্রের মত অপ্রধৃষ্য রাজার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সেবকরা বারবার মার্জন করছে (অথবা পট্টবস্ত্র কটক মুকুট প্রভৃতি রাজাকে অলঙ্কৃত করছে)। ৭॥

টীকা ঃ ১-৭। 'ভূতো ভূতেষু' এ তৃতীয় সূক্তের দ্বারা রাজার অভিষেক কর্মে শাস্ত্রোদক কলশের দ্বারা রাজার অভিষেক করতে হয় এবং পুরোহিত এ মন্ত্রগুলি জপ করবে। সম্পাতিত স্থালীপাক ভক্ষণ ও অভিমন্ত্রিত অশ্বে রাজাকে আরোহণ করিয়ে অপরাজিত দেশে পাঠাতে হয়। সেরূপ রাজসূয় কার্যে রথারোহণে ও অভিষেকে এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ সূক্ত

এহি জীবং ত্রায়মাণং পর্বতস্যাস্যক্ষ্যম্‌। বিশ্বেভির্দেবৈর্দত্তং পরিধির্জীবনায় কম্‌॥ ১॥ পরিপাণং পুরুষাণাং পরিপাণং গবামসি। অশ্বানামর্বতাং পরিপাণায় তস্থিষে॥ ২॥ উতাসি পরিপাণং যাতুজম্ভনমাঞ্জন। উতামৃতস্য ত্বং বেত্থাথো অসি জীবভোজনমথো হরিতভেষজম্‌॥ ৩॥ যস্যাঞ্জন প্রসর্পস্যঙ্গমঙ্গং পরুষ্পরুঃ। ততো যক্ষ্মং বি বাধস উগ্রো মধ্যমশীরিব॥ ৪॥ নৈনং প্রাপ্নোতি শপথো ন কৃত্যা নাভিশোচনম্‌। নৈনং বিষ্কন্ধমশ্নুতে যস্ত্বা বিভর্ত্যাঞ্জন॥ ৫॥ অসন্মন্ত্রাদ্ দুষ্বপ্ন্যাদ্ দুষ্কৃতাচ্ছমলাদুত। দুর্হার্দশ্চক্ষুষো ঘোরাৎ তস্মান্নঃ পাহ্যাঞ্জন॥ ৬॥ ইদং বিদ্বানাঞ্জন সত্যং বক্ষ্যামি নানৃতম্‌। সনেয়মশ্বং গামহমাত্মানং তব পূরুষ॥ ৭॥ ত্রয়ো দাসা আঞ্জনস্য তক্মা বলাস আদহিঃ। বর্ষিষ্ঠঃ পর্বতানাং ত্রিককুন্নাম তে পিতা॥ ৮॥ যদাঞ্জনং ত্রৈককুদং জাতং হিমবতস্পরি। যাতূংশ্চ সর্বান্‌ জম্ভয়ৎ সর্বাশ্চ যাতুধান্যঃ॥ ৯॥ যদি বাসি ত্রৈককুদং যদি যামুনমুচ্যসে। উভে তে ভদ্রে নাম্নী তাভ্যাং নঃ পাহ্যাঞ্জন॥ ১০॥

অনুবাদ ঃ হে আঞ্জন, তুমি জীবাত্মার পালনের জন্য এস। তুমি ত্রি-ককুৎ (তিনটি ককুৎ শৃঙ্গ যার) নামক পর্বতের চক্ষুসদৃশ। ইন্দ্রাদি দেবতাদের দ্বারা আমাদের অরোগ চিরজীবন লাভের জন্য প্রদত্ত প্রাকার-সদৃশ তুমি (যাতে মৃত্যু না আসতে পারে এমন প্রাচীর তুমি)। ১॥ হে ত্রিককুদাঞ্জন, তুমি মানুষের পরিরক্ষণ-সাধন হও, সেরূপ গাভীদের পরিরক্ষক তুমি। অশ্ব ও বড়বাদের পরিরক্ষণের জন্য তুমি অবস্থিত। ২॥ হে আঞ্জন, তুমি রক্ষঃ-পিশাচাদি-জনিত পীড়ার নাশক ও পরিরক্ষক। তুমি দ্যুলোকস্থ অমৃতের সার জান। তুমি জীবদের অনিষ্ট নিবর্তনের দ্বারা পালক (অথবা ভোগ সাধন) এবং পাণ্ডু প্রভৃতি রোগজনিত শ্যামলত্বের নিবর্তক। ৩॥ হে আঞ্জন, যে পুরুষের প্রতি অঙ্গে, প্রতি শিরায় তুমি ব্যাপ্ত হও, সে পুরুষের শরীর থেকে যক্ষ্মারোগ চলে যায়। অন্তরিক্ষ-সঞ্চারী (মধ্যমশীঃ) বায়ু যেমন ক্ষণকালের মধ্যে মেঘজাল অপসারিত করে, সেরূপ অতি বলশালী তুমি পুরুষ শরীরের রোগাদি অপসারণ করে, থাক। ৪॥ হে আঞ্জন, যে লোক তোমাকে ধারণ করে, তাকে পরকৃত শাপ অথবা পরের অভিচারজনিত কৃত্যা স্পর্শ করে না। কৃত্যা জনিত কোন শোক সে লাভ করে না। ৫॥ অশোভন অভিচারাদি অসৎ মন্ত্র থেকে, দুঃস্বপ্ন জনিত দুঃখ থেকে, জন্মান্তর-কৃত পাপ থেকে, অন্যবিধ পাপ থেকে, দৌর্মনস্য

দেবতাত্মক এ অনড্বান (বৃষ) অক্ষয় ফল দোহন করে। পূর্বে পবিত্রের দ্বারা শোধ্যমান অমৃতময় সোম একে রসযুক্ত করে। তারপর বৃষ্টির প্রেরক পর্জন্যদেব ধারারূপ হয় এবং মরুদ্গণ এ বৃষের উধরূপ হয়। এ সবযজ্ঞ দুগ্ধরূপ হয়। সে যজ্ঞে যে দক্ষিণা দেয়া হয়, তা এ বৃষের দোহক্রিয়া সম্পন্ন করে। এরূপে ইন্দ্রাদি দেবতাত্মক এ বৃষের দোহনও দেবতাত্মক, এজন্য এর অক্ষয় ফলত্ব। ৪ ॥ এ দেবতাত্মক বলীবর্দের কোন যজমান নিয়ামক নেই, কোন যজ্ঞ, কোন দাতা বা প্রতিগ্রহীতা একে শাসন করতে পারে না। ইন্দ্রাদি-দেবতারূপ এ বৃষ সকলের জেতা, বায়ুরূপে (অথবা অন্নপ্রদানের দ্বারা) সকলের পোষক এবং বিশ্বকর্মারূপ (সকল জগৎ যার কর্ম)। চতুষ্পাদ-যুক্ত হয়ে আমাদের দীপ্যমান আদিত্যোরস্বরূপ উপদেশ করে। ৫ ॥ যে দেবতাত্মক বৃষের দ্বারা দেবগণ এ পার্থিব শরীর ত্যাগ করে অমৃতের নাভিরূপ (মোক্ষের দ্বারভূত) স্বর্গলোকে আরোহণ করেছে, তার দ্বারা দীপ্যমান সূর্যের ব্রত ও তপস্যার দ্বারা মোক্ষসুখ ইচ্ছা করে আমরা পুণ্যের ফলরূপ সুকৃত লোক জয় করব। ৬ ॥ ইন্দ্রদেব স্বকীয়রূপে বিশ্বানরদেবে প্রবেশ করেছে, অগ্নি তার বহনসামর্থে বৈশ্বানরে প্রবেশ করেছে এবং সত্যলোকে স্থিত প্রজাপতি অন্নের সাথে এ বলীবর্দে প্রবেশ করেছে। (অতএব প্রজাপতিরূপ এ বলীবর্দ)। প্রজাপতি এর শরীরে প্রবেশ করে এ বৃষের সে মধ্যভাগ দৃঢ় করেছে এবং ভারবহন-সমর্থ করেছে, যে পৃষ্ঠভাগে ভার স্থাপিত হয়। এর মধ্যদেহের পূর্বভাগ যতটা পরিমাণ, পেছনের ভাগও ততটা পরিমাণ (এজন্য তার মধ্যদেশ ভার বহন করে)। ৭-৮ ॥ যে পুরুষ এ বলীবর্দের ক্ষয়রহিত (ব্রীহি প্রভৃতি গ্রাম্য ওষধিরূপ) সপ্ত দোহ জানে (অর্থবা বলীবর্দকে প্রজাপতিরূপ বলার জন্য, প্রজাপতির সৃষ্টিতে লোক, সমুদ্র প্রভৃতি যে সপ্তসংখ্যক আছে, সপ্ত প্রকারে বিভক্ত সে সকল এ বৃষের দোহরূপ যে জানে), সে বিদ্বান পুত্র-পৌত্রাদি ও যাগাদির দ্বারা প্রাপ্য স্বর্গাদি লোক লাভ করে। এ প্রকার উক্ত বলীবর্দের মাহাত্ম্য সপ্ত ঋষিগণ জানেন। (বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, অত্রি, বশিষ্ঠ ও কশ্যপ—এ সাত জন সপ্তর্ষি বলে প্রসিদ্ধ)। ৯ ॥ এ প্রজাপতিরূপ বলীবর্দ চার পায়ে অবসাদকর **অলক্ষ্মী**কে নিম্নমুখী করে জঙ্ঘার দ্বারা ভূমি কর্ষণ করে স্বাভিমুখে আগত পরিশ্রান্ত কৃষকের অন্ন দান করছে। ১০ ॥ বলীবর্দ-সংক্রান্ত যজ্ঞাত্মক প্রজাপতির ব্রতযোগ্য দ্বাদশসংখ্যক রাত্রি উক্ত হয়েছে। সে সময়ে বলীবর্দ-রূপ প্রাপ্ত প্রজাপতিরূপ ব্রহ্মাকে যে জানে, সে এ বলীবর্দ-যজ্ঞের অধিকারী। এ জ্ঞান হচ্ছে প্রজাপতিরূপ বলীবর্দের ব্রত (অনুষ্ঠেয় কর্ম)। ১১ ॥ সন্ধ্যাকালে **উক্তরূপা** বলীবর্দের দোহন করব অর্থাৎ দেবতারূপে উপাসনা করে তার ফল লাভ করব। এ বলীবর্দের দোহন যে ফলের সাথে লাভ করে, সে দোহনগুলি অক্ষয় বলে জানি। ১২ ॥

টীকা : ১-১২। 'অনড্বান্ দাধার' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা অনডুৎসবে (বলীবর্দ যজ্ঞে) নিরুপ্ত হবির দ্বারা অভিমর্শন, সম্পাত ও দাতৃ-বাচন করতে হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

রোহণাসি রোহণ্যস্থ্নশ্ছিন্নস্য রোহণী। রোহয়েদমরুন্ধতি ॥ ১ ॥ যৎ তে রিষ্টং যৎ তে দ্যুত্তমস্তি পেষ্ট্রং ত আত্মনি। ধাতা তদ্ ভদ্রয়া পুনঃ সং দধৎ পরুষা পরুঃ ॥ ২ ॥ সং তে মজ্জা মজ্জ্ঞা ভবতু সমু তে পরুষা পরুঃ। সং তে মাংসস্য বিস্রস্তং সমস্থ্যপি রোহতু ॥ ৩ ॥ মজ্জা মজ্জ্ঞা সং ধীয়তাং চর্মণা চর্ম রোহতু। অসৃক্ তে অস্থি রোহতু মাংসং মাংসেন রোহতু ॥ ৪ ॥ লোম লোম্না সং কল্পয়া ত্বচা সং কল্পয়া ত্বচম্। অসৃক্ তে অস্থি রোহতু ছিন্নং সং ধেহ্যোষধে ॥ ৫ ॥ স উৎ তিষ্ঠ প্রেহি প্র দ্রব রথঃ সুচক্রঃ সুপবিঃ সুনাভিঃ। প্রতি তিষ্ঠোর্ধ্বঃ ॥ ৬ ॥ যদি কর্তং পতিত্বা সংশশ্রে যদি বাশ্মা প্রহৃতো জঘান। ঋভূ রথস্যেবাঙ্গানি সং দধৎ পরুষা পরুঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : হে লোহিতবর্ণ লাক্ষা, তুমি উদ্বক্কারিণী (রোহিণী)। অতএব খড্গাদি দ্বারা ছিন্ন অঙ্গ থেকে বহির্গত রক্ত স্বস্থানে স্থাপন কর। হে অরুন্ধতি দেবী, ক্ষরিতরক্ত যুক্ত অঙ্গকে সম্পূর্ণরক্তযুক্ত ও ব্রণরহিত কর। ১ ॥ হে শস্ত্রাদির দ্বারা আহত পুরুষ, তোমার যে অঙ্গ হিংসিত হয়েছে, যে অঙ্গ শস্ত্রপ্রহরাদি জনিত বেদনায় জ্বালা করছে, যে প্রিয়তম অঙ্গ মুদ্গর প্রহারাদির দ্বারা ভগ্ন হয়েছে, সকল জগতের বিধাতা দেব, এ কল্যাণকর লাক্ষারূপ ওষধির দ্বারা পর্বের (হস্তপদাদির সংযুক্ত স্থলের) সাথে অন্য ভগ্ন অঙ্গগুলি যুক্ত করুক। ২ ॥ হে প্রহৃত পুরুষ, তোমার মজ্জা, যা প্রহারের দ্বারা বিভক্ত হয়েছে, তা সুখে মজ্জার সাথে যুক্ত হোক। তোমার শরীরের যে পর্ব ভগ্ন হয়েছে, তা অনায়াসে পর্বের সাথে সংযুক্ত হোক। তোমার শরীরের যে মাংস প্রহারের আঘাতে বিস্রস্ত হয়েছে, তা আবার অনায়াসে যুক্ত হোক। ৩ ॥ মজ্জা নামক ধাতু মজ্জধাতুর সাথে সংযুক্ত হোক। শস্ত্রাদি প্রহারের দ্বারা বিচ্ছিন্ন চর্মের সাথে চর্ম যুক্ত হোক। তোমার শরীরের যে রক্ত পড়ে গেছে, তা উৎপন্ন হোক, যে অস্থি ভগ্ন হয়েছে, তা যুক্ত হোক, মাংস মাংসের সাথে যুক্ত হোক। ৪ ॥ হে লাক্ষারূপ ওষধি, প্রহারের দ্বারা বিশ্লিষ্ট লোম আবার উৎপন্ন কর, বিশ্লিষ্ট ত্বক সংযুক্ত কর। রক্ত ও অস্থি যুক্ত হোক এবং অন্য যে যে অঙ্গ ছিন্ন হয়েছে, তা সংযুক্ত কর। ৫ ॥ হে শস্ত্রাদির আঘাতে ছিন্নগাত্র পুরুষ, মন্ত্রৌষধির সামর্থে পূর্ণগাত্র লাভ করে শয়ন থেকে উঠে, সে স্থান থেকে যাও ও বেগে ধাবিত হও। সুদৃঢ় চক্রের যুক্ত, সুদৃঢ় নেমি (চক্রধারা) এবং নাভির (অক্ষছিদ্রের) দ্বারা যুক্ত রথ যেমন গমন করে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেরূপ তুমি সুদৃঢ়াঙ্গ লাভ করে উঠে প্রতিষ্ঠিত হও। ৭ ॥ যদি কোন ছেদক অস্ত্রাদি পুরুষের শরীরে পতিত হয়ে হিংসা করে, অথবা যদি অপরের দ্বারা প্রহৃত কোন প্রস্তর পুরুষের শরীরে প্রক্ষিপ্ত হয়ে পুরুষকে আঘাত করে, সে অস্ত্র বা প্রস্তরের দ্বারা আহত পর্ব মন্ত্রৌষধির প্রভাবে অপর পর্বের সাথে যুক্ত হোক অঙ্গিরার পুত্র ঋভু যেমন রথের অঙ্গগুলি নির্মাণ করে যুক্ত করত, সেরূপ আথর্বণ মন্ত্র বিশ্লিষ্ট অঙ্গকে যুক্ত করুক। ৭ ॥

টীকা : ১-৭। 'রোহণাসি' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা অস্ত্রাদি আঘাত জনিত রক্তপ্রবাহের এবং অস্থি প্রভৃতি ভঙ্গের নিবৃত্তির জন্য লাক্ষার জলের কাথ তৈরী করে অভিমন্ত্রিত করে উষাকালে ক্ষতস্থানে সিঞ্চন করতে হবে। এ সূক্তের দ্বারা ঘৃত ও দুগ্ধ অভিমন্ত্রিত করে তা আহত পুরুষকে খাওয়াতে হবে এবং তা দিয়ে ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিতে হবে।

তৃতীয় সূক্ত

উত দেবা অবহিতং দেবা উন্নয়থা পুনঃ। উতাগশ্চক্রুষং দেবা দেবা জীবয়থা পুনঃ ॥ ১ ॥ দ্বাবিমৌ বাতৌ বাত আ সিন্ধোরা পরাবতঃ। দক্ষং তে অন্য আবাতু ব্যন্যো বাতু যদ্ রপঃ ॥ ২ ॥ আ বাত বাহি ভেষজং বি বাত বাহি যদ্ রপঃ। ত্বং হি বিশ্বভেষজ দেবানাং দূত ঈয়সে ॥ ৩ ॥ ত্রায়ন্তামিমং দেবাস্ত্রায়ন্তাং মরুতাং গণাঃ। ত্রায়ন্তাং বিশ্বা ভূতানি যথায়মরপা অসৎ ॥ ৪ ॥ আ ত্বাগমং শন্তাতিভিরথো অরিষ্টতাতিভিঃ। দক্ষং ত উগ্রমাভারিষং পরা যক্ষ্মং সুবামি তে ॥ ৫ ॥ অয়ং মে হস্তো ভগবানয়ং মে ভগবত্তরঃ। অয়ং মে বিশ্বভেষজোঽয়ং শিবাভিমর্শনঃ ॥ ৬ ॥ হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যাং জিহ্বা বাচঃ পুরোগবী। অনাময়িত্নুভ্যাং হস্তাভ্যাং তাভ্যাং ত্বাভি মৃশামসি ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : হে দেবগণ, এ উপনীত বালককে ধর্মবিষয়ে অবহিত কর এবং অনবধান থেকে একে আবার উত্থিত কর (অথবা অধ্যয়ন ও তার অর্থজ্ঞানাদি রূপ উৎকৃষ্ট ফল এ উপনীত বালককে দাও)। হে দেবগণ, বিহিত অননুষ্ঠান জনিত অজ্ঞানতাবশত কোন পাপ করলে, তা থেকে এ বালককে রক্ষা কর। এরূপ মৃত্যুপ্রাপক অপরাধ করে থাকলে হে দেবগণ, তোমরা এ বালককে শত বছর জীবনযুক্ত কর। ১ ॥ এ দৃশ্যমান বায়ুদ্বয় সমুদ্র পর্যন্ত, আর যা সমুদ্র থেকেও দূরদেশে, সে পর্যন্ত গমন করুক। অথবা প্রাণ ও অপান এ দুটি

বায়ু শরীরের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে সান্দনশীল স্বেদ-স্থান পর্যন্ত ও শরীরের বাইরে দ্বাদশ অঙ্গুলি পর্যন্ত সঞ্চারিত হোক)। তাদের অপর পুরবায়ু (অথবা প্রাণ) হে উপনীত বালক, তোমার বল আনয়ন করুক এবং অন্য পশ্চাদবায়ু (অথবা অপান বায়ু) তোমার যে পাপ আছে, তাকে তোমার কাছ থেকে বিযুক্ত করুক। ২।। হে বায়ু, সকল ব্যাধিনিবর্তক ঔষধ নিয়ে এস, আর ব্যাধির কারণ যে পাপ আছে, তা আমাদের কাছ থেকে বিনাশ কর। হে সর্বব্যাধিনিবারক বায়ু, তুমি ইন্দ্রাদি দেবগণের দূত হয়ে সকল জগৎ রক্ষার জন্য বিচরণ করছ। (অথবা ইন্দ্রিয়-সকলের দূত হয়ে তাদের পোষণের জন্য সকল শরীর ব্যেপে আছ)। ৩।। ইন্দ্রাদি দেবগণ এ মাণবককে রক্ষা করুক, মরুদ্গণ, একে রক্ষা করুক। সেরূপ অপর সকল প্রাণিগণ এ বালক যাতে নিষ্পাপ হয়, সেভাবে একে পালন করুক। ৪।। হে উপনীত বালক, সুখকর মন্ত্রের দ্বারা ও অহিংসক শ্রেয়স্কর, কর্মের দ্বারা তোমার কাছে এসেছি। বায়ুর কাছ থেকে তোমার জন্য উগ্র ও সমৃদ্ধিকর বল এনে দিচ্ছি, আর যক্ষ্মারোগ তোমার কাছ থেকে পরাঙ্মুখ করছি। ৫।। আমার এ অভিমর্শন-সাধন হস্ত ভাগ্যবান। আমার এ ঋষিহস্ত অতিশয় ভাগ্যযুক্ত। আমার এ হস্ত সকল ব্যাধি-নিবর্তক ঔষধযুক্ত। অতএব আমার এ হস্ত সুখকর স্পর্শনযুক্ত হোক। ৬।।' শাখারূপ দশ অঙ্গুলিযুক্ত (প্রজাপতির) হস্তদ্বয় দ্বারা স্পৃষ্ট জিহ্বা বাক্যের পুরোগামী হয় অর্থাৎ যেখানে যেখানে শব্দ প্রযুক্ত হয়, সেখানে সর্বত্র বাক্য উচ্চারণের পূর্বে জিহ্বা যুক্ত হয়। আরোগ্যহেতু প্রজাপতির এ দুটি হাত দিয়ে হে উপনীত বালক, তোমাকে আমরা স্পর্শ করছি। ৭।।

টীকা : ১-৭। 'উত দেবাঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা উপনয়ন, এর পর আয়ুষ্কাম বালককে স্পর্শ করে অভিমন্ত্রণ করতে হবে। সেরূপ অন্যান্য ভেষজ্য কর্মে এ সূক্তের বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। ক্রতুমধ্যে ব্যাধিগ্রস্থ যজমানের চিকিৎসাকর্মেও এ সূক্তের বিনিয়োগ দেখা যায়।

চতুর্থ সূক্ত

অজো হ্যগ্নেরজনিষ্ট শোকাৎ সো অপশ্যজ্জনিতারমগ্রে। তেন দেবা দেবতামগ্র আয়ন্ তেন রোহান্ রুরুহুর্মেধ্যাসঃ ॥ ১॥ ক্রমধ্বমগ্নিনা নাকমুখ্যান্ হস্তেষু বিভ্রতঃ। দিবস্পৃষ্ঠং স্বর্গত্বা মিশ্রা দেবেভিরাধ্বম্ ॥ ২॥ পৃষ্ঠাৎ পৃথিব্যা অহমন্তরিক্ষমারুহমন্তরিক্ষাদ্ দিবমারুহম্। দিবো নাকস্য পৃষ্ঠাৎ স্বর্জ্যোতিরগামহম্ ॥ ৩॥ স্বর্যন্তো নাপেক্ষন্ত আ দ্যাং রোহন্তি রোদসী। যজ্ঞং যে বিশ্বতোধারং সুবিদ্বাংসো বিতেনিরে ॥ ৪॥ অগ্নে প্রেহি প্রথমো দেবতানাং চক্ষুর্দেবানামুত মানুষাণাম্। ইয়ক্ষমাণা ভৃগুভিঃ সজোষাঃ স্বর্যন্তু যজমানাঃ স্বস্তি ॥ ৫॥ অজমনজ্মি পয়সা ঘৃতেন দিব্যং সুপর্ণং পয়সং বৃহন্তম্। তেন গেষ্ম সুকৃতস্য লোকং স্বরারোহন্তো অভি নাকমুত্তমম্ ॥ ৬॥ পঞ্চৌদনং পঞ্চভিরঙ্গুলিভির্দর্ব্যোদ্ধর পঞ্চধৈতমোদনম্। প্রাচ্যাং দিশি শিরো অজস্য ধেহি দক্ষিণায়াং দিশি দক্ষিণং ধেহি পার্শ্বম্ ॥ ৭॥ প্রতীচ্যাং দিশি ভসদমস্য ধেহ্যুত্তরস্যাং দিশ্যুত্তরং ধেহি পার্শ্বম্। ঊর্ধ্বায়াং দিশ্যজস্যানূকং ধেহি দিশি ধ্রুবায়াং ধেহি পাজস্যমন্তরিক্ষে মধ্যতো মধ্যমস্য ॥ ৮॥ শৃতমজং শৃতয়া প্রোর্ণুহি ত্বচা সর্বৈরঙ্গৈঃ সম্ভৃতং বিশ্বরূপম্। স উৎ তিষ্ঠেতো অভি নাকমুত্তমং পদ্ভিশ্চতুর্ভিঃ প্রতি তিষ্ঠ দিক্ষু ॥ ৯॥

অনুবাদ : অগ্নির তাপ থেকে ছাগ উৎপন্ন হয়েছে। সে জাত ছাগ সৃষ্টির পূর্বে উৎপাদক প্রজাপতিকে (অথবা অগ্নিকে) দেখেছিল অর্থাৎ জনকের গৌরবে নিজের গৌরব বোধ করেছিল। সে প্রথম-সৃষ্ট ছাগের দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণ সৃষ্টির আদিতে দেবত্ব লাভ করেছিল। অন্য ঋষিগণ সে ছাগের দ্বারা যাগ করে স্বর্গলোকে আরোহণ করেছিল। ১।। হে জনগণ, অগ্নির দ্বারা উৎপাদিত এ ছাগের দ্বারা সবযজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তার ফল স্বরূপ দুঃখরহিত উত্তম লোকে আরোহন কর। অক্ষের মত অনুষ্ঠিত যজ্ঞ হতে

ধারণ করে অর্থাৎ যাগাদি-জনিত সুকৃত বিশেষ অবলম্বন করে তার ফলস্বরূপ লোক লাভ কর। তারপর অন্তরিক্ষের পৃষ্ঠের মত উন্নত প্রদেশ স্বর্গলোকে গিয়ে দেবতাদের সাথে সমান ঐশ্বর্যে এক হয়ে উপবেশন কর। ২।। আমি ভূলোকের পৃষ্ঠ থেকে অন্তরিক্ষলোকে আরোহণ করছি, সে অন্তরিক্ষলোক থেকে দ্যুলোকে আরোহণ করব, তারপর দুঃখরহিত দ্যুলোকের পৃষ্ঠ থেকে আদিত্যমণ্ডলস্থ হিরণ্ময় পুরুষের জ্যোতি লাভ করব। ৩।। যজ্ঞের ফলরূপ স্বর্গে গমনকারীরা পুত্র পশু প্রভৃতির গমনকারীরা পুত্র পশু প্রভৃতির ঐহিক সুখের অপেক্ষা করে না, কিন্তু অন্তরিক্ষ, দ্যাবাপৃথিবী—এ লোকত্রয়ে আরোহণ করে। যে যজমানরা অবিচ্ছিন্ন ফলপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ যজ্ঞ জেনে তার বিস্তার করে, তারা স্বর্গে গমনকারী। ৪।। হে প্রণীয়মান অগ্নি, তুমি (আহবনীয় দেশে) এস। তুমি যষ্টব্য দেবতাদের প্রথম, হবি-বহনের দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণের চক্ষুর মত প্রিয় এবং মানুষের (আহবনীয়াদি-রূপে) পুণ্যালোকের প্রদর্শক। যেহেতু অগ্নি দেবতা ও মানুষের চক্ষু-সদৃশ, অতএব তার প্রকাশে প্রথম যাগ করতে ইচ্ছা করে এবং পরে যাগ করে লোকেরা ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিদের সাথে সমান প্রীতিযুক্ত হয়ে কর্মফলভূত স্বর্গলোক সুখে লাভ করুক। ৫।। হবিরূপ ছাগকে জলের মত রসযুক্ত ঘৃতের দ্বারা লিপ্ত করছি। এ ছাগ দিব্য, শোভন পক্ষযুক্ত পক্ষিরূপ মহান যজমানকে স্বর্গে পাঠাতে সমর্থ। এরূপ প্রভাব বিশিষ্ট ছাগের দ্বারা আমরা সুকৃত লোকে যাব, তারপর উৎকৃষ্ট দুঃখলেশশূন্য সূর্যাত্মক পরম জ্যোতির্লোকে গমনকারী হবো। ৬।। হে পাবক, পাঁচ প্রকারে বিভক্ত ওদন পাঁচটি অঙ্গুলিরূপ দর্বীর (হাতার মত) দ্বারা স্থালী থেকে তুলে কুশে স্থাপন কর। এ ওদন পাঁচভাগে ভাগ করে তার এক ভাগ ও পক্ব অজের মস্তকস্থ মাংস পূর্ব দিকে স্থাপন কর। আর এক ভাগ ও দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মাংস দক্ষিণ দিকে স্থাপন কর। ৭।। পশ্চিম দিকে এর কটিপ্রদেশের মাংস ওদনের ভাগের সাথে স্থাপন কর, উত্তর দিকে ওদনভাগের সাথে উত্তর পার্শ্বের মাংস স্থাপন কর। সেরূপ ঊর্ধ্বদিকে এ ছাগের পিঠের মাংস ওদনভাগের সাথে স্থাপন কর, ভূমির নীচে এর উদরের মাংস স্থাপন কর। মধ্যভাগে অন্তরিক্ষে এ ছাগের শরীরের আকাশ যুক্ত কর। ৮।। হে ছেদক, পক্ব অজ অস্ত্রের দ্বারা বিভক্ত তার চর্মের দ্বারা আচ্ছাদন কর, যে অজ সকল হস্তপদাদি অঙ্গের সাথে সংযুক্ত ও সকলের কারণরূপ। হে অজ, সর্বাঙ্গের সাথে তুমি এ ভূলোক থেকে স্বর্গলোকের উদ্দেশে ওঠ, তারপর চার পায়ে চার দিকে প্রতিষ্ঠিত হও। ৯।।

টীকা : ১-৯। 'অজো হ্যগ্নে' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা অজৌদন যজ্ঞে হবির স্পর্শাদি করতে হয়। যজ্ঞের মন্ত্রাদির প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

পঞ্চম সূক্ত

সমুৎপতন্তু প্রদিশো নভস্বতীঃ সমভ্রাণি বাতজূতানি যন্তু। মহঋষভস্য নদতো নভস্বতো বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্তু ॥ ১॥ সমীক্ষয়ন্তু তবিষাঃ সুদানবোঽপাং রসা ওষধীভিঃ সচন্তাম্। বর্ষস্য সর্গা মহয়ন্তু ভূমিং পৃথগ্ জায়ন্তামোষধয়ো বিশ্বরূপাঃ ॥ ২॥ সমীক্ষয়স্ব গায়তো নভাংস্যপাং বেগাসঃ পৃথগুদ্ বিজন্তাম্। বর্ষস্য সর্গা মহয়ন্তু ভূমিং পৃথগ্ জায়ন্তাং বীরুধো বিশ্বরূপাঃ ॥ ৩॥ গণাস্ত্বোপ গায়ন্তু মারুতাঃ পর্জন্য ঘোষিণঃ পৃথক্। সর্গা বর্ষস্য বর্ষতো বর্ষন্তু পৃথিবীমনু ॥ ৪॥ উদীরয়ত মরুতঃ সমুদ্রতস্ত্বেষো অর্কো নভ উৎ পাতয়াথ। মহঋষভস্য নদতো নভস্বতো বাশ্রা আপঃ পৃথিবীং তর্পয়ন্তু ॥ ৫॥ অভি ক্রন্দ স্তনয়ার্দয়োদধিং ভূমিং পর্জন্য পয়সা সমঙ্ধি। ত্বয়া সৃষ্টং বহুলমৈতু বর্ষমাশারৈষী কৃশগুরেত্বস্তম্ ॥ ৬॥ সং বোঽবন্তু সুদানব উৎসা অজগরা উত। মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘা বর্ষন্তু পৃথিবীমনু ॥ ৭॥ আশামাশাং বি দ্যোততাং বাতা বান্তু দিশোদিশঃ। মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘাঃ সং যন্তু পৃথিবীমনু ॥ ৮॥ আপো বিদ্যুদভ্রং বর্ষং সং বোঽবন্তু সুদানব উৎসা অজগরা উত। মরুদ্ভিঃ প্রচ্যুতা মেঘাঃ প্রাবন্তু পৃথিবীমনু ॥ ৯॥ অপামগ্নিস্তনূভিঃ সংবিদানো য ওষধীনামধিপা বভূব। স নো বর্ষং বনুতাং জাতবেদাঃ প্রাণং প্রজাভ্যো অমৃতং দিবস্পরি ॥ ১০॥ প্রজাপতিঃ সলিলাদা সমুদ্রাদাপ ঈরয়ন্নুদধিমর্দয়াতি। প্র প্যায়তাং

বৃষ্ণো অশ্বস্য রেতোহর্বাঙেতেন স্তনয়িত্নুনেহি ॥ ১১ ॥ অপো নিষিঞ্চন্নসুরঃ পিতা নঃ শ্বসন্তু গর্গরা অপাং বরুণাব নীচীরপঃ সৃজ। বদন্তু পৃশ্নিবাহবো মণ্ডূকা ইরিণানু ॥ ১২ ॥ সংবৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণা ব্রতচারিণঃ। বাচং পর্জন্যজিন্বিতাং প্র মণ্ডূকা অবাদিষুঃ ॥ ১৩ ॥ উপপ্রবদ মণ্ডূকি বর্ষমা বদ তাদুরি। মধ্যে হ্রদস্য প্লবস্ব বিগৃহ্য চতুরঃ পদঃ ॥ ১৪ ॥ খণ্বখা৩ই খৈমখা৩ই মধ্যে তদুরি। বর্ষং বনুধ্বং পিতরো মরুতাং মন ইচ্ছত ॥ ১৫ ॥ মহান্তং কোশমুদচাভি ষিঞ্চ সবিদ্যুতং ভবতু বাতু বাতঃ। তন্বতাং যজ্ঞং বহুধা বিসৃষ্টা আনন্দিনীরোষধয়ো ভবন্তু ॥ ১৬ ॥

অনুবাদ ঃ পূর্বাদি দিক বায়ুর সাথে যুক্ত হয়ে মেঘের সাথে মিলিত হোক। জলপূর্ণ মেঘগুলি বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হয়ে একত্র হোক। মহান মেঘসমর্থ বলীবর্দ বৃষ হয়ে যেমন গর্জন করে, সেরূপ আকৃতি বিশিষ্ট গর্জনকারী বায়ুপ্রেরিত মেঘের জলগুলি শব্দ করতে করতে পৃথিবীকে তৃপ্ত করুক অর্থাৎ ওষধি উৎপাদনে যোগ্য করুক। ১ ॥ শোভন দানযুক্ত মরুদ্গণ বৃষ্টিদানে আমাদের অনুগ্রহ করুক। বৃষ্টিজলের রসগুলি ব্রীহিযবাদি ওষধির সাথে পৃথিবীতে বপন করা বীজের সাথে যুক্ত হোক। বৃষ্টিজলের ধারা পৃথিবীকে পূজা করুক। বর্ষাধারার দ্বারা অলঙ্কৃত ভূপ্রদেশ থেকে নানাবিধ ওষধি তার অবান্তর জাতিভেদের সাথে উৎপন্ন হোক। ২ ॥ হে মরুদ্গণ, তোমার স্তবকারী আমাদের মেঘ দেখাও, জলের বেগযুক্ত প্রবাহগুলি পৃথকভাবে উৎক্ষিপ্ত হোক। বৃষ্টির জলধারা পৃথিবীর পূজা করুক, আরণ্য ওষধি বনস্পতি প্রভৃতি বিভিন্নগণ উৎপন্ন হোক। ৩ ॥ হে বৃষ্টির অভিমানী দেব পর্জন্য, গর্জন শব্দযুক্ত মরুদ্গণ তোমার গান করুক। বৃষ্টির বর্ষণকারী বিন্দুগুলি পৃথিবীকে সিক্ত করুক। ৪ ॥ হে মরুদ্গণ, সমুদ্র থেকে বৃষ্টি জল প্রেরণ কর, দীপ্ত অর্চনসাধন জলযুক্ত মেঘের উদ্গম করাও। ('মহর্ষভস্য' ইত্যাদির ব্যাখ্যা ১ম মন্ত্রে দেখুন)। ৫ ॥ হে পর্জন্য, তুমি শব্দ কর, মেঘের ভেতর প্রবেশ করে শব্দ কর, জল গ্রহণ করে জলধির পীড়ন কর, বৃষ্টির জলে ভূমি সিক্ত কর। তোমার প্রেরিত বর্ষণসমর্থ মেঘ আসুক, ধারাসম্পাতের ইচ্ছাকারী সূর্য ক্ষীণরশ্মি হয়ে অদর্শন প্রাপ্ত হোক। ৬ ॥ হে জনগণ, শোভন দানযুক্ত মরুতেরা তোমাদের তৃপ্ত করুক। অজগররূপ স্থূল বারিপ্রবাহ উৎপন্ন হোক। বায়ুর দ্বারা প্রেরিত মেঘগুলি পৃথিবীতে বর্ষণ করুক। ৭ ॥ দিকে দিকে বিদ্যুৎ স্ফুরিত হোক, প্রতিদিকে মেঘের উৎপাদনকারী বায়ুগুলি সঞ্চরণ করুক। বায়ুর দ্বারা প্রেরিত মেঘগুলি পৃথিবীতে বর্ষণ করুক। হে শোভন দানযুক্ত মরুদ্গণ, মেঘস্থিত জল, বিদ্যুৎ, জলপূর্ণ মেঘ, বৃষ্টি, জল ও অজগরের মত বারিপ্রবাহ তোমাদের তৃপ্ত করুক। বায়ুর দ্বারা প্রেরিত মেঘগুলি পৃথিবীকে প্লাবিত করুক। ৮ ॥ মেঘস্থিত জলের শরীরের সাথে একমত হয়ে যে বৈদ্যুতাগ্নি উৎপদ্যমান (যা উৎপন্ন হবে) ওষধিদের অধিপতিরূপ, সে জাতবেদা অগ্নি জীবের জীবনপ্রদ, দিব্য অমৃতপ্রাপক বর্ষণ আমাদের প্রদান করুক। ১০ ॥ প্রজাপালক বৃষ্টিপ্রদ সংবৎসরাত্মক সূর্য ব্যাপনশীল সমুদ্র থেকে বৃষ্টির জন্য জল ক্ষেপণ করে সমুদ্রকে পীড়িত করুক। ব্যাপনশীল বেগবান অশ্বের মত বৃষ্টির উপাদানরূপ মেঘের বীর্য বর্ধিত হোক। এ প্রবৃদ্ধবীর্য মেঘের সাথে হে পর্জন্য, তুমি আমাদের কাছে এস। ১১ ॥ বৃষ্টিজলের দ্বারা প্রাণপ্রদ আমাদের পিতা সূর্য বৃষ্টির জল তির্যকভাবে সিঞ্চন করে অবস্থান করুক। তারপর জলের 'গর্গর' ধ্বনিযুক্ত প্রবাহগুলি উচ্ছ্বসিত হোক। হে বরুণ, ভূমিতে গমনকারী জল মেঘ থেকে পাঠিয়ে দাও। শ্বেতবাহু মণ্ডূকগণ তৃণহীন ভূমি লাভ করে বৃষ্টির জলে প্রাণ পেয়ে শব্দ করুক। ১২ ॥ ব্রত অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণগণের মত বৎসরকাল বাতাতপে শুষ্ক হয়ে শয়ন করে বৎসরান্তে চেতনা লাভ করে মণ্ডূকগণ পর্জন্যের প্রীতিকর বাক্য বলেছিল। ১৩ ॥ হে, মণ্ডূকি, আনন্দে প্রকৃষ্ট শব্দ কর। হে মণ্ডূক-কন্যা, যেরূপ শব্দে বৃষ্টি হয় সেরূপ শব্দ কর। বৃষ্টিজলে হ্রদ পূর্ণ হলে তার মধ্যে চার পা ছড়িয়ে যথেচ্ছ বিহার কর। ১৪ ॥ হে খন্বখা, খৈমখা ও তাদুরী নামক মণ্ডূকীগণ, হ্রদের মধ্যে থেকে তোমাদের শব্দে বৃষ্টি দাও। হে পালক মণ্ডূকগণ বায়ুকে বৃষ্টির অভিমুখী করাও অর্থাৎ শব্দের দ্বারা

তাকে বশীভূত করাও। ১৫ ॥ হে পর্জন্য সমুদ্র থেকে জলপূর্ণ মেঘ উদ্ধার কর, সে মেঘে সকল ভূমি সিক্ত কর, তার জন্য মেঘকে বিদ্যুৎ-যুক্ত কর ও তাতে বৃষ্টি হোক, অনুকূল বায়ু প্রবাহিত হোক। বহুপ্রকারে বৃষ্টির দ্বারা প্রেরিত জলগুলি যজ্ঞ বিস্তার করুক অর্থাৎ যাগাদিক্রিয়ার হেতু হোক। ব্রীহিযবাদি গ্রাম্য ও তৃণগুল্মাদি আরণ্য ওষধিগুলি বৃষ্টিজলে হর্ষযুক্ত হোক। ১৬ ॥

টীকা ঃ ১-১৬। 'সমুৎপতন্তু' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা বৃষ্টিকামনা করে মরুদ্দেবগণের উদ্দেশে আজ্য হোম করতে হবে। হোম প্রক্রিয়া মন্ত্রের সাথে কাণ্ডানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

বৃহন্নেষামধিষ্ঠাতা অন্তিকাদিব পশ্যতি। য স্তায়ন্মন্যতে চরন্ত্সর্বং দেবা ইদং বিদুঃ ॥ ১ ॥ যস্তিষ্ঠতি চরতি যশ্চ বঞ্চতি যো নিলায়ং চরতি যঃ প্রতঙ্কম্। দ্বৌ সংনিষদ্য যন্মন্ত্রয়েতে রাজা তদ্ বেদ বরুণস্তৃতীয়ঃ ॥ ২ ॥ উতেয়ং ভূমির্বরুণস্য রাজ্ঞ উতাসৌ দ্যৌর্বৃহতী দূরেঅন্তা। উতো সমুদ্রৌ বরুণস্য কুক্ষী উতাস্মিন্নল্প উদকে নিলীনঃ ॥ ৩ ॥ উত যো দ্যামতিসর্পাৎ পরস্তান্ন স মুচ্যাতৈ বরুণস্য রাজ্ঞঃ। দিব স্পশঃ প্র চরন্তীদমস্য সহস্রাক্ষা অতি পশ্যন্তি ভূমিম্ ॥ ৪ ॥ সর্বং তদ্ রাজা বরুণো বি চষ্টে যদন্তরা রোদসী যৎ পরস্তাৎ। সংখ্যাতা অস্য নিমিষো জনানামক্ষানিব শ্বঘ্নী নি মিনোতি তানি ॥ ৫ ॥ যে তে পাশা বরুণ সপ্তসপ্ত ত্রেধা তিষ্ঠন্তি বিষিতা রুশন্তঃ। ছিনন্তু সর্বে অনৃতং বদন্তং যঃ সত্যবাদ্যতি তং সৃজন্তু ॥ ৬ ॥ শতেন পাশৈরভি ধেহি বরুণৈনং মা তে মোচ্যনৃতবাঙ্ নৃচক্ষঃ। আস্তাং জাল্ম উদরং শ্রংসয়িত্বা কোশ ইবাবন্ধঃ পরিকৃত্যমানঃ ॥ ৭ ॥ যঃ সমাম্যো বরুণো যো ব্যাম্যো যঃ সংদেশ্যো বরুণো যো বিদেশ্যঃ। যো দৈবো বরুণো যশ্চ মানুষঃ ॥ ৮ ॥ তৈস্ত্বা সর্বৈরভি ষ্যামি পাশৈরসাবামুষ্যায়ণামুষ্যাঃ পুত্র। তানু তে সর্বাননুসংদিশামি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ মহান বরুণ এ দুরাত্মা শত্রুদের নিয়ামক বলে তাদের কৃত সকল অন্যায় নিকট থেকেই জানতে পারে। সে বরুণ স্থাবর ও জঙ্গম সকল বস্তু জানে। দূর নিকট স্থির নশ্বর স্থূল সূক্ষ্ম—এসকলই দেবতারা জানে। ১ ॥ যে শত্রু সম্মুখে থাকে, যে যায়, যে প্রতারণা করে, যে শত্রু গা ঢাকা দিয়ে চুপিসারে চলে, যে কৃচ্ছ্র জীবন লাভ করে (অর্থাৎ জীবন বিপন্ন করে) চলে, বরুণ তাদের সবই জানে। যে দুজন গোপনে বসে যা মন্ত্রণা করে, তাদের মধ্যে তৃতীয় হয়ে রাজা বরুণ সে সকল জানে। (অতএব অকার্য চিন্তার সময়েই বরুণ তাদের নিগ্রহ করতে পারে)। ২ ॥ সব কিছুর অধিষ্ঠান এ ভূমি দুষ্টনিগ্রহে অধিকৃত রাজা বরুণের বশীভূত। ঐ দূর ও নিকট দেশ-ব্যাপী দ্যুলোকও রাজা বরুণের বশে বর্তমান। পূর্ব পশ্চিম সমুদ্রদ্বয়, দক্ষিণ উত্তর ও পার্শ্বভেদে অবস্থিত রাজা বরুণের দুটি উদর। এরূপ সকল জগৎ ব্যেপে থাকলেও রাজা বরুণ হ্রদাদি অল্প জলাশয়ে অন্তর্হিত থাকে। ৩ ॥ যে অনর্থকারী শত্রু আমাদের সামনে অন্তরিক্ষপ্রদেশ অতিক্রম করে যায় (অথবা সুকৃতলভ্য স্বর্গলোক অতিক্রম করে কুপথে প্রবর্তিত হয়), সে শত্রু রাজা বরুণের পাশ থেকে মুক্ত হয় না। দ্যুলোক থেকে নির্গত হয়ে বরুণের চরেরা এ পার্থিব স্থানে বিচরণ করে। তারা সহস্রাক্ষ অর্থাৎ সহস্রসংখ্যক দর্শনোপায়ের সাথে যুক্ত হয়ে ভূলোক-বৃত্তান্ত সাক্ষাৎ করে। ৪ ॥ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে যে সকল প্রাণী আছে, পুরোভাগে যে সকল প্রাণী আছে, তাদের সকলকে রাজা বরুণ বিশেষরূপে দেখে থাকে। সেজন্য প্রাণিগণের নিমেষ-ব্যাপারের (অর্থাৎ অক্ষিপরিস্পন্দন-রূপ সাধু কর্মেরও) পরিমাণকর্তা বরুণ সে

সকল পাপীদের পাপ অনুসারে শিক্ষাকর্মে নিক্ষেপ করে, যেমন কিতব নিজের জয়ের জন্য পাশা নিক্ষেপ করে। ৫ ॥ হে বরুণ, তোমার যে সাত সাতটি (উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে প্রত্যেকটি) তিনপ্রকার পাপীদের নিগ্রহ করবার জালের মত বদ্ধ পাশ আছে সে পাশগুলি মিথ্যাবাদী আমাদের শত্রুদের ছিন্ন করুক এবং সত্যবাদী পুণ্যবাণদের কাছ থেকে নিমুক্ত হোক। ৬ ॥ হে বরুণ, তোমার শত-সংখ্যক পাশের দ্বারা এ অনৃতবাদী শত্রুকে বদ্ধ করে নিগৃহীত কর। হে মানুষের সাধু অসাধু চরিত্রের দ্রষ্টা বরুণ, মিথ্যাকথা বলে কোন পুরুষ যেন তোমার কাছ থেকে ছাড়া না পায়। সে অসমীক্ষ্যকারী পুরুষ নিজ উদর জলোদর রোগে বন্ধনরহিত অসির কোশের মত ছিন্ন হয়ে তোমার পাশবদ্ধ হোক। ৭ ॥ সমান ব্যাধিযুক্ত, বিবিধ ব্যাধিযুক্ত, স্বদেশ ও বিদেশ উদ্ভূত, দৈব ও মনুষ্য-প্রযুক্ত—সে সকল বরুণের পাশের দ্বারা অমুক গোত্র অমুক মাতার পুত্র তোমাকে বন্ধন করছি। হে শত্রু, তোমার উদ্দেশে সে সকল পাশ আমি প্রদান করছি। ৮-৯ ॥

টীকা : ১-৯। "বৃহন্নেষাম্' ইত্যাদি সূক্তের অভিচার কর্মে শত্রুর পরাভব করতে বলতে হয়। সেরূপ ধূমকেতুর উৎপাতশান্তি বিষয়ে বারুণপাশ-প্রয়োগে এ সূক্তের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

ঈশানাং ত্বা ভেষজানামুজ্জেষ আ রভামহে। চক্রে সহস্রবীর্যং সর্বস্মা ওষধে ত্বা ॥ ১ ॥ সত্যজিতং শপথযাবনীং সহমানাং পুনঃসরাম্। সর্বাঃ সমহ্ব্যোষধীরিতো নঃ পারয়াদিতি ॥ ২ ॥ যা শশাপ শপনেন যাঘং মূরমাদধে। যা রসস্য হরণায় জাতমারেভে তোকমত্তু সা ॥ ৩ ॥ যাং তে চক্রুরামে পাত্রে যাং চক্রুর্নীললোহিতে। আমে মাংসে কৃত্যাং যাং চক্রুস্তয়া কৃত্যাকৃতো জহি ॥ ৪ ॥ দৌষ্বপ্ন্যং দৌর্জীবিত্যং রক্ষো অভ্বমরায্যঃ। দুর্ণাম্নীঃ সর্বা দুর্বাচস্তা অস্মন্নাশয়ামসি ॥ ৫ ॥ ক্ষুধামারং তৃষ্ণামারমগোতামনপত্যতাম্। অপামার্গ ত্বয়া বয়ং সর্বং তদপ মৃজ্মহে ॥ ৬ ॥ তৃষ্ণামারং ক্ষুধামারমথো অক্ষপরাজয়ম্। অপামার্গ ত্বয়া বয়ং সর্বং তদপ মৃজ্মহে ॥ ৭ ॥ অপামার্গ ওষধীনাং সর্বাসামেক ইদ্ বশী। তেন তে মৃজ্ম আস্থিতমথ ত্বমগদশ্চর ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : হে সহদেবী নামক ওষধী, রোগশান্তির ঔষধ-রূপে প্রযুজ্যমান সকল ওষধির ঈশ্বরী তোমাকে শত্রুকৃত অভিচার-দোষ দূর করার জন্য স্পর্শ করছি। হে ওষধি, অভিচারজনিত জ্বরাদি সকল দোষ নিবৃত্তির জন্য তোমাকে অপরিমিত শক্তিযুক্ত করছি। ১ ॥ যথার্থরূপে অভিচারাদি দোষের নিবর্তক, পরকৃত আক্রোশের নাশক, পরাভবকারী, বহুতর ব্যাধি নিবৃত্তির জন্য বারবার প্রবর্তমান এ ওষধির কাছে অন্য ওষধিগুলি অভিচারদোষ উপশমের জন্য আমাদের কর্তব্য সমাপ্ত করবে এ অভিপ্রায়ে যাচ্ছে। ২ ॥ যে পিশাচী আক্রোশের দ্বারা শাপ দেয়, যে মূর্চ্ছাপ্রদ পাপ দেয় এবং যে শরীরের রক্ত শোষণের জন্য জাতপুত্রাদির আলিঙ্গন করে, সে সকল পিশাচী আমার প্রতি অভিচার-কারী শত্রুর পুত্রকে ভক্ষণ করুক। ৩ ॥ যে অভিচার-কারী ব্যক্তিরা অপক্ব মৃৎ-পাত্রে, নীললোহিত (ধূমের দ্বারা নীল এবং জ্বালাতে লোহিত) অগ্নিতে এবং কুক্কুটাদি অপক্ব মাংসে যে কৃত্যা করেছে, হে ওষধি, তুমি সে কৃত্যার অনুষ্ঠানকারীদের নাশ কর। ৪ ॥দুঃস্বপ্ন-জনিত, দুষ্ট প্রাণী-নিমিত্ত, মহান ব্রহ্মরাক্ষসাদি জাত, অন্য যে অভিচার-ক্রিয়াজনিত ভয়কারণ আছে, যা অসমৃদ্ধির কারণ, ভেদিকা ছেদিকা ইত্যাদি দুষ্ট নামযুক্ত যে সকল পিশাচী, নাশ করব, ছেদন করব, ভক্ষণ করব ইত্যাদি দুষ্ট-শব্দ নিরন্তর যারা বলে—এরূপ যে সকল পিশাচী এবং যে কৃত্যা, তা অভিচর্যমান পুরুষ-বিষয়ে আমরা নাশ করব অর্থাৎ এসকল অভিচারিক কার্য যারা করে, তাদের প্রতি তা প্রয়োগ করব। ৫ ॥ ক্ষুধার দ্বারা পুরুষের মারণ, তৃষ্ণার দ্বারা পুরুষের মারণ, গো-রাহিত্য এবং অনপত্যতা—এ সকল হে অপামার্গ, তোমার দ্বারা আমরা বিনাশ করব। ৬ ॥ তৃষ্ণার দ্বারা মারণ, ক্ষুধার দ্বারা মারণ, দ্যূতক্রিয়া নিমিত্ত পরাজয়—এ সকল হে অপামার্গ, তোমার দ্বারা আমরা

বিনাশ করব। ৭ ॥ অন্য সকল ওষধির মধ্যে অপামার্গ একমাত্র বশয়িতা হোক অর্থাৎ সকল ওষধি এর বশে থাকুক। হে অভিচার দোষে গৃহীত পুরুষ, তোমার কৃত্যাদি থেকে আগত রোগাদি এ অপামার্গের দোষে গৃহীত পুরুষ, তোমার কৃত্যাদি থেকে আগত রোগাদি এ অপামার্গের দ্বারা আমরা দূর করব। তারপর তুমি ব্যাধিরহিত হয়ে চিরকাল বর্তমান থাক। ৮ ॥

টীকা : ১-৮। স্ত্রী, শূদ্র ও কাপালিক প্রভৃতির কৃত অভিচার দোষ নিবৃত্তির জন্য দর্ভ, অপামার্গ ও সহদেবী প্রভৃতি মন্ত্রোক্ত ওষধিগুলি শান্ত্যুদক কলশে নিক্ষেপ করে তার অনুমন্ত্রণের জন্য 'ঈশানাং ত্বা' ইত্যাদি সূক্ত তিনটির প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় সূক্ত

সমং জ্যোতিঃ সূর্যেণাহ্না রাত্রী সমাবতী। কৃণোমি সত্যমূতয়েঽরসাঃ সন্তু কৃত্বরীঃ ॥ ১ ॥ যো দেবাঃ কৃত্যাং কৃত্বা হরাদবিদুষো গৃহম্। বৎসো ধারুরিব মাতরং তং প্রত্যগুপ পদ্যতাম্ ॥ ২ ॥ অমা কৃত্বা পাপ্মানং যস্তেনান্যং জিঘাংসতি। অশ্মানস্তস্যাং দগ্ধায়াং বহুলাঃ ফট্ করিক্রতি ॥ ৩ ॥ সহস্রধামন্ বিশিখান্ বিগ্রীবাঞ্ছায়য়া ত্বম্। প্রতি স্ম চক্রুষে কৃত্যাং প্রিয়াং প্রিয়াবতে হর ॥ ৪ ॥ অনয়াহমোষধ্যা সর্বাঃ কৃত্যা অদূদুষম্। যাং ক্ষেত্রে চক্রুর্যাং গোষু যাং বা তে পুরুষেষু ॥ ৫ ॥ যশ্চকার ন শশাক কর্তুং শশ্রে পাদমঙ্গুরিম্। চকার ভদ্রমস্মভ্যমাত্মনে তপনং তু সঃ ॥ ৬ ॥ অপামার্গোঽপ মার্ষ্টু ক্ষেত্রিয়ং শপথশ্চ যঃ। অপাহ যাতুধানীরপ সর্বা অরায্যঃ ॥ ৭ ॥ অপমৃজ্য যাতুধানানপ সর্বা অরায্যঃ। অপামার্গ ত্বয়া বয়ং সর্বং তদপ মৃজ্মহে ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : সূর্য ও তার প্রভামণ্ডল যেমন সমান, দিন ও রাত যেমন সমান, সে অভিচর্যমাণ পুরুষের রক্ষার জন্য আমি যথার্থ কর্ম করছি। অতএব কর্তনশীল কৃত্যাগুলি শুষ্ক হয়ে কর্ম করতে অসমর্থ হোক। ১ ॥ হে দেবগণ, যে শত্রু মন্ত্রৌষধির দ্বারা শত্রুর পীড়াকরী কৃত্যা করে অজ্ঞাত পুরুষের গৃহে কৃত্যাখননের জন্য যায়, সে অভিচার-কারী পুরুষের প্রতি সে কৃত্যা প্রতিনিবৃত্ত হয়ে গমন করুক। স্তনপান করতে বৎস যেমন নিজ মাতার অনুধাবন করে, সেরূপ কৃত্যাও নিজের উৎপাদক পুরুষের প্রতি গমন করুক। ২ ॥ যে শত্রু অনুকূলের মত এক সাথে থেকে কৃত্যাখননাদিরূপ পাপ করে তার দ্বারা অপরকে হত্যা করতে চায়, সে শত্রুর কৃত কৃত্যাগুলি স্ব-স্ব-কার্য করতে অসমর্থ হলে মন্ত্রের সামর্থে উৎপন্ন পাষণগুলি বহু হয়ে বার বার হিংসা করুক অর্থাৎ কৃত্যা যে করেছে, সে শত্রুকে হিংসা করুক। ৩ ॥ সহস্র নাম, স্থান ও জন্মবিশিষ্ট হে সহস্রধাম সহদেবী নামক ওষধি, তুমি আমাদের শত্রুদের বিচ্ছিন্নকেশ ও বিচ্ছিন্ন-গ্রীব করে ক্ষয় কর। শত্রুদের হিতকারীরূপে থেকে যে কৃত্যা উৎপন্নকরে, তুমিসে কৃত্যা-কারীর প্রতি ফিরে যাও। ৪ ॥ এ সহদেবী নামক ওষধির দ্বার সকল কৃত্যা আমি দুষ্ট করব অর্থাৎ কার্য করতে অসমর্থ করে দেব। যে কৃত্যা বীজবপনযোগ্য ভূপ্রদেশে খনন করা হয়েছে, যা গাভীতে, যা অশ্বসঞ্চরণ-প্রদেশে অথবা মানুষের সঞ্চরণ-প্রদেশে খনন করা হয়েছে, সে সকলকে আমি নষ্ট করে দেব। ৫ ॥ যে শত্রু কৃত্যা প্রযুক্ত করেছে, সে কৃত্যার দ্বারা এক পা, এক অঙ্গুলিও যেন হিংসা করতে না পারে অর্থাৎ কৃত্যাপ্রয়োগের দ্বারা মারণ বা অবয়বহানি করতে অসমর্থ হোক। শত্রুর কৃত অভিচার কর্ম-প্রতীকারক মন্ত্রৌষধি-প্রভাবে আমাদের মঙ্গল করুক, আর কৃত্যাপ্রয়োগকারীর দহন করুক। ৬ ॥ অপামার্গ নামক ওষধি, বংশগত সংক্রামক (ক্ষয়, কুষ্ঠ অপস্মার প্রভৃতি) রোগ আমাদের কাছ থেকে দূর করুক। যা শত্রুকৃত শাপ, তাকে দূর করুক। ৭ ॥ হে অপামার্গ, তুমি যক্ষ রক্ষ প্রভৃতিদের সেরূপ সকল অলক্ষ্মীকর্ত্রী পাপদেবতাদের দূর কর, তারপর তাদের কৃত দুঃখসমূহকে তোমার দ্বারা

আমরা দূর করব। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। 'এ সূক্তের মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত।

চতুর্থ সূক্ত

উতো অস্যবন্ধুকৃদুতো অসি নু জামিকৃৎ। উতো কৃত্যাকৃতঃ প্রজাং নডমিবা চ্ছিন্ধি বার্ষিকম্ ॥ ১ ॥ ব্রাহ্মণেন পর্যুক্তাসি কণ্বেন নার্ষদেন। সেনেবৈষি ত্বিষীমতী ন তত্র ভয়মস্তি যত্র প্রাপ্নোষ্যোষধে ॥ ২ ॥ অগ্রমেষ্যোষধীনাং জ্যোতিষেবাভিদীপয়ন্। উত ত্রাতাসি পাকস্যাথো হন্তাসি রক্ষসঃ ॥ ৩ ॥ যদদো দেবা অসুরাং ত্বয়াগ্রে নিরকুর্বত। ততস্ত্বমধ্যোষধেঽপামার্গো অজায়থাঃ ॥ ৪ ॥ বিভিন্দতী শতশাখা বিভিন্দন্ নাম তে পিতা। প্রত্যগ্ বি ভিন্ধি ত্বং তং যো অস্মাঁ অভিদাসতি ॥ ৫ ॥ অসদ্ ভূম্যাঃ সমভবৎ তদ্যামেতি মহদ্ ব্যচঃ। তদ্ বৈ ততো বিধূপায়ৎ প্রত্যক্ কর্তারমৃচ্ছতু ॥ ৬ ॥ প্রত্যঙ্ হি সম্বভূবিথ প্রতীচীনফলস্ত্বম্। সর্বান্ মচ্ছপথাঁ অধি বরীয়ো যাবয়া বধম্ ॥ ৭ ॥ শতেন মা পরি পাহি সহস্রেণাভি রক্ষ মা। ইন্দ্রস্তে বীরুধাং পত উগ্র ওজ্মানমা দধৎ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ ঃ হে সহদেবি (অথবা অপামার্গ), তুমি আমাদের শত্রুদের ছেদক হও। সেরূপ দ্রুত সহজাত শত্রুদেরও বিনাশকারী হও। আর কৃত্যা-প্রয়োগকারীর পুত্র-পৌত্রাদিকে বর্ষাকালীন নড়-তৃণের মত ছিন্ন কর। ১॥ নৃষদপুত্র মন্ত্রদ্রষ্টা কণ্বনামক ব্রাহ্মণের দ্বারা হে ওষধি সহদেবি, তুমি বিনিযুক্ত হয়েছে। অতএব দীপ্তিমান যজমানের রক্ষার জন্য সেনার মত গমন কর। তুমি যেখানে যাও, সেখানে অভিচারাদি জনিত কোন ভীতি নেই। ২॥ হে সহদেবি, তুমি সকল ওষধিদের মধ্যে মুখ্য, সকল ওষধির প্রতিনিধিরূপ; জ্যোতির দ্বারা সকল দিক প্রকাশকারী আদিত্য যেমন জ্যোতিষ্কদের মধ্যে অগ্রগণ্য, সেরূপ তুমি। নিজ তেজের দ্বারা কৃত্যাদোষ দগ্ধ করে হে অপামার্গ, তুমি দুর্বলের ত্রাতা ও রাক্ষসদের হন্তা হও। ৩॥ হে ওষধি, পূর্বে ইন্দ্রাদি দেবগণ তোমার দ্বারা অসুরদের নিরাকৃত করেছিল, সেজন্য সকল ওষধির মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠ অপামার্গনামে উৎপন্ন হয়েছ। ৪॥ হে অপমার্গ ওষধি, অপরিমিত শাখাবিশিষ্ট তুমি বিভেদনশীলা, বিভেদক তোমার পিতা। অতএব তুমি আমাদের শত্রুর পেছনে গিয়ে তাকে বিদীর্ণ কর, যে শত্রু আমাদের বিনাশ করতে চায়। ৫॥ হে ওষধি, তোমার কাছ থেকে অধিক তেজ নিষ্ক্রান্ত হয়ে যে ভূমিতে ব্যাপ্ত হয়, সেখানে কৃত্যা-খনন নিষ্ফল হয়। সে অসৎ-তুল্য কৃত্যা সেখান থেকে নির্গত হয়ে বিশেষরূপে প্রজ্বলিত হয়ে কৃত্যা-কারীকেই পীড়া দিক। ৬॥ হে আত্মাভিমুখ ফলশালী অপামার্গ, তুমি প্রতিনিবৃত্তমুখ হয়ে উৎপন্ন হয়ে থাক। অতএব শত্রুকৃত আক্রোশ আমাদের কাছ থেকে পৃথক করে শাপ-দাতাকে ফিরিয়ে দাও। সেরূপ শত্রুর বিস্তীর্ণ হননসাধন কৃত্যারূপ আয়ুধ আমাদের কাছ থেকে পৃথক কর। ৭॥ হে ওষধি সহদেবি (অথবা অপামার্গ), শতসংখ্যক রক্ষণোপায়ের দ্বারা আমাকে রক্ষা কর। সেরূপ সহস্রসংখ্যক কৃত্যাকৃত দোষ থেকে সর্বোতভাবে পালন কর। হে লতারূপ ওষধিদের অধিপতি, উগ্র ইন্দ্রদেব তোমায় ওজস্বিত্ব দিক। ৮॥

টীকা ঃ ১-৮। এ সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। 'অপামার্গ'—এক জাতীয় ওষধি-বিশেষ। রোগাদি নিবারণের জন্য যার দ্বারা পুরুষ শোধিত হয়, সে হচ্ছে অপামার্গ। 'অপসৃজ্যাতে রোগাদিনিরাকরণেন পুরুষঃ শোধ্যতে অনেনেতি অপামার্গঃ—সায়ণ।

পঞ্চম সূক্ত

আ পশ্যতি প্রতি পশ্যতি পরা পশ্যতি পশ্যতি। দিবমন্তরিক্ষমাদ্ ভূমিং সর্বং তদ্ দেবি পশ্যতি ॥ ১ ॥ তিস্রো দিবস্তিস্রঃ পৃথিবীঃ ষট্ চেমাঃ প্রদিশঃ পৃথক্। ত্বয়াহং সর্বা ভূতানি পশ্যানি দেব্যোষধে ॥ ২ ॥ দিব্যস্য সুপর্ণস্য তস্য

হাসি কনীনিকা। সা ভূমিমা রুরোহিথ বহ্যং শ্রান্তা বধূরিব ॥ ৩ ॥ তাং মে সহস্রাক্ষো দেবো দক্ষিণে হস্ত আ দধৎ। তয়াহং সর্বং পশ্যামি যশ্চ শূদ্র উতার্যঃ ॥ ৪ ॥ আবিষ্কৃণুষ্ব রূপাণি মাত্মানমপ গূহথাঃ। অথো সহস্রচক্ষো ত্বং প্রতি পশ্যাঃ কিমীদিনঃ ॥ ৫ ॥ দর্শয় মা যাতুধানান্ দর্শয় যাতুধান্যঃ। পিশাচান্ৎসর্বান্ দর্শয়েতি ত্বা রভ ওষধে ॥ ৬ ॥ কশ্যপস্য চক্ষুরসি শুন্যাশ্চ চতুরক্ষ্যাঃ। বীধ্রে সূর্যমিব সর্পন্তং মা পিশাচং তিরস্করঃ ॥ ৭ ॥ উদগ্রভং পরিপাণাদ্ যাতুধানং কিমীদিনম্। তেনাহং সর্বং পশ্যাম্যুত শূদ্রমুতার্যম্ ॥ ৮ ॥ যো অন্তরিক্ষেণ পততি দিবং যশ্চাতিসর্পতি। ভূমিং যো মন্যতে নাথং তং পিশাচং প্র দর্শয় ॥ ৯ ॥

অনুবাদ ঃ হে দেবি সদম্পুষ্পনামক ওষধি, তোমার বিকারপ্রাপ্ত মণির ধারক এ জন তোমার প্রসাদে ভাবী ভয়কারণ পরিহার করতে জানে। বর্তমান ভয়কারণ দূর করতে জানে, সেরূপ দূরস্থ ভয়কারণ দেখে থাকে; অধিক কি সকল ভয়কারণ দূর করতে জানে সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ করে। যে ব্রহ্মগ্রহাদি ভয়কারণ স্বর্গ, অন্তরিক্ষ ও পৃথিবীলোক ব্যাপ্ত করেছে, সে সকল প্রাণীকে ত্রিসন্ধ্যামণি ধারণের মাহাত্ম্যে সে ব্যক্তি সাক্ষাৎ করে থাকে। (এরূপ সর্বজ্ঞরূপ জাগরুক তাকে ব্রহ্মগ্রহাদি স্পর্শ করে না।) ১॥ ত্রি-সংখ্যক দ্যুলোক, ত্রি-সংখ্যক ভূলোক ও পরিদৃশ্যমান ছয় দিক (ঊর্ধ্ব অধসহ পূর্বাদি চার)—সেখানকার সকল প্রাণীদের হে দেবি ওষধি, মণিরূপে তোমাকে ধারণ করে আমি সাক্ষাৎ করব। ২॥ হে সদম্পুষ্পনামক ওষধি, তুমি দিব্য দিব্য শোভনপক্ষযুক্ত গরুড়ের চক্ষুর কনীনিকা-তুল্য; সে তুমি গরুড়ের চক্ষুমণ্ডল থেকে জগতের রক্ষার জন্য ওষধিরূপে ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছ, পথশ্রান্তা বধূ যেমন বহনসাধন অশ্ব রথাদি যান থেকে আরোহণ করে। ৩॥ দানাদিগুণযুক্ত সহস্রাক্ষ ইন্দ্রদেব তাদৃশ্য-প্রভাবযুক্ত সদম্পুষ্পাখ্য ওষধি আমার ডানহাতে বেঁধে দিয়েছে। হে ওষধি, তোমাকে ধারণ করে আমি সবকিছু দেখব। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি বশীভূত করে রক্ষঃ পিশাচাদি দূর করার জন্য দেখব। ৪॥ হে ওষধি, তোমার রক্ষঃপিশাচাদি-নিবর্তক রূপ প্রকাশ কর, তোমার স্বরূপ গোপন করো না। হে সহস্রচক্ষু-বিশিষ্ট ওষধি, এখন কি করি, এখন কি করি—এরূপ বলে গূঢ় বিচরণ করে যে রাক্ষসরা, তাদের তুমি আমাদের রক্ষার জন্য দেখ। ৫॥ হে ওষধি, রাক্ষসদের আমাকে দেখিয়ে দাও, গোপনে যাতে আক্রমণ করতে না পারে। সেরূপ রাক্ষসীদের ও মাংসভক্ষক জন্য রাক্ষসদের আমাকে দেখিয়ে দাও। হে ওষধি, সেজন্য তোমাকে আমি ধারণ করছি। ৬॥ হে ওষধি, তুমি মহর্ষি কশ্যপের চক্ষু-সদৃশ এবং দেবতাদের সরমানামক কুকুরের মত তোমার চার চোখ। অন্তরিক্ষলোকে গমনকারী সূর্যের মত ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল পিশাচদের অন্তর্হিত করো না। ৭॥ পরিরক্ষণের জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণশীল রাক্ষসকে আমি বশীভূত করেছি, তার দ্বারা শূদ্র ও ব্রাহ্মণজাতিযুক্ত সকল গ্রহদের (পিশাচদের) দেখব। ৮॥ যে পিশাচ অন্তরিক্ষলোকে বিচরণ করে, যে দ্যুলোকের উপর গমন করে এবং যে নিজেকে পৃথিবীর অধিপতি বলে মনে করে, সে ত্রিলোকবর্তী পিশাচকে আমার চক্ষুগোচর করাও। (ত্রিসন্ধ্যামণি ধারণের দ্বারা ব্রহ্মগ্রহাদির সাক্ষাৎ করে, মন্ত্রের সামর্থ্যে তাদের নিরাকরণ করব।) ৯॥

টীকা ঃ ১-৯। 'আ পশ্যতি' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা ব্রহ্মগ্রহাদি জনিত ভয়নিবৃত্তির জন্য ত্রিসন্ধ্যামণি অভিমন্ত্রিত করে ধারণ করতে হয়।

পঞ্চম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

পা পাহো অপমৃত্যুং ব্রহ্মকুহ্সীদ্দু শোচৎ বর্ণক্ভাস্য প্রজাবতীঃ পুরুরূপা ইহ সুনিক্রান্ত পূর্বীরুষসো

[illegible] ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : গাভীগণ আমাদের লক্ষ্য করে আসুক ও আমাদের কল্যাণ করুক। তারা আমাদের গোষ্ঠে উপবেশন করুক ও ক্ষীরাদি দানে আমাদের তুষ্ট করুক। তারা অপত্য ও শ্বেত, কৃষ্ণ, অরুণাদি অনেক বর্ণে এ যজমানের গৃহে সমৃদ্ধ হোক। সব সময় ইন্দ্রের জন্য তাদের দোহন করা হোক। ১॥ যাগকারী ও স্তবকারী জনকে ইন্দ্র গাভী লাভের উপায় শিক্ষা দেয় এবং তারপর নিজে এসে বহু গাভী দেয়। এ যাগকারী ও স্তোতার নিজ ধন অপহরণ করে না, বরং তা বৃদ্ধি করে সমৃদ্ধ করে। দেবকামী যজমান ও স্তোতাদের দুঃখরহিত অপ্রতিহত স্বর্গপৃষ্ঠে স্থাপন করে। ২॥ ইন্দ্র-প্রদত্ত গাভীগুলি যেন নষ্ট না হয় এবং চোর তাদের যেন হিংসা না করে। শত্রুদের ব্যথাজনক আয়ুধ যেন এ গাভীদের পীড়া না দেয়। যে গাভীগুলির ক্ষীরাদির দ্বারা দেবতাদের যাগ করা হয়, যাদের যজ্ঞে দক্ষিণারূপে দেয়া হয়, তাদের সাথে অধিপতি যজমান চিরকাল যুক্ত হোক। ৩॥ হিংসক ব্যাঘ্রাদি ও পদাঘাতের দ্বারা পার্থিব রেণুর উদ্ভেদক দুষ্ট মৃগ এ গাভীদের যেন না পায়, সেরূপ মাংস-পাচকের কাছে এরা যেন না যায়। মনুষ্য যজমানের বিস্তীর্ণ ও ভয়হীন প্রদেশে এ গাভীগণ বিচরণ করুক। ৪॥ গাভীগণ পুরুষের সৌভাগ্য, আমাদের জন্য ইন্দ্র গাভী ইচ্ছা করুক। অভিযুত সুধা সোম গব্য দুগ্ধ ও দধির দ্বারা মিশ্রিত হয়। হে জনগণ এ পরিদৃশ্যমান গাভীগুলি ইন্দ্ররূপ। (এখানে উপজীব্য ও উপজীবকরূপে ইন্দ্ররূপে গাভীর স্তুতি করা হয়েছে)। অতএব গাভীর দুগ্ধাদির দ্বারা ইন্দ্রের যাগ করতে হৃদয় ও মনের সাথে কামনা করছি। ৫॥ হে গাভীগণ, তোমরা কৃশ ব্যক্তিকে দুগ্ধ দধি প্রভৃতির দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত করাও এবং বিশ্রী পুরুষকে সুশ্রী করে থাক। হে কল্যাণ শব্দকারী গাভীগণ, আমাদের গৃহ কল্যাণময় কর। তোমাদের দধিদুগ্ধ-রূপ অন্ন জনসমাজে প্রশংসার কারণ হয়। ৬॥ হে গাভীগণ, পুত্র পৌত্রাদির সাথে শোভন তৃণযুক্ত প্রদেশে তোমরা তৃণ ভক্ষণ কর এবং কালুষ্যরহিত সুখে পানযোগ্য ও শোভন অবতরণ মার্গযুক্ত জলাশয়ে জল পান কর; এরূপ তোমাদের তস্কর যেন অপহরণ করতে না পারে। ব্যাঘ্রাদি ও দুষ্ট মৃগ তোমাদের যেন বধ করতে না পারে। রুদ্রের (জ্বরাভিমানী দেবতার) আয়ুধ যেন তোমাদের পরিত্যাগ করে। ৭॥

টীকা : ১-৭। ৫ম অনুবাকে ৫টি সূক্ত, তারমধ্যে 'আ গাবঃ' ইত্যাদি দশটি সূক্ত 'মৃগার'-সংজ্ঞক বলে সকল চিকিৎসা কর্মে এবং হোম, সম্পাত ও অবসেকাদি কর্মে এর বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। এর বিস্তৃত প্রয়োগবিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

[illegible] ॥ ১॥ [illegible] ॥ ২॥ [illegible] ॥ ৩॥ [illegible] ॥ ৪॥ [illegible]

[illegible] ॥ ৫॥ [illegible] ॥ ৬॥ [illegible] ॥ ৭॥

অনুবাদ : হে ইন্দ্র, তুমি আমাদের এ রাজার বর্ধন কর অর্থাৎ পুত্র-পৌত্রাদি, বস্তু ও বাহনাদির দ্বারা একে সমৃদ্ধ কর। বীর্যবান পুরুষদের মধ্যে এ রাজাকে শ্রেষ্ঠ বীর কর। এ রাজার শত্রুদের প্রভাব সঙ্কুচিত কর; সে শত্রুদের এ রাজার বশীভূত কর। আমিও মন্ত্রসামর্থে উৎকৃষ্ট লোকপালদের মধ্যে এ রাজাকে শ্রেষ্ঠ করছি। ১॥ হে ইন্দ্র, এ রাজাকে জনসমূহ, অশ্ব ও গাভীতে সংশ্লিষ্ট কর; আর এ রাজার যারা শত্রু, তাদের তা থেকে বিযুক্ত কর। অন্য ক্ষত্রিয়দের মাথার উপর একে অভিষিক্ত কর। সকল শত্রু ও রাষ্ট্র এ রাজার বশীভূত কর। ২॥ এ রাজা সুবর্ণ রজত মণি মুক্তা প্রবালাদি ধনের অধিপতি হোক। সেরূপ এ রাজা প্রজাগণের অধিপতি হোক। হে ইন্দ্র, এ রাজাতে মহান তেজ (শত্রুর পরাভবকারী বীর্য) স্থাপন কর এবং এ রাজার শত্রুদের তেজ-হীন কর। ৩॥ হে দ্যাবাপৃথিবী, আমাদের এ রাজাকে প্রভূত মনোজ্ঞ ধন দাও। প্রবর্গ্যের জন্য দুটি ধেনুর যেমন বহু দুগ্ধ দোহন করা হয়, সেরূপ বাৎসল্যে দ্যাবাপৃথিবী এ রাজাকে বহু ধন সমৃদ্ধ এ রাজা যাগাদি অনুষ্ঠানের দ্বারা ইন্দ্রের প্রিয় হোক। তার ফলে (বৃষ্টি হলে) গাভী, ব্রীহি যবাদি ওষধি, অন্য মনুষ্য ও পশুদের এ রাজা প্রিয় হোক। ৪॥ হে রাজা, তোমাকে অতিশয় উৎকর্ষযুক্ত ইন্দ্রের সাথে যুক্ত করছি, যে ইন্দ্রের প্রেরিত হয়ে তোমার সৈন্যগণ শত্রুসেনাকে জয় করবে, কখন পরাজিত হবে না। যে ইন্দ্র গোযূথে প্রধানভূত বৃষের ন্যায় পুরজনের মধ্যে তোমাকে সর্বোৎকৃষ্ট করেছে, সেরূপ অন্য রাজা ও মানুষদের মধ্যে তোমাকে উৎকৃষ্ট করেছে। ৫॥ হে রাজা, তুমি সর্বোৎকৃষ্ট হও, তোমার শত্রুরা নিকৃষ্ট হোক, যে শত্রুরা তোমার প্রতিকূল আচরণ করতে চায়। তুমি প্রধান হয়ে ইন্দ্রের হয়ে ইন্দ্রের সখ্যতা লাভ করে শত্রুদের জয় কর এবং যারা তোমরা প্রতি শত্রুতা আচরণ করতে চায়, তাদের ভোগসাধন ধনাদি অপহরণ কর। ৬॥ সিংহতুল্য পরাক্রান্ত হয়ে আত্মামাত্রে নিজ প্রজাদের ভোগ কর। ব্যাঘ্রের মত আক্রমণ করে শত্রুদের বাধা দাও। তুমি প্রধান হয়ে ইন্দ্রের সখা লাভ করে শত্রুদের জয় কর এবং যারা তোমার প্রতি শত্রুর মত আচরণ করতে চায়, তাদের ভোগসাধন ধনাদি কেড়ে নাও। ৭॥

টীকা : ১-৭। 'ইমং ইন্দ্র' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা সংগ্রাম জয়ের জন্য আজ্যহোম, সক্তুহোম, ধনু হ্যাধান ইষু-সমিদাধান এবং রাজাকে অভিমন্ত্রিত ধনু প্রদান করতে হয়। এ মন্ত্রগুলির দ্বারা প্রাতঃকালে অভিষিক্ত রাজার অভিমন্ত্রণ ও জলপাত্র আনয়ন প্রভৃতি কর্মে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়।

তৃতীয় সূক্ত

[illegible] ॥ ১॥ [illegible] ॥ ২॥ [illegible] ॥ ৩॥ [illegible] ॥ ৪॥ [illegible] ॥ ৫॥ [illegible] ॥ ৬॥ [illegible] ॥ ৭॥

অনুবাদ : মুখ্য প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত পাঞ্চযজ্ঞ অগ্নির মাহাত্ম্য জানি ; যে অগ্নি বহুরূপে সন্দীপ্ত হয় এবং জঠরাগ্নিরূপে প্রতি প্রজাতে প্রবিষ্ট ; সে অগ্নির প্রার্থনা করছি। সে অগ্নি সকল অনর্থের মূল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ১ ॥ সকল প্রাণীর জ্ঞাতা হে জাতবেদা অগ্নি, যে প্রকারে হব্য চরু পুরোডাশাদি বহন কর, যেভাবে তাদের ভেদ জেনে যজ্ঞের রচনা করে থাক, সেভাবে দেবতাদের প্রতি আমাদের সুমতি (শোভন বুদ্ধি) দাও। সে অগ্নি আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুক। ২ ॥ প্রহরে প্রহরে সে সে ফল দেবার জন্য হোমের আধাররূপে বিনিযুক্ত, বোঢ়ৃতম, সকল কর্মে সেব্য অগ্নির আমি স্তুতি করছি। সে অগ্নি রাক্ষসদের হন্তা, অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞের বর্ধক ও ঘৃতাহুতির দ্বারা সন্দীপ্ত। সে অগ্নি আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৩ ॥ শোভন জন্মযুক্ত, জাত প্রাণীদের জ্ঞাতা, সকল নরের হিতকারী, ব্যাপক ও আমাদের দত্ত হবির বাহক অগ্নিকে আমরা আহ্বান করছি। সে অগ্নি আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৪ ॥ অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী ঋষিগণ যে অগ্নির সাথে সখ্যতা-বশতঃ নিজেদের বল উদ্দীপ্ত করেছিল, দেবগণ যে অগ্নির সাহায্যে অসুরদের মায়া পৃথক্ করেছিল, যে অগ্নির দ্বারা দেবাধিপতি ইন্দ্র পণি-নামক অসুরদের জয় করেছিল, সে অগ্নি আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৫ ॥ যে অগ্নির সহায়ে ইন্দ্রাদি দেবগণ অমৃত লাভ করেছিল এবং যার দ্বারা ওষধিগুলিকে মধুর রসযুক্ত করেছিল, যজ্ঞসাধনভূত যে অগ্নির দ্বারা দেবত্ব কামনা করে যজমানরা স্বর্গলাভ করেছিল, সে অগ্নি আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৬ ॥ যে অগ্নির প্রশাসনে অন্তরিক্ষলোকে গ্রহনক্ষত্রাদি দীপ্তি পাচ্ছে, পৃথিবীতে জাত ও জনিষ্যমাণ সব কিছু যার অনন্যসাধারণ প্রশাসনে চলছে, সে অগ্নিকে আমি স্তুতি করছি। সে অগ্নির দ্বারা আমি প্রভুযুক্ত (নাথবান) হবো বলে বার বার আহ্বান করছি, সে অগ্নি আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৭ ॥

টীকা : ১-৭। 'অগ্নের্মন্বে' ইত্যাদি সূক্তের শান্ত্যুদ-কর্মে দৃষ্ট হয়। ১ম সূক্তে 'পাঞ্চযজ্ঞস্য'—শব্দের ভাষ্যকার বহুবিধ অর্থ করেছেন। দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ ও মনুষ্যযজ্ঞ—এ পাঁচটি 'পঞ্চযজ্ঞ' বলে প্রসিদ্ধ, তাতে আরাধনীয় যিনি, তিনি পাঞ্চযজ্ঞ, অগ্নি। অথবা অগ্নিষ্টোমাদি পাঁচ প্রকারে বিভক্ত যজ্ঞ—পঞ্চযজ্ঞ। অথবা যজ্ঞ-শব্দে তার নিষ্পাদক মনুষ্যগণ—নিষাদসহ ব্রাহ্মণাদি পঞ্চবর্ণ। কিংবা গন্ধর্ব, অপ্সরা, দেব, অসুর ও রাক্ষস—তাদের দ্বারা উৎপন্ন যজ্ঞ পাঞ্চযজ্ঞ। পাঞ্চযজ্ঞ ও পাঞ্চজন্য—শব্দ দুটি একার্থে ব্যবহৃত হয়ে অগ্নিকে বোঝাচ্ছে।

চতুর্থ সূক্ত

ইন্দ্রস্য মন্মহে শশ্বদিদস্য মন্মহে বৃত্রঘ্ন স্তোমা উপ মেম আগুঃ। যো দাশুষঃ সুকৃতো হবমেতি স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ১ ॥ য উগ্রীণামুগ্রবাহুর্যযুর্যো দানবানাং বলমারুরোজ। যেন জিতাঃ সিন্ধবো যেন গাবঃ স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ২ ॥ যশ্চর্ষণিপ্রো বৃষভঃ স্বর্বিদ্‌ যস্মৈ গ্রাবাণঃ প্রবদন্তি নৃম্ণম্। যস্যাধ্বরঃ সপ্তহোতা মদিষ্ঠঃ স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৩ ॥ যস্য বশাস ঋষভাস উক্ষণো যস্মৈ মীয়ন্তে স্বরবঃ স্বর্বিদে। যস্মৈ শুক্রঃ পবতে ব্রহ্মশুম্ভিতঃ স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৪ ॥ যস্য জুষ্টিং সোমিনঃ কাময়ন্তে যং হবন্ত ইষুমন্তং গবিষ্টৌ। যস্মিন্নর্কঃ শিশ্রিয়ে যস্মিন্নোজঃ স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৫ ॥ যঃ প্রথমঃ কর্মকৃত্যায় জজ্ঞে যস্য বীর্যং প্রথমস্যানুবুদ্ধম্। যেনোদ্যতো বজ্রোঽভ্যায়তাহিং স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৬ ॥ যঃ সংগ্রামান্নয়তি সং যুধে বশী যঃ পুষ্টানি সংসৃজতি দ্বয়ানি। স্তৌমীন্দ্রং নাথিতো জোহবীমি স নো মুঞ্চত্বংহসঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ইন্দ্রের মহিমা আমরা জানি, বারবার এ ইন্দ্রের মাহাত্ম্য অনুভব করছি, অন্যের একরূপ মাহাত্ম্য দেখা যায় না। বৃত্রহন্তা ইন্দ্রের স্তোত্রগুলি আমার কাছে আসছে অর্থাৎ ইন্দ্রমাহাত্ম্যবিষয়ক স্তোত্রগুলি এসে

আমাকে স্তোতা করছে। যে ইন্দ্র হবি-দানকারী শোভনকর্মা যজমানের আহ্বান লাভ করে, সে ইন্দ্র আমাদের পাপ থেকে মুক্ত করুক। ১ ॥ উগ্রবাহু যে ইন্দ্র শত্রুসেনাদের পৃথক-কর্তা, যে ইন্দ্র দানবদের বল ভেঙে দিয়েছিল, যে ইন্দ্র স্যন্দনশীল মেঘস্থ জল এবং পণি নামক অসুর বৃন্দের দ্বারা তার অপহৃত গাভীদের জয় করে নিয়েছিল, সে ইন্দ্র আমাদের পাপ-মুক্ত করুক। ২ ॥ যে ইন্দ্র মানুষের অভিলাষপূরক, কামবর্ষক ও স্বর্গপ্রাপক, সোম-অভিষব কালে প্রস্তরগুলি ধ্বনির দ্বারা যার কথা বলে, সপ্ত হোতার দ্বারা যার সোমযাগ আনন্দদায়ক হয়, সে ইন্দ্র পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৩ ॥ যে ইন্দ্রের যাগের জন্য বশাদি পশু প্রদান করা হয়, যূপগুলি স্থাপন করা হয় এবং যার জন্য নির্মল সোম মন্ত্রের দ্বারা অলংকৃত হয়ে দশা-পবিত্র ধারার নিঃসৃত হয়, সে ইন্দ্র পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৪ ॥ যে ইন্দ্রের প্রীতি সোমযুক্ত যজমানরা কামনা করে, প্রশস্ত আয়ুধযুক্ত যে ইন্দ্রকে অসুরদের দ্বারা অপহৃত গাভীদের অন্বেষণে আহ্বান করে, যে ইন্দ্রে অর্চন-সাধন স্তুত-শস্ত্রাদিরূপা মন্ত্র আশ্রয় করে, যে ইন্দ্রে অনন্যসাধারণ বল দেখা যায়, সে ইন্দ্র পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৫ ॥ জ্যোতিষ্টোমাদি কর্মের অনুষ্ঠানের জন্য যে ইন্দ্র মুখ্যরূপে জাত হয়েছে, যে মুখ্য ইন্দ্রের বৃত্রহননাদি বীরকর্ম পরম্পরা বিস্তৃত, যে ইন্দ্রের উদ্যত বজ্র বৃত্রাসুরকে হিংসা করেছে, সে ইন্দ্র পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৬ ॥ যে স্বতন্ত্র যুদ্ধকুশল ইন্দ্র সম্যকরূপে যুদ্ধ পরিচালনা করে, যে ইন্দ্র সমৃদ্ধ স্ত্রী-পুরুষ মিথুনদের পরস্পর মিলন ঘটিয়ে দেয়, প্রভুরূপে লাভ করার জন্য আমরা তাকে স্তুতি ও আহ্বান করছি, সে ইন্দ্র পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৭ ॥

টীকা : ১-৭। 'ইন্দ্রস্য মন্মহে' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। ৩য় মন্ত্রে 'সপ্তহোতা'—বলতে 'হোতা, মৈত্রাবরুণ, ব্রাহ্মণাচ্ছংসী, পোতা, নেষ্টা, অচ্ছাবাক ও আগ্নীধ্র'—এই সাত জন হোতা বষট্‌কর্তা।

পঞ্চম সূক্ত

বায়োঃ সবিতুর্বিদথানি মন্মহে যাবাত্মন্বদ্‌ বিশথো যৌ চ রক্ষথঃ। যৌ বিশ্বস্য পরিভূ বভূবথুস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ১ ॥ যয়োঃ সংখ্যাতা বরিমা পার্থিবানি যাভ্যাং রজো যুপিতমন্তরিক্ষে। যয়োঃ প্রায়ং নান্বানশে কশ্চন তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ২ ॥ তব ব্রতে নি বিশন্তে জনাসস্ত্বয্যুদিতে প্রেরতে চিত্রভানো। যুবং বায়ো সবিতা চ ভুবনানি রক্ষথস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৩ ॥ অপেতো বায়ো সবিতা চ দুষ্কৃতমপ রক্ষাংসি শিমিদাং চ সেধতম্। সং হ্যূর্জয়া সৃজথঃ সং বলেন তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৪ ॥ রয়িং মে পোষং সবিতোত বায়ুস্তনূ দক্ষমা সুবতাং সুশেবম্। অযক্ষ্মতাতিং মহ ইহ ধত্তং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৫ ॥ প্র সুমতিং সবিতর্বায় ঊতয়ে মহস্বন্তং মৎসরং মাদয়াথঃ। অর্বাগ্‌ বামস্য প্রবতো নি যচ্ছতং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৬ ॥ উপ শ্রেষ্ঠা ন আশিষো দেবয়োর্ধামন্নস্থিরন্। স্তৌমি দেবং সবিতারং চ বায়ুং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : জগতের আধাররূপ বায়ু ও সর্বপ্রেরক সবিতা দেবের বেদিতব্য শ্রুতিবিহিত কর্মগুলি আমরা জানি। হে বায়ু ও সবিতা, তোমরা দুজনে স্থাবর জঙ্গমরূপ জগতে প্রবেশ করে তা পালন করছ। (বায়ু প্রাণাত্মরূপে এবং সবিতা প্রেরক বলে অন্তর্যামীরূপে সকল জগতে অনুপ্রবিষ্ট)। তোমরা দুজন সমগ্র জগতের পরিগ্রহীতা, তোমরা পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ১ ॥ যে দেবতাদ্বয়ের পার্থিব মহত্ত্ব জনগণ পরিগণনা করে থাকে, যাদের দ্বারা অন্তরিক্ষে জল ধৃত হয়েছে (সূর্যকিরণ ও বায়ুর দ্বারা বৃষ্টির জল আকাশে ধৃত হয়—এটা শ্রুতি ও স্মৃতি

প্রসিদ্ধ), অন্য কোন দেবতা যে বায়ু ও সবিতার প্রকৃষ্ট গমন লাভ করতে পারে না, তারা দুজন পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ২॥ হে সবিতা, প্রাণিগণ তোমার কর্মের অনুবর্তন করে থাকে। হে চিত্রভানু (বিচিত্র দীপ্তিবিশিষ্ট), তুমি উদিত হলে সকল লোক নিজ নিজ কার্যে প্রবর্তিত হয়। হে বায়ু ও সবিতা, তোমরা দুজন সকল প্রাণীদের পালন করে থাক, তোমরা আমাদের পাপ থেকে মুক্ত কর। ৩॥ হে বায়ু ও সবিতা, তোমরা দুজন আমাদের দুষ্কৃত দূর কর, উপদ্রবকারী রাক্ষসদের ও সন্দীপ্ত কৃত্যা দূরে পাঠিয়ে দাও এবং অন্নরস জনিত পুষ্টিরূপ বলের সাথে আমাদের যুক্ত কর। তোমরা পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৪॥ সবিতা ও বায়ু আমাদের জন্য ধন ও সমৃদ্ধি পাঠিয়ে দিক, তারা আমাদের শরীরে সুখকর বল প্রেরণ করুক। হে বায়ু ও সবিতা, এ যজমানে অরোগ তেজ ধারণ কর। তোমরা পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৫॥ হে সবিতা ও বায়ু, রক্ষার জন্য সুমতি দাও, দীপ্তিমান মদকর সোম পান করে হৃষ্ট হও এবং মনোজ্ঞ উৎকৃষ্ট ধন আমাদের দিকে পাঠিয়ে দাও। তোমরা পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৬॥ বায়ু ও সবিতা দেবের স্থানে আমাদের শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা উপস্থিত হয়েছে। দানাদিগুণযুক্ত সবিতা ও বায়ুর আমি স্তুতি করছি, তারা পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৭॥

টীকা : ১-৭। এ সূক্তগুলির বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। ষষ্ঠ মন্ত্রে 'মংসরং'—শব্দের অর্থ 'মদকর' অর্থাৎ মত্ততাকারক। 'মৎসরং' মদকরং . . . . মদেরৌণাদিকঃ সর-প্রত্যয়'—সায়ণাচার্য বলেন মদ ধাতু থেকে সর-প্রত্যয় করে এখানে মৎসর পদ নিষ্পন্ন হয়েছে।

ষষ্ঠ অনুবাক

প্রথম সূক্ত

মন্বে বাং দ্যাবাপৃথিবী সুভোজসৌ সচেতসৌ যে অপ্রথেথামমিতা যোজনানি। প্রতিষ্ঠে হ্যভবতং বসূনাং তে নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥১॥ প্রতিষ্ঠে হ্যভবতং বসূনাং প্রবৃদ্ধে দেবী সুভগে উরূচী। দ্যাবাপৃথিবী ভবতং মে স্যোনে তে নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥২॥ অসন্তাপে সুতপসৌ হুবেহমুর্বী গম্ভীরে কবিভির্নমস্যে। দ্যাবাপৃথিবী ভবতং মে স্যোনে তে নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥৩॥ যে অমৃতং বিভৃথো যে হবীংষি যে স্রোত্যা বিভৃথো যে মনুষ্যান্। দ্যাবাপৃথিবী ভবতং মে স্যোনে তে নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥৪॥ যে উস্রিয়া বিভৃথো যে বনস্পতীন্ যয়োর্বাং বিশ্বা ভুবনান্যন্তঃ। দ্যাবাপৃথিবী ভবতং মে স্যোনে তে নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥৫॥ যে কীলালেন তর্পয়থো যে ঘৃতেন যাভ্যামৃতে ন কিং চন শক্নুবন্তি। দৈবাৎ। স্তৌমি দ্যাবাপৃথিবী নাথিতো জোহবীমি তে নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥৭॥

অনুবাদ : হে দ্যাবাপৃথিবী, শোভন ভোগযুক্ত ও সমানচিত্ত তোমাদের মাহাত্ম্য আমি জানি। তোমরা অপরিমিত যোজন বিস্তীর্ণ হয়ে আছ এবং দেবমনুষ্যাদির নিবাসের কারণরূপ (অথবা ধনের প্রতিষ্ঠা প্রকৃষ্ট অবস্থিতির অধিকরণস্বরূপ)। তোমরা সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ১॥ সকল প্রাণীর অধিষ্ঠানরূপ দ্যাবাপৃথিবী সূত্রের মত সকল জগতে অনুপ্রবিষ্ট। দানাদিগুণযুক্ত, শোভনধন বিশিষ্ট, বহুব্যাপক হে দ্যাবাপৃথিবী, তোমরা আমাদের সুখকর হও; সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ২॥ সকল প্রাণীর সন্তাপহরণকারী, বিস্তীর্ণ,

গাম্ভীর্যযুক্ত, পরিচ্ছেদরহিত, ক্রান্তদর্শী মহর্ষিগণের নমস্য হে দ্যাবাপৃথিবী, তোমাদের দুজনকে রক্ষণের জন্য আহ্বান করছি। তোমরা আমাদের সুখকর হও এবং সকল পাপ থেকে মুক্ত কর। ৩॥ হে দ্যাবাপৃথিবী, তোমরা সকল প্রাণিদের অমৃতত্ব ধারণ করে থাক। সেরূপ চরুপুরোডাশাদি হবি, স্রোতস্বতী নদী এবং মানুষদের ধারণ করে থাক। তোমরা আমাদের সুখকর হও এবং সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৪॥ হে দ্যাবাপৃথিবী, তোমরা সকল গাভী ও বৃক্ষ ধারণ করেছ, তোমাদের মধ্যে সকল প্রাণী অবস্থান করছে। তোমরা আমাদের সুখকর হও এবং সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৫॥ হে দ্যাবাপৃথিবী, তোমরা অন্নের দ্বারা সকল জগৎ পোষণ করছ এবং ক্ষরণশীল উদকের দ্বারা তৃপ্ত করছ। যাদের ছাড়া কেউ কোন কাজ করতে সমর্থ হয় না; সে তোমরা আমাদের সুখকর হও ও সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৬॥ যে পাপ (অথবা তার ফল দুঃখ) আমাকে সব দিক দিয়ে দগ্ধ করছে, যে যে পাপের দ্বারা অন্য পাপ করা হয়েছে, পুরুষপ্রবর্তিত পাপের মত দৈব যে পাপ আমাকে দগ্ধ করছে, সে সকল পাপ ও তার ফলরূপ দুঃখের অপনোদনের জন্য দ্যাবাপৃথিবীর স্তব আমি করছি। আমাদের প্রভুরূপে দ্যাবাপৃথিবীকে পাবার জন্য আহ্বান করছি, তারা আমাদের সকল পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৭॥

টীকা : ১-৭। ষষ্ঠ অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'মন্বে বাম' ইত্যাদি সূক্তের বিনিয়োগ পূর্বের মত। সেরূপ সোমযোগে এ সূক্তের দ্বারা উদুম্বরী দ্বারা আজ্যহোমের অনুমন্ত্রণ করতে হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

মরুতাং মন্বে অধি মে ব্রুবন্তু প্রেমং বাজং বাজসাতে অবন্তু। আশূনিব সুযমানহ্ব ঊতয়ে তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥১॥ উৎসমক্ষিতং ব্যচন্তি যে সদা য আসিঞ্চন্তি রসমোষধীষু। পুরো দধে মরুতঃ পৃশ্নিমাতৄংস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥২॥ পয়ো ধেনূনাং রসমোষধীনাং জবমর্বতাং কবয়ো য ইন্বথ। শগ্মা ভবন্তু মরুতো নঃ স্যোনাস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥৩॥ অপঃ সমুদ্রাদ্ দিবমুদ্ বহন্তি দিবস্পৃথিবীমভি যে সৃজন্তি। যে অদ্ভিরীশানা মরুতশ্চরন্তি তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥৪॥ যে কীলালেন তর্পয়ন্তি যে ঘৃতেন যে বা বয়ো মেদসা সংসৃজন্তি। যে অদ্ভিরীশানা মরুতো বর্ষয়ন্তি তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥৫॥ যদীদিদং মরুতো মারুতেন যদি দেবা দৈব্যেনেদৃগার। যূয়মীশিধ্বে বসবস্তস্য নিষ্কৃতেস্তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥৬॥ তিগ্মমনীকং বিদিতং সহস্বন্মারুতং শর্ধঃ পৃতনাসূগ্রম্। স্তৌমি মরুতো নাথিতো জোহবীমি তে নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ ॥৭॥

অনুবাদ : হে মরুদ্গণ, আমাকে অধিক বল অর্থাৎ 'এ আমার অনুগ্রাহ্য' একথা বল। অন্ন লাভের জন্য এ অন্ন আমাদের জন্য রক্ষা কর। (অথবা সংগ্রামে আমার বল রক্ষা কর)। সুশিক্ষিত অশ্বের মত সেবা মরুদ্গণকে আহ্বান করছি (অন্তের বশবর্তী বলে)। তারা সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ১॥ হে মরুদ্গণ সদা বর্ষাধারাযুক্ত ক্ষয়রহিত মেঘ অন্তরিক্ষে বিস্তার করে, যারা ব্রীহিযবাদি ও তরু-গুল্মাদি ওষধিতে রস (বৃষ্টিজল) সিঞ্চন করে, সে পৃশ্নিমাত (পৃশ্নি মাধ্যমিকা বাক্ মাতা যাদের) মরুদ্গণকে সামনে ধারণ করছি, সে মরুদ্গণ সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ২॥ হে মরুদ্গণ, তোমরা ক্রান্তদর্শী হয়ে গাভীদের দুগ্ধ, ওষধিদের রস ও অশ্বদের বেগ বাড়াও কর। সর্ব কার্যে সমর্থ সে মরুদ্গণ আমাদের সুখকর হোক এবং সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৩॥ যে মরুদ্গণ

সমুদ্রের কাছ থেকে জল (মেঘের দ্বারা) অন্তরিক্ষে প্রেরণ করায়, তারপর অন্তরিক্ষ থেকে পৃথিবীর উপর সে জল নিক্ষেপ করে, জলের নিয়ামক হয়ে যে মরুদ্গণ এভাবে বিচরণ করে, সে মরুদ্গণ সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৪॥ যে মরুদ্গণ অন্নের দ্বারা (অর্থাৎ বৃষ্টি দ্বারা) এবং জলের দ্বারা জনগণকে তৃপ্ত করে, যারা বয়স (অথবা পক্ষিদের) মেদযুক্ত করে (ভূমি, বায়ু, জল ও তেজের পরিণাম-বিশেষে পুরুষের শরীরে মেদ জন্মে), জলের নিয়ামক যে মরুদ্গণ সবদিকে বর্ষণ করে, সে মরুদ্গণ সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৫॥ হে মরুদ্গণ, মরুদ্বিষয়ক অপরাধে আমরা যদি এরূপ দুঃখ পেয়ে থাকি, হে দেবগণ, দৈব অপরাধে যদি আমাদের এরূপ দুঃখ (বা পাপ) হয়ে থাকে, সে দুঃখ (বা পাপের) পরিহারের জন্য হে নিবাসহেতু মরুদ্গণ, তোমরা তার নিয়ামক হও, সকল পাপ থেকে তোমরা আমাদের মুক্ত কর। ৬॥ তীক্ষ্ণ সপ্তগণরূপ প্রসিদ্ধ পরাভবকারী মরুদ্গণের বল সংগ্রামে দুঃসহ হয়, প্রভুরূপে পাবার জন্য সে মরুদ্গণের আমরা স্তুতি করছি তারা আমাদের সকল পাপ থেকে মুক্ত করুক। ৭॥

তৃতীয় সূক্ত

ভবাশর্বৌ মন্বে বাং তস্য বিত্তং যয়োর্বামিদং প্রদিশি যদ্ বিরোচতে। যাবস্যেশাথে দ্বিপদো যৌ চতুষ্পদস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥১॥ যয়োরভ্যধ্ব উত যদ্ দূরে চিদ্ যৌ বিদিতাবিষুভৃতামসিষ্ঠৌ। যাবস্যেশাথে দ্বিপদো যৌ চতুষ্পদস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥২॥ সহস্রাক্ষৌ বৃত্রহণা হুবেহহং দূরেগব্যূতী স্তুবন্নেম্যুগ্রৌ। যাবস্যেশাথে দ্বিপদো যৌ চতুষ্পদস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥৩॥ যাবারেভাথে বহু সাকমগ্রে প্র চেদস্রাষ্টমভিভাং জনেষু। যাবস্যেশাথে দ্বিপদো যৌ চতুষ্পদস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥৪॥ যয়োর্বধান্নাপপদ্যতে কশ্চনান্তর্দেবেষূত মানুষেষু। যাবস্যেশাথে দ্বিপদো যৌ চতুষ্পদস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥৫॥ যঃ কৃত্যাকৃন্মূলকৃদ্ যাতুধানো নি তস্মিন্ ধত্তং বজ্রমুগ্রৌ। যাবস্যেশাথে দ্বিপদো যৌ চতুষ্পদস্তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥৬॥ অধি নো ব্রূতং পৃতনাসূগ্রৌ সং বজ্রেণ সৃজতং যঃ কিমীদী। স্তৌমি ভবাশর্বৌ নাথিতো জোহবীমি তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥৭॥

অনুবাদ : হে ভব ও শর্ব (উৎপাদক ও বিনাশক দেব-মূর্তিদ্বয়) তোমাদের, দুজনের মহত্ত্ব আমি জানি। তোমাদের প্রশাসনে এ সমগ্র জগৎ প্রকাশ পাচ্ছে। দ্বিপদ মনুষ্যাদি ও চতুষ্পদ গবাদির যারা ঈশ্বর, সে ভব ও শর্ব-দেব সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ১॥ ভব ও শর্বদেবের দূরে ও নিকটে যা কিছু আছে, সে সকল তাদের দুজনের প্রশাসনে বর্তমান। যারা দুজন সকলের বিদিত, ধনুতে আরোপিত বাণের যারা কর্তা ও ক্ষেপণকারী, দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীদের যারা ঈশ্বর, সে ভব ও শর্বদেব সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ২॥ সহস্রাক্ষ, বৃত্রহন্তা, গোসঞ্চরণদেশ থেকে দূরে বর্তমান, প্রশস্ত রথযুক্ত, ভব ও শর্বদেবকে আমি আহ্বান করছি। যারা দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীদের ঈশ্বর, সে ভব ও শর্বদেবকে সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৩॥ হে ভব ও শর্বদেব, সৃষ্টির আদিতে তোমরা দুজন বহুপ্রাণীর সহভাব উৎপন্ন করেছ, তাদের মধ্যে অতিদীপ্ত শত্রুদের পাপ অনুসারে তোমরা সৃষ্টি করেছ। যারা দুজন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীদের ঈশ্বর, সে ভব ও শর্বদেব সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৪॥ যাদের হননসাধন আয়ুধ থেকে দেবতা ও মানুষ কেউ বাদ পড়ে না, যারা দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীদের ঈশ্বর, সে ভব ও শর্বদেব সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৫॥ কৃত্যার দ্বারা ছেদনকারী ও বংশবৃদ্ধির মূল অপত্যদের ছেদনকারী—উভয়বিধ

রাক্ষসদের প্রতি হে উগ্র ভব ও শর্বদেব, তোমাদের বজ্র নিক্ষেপ কর। যারা দ্বিপদ ও চতুষ্পদ প্রাণীদের ঈশ্বর, সে ভব ও শর্বদেব সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৬॥ হে উগ্র দুষ্প্রধর্ষ ভব ও শর্বদেব, আমাদের শ্রেয় বিষয়ে অধিক বল, সংগ্রামে আমাদের শত্রুদের বজ্রের সাথে যুক্ত কর এবং 'কি উৎপন্ন হয়েছে, কি উৎপন্ন হয়েছে' বলে যারা কুধান্বেষণকারী হিংসক রাক্ষস, তাদেরও তোমাদের আয়ুধের দ্বারা যুক্ত কর। আমাদের প্রভুরূপে ভব ও শর্বদেবকে পাবার জন্য তাদের স্তুতি করছি, তারা দুজন সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করুক। ৭॥

টীকা : ১-৭। 'ভবাশর্বৌ মন্বে বাং'—ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা সকল ব্যাধির চিকিৎসাকর্মে জলপূর্ণ সাতটি কাম্পীলপুট অভিমন্ত্রিত করে রোগীকে সিঞ্চন করতে হয়।

চতুর্থ সূক্ত

মন্বে বাং মিত্রাবরুণাবৃতাবৃধৌ সচেতসৌ দ্রুহ্বণো যৌ নুদেথে। প্র সত্যাবানমবথো ভরেষু তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥১॥ সচেতসৌ দ্রুহ্বণো যৌ নুদেথে প্র সত্যাবানমবথো ভরেষু। যৌ গচ্ছথো নৃচক্ষসৌ বভ্রুণা সুতং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥২॥ যাবঙ্গিরসমবথো যাবগস্তিং মিত্রাবরুণা জমদগ্নিমত্রিম্। যৌ কশ্যপমবথো যৌ বসিষ্ঠং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥৩॥ যৌ শ্যাবাশ্বমবথো বধ্র্যশ্বং মিত্রাবরুণা পুরুমীঢমত্রিম্। যৌ বিমদমবথঃ সপ্তবধ্রিং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥৪॥ যৌ ভরদ্বাজমবথো যৌ গবিষ্ঠিরং বিশ্বামিত্রং বরুণ মিত্র কুৎসম্। যৌ কক্ষীবন্তমবথঃ প্রোত কণ্বং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥৫॥ যৌ মেধাতিথিমবথো যৌ ত্রিশোকং মিত্রাবরুণাবুশনাং কাব্যং যৌ। যৌ গোতমমবথঃ প্রোত মুদ্গলং তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥৬॥ যয়ো রথঃ সত্যবর্ত্মর্জুরশ্মির্মিথুয়া চরন্তমভিযাতি দূষয়ন্। স্তৌমি মিত্রাবরুণৌ নাথিতো জোহবীমি তৌ নো মুঞ্চতমংহসঃ ॥৭॥

অনুবাদ : হে ঋতুবর্ধক সমানচিত্ত মিত্র ও বরুণ, তোমাদের দুজনের মাহাত্ম্য আমি জানি। তোমরা দ্রোহকারীদের স্থান থেকে বিচ্যুত করে থাক এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ পুরুষদের সংগ্রামে রক্ষা করে থাক। তোমরা দুজন সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ১॥ সমানচিত্ত হে মিত্রাবরুণ, তোমরা দ্রোহকারীদের স্থান থেকে বিচ্যুত করে থাক এবং সত্যপ্রতিজ্ঞদের সংগ্রামে রক্ষা করে থাক। দিন ও রাতের অভিমানী দেবতা, মানুষের সকল কাজের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা মিত্র ও বরুণ পীতবর্ণ রথাদি যানে অভিষুত সোমের প্রতি গমন করে। তোমরা সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ২॥ হে মিত্রাবরুণ, যে তোমরা অঙ্গিরা মহর্ষিকে রক্ষা করেছিলে, সেরূপ অগস্ত্য, জমদগ্নি, অত্রি, কশ্যপ ও বশিষ্ঠ ঋষিদের রক্ষা করেছ, সে তোমরা সকল পাপ থেকে আমাদের রক্ষা কর। ৩॥ হে মিত্রাবরুণ, তোমরা দুজন শ্যাবাশ্ব, বধ্র্যশ্ব, পুরীপুরমীঢ়,, বিমদ ও সপ্তবধ্রি ঋষিদের রক্ষা করেছ, তোমরা সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৪॥ হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা দুজন ভরদ্বাজ, গবিষ্ঠির, বিশ্বামিত্র, কুৎস, কক্ষীবান ও কণ্ব ঋষিদের রক্ষা করেছ; তোমরা সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৫॥ হে মিত্র ও বরুণ, তোমরা মেধাতিথি, ত্রিশোক, কাব্য উশনা, গোতম ও মুদ্গল ঋষিদের রক্ষা করেছ; তোমরা সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৬॥ যে মিত্রাবরুণের রথ সত্যের পথে চলে, অকুটিল যার রশ্মিগুলি এরূপ রথ মিথ্যাচারী (অবিহিতমার্গে বর্তমান) পুরুষদের বাধা দিয়ে অগ্রসর হয়, সে মিত্র ও বরুণকে প্রভুরূপে পাবার জন্য আমরা স্তুতি করছি; তোমরা দুজন সকল পাপ থেকে আমাদের মুক্ত কর। ৭॥

টীকা : ১-৭। এ সূক্তগুলির বিনিয়োগ পূর্ব সূক্তের মত। মিত্র ও বরুণদেবের স্তুতিমূলক এ সূক্ত। ১ম মন্ত্রে 'ঋতাবৃধৌ'—শব্দে সত্য, জল বা যজ্ঞের যারা বর্ধনকারী। 'ঋতস্য সত্যস্য উদকস্য যজ্ঞস্য বা বর্ধয়িতারৌ'—সায়ণ। অন্যান্য সূক্তে ঋষিদের নামের সুন্দর ব্যাখ্যা ভাষ্যে আছে, গ্রন্থ-বিস্তৃতি ভয়ে এখানে দেয়া হলো না।

পঞ্চম সূক্ত

অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা ॥ ১॥ অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্। তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তঃ ॥ ২॥ অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবানামুত মানুষাণাম্। যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্ ॥ ৩॥ ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্। অমন্তবো মাং ত উপ ক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধেয়ং তে বদামি ॥ ৪॥ অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ। অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥ ৫॥ অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগম্। অহং দধামি দ্রবিণা হবিষ্মতে সুপ্রাব্যা যজমানায় সুন্বতে ॥ ৬॥ অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্ মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে। ততো বি তিষ্ঠে ভুবনানি বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপ স্পৃশামি ॥ ৭॥ অহমেব বাত ইব প্র বাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা। পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিম্না সং বভূব ॥ ৮॥

অনুবাদ : (সচ্চিৎসুখাত্মক পর ব্রহ্মকে নিজরূপে জেনে অম্ভৃণ-মহর্ষির দুহিতা বাক্-নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী নিজেকে সর্বাত্মভাবে স্তুতি করছেন। বিশুদ্ধসত্ত্বের পরিণামরূপ অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ অভিমানাত্মক অহংকার। তাতে অনবচ্ছিন্নাত্মিকা) আমি একাদশ রুদ্র ও অষ্ট বসুগণের সাথে অভিন্নরূপে বিচরণ করি। সেরূপ আদিত্যগণ ও বিশ্বদেবগণের সাথে অভিন্নরূপে আমি বর্তমান। (একই ব্রহ্মের সে সে উপাধির অবচ্ছেদে বসু প্রভৃতি দেবতারূপে ভেদ-প্রতীতি হয়। বস্তুত একই ব্রহ্ম—এ অনুসন্ধান করে ব্রহ্মাবাদিনী এরূপ বলছেন। আমিই পরব্রহ্মাত্মিকা মিত্র ও বরুণদেবকে ধারণ করি, ইন্দ্র ও অগ্নিকে আমিই ধারণ করি এবং উভয় অশ্বিনীকুমারদ্বয়কেও আমিই ধারণ করি। (আমার স্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সকল জগৎ শুক্তিতে রজতের ন্যায় দেখা যাচ্ছে। মায়া জগদাকারে বিবর্ত হয়। তার আধাররূপে নির্লিপ্ত ব্রহ্মের পূর্বোক্ত সবকিছু সঙ্গত হয়)। ১॥ অদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মিকা আমি সমগ্র দৃশ্যপ্রপঞ্চের নিয়ন্ত্রী। আমি ধনদাত্রী (উপাসকদের ফলপ্রাপিকা)। সাক্ষাৎকর্তব্য ব্রহ্মের আমি আত্মরূপে সাক্ষাৎ করেছি, অতএব যজ্ঞার্হ দেবগণের মধ্যে আমি মুখ্যা। বহুভাবে প্রপঞ্চাত্ম-রূপে অবস্থিত সেরূপ আমাকে, উপাসকদের বহু ফল-প্রাপক দেবগণ বহুস্থানে স্থাপন করেছে। (উক্ত প্রকার বিশ্বাত্মরূপে অবস্থিত হওয়ায় দেবতারা যা যা করছে, সে সকল আমাকেই করছে)। ২॥ আমি নিজেই এ অপরোক্ষ অনুভূয়মান বস্তু লোকহিতের জন্য উপদেশ করছি, তা ইন্দ্রাদি দেবতা ও মানুষদের অত্যন্ত প্রিয়। (অথবা দেবতা ও মানুষদের সেবিত বক্ষ্যমাণ আমার মাহাত্ম্য আমি স্বয়ং বলছি অর্থাৎ প্রকট করছি)। যে যে পুরুষকে রক্ষা করতে আমি ইচ্ছা করি, সে সকল পুরুষকে আমি উগ্র করি অর্থাৎ দুষ্প্রধর্ষ করি (অথবা জগতের নির্মাণ-সমর্থ ঈশ্বর করি)। তাকে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, অতীন্দ্রীয়দর্শী ঋষি ও শোভনপ্রজ্ঞ (সুমেধা) করে, থাকি। ৩॥ ভোজনকারী যে অন্ন ভক্ষণ করে, সে (ভোক্তৃশক্তিরূপা) আমার দ্বারাই অন্ন ভক্ষণ করে। সেরূপ যে জন বিবিধ জগৎ সাক্ষাৎ শ্বাস-প্রোচ্ছ্বাস গ্রহণ করে, উক্ত স্বরূপ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে গ্রহণ করে, তারা সকলে সে সে শক্তিরূপে বর্তমান আমার দ্বারাই সে সে ব্যাপার সম্পাদন করে। যারা এরূপ

অন্তর্যামীরূপে স্থিত আমাকে জানে না, যারা আমার বিষয়ে জ্ঞানরহিত, তারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।হে বিশ্রুত সখা, আমার কথা শোন, আমি তোমাকে ভক্তির দ্বারা প্রাপ্য পরতত্ত্ব-স্বরূপ উপদেশ করছি। ৪॥ ব্রাহ্মণগণের বিদ্বেষকারী হিংসক (ত্রিপুর-নিবাসী) অসুরগণের বধের জন্য আমি রুদ্রের ধনু জ্যাযুক্ত করেছি। আমিই স্তোতৃজনের জন্য সংগ্রাম করে থাকি, সেরূপ আমি অন্তর্যামীরূপে দ্যুলোক ও ভূলোক প্রবেশ করে থাকি। ৫॥ আমি অভিষোতব্য সোম (অথবা শত্রুদের হন্তা দ্যুলোকে বর্তমান দেবতারূপ সোম) ধারণ করে থাকি। সেরূপ ত্বষ্টা, পূষা ও ভগদেবকে আমি ধারণ করি। সেরূপ হবি-যুক্ত, শোভন হবির দ্বারা দেবতাদের তর্পণকারী, ও সোমাভিষব-কারী যজমানের যাগফলরূপ ধন আমিই দিয়ে থাকি। ৬॥ এ দৃশ্যমান প্রপঞ্চের উপরিভাগে সত্যলোকে প্রপঞ্চের জনক বিধাতাকে আমি উৎপন্ন করেছি, ব্যাপনশীল ধীবৃত্তির মধ্যে যে ব্রহ্মচৈতন্য, সে হচ্ছে আমার যোনি (কারণ)। (অথবা সমুদ্রের জলের মধ্যে বড়বা ও বিদ্যুৎ রূপে যে তেজ আছে, তা হচ্ছে মাধ্যমিক বাক্-রূপা আমার কারণ)। সে তেজ-কারণ থেকে সকল ভূতজাত আমি প্রকাশ করে থাকি। আর ঐ দূরে বর্তমান দ্যুলোক প্রভৃতি ব্রহ্মে অধ্যস্ত সকল বিকারজনিত কারণভূত মায়াত্মক দেহে আমি স্পর্শ করি। ৭॥ বায়ু যেমন অপরের দ্বারা প্রেরিত না হয়ে স্বেচ্ছায় প্রবাহিত হয়, সেরূপ সকল ভূতজাত কার্যরূপে উৎপন্ন করে এক অনন্যসহায়া আমিই প্রবাহরূপে বর্তমান থাকি। আকাশ ও পৃথিবী সকল বিকারজাতের উপর বর্তমান (অসঙ্গ উদাসীন কূটস্থ ব্রহ্মচৈতন্য-রূপা) আমি মাহাত্ম্যে এরূপ সকল জগদাত্মরূপে অবস্থান করে থাকি। ৮॥

টীকা : ১-৮। 'অহং রুদ্রেভিঃ' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা জাতকর্মে শঙ্খ পুষ্পিকা ও গন্ধপুষ্পিকা পিষ্ট করে অভিমন্ত্রিত করে হিরণ্যখণ্ডের দ্বারা খাওয়াতে হয়। সেরূপ এ কর্মে এ সূক্তের দ্বারা শঙ্খনাভিও পিষ্ট করে হিরণ্যখণ্ডের দ্বারা খাওয়াতে হয়। সেরূপ মেধাজননের জন্য শিশু যখন প্রথম কথা বলে, মায়ের ক্রোড়স্থ শিশুর এ সূক্তের দ্বারা আজ্যাহুতি দিয়ে তালুগুলি পেতে দিতে হয়। সেরূপ দধি ও মধু একত্র করে এ সূক্তের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে খাওয়াতে হয়। সেরূপ উপনয়ন কর্মে দণ্ড প্রদানের পর এ সূক্ত মাণবককে পড়াতে হয়। সেরূপ আয়ুষ্কাম ব্যক্তি উক্ত পাঁচটি কাজ করবে। (ইহা বেদের আধ্যাত্মিক 'দেবীসূক্ত' বলে প্রসিদ্ধ। এর ব্যাখ্যা বহুস্থানে আছে, এখানে সায়ণাচার্যের অনুসারে অনুবাদ করা হলো)।

সপ্তম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

ত্বয়া মন্যো সরথমারুজন্তো হর্ষমাণা হৃষিতাসো মরুত্বন্। তিগ্মেষব আয়ুধা সংশিশানা উপ প্র যন্তু নরো অগ্নিরূপাঃ ॥ ১॥ অগ্নিরিব মন্যো ত্বিষিতঃ সহস্ব সেনানীর্নঃ সহুরে হূত এধি। হত্বায় শত্রূন্ বি ভজস্ব বেদ ওজো মিমানো বি মৃধো নুদস্ব ॥ ২॥ সহস্ব মন্যো অভিমাতিমস্মৈ রুজন্ মৃণন্ প্রমৃণন্ প্রেহি শত্রূন্। উগ্রং তে পাজো নন্বা রুরুধ্রে বশী বশং নয়াসা একজ ত্বম্ ॥ ৩॥ একো বহূনামসি মন্য ঈড়িতা বিশংবিশং যুদ্ধায় সং শিশাধি। অকৃত্তরুক্ ত্বয়া যুজা বয়ং দ্যুমন্তং ঘোষং বিজয়ায় কৃণ্মসি ॥ ৪॥ বিজেষকৃদিন্দ্র ইবানবব্রবোঽস্মাকং মন্যো অধিপা ভবেহ। প্রিয়ং তে নাম সহুরে গৃণীমসি বিদ্মা তমুৎসং যত আবভূথ ॥ ৫॥ আভূত্যা সহজা বজ্র সায়ক সহো বিভর্ষি সহভূত উত্তরম্। ক্রত্বা নো মন্যো সহ মেদ্যেধি মহাধনস্য পুরুহূত সংসৃজি ॥ ৬॥ সংসৃষ্টং ধনমুভয়ং সমাকৃতমস্মভ্যং দত্তাং বরুণশ্চ মন্যুঃ। ভিয়ো দধানা হৃদয়েষু শত্রবঃ পরাজিতাসো অপ নি লয়ন্তাম্ ॥ ৭॥

অনুবাদ : হে ক্রোধাভিমানী দেবতা, তোমার দ্বারা রথের সাথে শত্রুদের পীড়া দিয়ে সহর্ষে ও সরোষে তীক্ষ্ণশর আয়ুধগুলি তীক্ষ্ণ করে আমাদের লোকেরা, হে মরুৎ তোমার প্রাসাদে অগ্নির মত দুষ্প্রধর্ষ হয়ে শত্রুর দিকে যাক অর্থাৎ অগ্নির মত তাদের দগ্ধ করুক। ১ ॥ হে ক্রোধাভিমানী দেব, অগ্নির মত প্রদীপ্ত হয়ে আমাদের শত্রুদের পরাভূত কর। হে সহনশীল, আমাদের সেনাধিপতি হয়ে সংগ্রামে সাহায্যের জন্য আহূত হও। আমাদের শত্রুদের বধ করে তোমার ধন আমাদের ভাগ করে দাও, আবার বল লাভ করে সংগ্রামকারী শত্রুদের বিনাশ কর। ২॥ হে ক্রোধাভিমানী দেব, এ রাজার শত্রুকে বিনাশ কর। ২॥ হে ক্রোধাভিমানী দেব, এ রাজার শত্রুকে পরাভূত কর। হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি বল ভেঙ্গে দিয়ে, হিংসা করে, নাশ করে আমাদের শত্রুর প্রতি যাও। তোমার তীক্ষ্ণ বল কেউ আবৃত করতে পারে না। হে একাকীজাত (অসহায়োৎপন্ন), সকলের বশয়িতা স্বতন্ত্র তুমি সকল জনকে তোমার অধীন করেছ। ৩॥ হে ক্রোধাভিমানী দেব, আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে তুমি একাকী বহু শত্রুর নিরসনে পর্যাপ্ত হও। আমাদের দ্বারা স্তুত হয়ে তুমি একাকী বহু শত্রুর নিরসনে পর্যাপ্ত হও। আমাদের সকল সেনাকে তীক্ষ্ম কর। হে অচ্ছিন্নদীপ্তি সম্পন্ন দেব, তোমার সাহায্যে আমরা জয়ের জন্য দীপ্ত শব্দ করব। ৪ ॥ হে ক্রোধাভিমানী দেব, তুমি জয়শীল ইন্দ্রের মত পুরাতন জয়কৌশলের বক্তারূপে সংগ্রামে আমাদের পালক হও। হে সহনশীল, তোমার প্রিয় নাম আমরা স্তব করছি, যে স্থান থেকে তুমি উৎপন্ন হয়েছ, সে অমৃতধারাযুক্ত স্থান আমরা জানি। ৫ ॥ অভিভবের সাথে সহজাত, বজ্রের মত অকুণ্ঠিত শক্তি, শত্রুদের অন্তকর হে ক্রোধাভিমানী দেব, তুমি উদ্গততর বল ধারণ করেছ। হে আত্মার সাথে উৎপন্ন, বহু যজমানের আহূত ক্রোধাভিমানী দেব, কর্মের সাথে বহুধনপ্রাপক সংগ্রাম বিষয়ে আমাদের প্রতি স্নিগ্ধ হও। ৬ ॥ বরুণ ও ক্রোধাভিমানী দেব, উভয়ে উভয়বিধ ধন একত্র করে এনে আমাদের দিক। আমাদের শত্রুরা মনে ভয় পেয়ে পরাজিত হয়ে স্বস্থান থেকে লুকিয়ে থাকুক। ৭॥

টীকা : ১-৭। সপ্তম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'ত্বয়া মন্যো' ইত্যাদি সূক্ত দুটি নিজ ও শত্রুসেনার মধ্যে থেকে উভয় সেনা নিরীক্ষণ করে জপ করতে হবে। এ সূক্তের দ্বারা ভাঙ্গাপাশা মৌঞ্জপাশা বা আমপাত্র অভিমন্ত্রিত করে শত্রুসেনার সঞ্চরণস্থলে নিক্ষেপ করতে হবে। সেরূপ জয়পরাজয় কর্ম-বিজ্ঞানে শরতৃণ উভয় সেনার মধ্যে এ মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করে অঙ্গিরস অগ্নির দ্বারা দগ্ধ করতে হবে। যে পক্ষের সেনাদের ধূম ব্যাপ্ত করে, তার পরাজয় হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

যস্তে মন্যোঽবিধদ্ বজ্র সায়ক সহ ওজঃ পুষ্যতি বিশ্বমানুষক্। সাহ্যাম দাসমার্যং ত্বয়া যুজা বয়ং সহস্কৃতেন সহসা সহস্বতা ॥ ১ ॥ মন্যুরিন্দ্রো মন্যুরেবাস দেবো মন্যুর্হোতা বরুণো জাতবেদাঃ। মন্যুর্বিশ ঈডতে মানুষীর্যাঃ পাহি নো মন্যো তপসা সজোষাঃ ॥ ২ ॥ অভীহি মন্যো তবসস্তবীয়ান্ তপসা যুজা বি জহি শত্রূন্। অমিত্রহা বৃত্রহা দস্যুহা চ বিশ্বা বসূন্যা ভরা ত্বং নঃ ॥ ৩ ॥ ত্বং হি মন্যো অভিভূত্যোজাঃ স্বয়ম্ভূর্ভামো অভিমাতিষাহঃ। বিশ্বচর্ষণিঃ সহুরিঃ সহীয়ানস্মাস্বোজঃ পৃতনাসু ধেহি ॥ ৪ ॥ অভাগঃ সন্নপ পরেতো অস্মি তব ক্রত্বা তবিষস্য প্রচেতঃ। তং ত্বা মন্যো অক্রতুর্জিহীডাহং স্বা তনূর্বলদাবা ন এহি ॥ ৫ ॥ অয়ং তে অস্ম্যুপ ন এহ্যর্বাঙ্ প্রতীচীনঃ সহুরে বিশ্বদাবন্। মন্যো বজ্রিন্নভি ন আ ববৃৎস্ব হনাব দস্যূনুত বোধ্যাপেঃ ॥ ৬ ॥ অভি প্রেহি দক্ষিণতো ভবা নোঽধা বৃত্রাণি জঙ্ঘনাব ভূরি। জুহোমি তে ধরুণং মধ্বো অগ্রমুভাবুপাংশু প্রথমা পিবাব ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : হে মন্যু (ক্রোধাভিমানীদেব), যে পুরুষ তোমার পরিচর্যা করে, হে বজ্রের মত অকুণ্ঠিতশক্তি, শত্রুদের অন্তকর মন্যু, সে পুরুষ শত্রু-বিনাশক বল ও অন্য শত্রু-

জয়াদিরূপ কার্যের পোষণ করে তোমার সাহায্যে উপক্ষপয়িতা অসুর ও তাদের শত্রুদের আমরা পরাভব করব। তুমি বলের সাথে উৎপন্ন, শত্রুর পরাভবকারী ও বলযুক্ত। ১ ॥ (ইন্দ্রাদির ইন্দ্রত্ব পরাভিভবনিমিত্ত মন্যুর প্রসাদে—এজন্য সর্বাত্মরূপে তার স্তুতি করা হচ্ছে)। মন্যুই (ক্রোধাভিমানী দেব) ইন্দ্র, মন্যু অন্য সকল দেবরূপ হয়। দেবগণের আহ্বাতা অগ্নিও মন্যুই। জাতবেদা বরুণও মন্যু। মানুষ প্রজাগণ মন্যুকে স্তুতি করে, ইন্দ্রাদিকে নয় (মন্যুর ইন্দ্রাদির সাথে একত্র অবস্থান বলে)। হে মন্যু, তুমি সন্তাপের সাথে যুক্ত হয়ে আমাদের রক্ষা কর। ২ ॥ হে মন্যু, তুমি আমাদের অভিমুখে যাও। প্রবৃদ্ধ থেকে প্রবৃদ্ধতর হয়ে সন্তাপের সাথে আমাদের শত্রুদের বিনাশ কর। অমিত্রের হন্তা, আবেষ্টক শত্রুর হন্তা, উপক্ষপয়িতা শত্রুর হন্তা হয়ে সকল ধন আমাদের জন্য আন। ৩ ॥ হে মন্যু, তুমি পরাভবকর বলযুক্ত, স্বয়ংজাত, ক্রুদ্ধ শত্রুদের সহাকারী, সকলের দ্রষ্টা (অথবা মানুষরা যার বশীভূত), সহনশীল, সোঢ়ৃতম—তুমি সংগ্রামে আমাদের বল স্থাপন কর। ৪ ॥ হে প্রকৃষ্টজ্ঞানযুক্ত মন্যু, মহান তোমার কর্মের সাথে ভাগরহিত হয়ে আমি যুক্ত থেকে চলে এসেছি। হে মন্যু, তোমার সন্তোষকর কর্মবর্জিত আমি তোমার ক্রোধ উৎপন্ন করেছি। এখন স্বকীয় শরীরভূত তুমি আমাদের বলদাতা হয়ে এস (অথবা আমাদের শরীরে বলের দাতা হয়ে এস)। ৫ ॥ হে মন্যু, তোমরা ভৃত্য আমি, আমাদের কাছে এস। আমাদের অভিমুখ হয়ে শত্রুর প্রতি গিয়ে, হে সহনশীল, সকল ফলের দাতা, বজ্রযুক্ত মন্যু আমাদের সামনে ফিরে এস। আমাদের শত্রুদের আমরা বিনাশ করব। তোমরা রক্ষণীয় বন্ধু বলে আমাকে মনে কর। ৬ ॥ হে মন্যু আমাদের দিকে এস, আমাদের দক্ষিণ ভাগে অবস্থান কর। তারপর বহু শত্রুদের আমরা বিনাশ করব। হে মন্যু, তোমার উদ্দেশে রক্ষিত, মধুর রসযুক্ত, সোমের সারভূত রস প্রদান করছি। আমরা দুজন সকলের আগে অন্যের অলক্ষিতে সোমপান করব। ৭ ॥

টীকা : ১-৭। পূর্বসূক্তের মত এ সূক্তের বিনিয়োগ।

তৃতীয় সূক্ত

অপ নঃ শোশুচদঘমগ্নে শুশুগ্ধ্যা রয়িম্। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ১ ॥ সুক্ষেত্রিয়া সুগাতুয়া বসূয়া চ যজামহে। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ২ ॥ প্র যদ্ ভন্দিষ্ঠ এষাং প্রাস্মাকাসশ্চ সূরয়ঃ। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৩ ॥ প্র যৎ তে অগ্নে সূরয়ো জায়েমহি প্র তে বয়ম্। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৪ ॥ প্র যদগ্নেঃ সহস্বতো বিশ্বতো যন্তি ভানবঃ। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৫ ॥ ত্বং হি বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পরিভূরসি। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৬ ॥ দ্বিষো নো বিশ্বতোমুখাতি নাবেব পারয়। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৭ ॥ স নঃ সিন্ধুমিব নাবয়াতি পর্ষা স্বস্তয়ে। অপ নঃ শোশুচদঘম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : হে অগ্নি, তোমার প্রসাদে আমাদের পাপ নষ্ট হোক। তুমি আমাদের ধন সমৃদ্ধ কর ১ ॥ শোভন ক্ষেত্র, শোভন মার্গ ও ধনের ইচ্ছায় হে অগ্নি, তোমাকে আমরা হবির দ্বারা তুষ্ট করছি। তোমার প্রসাদে আমাদের পাপ নষ্ট হোক। ২ ॥ এ স্তোতৃদের মধ্যে আমি শ্রেষ্ঠ স্তোতা, আমাদের অভিজ্ঞ পুত্রাদিও তোমার স্তুতিকারী, অতএব হে অগ্নি, তোমার প্রসাদে আমাদের পাপ নষ্ট হোক। ৩ ॥ হে অগ্নি, তোমার স্তোতৃগণ যেহেতু তোমার অনুগ্রহে উৎপন্ন হয়েছে, অতএব বিদ্বান আমরা তোমার স্তুতির দ্বারা পুত্র-পৌত্রাদির সাথে সমৃদ্ধ হবো। হে অগ্নি, তোমার প্রসাদে আমাদের পাপ নষ্ট হোক। ৪ ॥ বলবান অগ্নির দীপ্তিসকল যেহেতু সকল দিক দিয়ে আমাদের হিতের জন্য প্রবর্তিত হচ্ছে, অতএব সে আগ্নেয় তেজে আমাদের পাপ নষ্ট হোক। ৫ ॥ হে সর্বতোমুখ অগ্নি, তুমি সব দিকে ব্যেপে আছ, এ সমস্ত জগৎ তোমার বশীভূত। অতএব তোমার আজ্ঞায় আমাদের পাপ

বিনষ্ট হোক। ৬ ॥ হে বিশ্বতোমুখ অগ্নি, নৌকার দ্বারা সমুদ্রের মত আমরা শত্রুদের যেন পার হতে পারি, তোমার প্রসাদে ভয়কারণ আমাদের পাপ নষ্ট হোক। ৭ ॥ হে অগ্নি, উক্ত গুণসম্পন্ন তুমি নৌকার দ্বারা সমুদ্রের মত মঙ্গলের জন্য আমাদের সকল পাপের পার কর। তোমার প্রসাদে আমাদের পাপ নষ্ট হোক। ৮ ॥

টীকা : ১-৮। 'অপ নঃ শোশুচৎ অঘং' ইত্যাদি সূক্তে শান্ত্যুদক কর্মে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়। সেরূপ স্ত্রীদের পুরুষ বিষয়ে এবং পুরুষদের স্ত্রীবিষয়ে আসক্তি-নিবৃত্তির জন্য এ সূক্তের দ্বারা অসংখ্য শর্করা অভিমন্ত্রিত করে কামমান পুরুষ বা স্ত্রীর গৃহে ছড়িয়ে দিতে হবে; অথবা হস্তে ধারণ করে জপ করতে হবে। সেরূপ দুষ্ট পক্ষীদর্শনে, কাকমৈথুনাদি বিরুদ্ধ দর্শনে এবং অদ্ভুত দর্শনে এ সূক্তের জপ করতে হবে।সেরূপ শবদাহের পর কোন দিকে না চেয়ে বান্ধবগণের সাথে যেতে যেতে কর্তা জপ করবে। এ কর্মে স্নান-সময়ে ব্রহ্মা এ সূক্ত জপ করবে এবং স্নানের পর গৃহে এসে এ সূক্তের দ্বারা কর্তা শ্যামাকী সমিধ ধারণ করবে।

চতুর্থ সূক্ত

ব্রহ্মাস্য শীর্ষং বৃহদস্য পৃষ্ঠং বামদেব্যমুদরমোদনস্য। ছন্দাংসি পক্ষৌ মুখমস্য সত্যং বিষ্টারী জাতস্তপসোঽধি যজ্ঞঃ ॥ ১ ॥ অনস্থাঃ পূতাঃ পবনেন শুদ্ধাঃ শুচয়ঃ শুচিমপি যন্তি লোকম্। নৈষাং শিশ্নং প্র দহতি জাতবেদাঃ স্বর্গে লোকে বহু স্ত্রৈণমেষাম্ ॥ ২ ॥ বিষ্টারিণমোদনং যে পচন্তি নৈনানবর্তিঃ সচতে কদা চন। আস্তে যম উপ যাতি দেবান্ৎসং গন্ধর্বৈর্মদতে সোম্যেভিঃ ॥ ৩ ॥ বিষ্টারিণমোদনং যে পচন্তি নৈনান্ যমঃ পরি মুষ্ণাতি রেতঃ। রথী হ ভূত্বা রথযান ঈয়তে পক্ষী হ ভূত্বাতি দিবঃ সমেতি ॥ ৪ ॥ এষ যজ্ঞানাং বিততো বহিষ্ঠো বিষ্টারিণং পক্ত্বা দিবমা বিবেশ। আণ্ডীকং কুমুদং সং তনোতি বিসং শালূকং শফকো মুলালী। এতাস্ত্বা ধারা উপ যন্তু সর্বাঃ স্বর্গে লোকে মধুমৎ পিন্বমানা উপ ত্বা তিষ্ঠন্তু পুষ্করিণীঃ সমন্তাঃ ॥ ৫ ॥ ঘৃতহ্রদা মধুকূলাঃ সুরোদকাঃ ক্ষীরেণ পূর্ণা উদকেন দধ্না। এতাস্ত্বা ধারা উপ যন্তু সর্বাঃ স্বর্গে লোকে মধুমৎ পিন্বমানা উপ ত্বা তিষ্ঠন্তু পুষ্করিণীঃ সমন্তাঃ ॥ ৬ ॥ চতুরঃ কুম্ভাংশ্চতুর্ধা দদামি ক্ষীরেণ পূর্ণা উদকেন দধ্না। এতাস্ত্বা ধারা উপ যন্তু সর্বাঃ স্বর্গে লোকে মধুমৎ পিন্বমানা উপ ত্বা তিষ্ঠন্তু পুষ্করিণীঃ সমন্তাঃ ॥ ৭ ॥ ইমমোদনং নি দধে ব্রাহ্মণেষু বিষ্টারিণং লোকজিতং স্বর্গম্। স মে মা ক্ষেষ্ট স্বধয়া পিন্বমানো বিশ্বরূপা ধেনুঃ কামদুঘা মে অস্তু ॥ ৮ ॥

অনুবাদ : ব্রহ্মশব্দ-বাচ্য রথন্তর সাম এ ওদনের মস্তক, বৃহৎসাম এ ওদনের পৃষ্ঠভাগ, বামদেব্য (বামদেবের দ্বারা দৃষ্ট) সাম এর উদর, গায়ত্র্যাদি ছন্দগুলি এর দুটি পক্ষ, সত্য নামক সাম (অথবা পরব্রহ্ম) হচ্ছে এর মুখ, বিস্তৃত অবয়ব-বিশিষ্ট এ সবযজ্ঞ যজ্ঞদানাদি অন্য তপস্যা অপেক্ষা আধিক্যরূপে উৎপন্ন হয়েছে। ১ ॥ অস্থি প্রভৃতি ষাট্‌-কৌশিক শরীর এদের নেই অর্থাৎ অমৃতময় শরীর, অতএব অন্তরিক্ষ-সঞ্চারী বায়ুর দ্বারা পবিত্রীকৃত, নির্মল, দীপ্যমান সবযজ্ঞের কর্তারা দেহাবসানে দীপ্যমান জ্যোতির্ময় লোক প্রাপ্ত হয়। স্বর্গলোকে অবস্থিত এদের ভোগসাধন শিশ্ন ইন্দ্রিয় জাতবেদা অগ্নি দগ্ধ করে না অর্থাৎ নির্বীর্য করে না। সুকৃতফলোপভোগস্থানে এ সুকৃতিদের ভোগের জন্য বহু স্ত্রী আছে। ২ ॥ বিস্তৃত ওদন পাক করে যে যজমানরা ব্রাহ্মণদের দেয়, এ যজমানদের কখন দারিদ্র্য স্পর্শ করে না। সে সবযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা দেহবসানে পিতৃগণের অধিপতি যমের কাছে পূজিত হয়ে সুখে বাস করে এবং তার অনুজ্ঞাত হয়ে দেবতাদের কাছে যায়। সেরূপ সোমপাল বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্বদের সাথে অমৃতময় সোমপানে হৃষ্ট হয়। ৩ ॥ যারা ওদন পাক করে ব্রাহ্মণদের দেয়, সে সবযজ্ঞের অনুষ্ঠাতাদের যম কখন রেতোহীন করে না। সে সবযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ভূলোকে যাবজ্জীবন রথারূঢ় হয়ে সঞ্চরণ করে। অন্তরিক্ষলোকে পক্ষযুক্ত হয়ে সে সে ভোগস্থানে ভোগ লাভ করে। ৪ ॥ এ বিস্তৃত সবযজ্ঞ সকল যজ্ঞের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। শির পৃষ্ঠ প্রভৃতি অবয়ব কল্পনা দ্বারা বিস্তারযুক্ত ওদন পাক করে যজমান তার ফলরূপ স্বর্গ লাভ করে। এ জগতে অণ্ডাকৃতি কন্দ থেকে উৎপন্ন কুমুদ, কৈরব,

পদ্মকন্দ, উৎপলকন্দ, শফাকৃতি জলকন্দ, মৃণাল প্রভৃতি হ্রদাদিতে স্থাপন করে এর ফলভোগস্থান স্বর্গে কুমুদ, উৎপল, কমলযুক্ত মধুর জলযুক্ত ক্রীড়া-সরোবর লাভ করে। দধি, মধু, ঘৃতাদির দ্বারা পূর্ণ রসের ধারা স্বর্গলোকে মাধুর্যের মত সিঞ্চন করে তোমাকে লাভ করুক। ঘৃতাদি দ্রব্যের মধ্যে যা যা কামনা কর, সেগুলির দ্বারা পূর্ণ হয়ে (ঘৃতহ্রদ, মধুকূল, সুরোদক প্রভৃতি) বহুবিধ পুষ্করিণী তোমার সেবা করুক। ৫-৬ ॥ ক্ষীরাদি দ্রব্যপূর্ণ চারটি কলস পূর্বাদি স্থাপন করছি। এ ক্ষীরাদির ধারা স্বর্গলোকে তোমাকে প্রাপ্ত হোক ইত্যাদি পূর্ববৎ ৭ ॥ এ পক্ক ওদন ব্রাহ্মণদের দিচ্ছি। বিস্তারযুক্ত স্বর্গাদির সাধন এ ওদন স্বর্গলোকে ক্ষীরাদি রসের সাথে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক, যেন ক্ষয় না হয়। এ ওদন নানাবিধ ফলপ্রদা ধেনুর মত হয়ে অভিলষিত ফল প্রদান করুক। ৮ ॥

টীকা : ১-৮। 'ব্রহ্মাস্য শীর্ষং' ইত্যাদি সূক্ত ব্রহ্মমুখ ওদনযজ্ঞে বিনিযুক্ত হয়েছে। এ সূক্তের দ্বারা চারদিকে হ্রদ, পুষ্করিণী প্রভৃতি করে তাদের রসের দ্বারা পূরণ করে মন্ত্রোক্ত বিধানে কমলাদি স্থাপন করতে হয়।

পঞ্চম সূক্ত

যমোদনং প্রথমজা ঋতস্য প্রজাপতিস্তপসা ব্রহ্মণেঽপচৎ। যো লোকানাং বিধৃতির্নাভিরেষাৎ তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্ ॥ ১ ॥ যেনাতরন্ ভূতকৃতোঽতি মৃত্যুং যমন্ববিন্দন্ তপসা শ্রমেণ। যং পপাচ ব্রহ্মণে ব্রহ্ম পূর্বং তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্ ॥ ২ ॥ যো দাধার পৃথিবীং বিশ্বভোজসং যো অন্তরিক্ষমাপৃণাদ্ রসেন। যো অস্তভ্নাদ্ দিবমূর্ধ্বো মহিম্না তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্ ॥ ৩ ॥ যস্মান্মাসা নির্মিতাস্ত্রিংশদরাঃ সংবৎসরো যস্মান্নির্মিতো দ্বাদশারঃ। অহোরাত্রা যং পরিযন্তো নাপুস্তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্ ॥ ৪ ॥ যঃ প্রাণদঃ প্রাণদবান্ বভূব যস্মৈ লোকা ঘৃতবন্তঃ ক্ষরন্তি। জ্যোতিষ্মতীঃ প্রদিশো যস্য সর্বাস্তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্ ॥ ৫ ॥ যস্মাৎ পক্বাদমৃতং সম্বভূব যো গায়ত্র্যা অধিপতির্বভূব। যস্মিন্ বেদা নিহিতা বিশ্বরূপাস্তেনৌদনেনাতি তরাণি মৃত্যুম্ ॥ ৬ ॥ অব বাধে দ্বিষন্তং দেবপীয়ুং সপত্না যে মেঽপ তে ভবন্তু। ব্রহ্মৌদনং বিশ্বজিতং পচামি শৃণ্বন্তু মে শ্রদ্দধানস্য দেবাঃ ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : পর ব্রহ্মের কাছ থেকে প্রথমোৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ নামক প্রজাপতি তপস্যার দ্বারা যে ওদন নিজ কারণরূপ ব্রহ্মের জন্য পাক করেছিলেন, যে ওদন পৃথিব্যাদি লোকের ধারক, নাভির মত সকল লোকের বন্ধন-রূপ, সে ওদন দান করে আমি মৃত্যু অতিক্রম করব। ১ ॥ প্রাণিদের কর্তা দেবগণ দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করেছিল, উপবাসাদি নিয়ম ও শরীর ক্লেশের দ্বারা যে ওদন লাভ করেছিল, প্রথমোৎপন্ন হিরণ্যগর্ভ নামক ব্রহ্মা নিজ কারণরূপ ব্রহ্মের জন্য যে ওদন পাক করেছিল, সে ওদন দান করে আমি মৃত্যু অতিক্রম করব। ২ ॥ যে ওদন সকল প্রাণীর ভোগ্যরূপ পৃথিবী ধারণ করেছে, যে ওদন আহুতিরূপে পরিণত নিজ রসের দ্বারা অন্তরিক্ষলোক পূর্ণ করেছে, যে ওদন স্বকীয় মহিমায় দ্যুলোক ধারণ করেছে, সে ওদন দান করে আমি মৃত্যু অতিক্রম করব। ৩ ॥ যে ব্রহ্মাত্মক ওদন থেকে দ্বাদশ মাস নির্মিত হয়েছে, ত্রিংশৎ সংখ্যক দিনগুলি যার কীলক-সদৃশ (রথচক্রের আবয়ব বিশেষ), দ্বাদশ মাসাত্মক সংবৎসর যে ব্রহ্মাত্মক ওদন থেকে উৎপন্ন হয়েছে, দিন ও রাত পরিবর্তিত হয়ে যে ব্রহ্মাত্মক ওদন লাভ করতে পারে না, সে ওদন দান করে আমি মৃত্যু অতিক্রম করব। ৪ ॥ যে ওদন মুমূর্ষুগণের প্রাণপ্রদ, যে ব্রহ্মাত্মক ওদনের উদ্দেশে সকল লোক ঘৃতধারাযুক্ত হয়ে ক্ষরিত হয় যে ওদনের তেজে পূর্বাদি দিক-সকল প্রশস্ত তেজোযুক্ত হয়, সে ওদন দান করে আমি মৃত্যু অতিক্রম করব। ৫ ॥ যে পক্ক (পাকের দ্বারা উৎপন্ন) ওদন থেকে দ্যুলোকস্থ অমৃত উৎপন্ন হয়েছে, যে ওদন গায়ত্রীছন্দের অধিদেবতা, যে ওদনে শাখাভেদে বিবিধরূপ ঋক্, যজু ও সামাদি বেদসকল নিহিত রয়েছে, সে ওদন দান

করে আমি মৃত্যু অতিক্রম করব। ৬॥ আমি হিংসক শত্রুকে দূর করছি, দেবদেবষিদের বিনাশ করছি, আমার যারা শত্রু, তারা বিনষ্ট হোক। তার জন্য আমি সকলের জয়কারক ব্রহ্মৌদন (ব্রাহ্মণদের জন্য দেয় ওদন) পাক করছি। শ্রদ্ধাশীল আমার এ বাক্য দেবগণ শ্রবণ করুক। ৭॥

টীকা : ১-৭। 'যং ওদনং' ইত্যাদি সূক্ত অতিমৃত্যুসবে বিনিযুক্ত হয়েছে। সেরূপ গাভীর যমক বৎস জন্মিলে তার শান্তিকর্মে এ সূক্তের দ্বারা গাভীর অভ্যুক্ষণ ও হোম করতে হয়।

অষ্টম অনুবাক

প্রথম সূক্ত

তাংসত্যৌজাঃ প্র দহত্বগ্নির্বৈশ্বানরো বৃষা। যো নো দুরসাদ দিপ্সাচ্চাথো যো নো অরাতিয়াৎ ॥ ১ ॥ যো নো দিপ্সদদিপ্সতো দিপ্সতো যশ্চ দিপ্সতি। বৈশ্বানরস্য দংষ্ট্রয়োরগ্নেরপি দধামি তম্ ॥ ২ ॥ য আগরে মৃগয়ন্তে প্রতিক্রোশেঽমাবাস্যে। ক্রব্যাদো অন্যান্ দিপ্সতঃ সর্বাংস্তান্ৎসহসা সহে ॥ ৩ ॥ সহে পিশাচান্ৎসহসৈষাং দ্রবিণং দদে। সর্বান্ দুরস্যতো হন্মি সং ম আকূতির্ঋধ্যতাম্ ॥ ৪ ॥ যে দেবাস্তেন হাসন্তে সূর্যেণ মিমতে জবম্। নদীষু পর্বতেষু যে সং তৈঃ পশুভির্বিদে ॥ ৫ ॥ তপনো অস্মি পিশাচানাং ব্যাঘ্রো গোমতামিব। শ্বানঃ সিংহমিব দৃষ্ট্বা তে ন বিন্দন্তে ন্যঞ্চনম্ ॥ ৬ ॥ ন পিশাচৈঃ সং শক্নোমি ন স্তেনৈর্ন বনর্গুভিঃ। পিশাচাস্তস্মান্নশ্যন্তি যমহং গ্রামমাবিশে ॥ ৭ ॥ যং গ্রামমাবিশত ইদমুগ্রং সহো মম। পিশাচাস্তস্মান্নশ্যন্তি ন পাপমুপ জানতে ॥ ৮ ॥ যে মা ক্রোধয়ন্তি লপিতা হস্তিনং মশকা ইব। তানহং মন্যে দুর্হিতান্ জনে অল্পশয়ূনিব ॥ ৯ ॥ অভি তং নির্ঋতির্ধত্তামশ্বমিবাশ্বাভিধান্যা। মল্বো যো মহ্যং ক্রুধ্যতি স উ পাশান্ন মুচ্যতে ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : সত্য যার বল, বিশ্বজনের যিনি হিতকারী, সেচনসমর্থ অগ্নি সে শত্রুদের প্রকৃষ্টরূপে ভস্ম করুক, যে শত্রু আমাদের প্রতি দুষ্টের মত আচরণ করে, অর্থাৎ আমাদের অবিদ্যমান দোষ উদ্ভাবন করে, যে শত্রু আমাদের হিংসা করতে ইচ্ছা করে এবং যে শত্রু আমাদের প্রতি শত্রুভাব পোষণ করে (তাদের দগ্ধ করুক)। ১॥ যে শত্রু হিংসা করতে অনিচ্ছুক আমাদের প্রতি হিংসা করে এবং হিংসাকামী আমাদের প্রতি যে হিংসা করে—এ উভয়বিধ শত্রুকে অগ্নির দুটি দাঁতের মধ্যে নিক্ষেপ করছি, তার দ্বারা পীড়িত হয়ে সে বিনষ্ট হোক। ২॥ যুদ্ধরঙ্গে মাংসভক্ষক যে পিশাচগণ আমাদের হিংসা করতে অন্বেষণ করছে, প্রতিকূল শত্রুদের জন্য অমাবস্যার অর্ধরাত্রকালে যে পিশাচগণ অপরের হিংসা করতে ইচ্ছা করে, সে সকল পিশাচদের মন্ত্রপ্রভাবজনিত বলের দ্বারা আমি অভিভূত করব। ৩॥ বলের সাথে মাংসভক্ষক রাক্ষসদের পরাভূত করছি, এ রাক্ষসদের বল গ্রহণ করে তাদের নষ্টবীর্য করছি। আমাদের সম্বন্ধে দুষ্ট আচরণ করতে চায় যারা, সে শত্রুদের আমি নাশ করছি। আমাদের ইষ্টফল-বিষয়ক সংকল্প সুখে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হোক। ৪॥ ক্রীড়াশীল যে পিশাচরা আবিষ্ট পুরুষকে বিকৃত হাস্য করায়, যারা সূর্যের মত বেগে ব্যাপ্ত হয়, যারা নদী ও পর্বতের নির্জনস্থানে সঞ্চরণ করে, তাদের দ্বারা বিযুক্ত হয়ে অর্থাৎ তাদের কৃত প্রতিবন্ধক-রহিত হয়ে আমি গো-মহিষাদি পশু লাভ করব। ৫॥ গো-হিংসক ব্যাঘ্র যেমন গবাদিযুক্ত ব্যক্তির তাপক হয়, সেরূপ আমি মন্ত্রপ্রভাবে রাক্ষসদের তাপক হয়েছি। সিংহ দেখে কুকুরেরা যেমন ভয়ে পলায়ন করে, সেরূপ সে পিশাচরা আমাদের মন্ত্রপ্রভাব দেখে অধোগতি লাভ করুক। ৭॥ পিশাচদের সাথে, গ্রামগত অথবা বনগামী চোরদের সাথে আমি কখনও মিলিত হবো না। যে গ্রামে আমি প্রবেশ করে বাস করব, সেখান থেকে

পিশাচরা পলায়ন করুক। ৭॥ আমার এ মন্ত্রপ্রভাব-জনিত বল যে গ্রামে প্রবেশ করে অবস্থান করে, সে গ্রাম থেকে পিশাচরা পালিয়ে যায়, সেখানে প্রবেশ করে না; যদি প্রবেশ করে তবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এজন্য সেখানকার লোকেরা তাদের হিংসারূপ পাপ জানতে পারে না অর্থাৎ রক্ষঃপিশাচাদি কৃত কোন উপদ্রব তারা বুঝতে পারে না। ৮॥ মশক হস্তীর শরীরে সংক্রান্ত হয়ে তার ক্রোধ উৎপন্ন করে, সেরূপ যে পিশাচরা শরীরে সংক্রান্ত হয়ে আমার ক্রোধ উৎপন্ন করে, আমি তাদের দুর্হিত (দুষ্ট হননের বিষয়ীভূত) বলে মনে করি। লোকের সঞ্চারস্থলে অবস্থিত অল্পশয়ু (অতি ক্ষুদ্রকায় শয়নস্বভাব সঞ্চরাক্ষম কীট বিশেষ) যেমন প্রাণিদের সঞ্চরণে বিনষ্ট হয়, সেরূপ সে পিশাচরা অনায়াসে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ৯॥ অশ্বাভিধানী রজ্জুর দ্বারা যেমন অশ্ব বন্ধন করা হয়, সেরূপ পাপদেবতা নির্ঋতি সে শত্রুকে নিজের পাশের দ্বারা বন্ধন করুক। যে শত্রু আমার ক্রোধ উৎপন্ন করে, সে শত্রু নির্ঋতির পাশে বদ্ধ হোক। ১০॥

টীকা : ১-১০। অষ্টম অনুবাকে পাঁচটি সূক্ত, তার মধ্যে 'তাস্ত্' সত্যৌজাঃ ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা ভূতগ্রহাদির উচ্চাটন কর্মে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয় সূক্ত

ত্বয়া পূর্বমথর্বাণো জঘ্নূ রক্ষাংস্যোষধে। ত্বয়া জঘান কশ্যপস্ত্বয়া কণ্বো অগস্ত্যঃ ॥ ১ ॥ ত্বয়া বয়মপ্সরসো গন্ধর্বাংশ্চাতয়ামহে। অজশৃঙ্গ্যজ রক্ষঃ সর্বান্ গন্ধেন নাশয় ॥ ২ ॥ নদীং যন্ত্বপ্সরসোঽপাং তারমবশ্বসম্। গুল্গুলূঃ পীলা নলদ্যৌক্ষগন্ধিঃ প্রমন্দনী। তৎ পরেতাপ্সরসঃ প্রতিবুদ্ধা অভূতন ॥ ৩ ॥ যত্রাশ্বত্থা ন্যগ্রোধা মহাবৃক্ষাঃ শিখণ্ডিনঃ। তৎ পরেতাপ্সরসঃ প্রতিবুদ্ধা অভূতন ॥ ৪ ॥ যত্র বঃ প্রেঙ্খা হরিতা অর্জুনা উত যত্রাঘাটাঃ কর্কর্যঃ সংবদন্তি। তৎ পরেতাপ্সরসঃ প্রতিবুদ্ধা অভূতন ॥ ৫ ॥ এয়মগন্নোষধীনাং বীরুধাং বীর্যাবতী। অজশৃঙ্গ্যরাটকী তীক্ষ্ণশৃঙ্গী ব্যৃষতু ॥ ৬ ॥ আনৃত্যতঃ শিখণ্ডিনো গন্ধর্বস্যাপ্সরাপতেঃ। ভিনদ্মি মুষ্কাবপি যামি শেপঃ ॥ ৭ ॥ ভীমা ইন্দ্রস্য হেতয়ঃ শতমৃষ্টীরয়স্ময়ীঃ। তাভির্হবিরদান্ গন্ধর্বানবকাদান্ ব্যৃষতু ॥ ৮ ॥ ভীমা ইন্দ্রস্য হেতয়ঃ শতমৃষ্টীর্হিরণ্ময়ীঃ। তাভির্হবিরদান্ গন্ধর্বানবকাদান্ ব্যৃষতু ॥ ৯ ॥ অবকাদানভিশোচানপ্সু জ্যোতয় মামকান্। পিশাচান্ সর্বানোষধে প্র মৃণীহি সহস্ব চ ॥ ১০ ॥ শ্বেবৈকঃ কপিরিবৈকঃ কুমারঃ সর্বকেশকঃ। প্রিয়ো দৃশ ইব ভূত্বা গন্ধর্বঃ সচতে স্ত্রিয়ম্। তমিতো নাশয়ামসি ব্রহ্মণা বীর্যাবতা ॥ ১১ ॥ জায়া ইদ্ বো অপ্সরসো গন্ধর্বাঃ পতয়ো যূয়ম্। অপ ধাবতামর্ত্যা মর্ত্যান্ মা সচধ্বম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ : হে ওষধি, তোমার দ্বারা পূর্বে অথর্বাণ মহর্ষিগণ রাক্ষসদের বিনাশ করেছে। সেরূপ কশ্যপ, কণ্ব ও অগস্ত্য ঋষি তোমার দ্বারা রাক্ষসদের বিনাশ করেছে। অতএবআমিও তোমার ধারণ, হোম প্রভৃতির দ্বারা রাক্ষসদের বিনাশ করছি। ১॥ হে ওষধি, তোমার দ্বারা আমরা আমাদের উপদ্রবকারী অপ্সরা ও গন্ধর্বদের নাশ করব। হে অজশৃঙ্গি (অজের শৃঙ্গের মত আকার বিশিষ্ট যার ফল, সেরূপ ওষধি), তুমি রাক্ষস জাতিকে এ স্থান থেকে ক্ষেপণ কর, তোমার উগ্র গন্ধে রাক্ষস পিশাচাদির অদর্শন ঘটাও। ২॥ অপ্সরাগণ আমাদের এ স্থান থেকে বিচ্যুত হয়ে নদী প্রভৃতি তাদের আবাসস্থলে যাক। নদী পার হবার জন্য লোকে যেমন মাঝির কাছে যায়, সেরূপ গুল্গুলু, পীলা, নলদী, ঔক্ষগন্ধি, প্রমন্দনী—এ পাঁচটি হোমদ্রব্যের প্রয়োগে ভীত হয়ে অপ্সরাগণ পলায়ণ করুক। ৩॥ হে অপ্সরাগণ, আমাদের অলক্ষ্যে তোমাদের প্রসিদ্ধ আবাসস্থলে যাও, গিয়ে নিরুদ্ধগতি হয়ে থাক। যেখানে অশ্বত্থ, ন্যগ্রোধ, প্লক্ষাদি মহাবৃক্ষ ও ময়ূরগণ আছে, সেখানে যাও। ৪॥ হে অপ্সরাগণ, তোমাদের ক্রীড়ার জন্য হরিৎও' অর্জুন দোলা যেখানে নিবদ্ধ আছে, সেখানে যাও। সেরূপ যেখানে বাদ্যমান কর্করী (বাদ্যবিশেষ) তোমাদের নৃত্যের তালে শব্দ করে, সেখানে আমাদের অলক্ষ্যে যাও, গিয়ে নিরুদ্ধগতি হয়ে

থাক। ৫ ॥ ওষধি, বীরুধ ও অন্য লতাদের মধ্যে অতিশয় বীর্যবতী এ অজশৃঙ্গী ওষধি আমাদের উপদ্রব নাশ করার জন্য এসেছে। হিংসকদের উচ্চাটন কারিণী ও উগ্র গন্ধযুক্ত শৃঙ্গের মত ফলবিশিষ্ট সে অশ্বশৃঙ্গী রক্ষপিশাচাদির বিনাশ করুক। ৬ ॥ ময়ূরের মত নৃত্যকারী আমাদের হিংসক অপ্সরাপতি গন্ধর্বের অণ্ড ও শেপ আমরা চূর্ণ করব, তাতে তারা ভীত হয়ে পলায়ন করবে। ৭ ॥ ইন্দ্রের ভয়ঙ্কর, শতধারাযুক্ত, লোহময়, হননসাধন বহু আয়ুধ আছে, তাদের দ্বারা জলাশয়গত শৈবালভক্ষক গন্ধর্বদের ইন্দ্র বিনাশ করুক। ৮ ॥ ভয়ঙ্কর, শতধারাযুক্ত, স্বর্ণময়, হননসাধন আয়ুধগুলির দ্বারা জলাশয়গত শৈবালভক্ষক গন্ধর্বদের ইন্দ্র বিনাশ করুক। ৯ ॥ শৈবালভক্ষক, শোকপ্রাপক, আমাদের গন্ধর্বদেরজলের মধ্যে প্রকাশ করাও। হে ওষধি অজশৃঙ্গি, উপদ্রবকারী সকল পিশাচদের বিনাশ কর ও পরাভব কর। ১০ ॥ মায়াবী গন্ধর্বগণ কেউ কুকুরের আকৃতি, কেউ বানরের আকৃতি, কেউ সর্বত-কেশ কুমারের মত বিচিত্র আকৃতি প্রিয়দর্শন হয়ে স্ত্রীগণের কাছে যায়, তাদের আমরা অতিশয় বীর্যযুক্ত মন্ত্রের দ্বারা বিনাশ করব। ১১ ॥ হে গন্ধর্বগণ, অপ্সরাগণ তোমাদের উপভোগ্যা স্ত্রী, তোমরা তাদের পতি, তাদের সাথে মিলিত হয়ে চলে যাও। তোমরা দেবজাতীয়, মরণশীল মানুষের সাথে মিলিত হয়ো না। ১২ ॥

টীকা : ১-১২। এ সূক্তের দ্বারা সকল ভূতগ্রহ চিকিৎসার জন্য শমীপর্ণচূর্ণ শমীফলের মধ্যে করে অভিমন্ত্রিত করে গ্রহাবিষ্ট পুরুষকে খাওয়াতে হবে এবং অলংকারের সাথে ধারণ করাতে হবে। সেরূপ রোগীর গৃহে ছড়িয়ে রাখতে হবে।

তৃতীয় সূক্ত

উদ্ভিন্দতীং সঞ্জয়ন্তীমপ্সরাং সাধুদেবিনীম্। গ্লহে কৃতানি কৃণ্বানামপ্সরাং তামিহ হুবে ॥ ১ ॥ বিচিন্বতীমাকিরন্তীমপ্সরাং সাধুদেবিনীম্। গ্লহে কৃতানি গৃহ্ণানামপ্সরাং তামিহ হুবে ॥ ২ ॥ যায়ৈঃ পরিনৃত্যত্যাদদানা কৃতং গ্লহাৎ। সা নঃ কৃতানি সীষতী প্রহামাপ্নোতু মায়য়া। সা নঃ পয়স্বত্যৈতু মা নো জৈষুরিদং ধনম্ ॥ ৩ ॥ যা অক্ষেষু প্রমোদন্তে শুচং ক্রোধং চ বিভ্রতী। আনন্দিনীং প্রমোদিনীমপ্সরাং তামিহ হুবে ॥ ৪ ॥ সূর্যস্য রশ্মীননু যাঃ সঞ্চরন্তি মরীচীর্বা যা অনুসঞ্চরন্তি। যাসামৃষভো দূরতো বাজিনীবান্ৎসদ্যঃ সর্বান্ লোকান্ পর্যেতি রক্ষন্। স ন ঐতু হোমমিমং জুষাণোঽন্তরিক্ষেণ সহ বাজিনীবান্ ॥ ৫ ॥ অন্তরিক্ষেণ সহ বাজিনীবন্ কর্কীং বৎসামিহ রক্ষ বাজিন্। ইমে তে স্তোকা বহুলা এহ্যর্বাঙিয়ং তে কর্কীহ তে মনোঽস্তু ॥ ৬ ॥ অন্তরিক্ষেণ সহ বাজিনীবন্ কর্কীং বৎসামিহ রক্ষ বাজিন্। অয়ং ঘাসো অয়ং ব্রজ ইহ বৎসাং নি বধ্নীমঃ। যথানাম ব ঈশ্মহে স্বাহা ॥ ৭ ॥

অনুবাদ : পণের দ্বারা ধনের আনয়নকারী, সম্যক জয়লাভকারী ও শোভন অক্ষক্রীড়াশীল দ্যূতক্রিয়ার অধিদেবতা অপ্সরাকে আমি স্তুতি করছি। দ্যূতক্রিয়া জয়ের জন্য দ্যূতজয়চিহ্ন (কৃত ত্রেতাদি শব্দবাচ্য অয়সজ্ঞক) কৃতাদি-কারিণী অপ্সরাকে এই দ্যূতজয়কর্মে আমি আহ্বান করছি, সে এসে আমার জয়বিধান করুক। ১ ॥ একত্র নির্বাধ কোষ্ঠে তিন চারটি অক্ষ বিশেষরূপে মিলিত করে আবার জয়ের জন্য সেগুলি বহু কোষ্ঠে বিক্ষেপকারিণী শোভন অক্ষক্রীড়াশীলা অপ্সরাকে আমি স্তুতি করছি। (দ্যূতক্রিয়া জয়ের জন্য ইত্যাদি পূর্ববৎ)। ২ ॥ যে গন্ধর্ব-স্ত্রী গৃহ্যমাণ পণবন্ধ থেকে কৃত-নামক অয় (অক্ষগত সংখ্যাবিশেষ) লাভ করে অভিমত জয় প্রাপ্তিতে পরিতুষ্ট হয়ে নৃত্য করে, সে আমাদের কৃত-শব্দবাচ্য চতুঃসংখ্যাযুক্ত অয় এনে প্রহন্তব্য অক্ষ ব্যামোহক শক্তিতে লাভ করুক। (একাদি পঞ্চ-সংখ্যান্ত অক্ষবিশেষকে 'অয়' বলে, তাদের চারটির নাম কৃত)। সে দ্যূতাধিদেবতা দ্যূত জয় করে গবাদি ধনযুক্ত হয়ে আমাদের কাছে আসুক। আমাদের

পণরূপে কল্পিত এ ধন অপর কিতবেরা যেন অপহরণ না করে। ৩ ॥ যে গন্ধর্বস্ত্রী ইষ্টের জয় না হলে শোক, জয়ের জন্য ক্রোধ করে এবং দ্যূতসাধন অক্ষসমূহে প্রহৃষ্ট হয়, সে দ্যূতজনিত হর্ষযুক্তা, দ্যূতাসক্ত অপরের আনন্দদায়িনী অপ্সরাকে এ দ্যূতকর্মে জয়ের জন্য আমি আহ্বান করছি। ৪ ॥ যে অপ্সরাগণ সূর্যরশ্মির সাথে বিচরণ করে এবং সূর্যকিরণের প্রভা লক্ষ্য করে যারা সঞ্চরণ করে, যাদের সেচনসমর্থ পতি দূরে অন্তরিক্ষ-দেশে সঞ্চরণ করে সর্বদা উষার সাথে যুক্ত হয়, যে শীঘ্র সকল লোক পালন করার জন্য প্রতিদিবস পর্যাবর্তন করে, সে সূর্য অন্তরিক্ষগত সে-সকল অপ্সরাদের সাথে আমাদের হূয়মান হবির সেবা করে আমাদের কাছে আসুক। ৫ ॥ হে সূর্য, অন্তরিক্ষগত অপ্সরাদের সাথে হবিরূপ অন্নযুক্ত হয়ে এ স্থানে শুভ্র বৎসদের সমৃদ্ধ কর। তোমার ক্ষীর আজ্যাদির ধারাগুলি সমৃদ্ধ হোক। তুমিও আমাদের অভিমুখে এস। তোমার শুভ্র এ গাভী এ গোষ্ঠে অবস্থান করুক। তোমাকে নমস্কার করছি। ৬ ॥ হে সূর্য, অন্তরিক্ষগত অপ্সরাদের সাথে হবিরূপ অন্নযুক্ত হয়ে এ স্থানে শুভ্র বৎসদের সমৃদ্ধ কর। এ প্রদীয়মান ঘাস পুষ্টিকর হোক, এ গোষ্ঠ গাভীর পুষ্টিকর হোক। এ গোষ্ঠে দ্বাদশরজ্জুর দ্বারা বৎসদের বন্ধন করব, যাতে আমরা তাদের অধিপতি হতে পারি। এ হবি আহুত হোক। ৭ ॥

টীকা : ১-৭। 'উদ্ভিন্দতীং সংজয়ন্তী' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা দ্যূতজয়কর্মে অক্ষগুলি অভিমন্ত্রিত করে অক্ষক্রীড়া করাতে হবে। সেরূপ গো-পুষ্টিকর্মে এ সূক্তের দ্বারা অঙ্কুর সংস্কার করার বিধি ভাষ্যানুক্রমণিকায় দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ সূক্ত

পৃথিব্যামগ্নয়ে সমনমন্ৎস আর্ধ্নোৎ। যথা পৃথিব্যামগ্নয়ে সমনমন্নেবা মহ্যং সংনমঃ সং নমন্তু ॥ ১ ॥ পৃথিবী ধেনুস্তস্যা অগ্নির্বৎসঃ। সা মেঽগ্নিনা বৎসেনেষমূর্জং কামং দুহাম্। আয়ুঃ প্রথমং প্রজাং পোষং রয়িং স্বাহা ॥ ২ ॥ অন্তরিক্ষে বায়বে সমনমন্ৎস আর্ধ্নোৎ। যথান্তরিক্ষে বায়বে সমনমন্নেবা মহ্যং সংনমঃ সং নমন্তু ॥ ৩ ॥ অন্তরিক্ষা ধেনুস্তস্যা বায়ুর্বৎসঃ। সা মে বায়ুনা বৎসেনেষমূর্জং কামং দুহাম্। আয়ুঃ প্রথমং প্রজাং পোষং রয়িং স্বাহা ॥ ৪ ॥ দিব্যাদিত্যায় সমনমন্ৎস আর্ধ্নোৎ। যথা দিব্যাদিত্যায় সমনমন্নেবা মহ্যং সংনমঃ সং নমন্তু ॥ ৫ ॥ দ্যৌর্ধেনুস্তস্যা আদিত্যো বৎসঃ। সা ম আদিত্যেন বৎসেনেষমূর্জং কামং দুহাম্। আয়ুঃ প্রথমং প্রজাং পোষং রয়িং স্বাহা ॥ ৬ ॥ দিক্ষু চন্দ্রায় সমনমন্ৎস আর্ধ্নোৎ। যথা দিক্ষু চন্দ্রায় সমনমন্নেবা মহ্যং সংনমঃ সং নমন্তু ॥ ৭ ॥ দিশো ধেনবস্তাসাং চন্দ্রো বৎসঃ। তা মে চন্দ্রেণ বৎসেনেষমূর্জং কামং দুহাম্। আয়ুঃ প্রথমং প্রজাং পোষং রয়িং স্বাহা ॥ ৮ ॥ অগ্নাবগ্নিশ্চরতি প্রবিষ্ট ঋষীণাং পুত্রো অভিশস্তিপা উ। নমস্কারেণ নমসা তে জুহোমি মা দেবানাং মিথুয়া কর্ম ভাগম্ ॥ ৯ ॥ হৃদা পূতং মনসা জাতবেদো বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্। সপ্তাস্যানি তব জাতবেদস্তেভ্যো জুহোমি স জুষস্ব হব্যম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ : পৃথিবীতে অধিদেবতারূপে অবস্থিত অগ্নির উদ্দেশে সকল প্রাণী সন্নত হয়, সে অগ্নি সন্নত প্রাণিদের সাথে সমৃদ্ধ হয়। পৃথিবীতে অগ্নির উদ্দেশে প্রাণিগণ যেমন সন্নত হয়, সেরূপ অভিলষিত ফলগুলি আমার উদ্দেশে সন্নত হোক অর্থাৎ আমাকে প্রাপ্ত হোক ১ ॥ পৃথিবী ধেনু, অগ্নি তার বৎসরূপ। সে পৃথিবী বৎসস্থানীয় অগ্নির সাথে বলকর অন্নরস ও অন্য সকল ফল আমাকে দিক। অপরিমিত আয়ু, পুত্রাদি, সকল ফলের অভিবৃদ্ধি ও গবাদি ধন দিক। এ হবি আহুত হোক। ২ ॥ অন্তরিক্ষলোকে অধিপতিরূপে অবস্থিত বায়ুর উদ্দেশে সেখানকার যক্ষগন্ধর্বাদি সকল প্রাণিগণ নম্র হয় এবং সে বায়ু সন্নত প্রাণিদের সাথে সমৃদ্ধ হয়। অন্তরিক্ষে বায়ুর উদ্দেশে প্রাণিগণ যেমন সন্নত হয়, সেরূপ অভিলষিত ফলগুলি আমাকে প্রাপ্ত হোক। ৩ ॥ অন্তরিক্ষলোক ইষ্ট ফলপ্রদ বলে ধেনুরূপ, বায়ু তার বৎসরূপ। সে অন্তরিক্ষরূপ ধেনু বায়ুরূপ নিজ বৎসের সাথে বলকর অন্নরস ও

অন্য সকল ফল আমাকে দিক। অপরিমিত আয়ু, পুত্রাদি, সকল ফলের অভিবৃদ্ধি ও গবাদি ধন দিক। এ হবি আহুত হোক। ৪ ॥ দ্যুলোকে অধিপতিরূপে অবস্থিত আদিত্যের উদ্দেশে দ্যুলোকবাসী জনগণ নম্র হয়ে তার সেবা করে। সে দ্যুলোকস্থ আদিত্য সমস্ত প্রাণিদের সাথে সমৃদ্ধ হয়। দ্যুলোকে আদিত্যের উদ্দেশে প্রাণিগণ যেমন সন্নত হয়, সেরূপ অভিলষিত ফলগুলি আমাকে প্রাপ্ত হোক। ৫ ॥ দ্যুলোক অভিমত ফলপ্রদানের দ্বারা ধেনুরূপ, আদিত্য তার বৎসরূপ। সে দ্যুলোকরূপ ধেনু আদিত্যরূপ নিজ বৎসরের সাথে বলকর অন্নরস ও অন্য সকল ফল আমাদের দিক। অপরিমিত আয়ু, পুত্রাদি, সকল ফলের অভিবৃদ্ধি ও গবাদি ধন আমাদের দিক। এ হবি আহুত হোক। ৬ ॥ পূর্বাদি দিকসকলের অধিদেবতারূপে অবস্থিত চন্দ্রের উদ্দেশে সেখানকার সকল জন নম্র হয়। সে চন্দ্র সমস্ত প্রাণিদের সাথে সমৃদ্ধ হয়। পূর্বাদি দিকে অবস্থিত চন্দ্রের উদ্দেশে যেমন সেখানকার প্রাণিগণ নম্র হয়, সেরূপ অভিলাষিত ফলগুলি আমাকে প্রাপ্ত হোক। ৭ ॥ পূর্বাদি দিকসকল অভিমন্ত্রিত ফলপ্রদানের জন্য ধেনুরূপ, তাদের অধিপতিরূপে সন্নিহিত চন্দ্র বৎস স্থানীয়। ধেনুরূপ দিকসকল বৎসরূপ চন্দ্রের সাথে বলকর অন্নরস ও অন্য সকল ফল আমাদের দিক। অপরিমিত আয়ু, পুত্রাদি, সকল ফলের অভিবৃদ্ধি ও গবাদি ধন আমাদের দিক। এ হবি আহুত হোক। ৮ ॥ এ লৌকিক অঙ্গারাত্মক অগ্নিতে দেবতারূপ অগ্নি মন্ত্রসামর্থ্যে প্রবিষ্ট হয়ে বর্তমান থাকে (অথবা মথিত অগ্নি আহবনীয় অগ্নিতে প্রবিষ্ট হয়ে বর্তমান)। সে অগ্নি ঋষিদের অর্থাৎ দ্রষ্টরূপ চক্ষুরাদির পুত্র (অথবা অগ্নিমথিত মন্ত্রদের পুত্র, কিংবা অথর্বা, আঙ্গির প্রভৃতি ঋষিদের পুত্র)। এ অগ্নি আরোপিত পাপের পালক। হে অগ্নি, এরূপ তোমাকে নমস্কারের সাথে হবিরূপ অন্ন অর্পণ করছি, দেবতাদের হবির ভাগ মিথ্যা করব না। ৯ ॥ হৃদয় ও মনের দ্বারা শুদ্ধ হবি তোমাকে অর্পণ করছি। হে জাতবেদা অগ্নিদেব, সকল জ্ঞাতব্য বিষয়ের তুমি জ্ঞাতা। হে জাতবেদা, সপ্তসংখ্যক তোমার জিহ্বা, তাদের উদ্দেশে আজ্য প্রক্ষেপ করছি, সে তুমি আমাদের প্রদত্ত হবির সেবা কর। ১০ ॥

টীকা ঃ ১-১০। 'পৃথিব্যাং অগ্নয়ে' ইত্যাদি সূক্তের দ্বারা সকল সম্পৎকামী ব্যক্তি পৃথিব্যাদি দেবতার যাগ করবে। ১০ম সূক্তে 'সপ্তজিহ্বা'—অগ্নির সপ্ত জিহ্বা প্রসিদ্ধ—'কালী করালী চ মনোজবা, সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা। **স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরুচীতি চৈতা লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বাঃ** ॥'' (মুণ্ডকোপনিষৎ ১/২/৪)।

পঞ্চম সূক্ত

যে পুরস্তাজ্জুহ্বতি জাতবেদঃ প্রাচ্যা দিশোহভিদাসন্ত্যস্মান্। অগ্নিমৃত্বা তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যগেনান্ প্রতিসরেণ হন্মি ॥১॥ যে দক্ষিণতো জুহ্বতি জাতবেদো দক্ষিণায়া দিশোহভিদাসন্ত্যস্মান্। যমমৃত্বা তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যগেনান্ প্রতিসরেণ হন্মি ॥২॥ যে পশ্চাজ্জুহ্বতি জাতবেদঃ প্রতীচ্যা দিশোহভিদাসন্ত্যস্মান্। বরুণমৃত্বা তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যগেনান্ প্রতিসরেণ হন্মি ॥৩॥ যে উত্তরতো জুহ্বতি জাতবেদ উদীচ্যা দিশোহভিদাসন্ত্যস্মান্। সোমমৃত্বা তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যগেনান্ প্রতিসরেণ হন্মি ॥৪॥ যেহধস্তাজ্জুহ্বতি জাতবেদো ধ্রুবায়া দিশোহভিদাসন্ত্যস্মান্। ভূমিমৃত্বা তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যগেনান্ প্রতিসরেণ হন্মি ॥৫॥ যেহন্তরিক্ষাজ্জুহ্বতি জাতবেদো ব্যধ্বায়া দিশোহভিদাসন্ত্যস্মান্। বায়ুমৃত্বা তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যগেনান্ প্রতিসরেণ হন্মি ॥৬॥ য **উপরিষ্টাজ্জুহ্বতি** জাতবেদ ঊর্ধ্বায়া দিশোহভিদাসন্ত্যস্মান্। সূর্যমৃত্বা তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যগেনান্ প্রতিসরেণ হন্মি ॥৭॥ যে দিশামন্তর্দেশেভ্যো জুহ্বতি জাতবেদঃ সর্বাভ্যো দিগ্ভ্যোহভিদাসন্ত্যস্মান্। ব্রহ্মর্ত্বা তে পরাঞ্চো ব্যথন্তাং প্রত্যগেনান্ প্রতিসরেণ হন্মি ॥৮॥

অনুবাদ ঃ জাত সকল প্রাণীর জ্ঞাতা হে অগ্নি, যে শত্রুগণ পূর্ব দিক থেকে হোমের দ্বারা আমাদের প্রতি অভিচার ক্রিয়া করে এবং সে হোমের ফলে পূর্ব দিক থেকে আমাদের যারা হিংসা করে, সে শত্রুরা সে দিকের অধিপতি অগ্নিতে নিপতিত হয়ে পরাঙ্মুখ হয়ে ব্যথিত হোক অর্থাৎ দগ্ধ হোক। সে অভিচার-কর্তা শত্রুদের এ রক্ষা কর্মের দ্বারা বিনাশ করছি (অথবা অভিচার কর্মের দ্বারা উৎপাদিত কৃত্যাকে এ রক্ষাকরণের দ্বারা ফিরিয়ে বিনাশ করছি)। ১ ॥ হে অগ্নি, যে শত্রুগণ আমাদের আবাসস্থলের দক্ষিণ দিক থেকে হোমের দ্বারা আমাদের প্রতি আভিচারিক কর্ম করে ও হিংসা করে, তারা সে দিকের অধিপতি যমের হস্তে পতিত হয়ে ব্যথিত হোক। সে অভিচার-কর্তা শত্রুদের এ রক্ষাকর্ম দ্বারা বিনাশ করছি। ২ ॥ হে অগ্নি, যে শত্রুগণ পশ্চিম দিক থেকে হোমের দ্বারা আমাদের প্রতি আভিচারিক কর্ম করে ও হিংসা করে, তারা সে দিকের অধিপতি বরুণের হস্তে পতিত হয়ে ব্যথিত হোক। সে অভিচার-কর্তা শত্রুদের এ রক্ষাকর্ম দ্বারা বিনাশ করছি। ৩ ॥ হে অগ্নি, যে শত্রুগণ উত্তর দিক থেকে হোমের দ্বারা আমাদের প্রতি আভিচারিক কর্ম করে ও হিংসা করে, তারা সে দিকের অধিপতি সোমের হস্তে পতিত হয়ে ব্যথিত হোক। সে অভিচার-কর্তা শত্রুদের এ রক্ষাকর্ম দ্বারা বিনাশ করছি। ৪ ॥ হে অগ্নি, যে শত্রুগণ অধোদিক থেকে হোমের দ্বারা আমাদের প্রতি আভিচারিক কর্ম করে ও হিংসা করে, তারা সে দিকের অধিদেবতা ভূমির হস্তে পতিত হয়ে ব্যথিত হোক। সে অভিচার-কর্তা শত্রুদের এ রক্ষাকর্ম দ্বারা বিনাশ করছি। ৫ ॥ হে জাতবেদা অগ্নি, যে শত্রুরা অন্তরিক্ষ লোক থেকে আমাদের প্রতি অভিচার করার জন্য হোম করে ও পথহীন অন্তরিক্ষ দিক থেকে আমাদের হিংসা করে, তারা সে দিকের অধিদেবতা বায়ুর হস্তে নিপতিত হয়ে ব্যথিত হোক। সে অভিচার-কারী শত্রুদের এ রক্ষাকর্ম দ্বারা বিনাশ করছি। ৬ ॥ হে অগ্নি, যে শত্রুরা ঊর্ধ্ব দ্যুলোক থেকে আমাদের প্রতি আভিচারিক কর্মের জন্য হোম করে ও ঊর্ধ্ব দিক থেকে আমাদের হিংসা করে, তারা দ্যুলোকস্থ ঊর্ধ্ব দিকের অধিপতি সূর্যের হস্তে পতিত হয়ে ব্যথিত হোক। সে অভিচার-কারী শত্রুদের এ রক্ষাকর্ম দ্বারা আমি বিনাশ করছি। ৭ ॥ হে জাতবেদা অগ্নি, যে শত্রুরা উক্ত পূর্বাদি দিকের অন্তরাল দেশ থেকে আমাদের প্রতি অভিচার কর্ম করার জন্য হোম করে এবং যারা সে সকল দিক থেকে আমাদের হিংসা করে, তারা সকলে পরাঙ্মুখ হয়ে সর্বগত ভূতভৌতিক প্রপঞ্চ কল্পনার আস্পদ সকল নিয়মন শক্তিযুক্ত পর ব্রহ্মের হস্তে সন্তপ্ত হোক। এ শত্রুদের এ রক্ষাকর্মের দ্বারা নিবৃত্ত করে বিনাশ করছি। ৮ ॥

টীকা ঃ ১-৮। 'যে পুরস্তাৎ' ইত্যাদি সূক্তের কৃত্যা-নিবারণ কর্মে ও শান্ত্যুদকাদি কর্মে বিনিয়োগ দৃষ্ট হয়।